# অখণ্ড সংহিতা

বা

ষষ্ঠ খণ্ড

শ্রী শ্রী স্বামী

স্বরূপানন্দ পরমহংস দেবের

উপদেশ - বাণী

অখণ্ড - সংহিতা ষষ্ঠ খণ্ড

অখণ্ড সংহিতা

বা

ষষ্ঠ খণ্ড

শ্রী শ্রী স্বামী

স্বরূপানন্দ পরমহংস দেবের

উপদেশ - বাণী



অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর
শ্রী শ্রী স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব

ওঁ

# অখণ্ড-সংহিতা

বা

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের

# উপদেশ-বাণী

## ষষ্ঠ খণ্ড

ফেণী (নোয়াখালী),

১৭ই শ্রাবণ, ১৩৩৮

বহুসংখ্যক যুবক শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের পাদপদ্ম দর্শনার্থ আগমন করিয়াছেন।

### দীক্ষা ব্যতীত নামজপ

একজনের প্রশ্ন এই যে, কোনও গুরুর নিকটে দীক্ষা-গ্রহণ ব্যতীতও নামজপ করা যায় কিনা।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—হাঁ নিশ্চয় যায়। দীক্ষা-শব্দের মানে কি ? কোন একটা কার্য্য আরম্ভ করার সংকল্প গ্রহণকেই বলে দীক্ষা। তুমি ভগবানের একটা নির্দ্দিষ্ট নাম জপ কর্ব্বে ব'লে



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

সঙ্কল্প করেছ, এই ত' হ'ল দীক্ষা. এই সঙ্কল্প গ্রহণ-কালে তুমি যদি অপর কারো কাছ থেকে মন্ত্রটি শুনে না নাও, তাতে কোনো দোষ নেই, যদি আমৃত্যু তুমি ঐ এক মন্ত্রেই লেগে থাক। এই ভারতবর্ষেই এমন লক্ষ লক্ষ লোক জন্মেছেন, যাঁরা কোনো মানুষের কাছে দীক্ষা নেন নি, কিন্তু ভগবানকে ডেকেছেন, ভগবানকে পেয়েছেন। ''দীক্ষা নিতেই হবে, নইলে ভগবানকে মিল্‌বে না''—এই যে একটা জিদের কথা আমাদের মুখে তোমরা শুনতে পাও, সেটার এক অর্থ এই যে, অপরের অভিজ্ঞতার সাহায্য পেলে সহজে কাজ হয়। আর এক অর্থ এই যে, আমরা গুরুগিরির বেড়াজালে জগতের সকল রুই কাতলা থেকে চুনোপুটি পর্য্যন্ত আটক ক'রে আমাদের শিষ্য ক'রে জগদ্‌গুরু হ'তে চাই।

## 'দীক্ষাহীন নামজপ' কথাটীর মানে

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বলা হ'য়ে থাকে, দীক্ষাহীন নামজপ আর প্রস্তরে বীজবপন এক কথা। আমরা অমনি মানে ক'রে তোমাকে শুনিয়ে দিব যে, প্রস্তরে যেমন বীজের অঙ্কুর জন্মে না, আমাদের কাছে মন্ত্র না নিলে তেমনি মন্ত্র-জপে ফল হবে না। তোমরাও অমনি ভয় খেয়ে যাও, আর আমাদের পায়ের গোড়ায় এসে ধর্ণা দাও,—''মন্ত্র দাও প্রভু, মন্ত্র দাও''—ব'লে। আর আমরা অমনি মন্ত্র দেই, নিজেদের গুরুগিরির রোশনাই খোলে, ঐহিকের সঙ্গে সঙ্গে কখনো কখনো পারমার্থিক কল্যাণও হ'য়ে থাকে। কারণ, শিষ্যের ঈশ্বরপ্রাণতা গুরুর নিকটে অনেক সময়ে দৃষ্টান্ত-স্থানীয় এবং শিক্ষণীয় হ'য়ে থাকে। কিন্তু বাবা, সত্যিই কি পাথরের গায়ে বীজ অঙ্কুরিত হয় না? মহাবটের ক্ষুদ্র বীজ





কত বড় বড় পর্ব্বতের বক্ষ-বিদারণ ক'রে দিয়েছে এবং প্রমাণ করেছে যে, প্রস্তরেও বৃক্ষ হয়, সেই বৃক্ষ পথিককে ছায়া দেয়, পাখীকে আশ্রয় দেয়, বানরকে খাদ্য দেয়, রুগ্নকে ঔষধ দেয়, মৃত্তিকাকে সার দেয়, বায়ুকে শুদ্ধতা দেয়। আসল কথা, পাথরের ফাটলে বীজটা লেগে থাকা চাই। বৃষ্টির জলে যদি বীজটাকে স্থানচ্যুত করে, তবে আর সে গজাবে কি ক'রে? অথবা অত্যন্ত রৌদ্র যদি তাকে দগ্ধ ক'রে দেয়, তবে সে অঙ্কুরিত হবে কি ক'রে? ঠিক্ তেমনি নামজপে তোমার নিষ্ঠা থাকা চাই। যে নামটী জপ কচ্ছ, অবিশ্বাসের তাপে যদি তা ভাজা হ'য়ে যায়, তবে আর তোমার প্রাণে নামের অঙ্কুর গজাবে না. কিম্বা নানা মতের প্রবল ধারাবর্ষণে যদি নামটী প্রাণ থেকে স্থানচ্যুত হ'য়ে যায়, তা' হ'লেও সে আর তোমার প্রাণে মহাবৃক্ষরূপে পরিণত হ'তে পার্ব্বে না। তাই তাকে জীবনে-মরণে শয়নে-জাগরণে উত্থানে-পতনে প্রাণের মধ্যেই জোর ক'রে ধ'রে রাখার জন্য তোমার সঙ্কল্প-গ্রহণ প্রয়োজন। এই সঙ্কল্প-গ্রহণকেই বলে দীক্ষা। এই সঙ্কল্প-গ্রহণ না ক'রে যদি নামজপ সুরু কর, তাহ'লে আজ এই নাম, কাল ঐ নাম, এরূপ ক'রে ক'রে বৃথাই দিন কেটে যাবে, একটা বীজও মহীরুহে পরিণত হ'তে পার্ব্বে না। একেই বলে দীক্ষাহীন মন্ত্রজপ।

## নামে নিষ্ঠা

অপর একটী প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—যে নামে তুমি ভগবানকে ডাক, সেই নামেই অহর্নিশ লেগে থাকার নাম, নামে নিষ্ঠা। জগতে যত নাম আছে, সব নামই তাঁর নাম, তবু তোমার মন লেগে থাক্‌বে ঐ একটী নামেই, ভিন্ন ভিন্ন নামে



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

ঘুরে সে বেড়াবে না,—তবে হ'ল নামে নিষ্ঠা। সব পুরুষের কাছ থেকেই রতি-সুখ মিল্‌তে পারে, তবু যেমন সতী স্ত্রী একমাত্র নিজ স্বামী ব্যতীত অপর পুরুষের সাহচর্য্য-কামনা করে না, নামে নিষ্ঠাও তদ্রূপ। সতী-সাধ্বী নারী যদি স্বপ্নেও পরপুরুষসঙ্গ করে, তা হ'লে যেমন কেঁদে আকুল হয়—"হায়, কেন আমি মনে মনেও দ্বিচারিণী হ'লাম,"—ঠিক্ তেমনি তোমার ইষ্টনামটী ছাড়া অন্য নাম স্মরণে এলেও যখন অন্তরে এই রকমের জ্বালা আস্‌বে যে, "হায় কেন আমি নিজ নামে পূর্ণ নিষ্ঠা রাখ্‌তে পারলাম না," তখন বলা যাবে যে, নামে নিষ্ঠা এসেছে। সকল নামেই মধু আছে, তবু আমি আমার জপনীয় নামটী ছাড়া অপর নামের দিকে ফিরে তাকাব না, এই হ'ল নামে নিষ্ঠা। তার মানে এই নয় যে, অপর নামের প্রতি আমি বিদ্বেষ পোষণ কর্ব্ব। স্বামীর আত্মীয়-পরিজনকে কি সতী নারী বিদ্বেষ করে? ভগবানের সকল নামের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা পোষণ ক'রেও আমি আমার প্রাণের নামটীকে নিয়ে প্রেমসমুদ্রে ডুব দিব, এই হ'ল নাম-নিষ্ঠা কথার মানে।

৮ই শ্রাবণ, ১৩৩৮

## ধ্যান-জপের সর্ব্বোৎকৃষ্ট সময়

শ্রীশ্রীবাবামণি আজ চট্টগ্রাম যাইবেন। ট্রেণ ভোরেই ছাড়ে। সুতরাং শ্রীশ্রীবাবামণি শেষ রাত্রেই ফেণী ষ্টেশনে আসিয়াছেন। স্থানীয় কয়েকটী ভক্ত যুবক শ্রীশ্রীবাবামণিকে ট্রেনে তুলিয়া দিবার জন্য সঙ্গে আসিয়াছেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ভোর হচ্ছে। মানে, একটী নূতন





দিনের সূচনা হচ্ছে। এই ভোরের বুকে যে বীজ বুনবে, সমগ্র দিন ভ'রে সেই বীজেরই অঙ্কুরণ, বিকাশন, বৃক্ষরূপে পরিণমন, ফল-প্রসবন চল্‌বে। এই জন্যই এই সময়টা ধ্যান-জপের পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। শুধু ধ্যান-জপই নয়, জীবনের যার যেটী ব্রত, তার সেই ব্রতের সঙ্কল্প-মন্ত্রের সাধন করার এইটীই প্রকৃষ্টতম অবসর।

## কৈশোরই মানব-জীবনের উষা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ঠিক্ তেমনি, কৈশোরই হচ্ছে মানব-জীবনের উষাকাল। যে চিন্তা কিশোরের মনে ভাল ক'রে প্রবিষ্ট করিয়ে দিতে পার্ব্বে, সেই চিন্তা-বীজটাই তার সমগ্র জীবনে কর্ম্মাকাঙ্ক্ষারূপে অঙ্কুরিত, চেষ্টা-রূপে পল্লবিত এবং সাফল্যরূপে ফলবন্ত হবে। একটা দেশ বা একটা জাতিকে যে পথে তুমি চালাতে চাও, প্রৌঢ় বা বৃদ্ধদের কাছে তার গুণ-প্রশংসা ক'রে শক্তিক্ষয়ের তুলনায় লাভ খুব বেশী দাঁড়াবে না। বৃদ্ধদের কাছে সেই বার্ত্তা নিয়ে গেলে, তারা হয়ত যার যার সংগৃহীত পূর্ব্ব-সংস্কারকে সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ ক'রে তোমার পন্থাকে গ্রহণ করে উঠতে নাও পারে। আর, যারা তা' পার্ব্বে, তাদের মধ্যেও অনেকে হয়ত শেষ পর্য্যন্ত লেগে থাকতে পার্ব্বে না। কিন্তু কৈশোর থেকেই যদি একটী ভাব ছেলেমেয়েদের মনের ভিতরে ঢুকিয়ে দিতে পার এবং সেই ভাবটার শ্রীবৃদ্ধির জন্য যদি চারা গাছে সলিল-সিঞ্চনের মত মাঝে মাঝে উৎসাহ যোগাতে পার, তা হ'লে দেখবে,কেমন সতেজ হয়ে তার জীবনে তোমার ভাব পরিপুষ্ট হচ্ছে এবং অব্যর্থ শক্তি নিয়ে চতুর্দ্দিকে নিজেকে শত-শাখা বটবৃক্ষের মত প্রসারিত কচ্ছে।



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

## কিশোর-মনে ব্রহ্মচর্য্যের সংস্কার

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমার ব্রহ্মচর্য্য প্রচারের চেষ্টার কথা ধরতে পার। তরুণ-বাল্যে, যখন এক অনামা সন্ন্যাসীর তপঃপুঞ্জ-কলেবর শুধু মূর্ত্তিখানা দেখেই প্রাণে এল এক প্রবল ত্যাগব্রতের আলোড়ন, তার কিছু দিন পরে আমার পিতৃদেব পায়ে একটা শক্ত আঘাত পেয়ে পাঁচ ছয় মাসের জন্য হ'লেন রোগ-শয্যাশায়ী। শয্যায় শুয়ে শুয়ে তিনি আমাকে একদিন শিখালেন, কি ভাবে ভগবানের কাছে প্রার্থনা কত্তে হয়। আজও সেই প্রার্থনার মন্ত্র আমার কাণে ধ্বনিত হচ্ছে,—"হে ভগবান, আমাকে সৎসাহস দাও, আমাকে ব্রহ্মচারী কর।" মা আর বাবা ছিলেন বারদীর লোকনাথ ব্রহ্মচারীর একান্ত ভক্ত,—তাই দেখে প্রকৃত ব্রহ্মচারীর আদর্শ কতক হৃদয়ঙ্গম হ'ল। চলল সলিল-সিঞ্চন,—বাবা দিলেন একখানা ব্রহ্মচর্য্যের বই পড়তে। কৈশোরের অসতর্কে-উপ্ত বীজ ক্রমশঃ অঙ্কুরিত হ'য়ে ডালপালা ছড়াতে লাগল, প্রাণপ্রিয় দুই কিশোরকে বঙ্কিম ও তারাপদ, —যাদের নাম রেখেছিলাম প্রভঞ্জন ও বীতিহোত্র,—ব্রহ্মচর্য্যের বাণী অফুরন্ত শুনাতে লাগলাম। তাদের গড়তে যেয়ে, আমার নিজের গড়নই ভাল হ'তে লাগ্‌ল। গেলাম ঢাকাতে পড়তে, এল আর একটী ব্রহ্মচর্য্যের জীবন্ত ছবি সাম্‌নে,—ফরিদ্‌পুরের জগদ্বন্দুর জীবনী-গ্রন্থে বর্ণিত তাঁর আদর্শ-কঠোর তপস্বী মূর্ত্তি। লোকনাথের দৃষ্টান্ত দিয়েছে মেরুদণ্ডে বলরুদ্র মজ্জা, মহাপ্রেমিক বন্ধু-সুন্দরের দৃষ্টান্ত যেন দিল ব্রহ্মচর্য্যের এক কোমল অথচ প্রবল রুচি। অন্তশ্চক্ষে যেন বিভিন্ন সময়ে এই দুইটী মূর্ত্তি





আমার প্রেরণার উৎসরূপে ভেসে উঠত। প্রলোভন যেখানে দুর্জ্জয়, লোকনাথ সেখানে আমার বাহুর বল, বক্ষের সাহস। শুষ্কতা যেখানে আমার প্রবল, জগদ্বন্ধু সেখানে আমার মধুর ভাণ্ড, রসের উৎস। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি আমার জ্যেঠামশায় ও জ্যেঠীমার খুব ভক্তি। কিন্তু রামকৃষ্ণ যেন আমার প্রাণে কোনো দাগ কাটতে পারেন নি। যেই একদিন শুন্‌লাম তিনি বিয়ে করেছিলেন, কেন জানি মনটা বিরাগ বোধ কর্ল্ল, আমি আর রামকৃষ্ণের জীবন নিয়ে খোঁজ-খবর করার তাগিদ আমার অন্তরে অনুভব করিনি। শ্রীরামকৃষ্ণের বিবাহিত জীবনটা কত বড় সংযম-সুন্দর ও কত বড় গূঢ়ার্থ-পূর্ণ, একথা আমাকে বুঝিয়ে দেবার মত কেউ যদি লোক থাক্‌ত, তবে হয়ত রামকৃষ্ণ-জীবনীও আমার কৈশোর চিত্ত-পাদপে সলিল-সিঞ্চন কত্ত। কৈশোরের সংস্কার যখন বলদৃপ্ত ব্রহ্মচর্য্য-প্রচারেচ্ছা-রূপে আমার কর্ম্ম জীবনের সবটুকু স্থান পূরণ ক'রে নিয়েছে, তখন একজন খ্যাতনামা সৎ-সাহিত্যের লেখকের সঙ্গে দেখা হ'ল। শুন্‌লাম, তিনি আমাকে জানেন, আমার বই পড়েছেন, আমার ব্রহ্মচর্য্য-প্রচারের খবর খুব উৎসাহের সহিত নিয়ে থাকেন ইত্যাদি! তিনি আমাকে বল্‌লেন,----"Don't enter into a propaganda —অনেকের জন্য অনেক খাট্‌বেন না। বই লিখে যান আর সৎ জীবন যাপন করুন।" নিজে প্রাণপণে সৎ জীবন যাপন করার বুদ্ধি আমার কাছে খুব ভাল লাগল, কিন্তু বই লিখা ছাড়া অন্যভাবে প্রচারে নামব না, এ কথাটা বরদাস্ত কত্তে পার্লুম না তিনি বলেছিলেন,—"দুঃখ পাবেন," দুঃখ পেলাম, পেলাম আশা-ভঙ্গ, হতাশা, অকৃতকার্য্যতা, পেলাম অভাবনীয় অবস্থার



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

পীড়ন, মানসিক অশান্তি এবং পরের ভাল কত্তে গিয়ে নিজের শত রকমের ক্ষতি। তবু হাল ছাড়লুম না, ছাড়তে পারলাম না, কারণ ও যে আমার কৈশোরের সংস্কার! বই লিখে, কথা বলে, কিশোরদের সঙ্গে মিশে, শত সহস্র পত্র লিখে, কদাচিৎ বা বক্তৃতা দিয়ে, যে ব্রহ্মচর্য্যের চিন্তার আমি প্রসার ক'রে যাচ্ছি, তার জন্য হয়ত ইতিহাস কখনই আমাকে জাতি-সংগঠক বা যুগস্রষ্টা ব'লে অভিনন্দন কর্ব্বে না, কিন্তু কিশোর-মনের উপর আজ আমি যে দাগ কেটে যাচ্ছি, নিশ্চয়ই তা' এমন শত শত ব্যক্তি জগৎকে উপহার দিবে, যারা স্বরূপনন্দের চেয়েও ঢের বড়। তাই তোমাদেরও বল্ছি, কিশোর-মনে ব্রহ্মচর্য্যের কলম দিয়ে দাগ কেটে যাও, এমন দাগ কাট, জল দিয়ে ধু'লে যেন না উঠে যায়।

## স্ত্রী-শিক্ষার আদর্শ

বেলা নয় ঘটিকার সময়ে শ্রীশ্রীবাবামণি চট্টগ্রাম পৌঁছিলেন এবং চট্টগ্রামে তাঁহার প্রিয় বিশ্রাম-স্থান পাথরঘাটা আশ্রমে পবিত্র চরণধূলি প্রদান করিলেন।

অপরাহ্নে পাথরঘাটা আশ্রমের আশ্রমীদের সহিত কথাবার্ত্তা-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আমার মতে সেইটাই হচ্ছে মেয়েদের পক্ষে প্রথম ও প্রধান শিক্ষা, যে শিক্ষা তাদের ভিতরে আত্মসম্ভ্রম, আত্মমর্য্যাদা জাগরিত করে। যে শিক্ষার প্রভাবে তারা এমনভাবে চলতে, বলতে, ভাবতে এবং কত্তে শিখবে যেন, পুরুষ-জনসাধারণ তাদের দেখামাত্রই বুঝতে পারে যে, তাদের মধ্যে এসেছেন তাদের মা, তাদের জননী, তেমন শিক্ষাই যথার্থ স্ত্রী-শিক্ষা। আমাদের মেয়েটীকে দেখামাত্র যদি পুরুষ-





জাতি শ্রদ্ধায় ভক্তিতে নতকন্ধর না হয়, নতজানু না হয়, মধুর মাতৃধ্বনিতে সম্বোধন না করে, তবে বুঝতে হবে, আমাদের মেয়ে শিক্ষিতা হয় নি। সবাই যদি তার কাছে আসে সন্তানের মত নিষ্কলঙ্ক মন নিয়ে, সন্তানের মত পূজা-বুদ্ধি নিয়ে, সন্তানের মত অকপট বিনয়-নম্রতা নিয়ে, তবে বল্ব আমাদের মেয়ে শিক্ষিতা হয়েছে।

## মাতৃত্ব-প্রকাশের সীমা-রেখা

শ্রীবাবামণি বলিলেন,—মেয়ে আমাদের শিল্প শিখুক, বিদ্যা শিখুক, যেখানে সুযোগ সেখানে, কিন্তু তার এই যে, মাতৃত্ব-মর্য্যাদার-শিক্ষা, এটা শিখতে হবে ঘরের লোকের কাছে। শত যোগ্য হ'লেও বাইরের শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রীর হাতে এই বিষয়ে মেয়েকে নিয়ে নির্ভর করা সঙ্গত হবে না। শিক্ষা দিতে হবে মেয়েকে, মা হোক্ সে সকলের—সেবায় শুশ্রূষায়, শোকাপনোদনে, সান্ত্বনা-প্রদানে, অভয়-সঞ্চারণে, কিন্তু গা-ঘেঁষাঘেঁষিতে নয়; জড়াজড়ি-মাখামাখিতে নয়, আঁচল ধ'রে টানাটানিতে নয়। প্রাণের প্রচুরতায় সে সকলের মাতৃস্থানীয়া হোক্ কিন্তু সমাজ-বিরোধী দৃষ্টিকটু মেশামেশিতে নয়। মা হোক্ সে সকলের চ'খের সামনে, গোপনে নয়।

## মিথ্যা-মাতৃভাবের শাসন

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—মেয়েকে আমাদের শিখাতে হবে যে, পুরুষের রমণী-লালসা তাকে বারংবার নানা মিথ্যা ওজুহাত সৃষ্টি ক'রেও মেয়েদের কাছে নিয়ে যায়। নির্দ্দোষ মাতৃভাব প্রদর্শন ক'রেও অনেক দুষ্টমনা পুরুষ মেয়েদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

করে। এই জন্যই মা হ'য়ে পুরুষদের প্রতি শুধু স্নেহ প্রদর্শন করার শক্তি তার থাক্‌লেই যথেষ্ট হবে না, প্রয়োজনমত তাদের শাসন করার শক্তিও ধরা চাই। মা শুধু বরাভয়দাত্রীই নন, মা হ'তে হ'লে খর্পরকরবালিনীও হ'তে হয়।

## মিথ্যা-মাতৃভাবের লক্ষণ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ছেলেরা যখন মেয়েদের সাথে মাতৃভাবের কুটুম্বিতা পাতায়, তখন তার ভিতরে মিথ্যা থাক্‌লে দুইটী লক্ষণে তা অনুমান করা যেতে পারে। একটী হচ্ছে বাড়াবাড়ি আর একটী হচ্ছে গোপনতা। এ দুটী, দেখ্‌লেই সাবধান হ'তে হবে এবং ঘনিষ্ঠতাকে তর্জ্জনীর শাসনে দূরে রাখ্‌তে হবে।

## মাতৃভাবের নামে বাড়াবাড়ি ও গোপনতা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বাড়াবাড়ি বরং কখনো কখনো শুধু নির্ব্বুদ্ধিতারই ফল হতে পারে। তার পশ্চাতে পাপ সকল সময়ে নাও থাক্‌তে পারে। "মাগো, জননী গো," বলে হা-হুতাশ, অশ্রুপাত, ধর্ণা দেওয়া প্রভৃতি অনেক সময় নির্দ্দোষ সাময়িক উচ্ছ্বাস হলেও হতে পারে। কিন্তু গোপনতা যেখানে আছে, সেখানে পাপ থাক্‌বেই থাক্‌বে। গোপনে একা নিরিবিলি জায়গায় ডেকে নিয়ে 'মা' ডাকা, সন্তান-ভাবের পরিচয় নয়, তার পশ্চাতে লুকিয়ে আছে একটা অতি কদর্য্য অভিলাষ,—খুব সুন্দর একটা ছদ্মবেশ মাত্র পরিধান ক'রে। মেয়েকে শিখাতে হবে যে, এই সব ছদ্মবেশী-পাপের সঙ্গে কোনো রকমেই যেন সে আপোষ না করে।





## মাতৃভাবে সান্ত্বনা ও সেবা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সান্ত্বনা আর সেবা, এই দুইটী দিয়ে মা। কিন্তু যার সান্ত্বনার ফলে সন্তানের পাপের প্রবৃত্তি বাড়ে, পুণ্যের প্রবৃত্তি কমে, সে কখনো মা নয়। যার সেবার ফলে মানুষের প্রাণে শক্তি বাড়ে, সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা বাড়ে, পবিত্রতার প্রতি অনুরাগ বাড়ে, স্ত্রীজাতির চরিত্রের প্রতি ধারণা হয় শুদ্ধতর ও উন্নততর, সে-ই প্রকৃত মায়ের মত সেবা করেছে ব'লে মনে কত্তে হবে। যার শুশ্রূষায় দেহের রোগ সারুক আর না সারুক, মনের আবিলতা কমেই কমে, তাকেই বলা চলে মায়ের মত। মেয়েকে শিখাতে হবে যে, সেবা-শুশ্রূষা আর সান্ত্বনার ভিতর দিয়ে অসতর্ক মেয়েরা নিজেদের মাতৃত্ব-মহিমা ভুলে যায় এবং পরে দেখতে পায় যে, মায়ের আসন থেকে নেমে তারা অন্য জায়গায় এমন ভাবে এসে দাঁড়িয়েছে যে, আর জীবনে পুরাতন সেই পূজার স্থানটীতে পৌঁছুবার উপায় নেই। তখন মেয়েরা অসত্যের সঙ্গে সখ্য পাতায় এবং বাইরে মাতৃত্বের মুখোস প'রে অন্তরে হীনতার সেবা করে। অন্তরের এই হীনতা ক্রমশঃ দৈহিক পাতিত্যে পরিণত হ'তে তার বেশী দিন লাগে না।

## মেয়েদের আত্মবিশ্লেষণ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—মায়ের ভাব দিয়েই যে নিজের অন্তর পরিপূর্ণ ক'রে রাখ্‌তে হবে, এই কথাটা মেয়ের মনে অনক্ষণ জাগাতে হবে। সে যেন ভুল্‌তে না পারে, পুরুষ-জাতির কাছে তার মর্য্যাদা কতখানি অলঙ্ঘনীয় হওয়া প্রয়োজন।



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

মায়ের ভাবে তার নিজের অন্তর যত বেশী পরিপূর্ণ হবে, জগতের পুরুষ তার প্রতি তত অধিক সন্তান-ভাব-সম্পন্ন হবে। তবু যদি, সে লক্ষ্য করে যে, লম্পট পুরুষ তার প্রতি অনুচিত ইঙ্গিত কচ্ছে বা কামের দৃষ্টি নিক্ষেপ কচ্ছে, তাকে আত্মানুসন্ধান কত্তে হবে, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নিজের অন্তরকে বিশ্লেষণ ক'রে দেখ্‌তে হবে যে, তার নিজের মনে গোপনে কোনও পাপ লুকিয়ে ছিল কিনা। এই শিক্ষা মেয়েকে দিতে হবে।

## পুরুষ-সংশ্রবের ঝোঁক

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—পুরুষ এবং নারীর পরস্পরের মিল্‌বার মিশ্‌বার যে একটা আগ্রহ, এটা একেবারে প্রকৃতি-দত্ত। কারণ, এর পশ্চাতে একটা প্রকৃতিগত গূঢ় উদ্দেশ্যও র'য়ে গেছে। এই আকর্ষণ না থাক্‌লে জগৎ বাড়্‌ত না, প্রজা-সৃষ্টি হ'ত না। কিন্তু এই আগ্রহকে দমন ক'রে সর্ব্বজীব-হিতকর ভাবে সঙ্গতি ও শৃঙ্খলার ভিতর দিয়ে চলাই মানুষের মনুষ্যত্ব। তাই, মেয়েকে আমাদের শিখাতে হবে যে, যদি তার বারংবার পুরুষদের সংশ্রবে মিশ্‌বার জন্য আকুলতা আস্‌তে থাকে, পুরুষদের সঙ্গে কথা বল্‌বার, গল্প কর্‌বার, খেলা কর্‌বার ঝোঁক তার হ'তে থাকে এবং সে ঝোঁক এত প্রবল হয় যে,—দমন করা উচিত জেনেও দমন কত্তে ইচ্ছে করে না, এত ঘনিষ্ঠতা লোকচক্ষে অসঙ্গত ঠেক্‌বে জেনেও ঘনিষ্ঠতার ইচ্ছা কমাতে ইচ্ছা না হ'য়ে লোকগুলি সব অন্ধ হোক বা নিপাত যাক্‌, এরূপ ইচ্ছা হ'তে থাকে,—তখন তাকে প্রাণপণে আত্মসম্বরণ কত্তে হবে। মেয়েকে শিখাতে হবে যে, জীবমাত্রেরই প্রবৃত্তির তাড়না আসে, কিন্তু সেই জোয়ার-জলে ভেসে না যেয়ে নিজের পায়ের উপরে দৃঢ়





হয়ে দাঁড়িয়েই তাকে থাক্‌তে হবে, তাতে যত ক্লেশই হোক্‌ না কেন।

## নিষ্কলঙ্কা কুমারীকে কিভাবে যৌন-জ্ঞান প্রদান আবশ্যক

কথা উঠিল,—যে মেয়েকে চৌদ্দ পনের বছর বয়স পর্য্যন্ত নিজের পিতা, পিতৃব্য এবং ভ্রাতা ব্যতীত আর কোনও পুরুষের সঙ্গে মিশিতেই দেওয়া হয় নাই, এমন কি মেয়ের দিকে তাকিয়ে বাড়ীতে কখনও পুরুষ-ভৃত্য পর্য্যন্ত রাখা হয় নাই, তাহাকে কিরূপ উপদেশ দেওয়া কর্ত্তব্য।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তাকেও সংসারের কুটিলতা এবং নানা প্রলোভনের বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জ্ঞান দান করা উচিত। তবে, এমন লোকের মুখেই সে জ্ঞান পরিবেশিত হওয়া আবশ্যক, যার মুখ থেকে অতি কদর্য্য কথাও দেব-মন্দিরের পূজার নির্ম্মাল্যের মত সৌরভ ও পবিত্রতা বহন করে নিয়ে আসে।

পাথরঘাটা আশ্রম,
১৯শে শ্রাবণ, ১৩৩৮

## চিন্তার মৌলিকত্ব

অদ্য চট্টগ্রাম শহরের বহু আত্মগঠনলিপ্সু যুবক শ্রীশ্রীবাবামণির শ্রীচরণ-দর্শনার্থী হইয়াছেন। একজন যুবক স্থানীয় একজন সাধু পুরুষের প্রসঙ্গ তুলিয়া বলিতে লাগিলেন,—দেখুন স্বামীজী, অমুক সাধু আপনার অমুক বইয়ের উপদেশগুলি অনর্গল আমাদিগকে দিয়ে গেলেন আর সবাই ভাব্‌ল, তিনি নিজেরই সব মৌলিক কথা বল্‌ছেন।



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এমনও ত' হ'তে পারে যে, তিনি আমার বই একদম পড়েন নি, এমন কি কখনো দেখেনও নি। তোমরা যাকে আমার চিন্তা ব'লে মনে কচ্ছ, তা কি শুধু আমারই চিন্তা? আমার পূর্ব্বে শত শত আচার্য্য জন্মগ্রহণ ক'রে গেছেন। তাঁদের চিন্তা কত জনের মারফতে আমার কাছে এসে পৌঁছেছে, তা ত' আমি জানি না আর তোমরা জানবে কি ক'রে? আমি যে সব বাণী, যে সব উপদেশ তোমাদের দিয়ে বেড়াচ্ছি, যে সব বাণী ধ্যান-প্রশান্ত চিত্তে নিজে শুনতে পাচ্ছি, তার অনেকই পূর্ব্বাচার্য্যেরা ভাষান্তরে বা ভিন্ন ভঙ্গিমায় ব'লে গেছেন, আবার ভাবী আচার্য্যেরা অনেকে আমার প্রতিধ্বনি না ক'রেও ঠিক সেই বাণীই জগৎকে দেবেন।

অদ্য রাত্রেই শ্রীশ্রীবাবামণি চাঁদপুর রওনা হইলেন।

চাঁদপুর,
২০শে শ্রাবণ, ১৩৩৮

## সাধিকা মেয়ের প্রয়োজন

শেষ রাত্রিতে শ্রীশ্রীবাবামণি চাঁদপুর আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। প্রাতেই শ্রীশ্রীবাবামণি পুরাণবাজার শ্রীরামদী রওনা হইলেন। শ্রীশ্রীবাবামণির প্রিয়ভক্ত শ্রীযুক্ত রাসবিহারী সরকার শ্রীরামদীর যুবকদের ভিতরে প্রবল উন্নতি-লিপ্সাকে জাগরিত করিয়াছেন।

পুরাণবাজার যাইবার পথে শ্রীশ্রীবাবামণি জনৈক বর্ষীয়ান্ উকিলের বাসার সম্মুখ দিয়া যাইতেছেন। বাবামণিকে দেখিয়া উকিলবাবু অভ্যর্থনা করিয়া স্বগৃহে আনয়ন করিলেন। কুশল-প্রশ্নাদির পরে পুরাণবাজারের যুবকদের আত্মোন্নতির প্রবল উদ্যম দর্শন করিয়া উকিলবাবু বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিয়া





পরিশেষে আকাঙ্ক্ষা জানাইলেন যে, ছেলেদের ভিতর সংযম, সুনীতি, ত্যাগ ও ব্রহ্মচর্য্যকে প্রচারের জন্য যেরূপ সুচারু ব্যবস্থা হইতেছে, মেয়েদের ভিতরে কাজ করিবার জন্যও তদ্রূপ ব্যবস্থা হওয়া দরকার।

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—একটী চিন্তাই যখন দশ জনের ভিতরে সমভাবে জাগে, অথচ এই বিষয়টা নিয়ে পরস্পরের সাথে পরস্পরের কোনও আলোচনা বা ভাব-বিনিময় নেই, তখন বুঝতে হবে যে, এটা ঈশ্বরাভিপ্রায়। মেয়েদের ভিতরে সংযম ও সুনীতির ভাবকে প্রসারিত কর্ব্বার জন্য একটা প্রবল চিন্তা আমার মনে হয়েছে। কিন্তু তার জন্য যে মহিলা কর্ম্মী চাই। শিক্ষিতা মেয়েদের ভিতর থেকে কর্ম্মী হয় ত' আস্তে পারেন, কিন্তু নেত্রী আসবেন সাধিকা মহিলাদের ভিতর থেকে। তাই, যতকাল না সেই সব সাধিকা মেয়েরা দলে দলে স্বতঃপ্রেরণায় আত্মপ্রকাশ করেন, ততকাল আমাদের উচিত শবরীর ন্যায় প্রতীক্ষা ক'রে থাকা।

## মহিলা-কর্ম্মীর আবশ্যকতা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—একটা নির্দ্দিষ্ট কাল আমি মেয়েদিগকে চ'খে দেখা বন্ধ ক'রে রেখেছিলাম, তাদের সঙ্গে বাক্যালাপ বা ঘনিষ্ঠতা করা ত' দূরের কথা। রইলাম শুধু ছেলেদের নিয়ে, অনেক ছেলে বড় হল, এখন সবাই বিয়েও কচ্ছে, তাদের স্ত্রীদের প্রয়োজন যে কথা শোনার, সে কথা কেউ তাদের শুনাচ্ছে না ব'লেই তারা নিজেদিগকে কামের কিঙ্করী বা লালসার ক্রীতদাসী ব'লে ভাবতে অভ্যস্ত হচ্ছে। অনেক মেয়েকে আমার বলতে হচ্ছে, যেভাবে তোমরা জীবন যাপন কচ্ছ বা



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

অন্য মেয়েদের যাপন কত্তে দেখ্‌ছ, সেই জীবনই নারীর আদর্শ জীবন নয়। নারীর আদর্শ তার শ্রী, বল-বর্দ্ধন-ক্ষমতা। স্বামীকে যে সকল দিক্ দিয়ে পুষ্ট করে, বর্দ্ধিত করে, উৎকর্ষবান্ করে, বল-বিক্রান্ত, সাহসী করে, সমর্থ করে, সে-ই প্রকৃত নারী, সে-ই আদর্শ পত্নী। এ সব আমাকে এখন বল্‌তে হচ্ছে, লিখ্‌তে হচ্ছে। কিন্তু এ কাজ নিতে হবে মেয়েদের মধ্যেই কাউকে কাউকে এসে, কারণ মেয়েদের ভিতরে মেয়েরা ওতপ্রোত-ভাবে মিশ্‌তে পারে, মিশ্‌তে আধিকারিণী। আর, মেয়েদের জীবনের সমস্যা, তাদের চিত্ত-বিপ্লবের জটিলতা, তাদের গুপ্ত মনের সঙ্কোচ-বিকাশ ছেলেরা হয় ত' সম্পূর্ণ বুঝ্‌তেও পার্ব্বে না। তাই, মহিলা-কর্ম্মীরই প্রয়োজন।

## নকল ভালবাসা

শ্রীশ্রীবাবামণি পুরাণবাজার (শ্রীরামদী) পৌঁছিলে, পুরাণ-বাজারের ছেলেরা অনেকেই আসিয়া শ্রীশ্রীবাবামণির শ্রীচরণে উপদেশ-প্রার্থী হইলেন।

একজনকে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ভালবাসাই জগতের ধারণা-শক্তি। ভালবাসা না থাক্‌লে জগৎ হ'ত মরুভূমি। কিন্তু এই ভালবাসায় ভেজাল এত বেশী যে, চেনা কঠিন, কোন্‌টী আসল, কোন্‌টী নকল। ভালবাসার জন্যই ব্যাকুল হও, কিন্তু যার তার ভালবাসাকে প্রকৃত ভালবাসা ব'লে গ্রহণ ক'রো না। ভালবাসার উৎস যার শ্রীভগবান্, তার ভালবাসাই সত্য। ভালবাসার উৎস যার চ'খের নেশা বা রূপের মোহ, সে তোমার সর্ব্বনাশ কর্ব্বে।





## আসল ভালবাসা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু তা' তুমি চিন্‌বে কি ক'রে? ছদ্মবেশী কামুককে প্রকৃত প্রেমিক থেকে পৃথক কর্‌বে কি ক'রে? তারও উপায় আছে। আত্মপরীক্ষা কর। যার ভালবাসা তোমাকে তার দিকে টান্‌ছে, তার ভালবাসা কি তোমাকে ঊর্দ্ধমুখ কচ্ছে? তার সংস্পর্শ কি তোমাকে সত্যশীল কচ্ছে, পবিত্রতর কচ্ছে? তার সংসর্গ কি তোমার ক্রোধ, তোমার লোভ প্রভৃতি দোষকে সংশোধন কচ্ছে? তার সংস্পর্শেই কি তুমি পূর্ব্বাপেক্ষা সরল, উন্নতচেতা ও সৎসাহসী হচ্ছ? তা' যদি হও, তবে জান্‌বে, এ ভালবাসা খাঁটি চীজ, এর উৎস সত্যস্বরূপ শ্রীভগবান্।

## ভয়ের পলায়ন ও প্রেমের পলায়ন

দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বেই শ্রীশ্রীবাবামণি চাঁদপুর ফিরিয়া আসিলেন। স্থানীয় হাইস্কুলগুলির ছাত্রেরা শ্রীবাবামণিকে সমগ্র মধ্যাহ্নকাল ঘিরিয়া রাখিলেন। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কাল সারারাত ট্রেনে জেগে এসেছি, এখন তোরা পালা।

একটী যুবক বলিল,—আপনি আমাদিগকে দিয়েছেন অভয়ের বিদ্যা, এখন আমরা পলায়ন কত্তে বল্লেও পালাব না।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ভয়ে পালাতে বল্‌ছি না, প্রেমে পালাতে বল্‌ছি। ভয় যখন পাবি, তখন বিপদের সাম্‌নে রুখে দাঁড়াবি। কিন্তু প্রিয়জনকে বিশ্রাম দিবার জন্য রণে ভঙ্গ দিলে দোষ নেই।

## কোথায় থাকা উচিত নয়

শ্রীশ্রীবাবামণি শুইয়া পড়িলেন এবং বলিতে লাগিলেন,—



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

কয়েকটা জায়গা আছে, যেখানে কারো থাকা উচিত নয়। নির্জ্জনতাপ্রিয় যোগী, বিশ্রামার্থী বা রোগী, এদের নিকট অবস্থান ক'রে গোলযোগ বৃদ্ধি করা ঠিক্ নয়,—তাতে তাঁদের ক্ষতি করা হয়। স্ত্রীপুরুষ যেখানে বিশ্রব্ধ আলাপ কচ্ছে, লোক যেখানে ইতর আমোদ-প্রমোদ কচ্ছে, সে স্থানেও কারো থাকা উচিত নয়,—তাতে নিজেরই ক্ষতি। যেখানে কুৎসিত কথা হচ্ছে, যেখানে স্ত্রীলোকেরা স্নান কচ্ছে, যেখানে কেউ মলমূত্র ত্যাগ কত্তে বসেছে, যেখানে পরনিন্দা হচ্ছে বা পরানিষ্টের ষড়যন্ত্র হচ্ছে, সেখানে কারো আবস্থান করা উচিত নয়।

## কৃষিকার্য্যের উপযোগিতা

স্থানীয় যুবকেরা সহরে একটী সমিতি করিয়াছেন, নাম—"শক্তিসঙ্ঘ"। শক্তিসঙ্ঘের সহিত শ্রীশ্রীবাবামণির প্রতিষ্ঠানের কোনও সম্পর্ক নাই। কিন্তু সঙ্ঘের সভ্যরা আসিয়া ধরিয়াছেন যে, শ্রীশ্রীবাবামণিকে উঁহাদের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে একটী বক্তৃতা দিতে হইবে। সুতরাং অপরাহ্নে শ্রীশ্রীবাবামণি 'শক্তিসঙ্ঘে' গমন করিলেন। স্থানীয় ধর্ম্মপ্রাণ উকিল শ্রীযুক্ত কুমুদিনীকান্ত মুখোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। শ্রীশ্রীবাবামণি যে মানভূমে এবং রহিমপুরে কৃষির প্রসার ও উন্নতির জন্য যথেষ্ট করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে সভাপতি মহাশয় গভীর প্রশংসা মূলক উক্তি করিয়া শ্রীশ্রীবাবামণিকে বক্তৃতা প্রদান করিতে অনুরোধ করিলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আমি চাষা। যেখানে যেখানে আশ্রম করেছি, মানে অল্প বা বেশি দিন বাস করেছি, সেখানে সেখানেই





কিছু কিছু কৃষিকর্ম্ম করেছি। আলু, পটল, কচু, ঝিঙ্গা, কুমড়া, শশা প্রভৃতির আবাদ করেছি, আর লক্ষ্য করেছি দুটী বিষয়। একটী হচ্ছে এই যে, কৃষির মত পবিত্র জীবিকা নেই, কৃষকের মত নিষ্পাপ জীবন নেই। পরকে না ঠকিয়ে, মিথ্যা কথা না ব'লে, কারো প্রাণে ব্যথা না দিয়ে, নিজের সুখের সঙ্গে দশজনকে সুখী ক'রে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ কত্তে হ'লে এর তুল্য আর কিছু নেই। একটী ক্ষুদ্র বীজ থেকে অঙ্কুর, অঙ্কুর থেকে চারা, চারা থেকে গাছ, গাছ থেকে ফুল, ফুল থেকে ফল, এই যে ক্রমশঃই একই বস্তুর নানাপ্রকার পরিণাম ঘটছে, দেখতে দেখতে সমগ্র জগতের অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তনশীলতার কথা মুহুর্মুহু মনে পড়ে এবং একটু আধ্যাত্মিক চিন্তাশীলতা থাকলে নিজের জীবনের ক্রম-বিকাশের সঙ্গে ঐ অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন-ধারার তুলনা ক'রে মানুষ নিজের জীবন-বিবর্ত্তনের মধ্যে নিজের জন্মধারণের সার্থকতাকে খুঁজতে যত্নশীল হয়। চাষার মনে ফল-ফুলের বৃদ্ধিজনিত অপূর্ব্ব যে আনন্দ জন্মে, তা' এত নির্দ্দোষ, এত নিষ্পাপ যে, তার তুলনা নেই। স্বাস্থ্যের উন্নতি ত' অপরিহার্য্যরূপেই আসে। এই জন্যই বৈদিক ঋষি কৃষিকর্ম্ম কত্তে কুণ্ঠিত হতেন না, কৃষিকে পবিত্র ব্রত ব'লে মনে কত্তেন, বলতেন,—"অন্নং বহু কুর্ব্বীত, তদ্‌ব্রতম্।" ফ্রাঙ্কলিন বলেছেন,—"জাতীয় অন্নসংস্থানের তিনটী উপায় আছে। একটী হচ্ছে যুদ্ধজয়, যেমন রোমানরা করেছিলেন। যুদ্ধ জয় ক'রে বিজিত দেশের অর্থ কেড়ে নেওয়া বা শোষণ করা হচ্ছে—দস্যুতা। দ্বিতীয় উপায় হচ্ছে, ব্যবসায়, যা সাধারণতঃ জুয়াচুরী বা প্রবঞ্চনা মাত্র। তৃতীয় উপায় হচ্ছে, —কৃষি, একটী বীজ মাটিতে বপন ক'রে পরিশ্রম ও সাধুতার



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

গুণে ভগবানের কৃপায় দশটী বীজ আহরণ করা এবং কাউকে না ঠকিয়ে জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি করা।" এই জন্যই সুইফট্ (Swift) বলেছিলেন,—"যেখানে একটা ভুট্টার শিষ ছিল, সেখানে যে দুইটী শিষকে উৎপাদন করে, যেখানে একটী ঘাসের ডগা ছিল, সেখানে যে দুইটী ঘাস জন্মায়, দেশের সমস্ত রাজনৈতিক বক্তাদের কর্ম্মসমষ্টি একত্র করলেও, সেই চাষার সেবার চেয়ে বেশী হবে না।"—এই হ'ল কৃষির একটী দিক।

## বীজ, ভূমি ও যত্ন

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কৃষি-কর্ম্ম কত্তে কত্তে আর একটী বিষয় আমাকে প্রণিধান কত্তে হয়েছে। দেখেছি, সযত্নরক্ষিত ভাল বীজ যদি তৈরী করা ভাল মাটিতে বপন করেছি, তখন যেমন ফসল হয়েছে ভাল এবং বেশী, খারাপ বীজে বা খারাপ জমিতে বা অল্প যত্নে ফসল তেমন ভাল বা বেশী হয়নি। বীজের শ্রেষ্ঠত্ব, ভূমির শ্রেষ্ঠত্ব এবং যত্নের শ্রেষ্ঠত্ব যেখানে ধারাবাহিক ভাবেই রক্ষিত হয়েছে, সেখানে কয়েক পুরুষ পরে সে ফসলটীর জাতির উন্নতি ঘটেছে। ছাগ, মেষ, কুকুর, হাঁস, মুরগী বা ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ার যাঁরা চাষ করেন, তাঁরাও দেখেছেন যে, এই তিনটী জিনিষ সমবেত হ'লে কয়েক পুরুষের মধ্যেই জাতির উন্নতি ঘটে।

## মাতা, পিতা ও শিক্ষা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এই দৃষ্টান্ত থেকে আমাদের বুঝে নিতে হবে যে, শ্রেষ্ঠ মাতা, শ্রেষ্ঠ পিতা ও শ্রেষ্ঠ যত্নের যেখানে সমাবেশ, সেখানে সন্তানের উৎকর্ষ-সম্ভাবনা অত্যধিক। আরো





বুঝে নিতে হবে যে, এই শ্রেষ্ঠত্বের সমবায়কে পুরুষানুক্রমিকভাবে বজায় রাখবার সাধনা স্বাভাবিক ভাবেই একটা জাতিগত উৎকর্ষকে স্থায়িত্ব দিয়ে থাকে।

## বিবাহের পাত্র-পাত্রী নির্ণয়ে বিধি-নিষেধ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ঠিক্ এই কারণকে আশ্রয় ক'রেই আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা বিবাহের ব্যাপারে অত বিধি-নিষেধ করেছিলেন। এ'কে আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের খুঁৎখুঁতি ব'লে মনে করা ভুল। শ্রেষ্ঠ বীজ শ্রেষ্ঠ ভূমিতে পড়ুক, তারই জন্য সবর্ণ-বিবাহ অতি কাম্য ছিল। নিকৃষ্ঠ বীজ শ্রেষ্ঠ ভূমিতে পড়লেও ফসল থেকে বীজের অপকর্ষ সহজে দূর হ'তে পারে না, তাই প্রতিলোম অসবর্ণ-বিবাহ নিতান্ত নিন্দিত ছিল। শ্রেষ্ঠ বীজ নিকৃষ্ট ভূমিতে পড়লেও ফসলের ভিতরে মূল বীজের ধর্ম্ম প্রভূত পরিমাণে বজায় থাকে, সুতরাং অনুলোম অসবর্ণ বিবাহ চল ছিল। গুরুকুল-প্রথা অর্থাৎ উপযুক্ত শিক্ষা-সমাবেশ থাকাতে এবং জাতিগত বৃত্তি সকলেরই নির্দ্দিষ্ট থাক্‌ত ব'লে, এক এক জাতির ভিতরে উৎকর্ষের একটী সাধারণ সাম্য থাকত, যার জন্য জাতির একত্ব দেখে বিবাহ দিলেই প্রায়শঃ পতি-পত্নির উৎকর্ষগত সাম্য পাওয়া যেত।

## মানুষ-চাষের প্রতিকূলতা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আজ গুরুকুল নেই, ভিন্ন ভিন্ন জাতিগুলি নিজেদের কোনও বৈশিষ্ট্য রক্ষা কচ্ছে না, বৃত্তিগত কোনও ভেদও নেই, যে যে-ভাবে পাচ্ছে, অন্নার্জ্জন কচ্ছে, ব্রাহ্মণ জুতার দোকান দিচ্ছে, শূদ্র বেদ-ভাষ্য রচনা কচ্ছে।



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

ফলে ব্রাহ্মণের ছেলের সাথে ব্রাহ্মণের মেয়ের বিয়ে হওয়া সত্ত্বেও সন্তান পিতামাতার কাছ থেকে অনেক স্থলেই উৎকর্ষ কিছুই হয়ত পাচ্ছে না। তাই, অতীত কালের বৈবাহিক বিধি-নিষেধের মূল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হ'য়ে যাচ্ছে এবং অসবর্ণ বিবাহের আন্দোলন ও প্রয়োজনীয়তা প্রবল হ'য়ে উঠ্‌ছে। কিন্তু যে চরিত্র গঠিত না হ'লে বিবাহ হয় শুধু মোহ-প্রমত্ত অন্ধের হুড়াহুড়ি, সেই চরিত্র-গঠনে না পাচ্ছেন জাত্যাভিমানী সনাতনী সজ্জন কোনো চেষ্টা কত্তে, সেই চরিত্র-গঠনে না দিচ্ছেন জাতিভেদবিধ্বংসী সাম্যবাদী সজ্জন কোনও মনোযোগ। বড় বড় সংস্কার-পন্থীদের ভিতরেই "চরিত্রকে চুলায় দাও" ধ্বনিটা ক্রমশঃ প্রবল হ'য়ে উঠ্‌ছে। এই হচ্ছে ভারতবর্ষে মানুষের চাষের সর্ব্বাপেক্ষা বিপজ্জনক প্রতিকূলতা।

## মানুষের চাষ

তৎপরে শ্রীশ্রীবাবামণি মহাভারত হইতে একটী পবিত্র দাম্পত্য-জীবনের কাহিনী বর্ণনা করিয়া বলিলেন,—প্রত্যেক দম্পতীর ভিতরে আজ এই এক অগ্নিময়ী আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি কত্তে হবে,—"আমাদের সন্তান-সন্ততি জগতের পূজ্য হোক, মানবশ্রেষ্ঠ হোক্, পুরুষোত্তম হোক্।" প্রত্যেক দম্পতীর প্রাণে এই একটা অতি প্রবল প্রার্থনা জাগিয়ে তুলতে হবে যে, ত্রিলোক-বিস্ময়কারিণী প্রতিভার অধিকারী হ'য়ে তাদের বংশধরদের আবির্ভাব হোক্। সমাজ-সংস্কারই বলুন বা অসবর্ণ-বিবাহের প্রচলনই বলুন, যত প্রকার সমস্যাই আজ জাতির অগ্র-গমনের পথে এসে দেখা দিক্ না কেন, জাতির পিতৃশক্তি আর মাতৃশক্তি যখন নিজেদের বংশে পাটনাই ইঁদুরের জন্ম দিতে অনিচ্ছুক





হবে, তখনই যৌন যথেচ্ছাচার আপনি প্রশমিত হবে এবং সামাজিক বিধি-ব্যবস্থার যে পরিবর্ত্তনই তখন সাধিত হোক্, তাতে বংশ-সংস্কার সুমঙ্গল পথেই প্রধাবিত হবে। আসঙ্গ-লিপ্সাকুল অবাধ স্বাধীনতার দাবী যখন সমাজের বিধি-নিষেধকে ভঙ্গ করে, তখন সে যত সুন্দর নাম দিয়েই নিজেকে সমর্থন করুক না কেন, সমাজের অন্তর্নিহিত শক্তিকে সে দুর্ব্বলই করে। আর বংশধরদের মধ্যে ক্লীব, কাপুরুষ, ভীরু, দুর্ব্বল, অক্ষম, অকর্ম্মণ্য হ'য়ে যেন কেউ ভূমিষ্ঠ না হ'তে পারে, এই আকাঙ্ক্ষার দাবী যখন সমাজের প্রচলিত বিধি-নিষেধকে ভঙ্গ করে, তখন জাতিকে, সমাজকে সে শক্তিশালী করে, দুর্দ্ধর্ষ করে।

চাঁদপুর,
২১শে শ্রাবণ, ১৩৩৮

## এক ব্যক্তির দুই জীবন-লক্ষ্য

অদ্যাই শ্রীশ্রীবাবামণির লাকসাম রওনা হইবার কথা। কিন্তু চাঁদপুরের স্বদেশপ্রেমিক ডাক্তার শ্রীযুক্ত রোহিণীকুমার বসু জোর করিয়া ধরিয়াছেন যে, স্থানীয় কালীবাড়ীতে একটী বক্তৃতা দিতেই হইবে। সুতরাং শ্রীশ্রীবাবামণি অদ্য চাঁদপুর থাকিয়া গেলেন।

প্রাতে একজন যুবক প্রশ্ন করিলেন,—একটী লোকের যদি জীবনের লক্ষ্য দুইটী হয়, তবে কি করা কর্ত্তব্য ?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—লক্ষ্য দুইটী যদি পরস্পর-বিরোধী হয়, তা' হ'লে একটিকে ত্যাগ ক'রে অপরটীকে পূর্ণরূপে গ্রহণ করবে। আর লক্ষ্য দুইটী যদি পরস্পর-বিরোধী না হয়, তবে গুরুত্ব বুঝে একটীকে প্রধান এবং অপরটীকে তার আনুষঙ্গিক ক'রে নেবে।



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

যুবক বলিলেন,—দুটীই যদি সমান গুরুত্ব-সম্পন্ন হয় এবং পরস্পর-বিরোধী হ'লেও যদি একটীকেও পরিত্যাগ করা না যায়?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—একটী গল্প শোন। এক রাজার দুইটী রাজ্ঞী ছিলেন। দুইটীই সমান রূপবতী, সমান গুণবতী, সমান বিদুষী ও সমান প্রিয়কারিণী। দুই রাজ্ঞীর জন্য রাজা দুইটী পৃথক্ পৃথক্ মনোরম প্রাসাদ নির্ম্মাণ ক'রে দিলেন এবং একদিন এক রাজ্ঞীর সাথে পরদিন অপর রাজ্ঞীর সাথে আনন্দে কাল কর্ত্তন কত্তে লাগলেন। কিন্তু কিছুদিন যেতেই দেখা গেল, এই ব্যাপার নিয়ে দুই রাজ্ঞীর মধ্যে মনোমালিন্য উপস্থিত হয়েছে। দুই রাজ্ঞীই চান যে, রাজা শুধু তাঁর কাছেই থাকুন, অপর রাজ্ঞীর কাছে যেতে পার্ব্বেন না। রাজা দেখলেন, ভারী মুস্কিল। তিনি আর একটী নূতন রাজপ্রাসাদ তৈরী কর্ল্লেন এবং একই কক্ষে, একই পর্য্যঙ্কে দুই রাজ্ঞীকে নিয়ে বাস কত্তে লাগলেন। দু'চার দিন গেল ভাল, কোনো গোলযোগ উঠ্‌ল না। কিন্তু পরে দেখা গেল, রাজা যদি এক রাজ্ঞীর দিকে মুখ দিয়ে শোন, তবে অপর রাজ্ঞী মনের দুঃখে অশ্রুপাত করেন। তখনি রাজা আবার পাশ ফিরে শুলেন, কিন্তু এবার আবার পিঠের দিকের রাজ্ঞী দীর্ঘশ্বাস ফেল্‌তে লাগলেন। রাজা উপায়ান্তর না দেখে, কাৎ হয়ে শোয়া বন্ধ করে দিলেন এবং চিৎ হ'য়ে শুতে আরম্ভ কর্ল্লেন। এবারও দু'চার দিন গেল ভাল। কিন্তু সারারাত ত' আর মানুষ জেগে থাক্‌তে পারে না, অতএব রাত্রে যখন ঘুম আস্‌ত, তখন তিনি কখনো এপাশ, কখনও ওপাশ হ'তেন। দুই রাজ্ঞীতে তই নিয়ে আবার সুরু হ'ল দীর্ঘশ্বাস আর অশ্রুবর্ষণের





প্রতিযোগিতা। রাজা তখন উপায়ান্তর না দেখে, চ'লে গেলেন হিমালয়ে, তপস্যা কত্তে। রাজ্ঞীরা রাজপ্রাসাদেই প'ড়ে রইলেন। দীর্ঘকাল তপস্যা ক'রে মহাশক্তিধর হ'য়ে রাজা যখন রাজ্যে ফিরে এলেন, দেখলেন, একটী মাত্র রাজ্ঞী প্রত্যাগমন-প্রত্যাশায় দিনের পর দিন গুণ্‌ছে, আর একটী রাজ্ঞী অন্য এক রাজাকে বিবাহ ক'রে এই রাজ্য ছেড়ে চ'লে গিয়েছে।

## লক্ষ্য-লাভকল্পে যোগ্যতা-অর্জ্জনের আবশ্যকতা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এই গল্পটী থেকে তোমার প্রশ্নের জবাব পাবে। লক্ষ্য যদি দুইটী হয়, প্রাণপণে চেষ্টা কর্ব্বে তাদের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন ক'রে নিতে। চেষ্টার পর চেষ্টা, উদ্যমের পর উদ্যম, সবই যদি হ'য়ে যায় ব্যর্থ, তখন দুইটী লক্ষ্যকেই তল্পীতে তুলে রেখে, লক্ষ্য-লাভ-কল্পে যে সব যোগ্যতা আহরণ প্রয়োজন, তাতে নিজেকে নিরুদ্বেগ চিত্তে ডুবিয়ে দেবে। কিছুকাল পরে দেখ্‌তে পাবে, হয় দুইটী লক্ষ্যের ভিতরে সমন্বয়-স্থাপনের পথ খুলে গেছে, নতুবা একটী লক্ষ্য তোমার অজ্ঞাতসারে তোমাকে ছেড়ে নিজেই স'রে গেছে। লক্ষ্য একটা স্থির কর্ল্লেই ত' বাবা হয় না, সেই লক্ষ্যকে লাভ করার জন্য যোগ্যতার আবশ্যকতা, তাকে অর্জ্জনও ত' কত্তে হবে। অযোগ্যের চেষ্টা বিফলই হয়। নিজেকে গড়্‌বার চেষ্টা যেখানে নেই, সেখানে লক্ষ্য-লাভের চেষ্টা সফল হবে কেন? আবশ্য, লক্ষ্য যদি মহৎ হয়, বিশাল হয়, তা' হলে তাকে লাভ করার চেষ্টা কত্তে গিয়ে যোগ্যতাও ক্রমশঃ অর্জ্জিত হয়। কিন্তু যে যতখানি যোগ্যতা অর্জ্জন ক'রে কাজে নামে, তার লক্ষ্য-লাভ তত দ্রুত হয়।



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

## যৌবনের পরিচয়

অপরাহ্নে শ্রীশ্রীবাবামণি কালীবাড়ী-প্রাঙ্গণে সমবেত জনমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা দিলেন।

প্রসঙ্গক্রমে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—যৌবন তা' নয়, যাতে সুখ-স্বপ্ন নেই, নূতন সৃষ্টির আবেগ নেই, নূতন ধর্ম্মের নেশা নেই। যৌবন তা' নয়, যাতে নবামৃত আস্বাদনে মৃত্যুর ভয় আসে, নূতন সত্য অন্বেষণে ক্ষতির শঙ্কা জাগে।

## যৌবনের জাগরণ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু যুবকের উৎসাহ সব সময়েই নির্ভুল যুক্তির উপর দাঁড়াবে, এ আশা করা ভুল। যুক্তি তার যাই হোক, লক্ষ্য তার যেন ক্ষুদ্র না হয়. তিনিই যৌবনের জাগরণ-সম্পাদন-কারী, যিনি স্তূপীকৃত যুক্তির পসরা চাপিয়ে যুবকের মনকে ক্লিষ্ট করুন আর নাই করুন, তাকে মহৎ লক্ষ্যে জীবন সমর্পণ কর্ব্বার প্রেরণা দেন। সেই যুবকের উন্নত শির আমি দিকে-দিকে দেখ্‌তে চাই, লক্ষ্য তার যাই হোক্, সেই লক্ষ্য তার মহৎ ; দেখ্‌তে চাই, সে লক্ষ্য তার ক্ষুদ্রতাকে উপেক্ষা করেছে, নীচতাকে অবজ্ঞা করেছে, দুর্ব্বলতাকে অগ্রাহ্য করেছে, আত্ম-সুখকে অনাস্থা করেছে, ইন্দ্রিয়-চাপল্যকে অনাদর করেছে। দেখ্‌তে চাই সেই যৌবন-জাগরণ, যে যৌবন নিজের প্রাণবত্তার প্রাচুর্য্যে আত্মবলি দেয়,—দেশের জন্য, দশের জন্য, জাতির জন্য, সমাজের জন্য, জগতের জন্য, ভগবানের জন্য। আমার ব্রহ্মচর্য্য-প্রচার সেই জাগরণকে লক্ষ্য ক'রেই নিজের মনে নিজের পথে ছুটেছে।





## কৈশোরের স্বপ্ন

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—চাই কি আমি শত শত সহকর্ম্মী আর সহকর্ম্মিনী? হয়ত এরা আপনি ছুটে আমার কাছে আস্‌বে, কিন্তু চাই না আমি সঙ্গী, চাই না আমি সাথী, চাই না আমি পরিকর, চাই না আমি অনুচর, চাই না আমি সহায়, চাই না আমি সাহায্য। তরুণ-কালের স্বপ্ন আমার, কিশোর-কালের কল্পনা, সত্য হ'য়ে বুকের মাঝে রচেছে তার সিংহাসন, তাইতে পাগল হ'য়ে করি এদেশ ওদেশ পর্য্যটন। তারই ফলে আপনা হ'তে জুটবে আমার আপন জন। তাদের জন্য লোভ নেই আমার এক কণাও। আমার স্বপ্ন, কৈশোরের সেই সুখস্বপ্ন, আমৃত্যু আমার সঙ্গে থাকুক এমনি ক'রে জীবন্ত হ'য়ে। আরো প্রার্থনা করি, এমনি ক'রে একটা না একটা স্বপ্ন, হে আমার তরুণ শ্রোতৃমণ্ডলী, তোমাদের জীবনকে পূর্ণ করুক, পুণ্য করুক এবং আমৃত্যু সঙ্গী হোক।

লাক্‌সাম,
২২শে শ্রাবণ, ১৩৩৮

অদ্য প্রাতে শ্রীশ্রীবাবামণি লাক্‌সাম আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। লাক্‌সাম হাইস্কুলের হেডমাস্টার শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের অভিপ্রায়ানুসারে স্থানীয় স্কুল-সংলগ্ন জগন্নাথ-বাড়ীর একাংশে হিন্দু-ছাত্রাবাসে শ্রীশ্রীবাবামণির থাকিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

## বিশ্বাস কর

অদ্য দলে দলে যুবকেরা শ্রীশ্রীবাবামণির নিকটে উপদেশ গ্রহণ করিতে লাগিল।



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

একজনকে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বিশ্বাস কর ভগবানে, বিশ্বাস কর তাঁর পুণ্যময় নামে, আর বিশ্বাস কর তোমার নিজের অনন্ত মঙ্গলে। এই বিশ্বাস নিয়ে তাঁর নাম কর, নামের মধ্য দিয়ে নিজেকে তাঁর পায়ে সমর্পণ কর, তুমি একেবারে তাঁর হ'য়ে যাও। বিশ্বাসের বলেই এ অসাধ্য-সাধন হবে।

## আত্মশুদ্ধি ও পরোপকার

অপর একজনকে উপদেশ-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন, —নিজে সৎ-জীবন যাপন করা এক পরম পুণ্য, অপরকে সৎজীবন যাপন কত্তে সহায়তা দেওয়া আর একটী পরম পুণ্য। নিজেকে মানুষের মত মানুষ ক'রে গ'ড়ে তোলা এক মহান্ গৌরব, অপরকে মানুষ হ'তে সাহায্য করা আর একটি মহান্ গৌরব। তোমরা প্রত্যেকে নিজেরা ভাল হ'তে চেষ্টা কর আর অপরকে ভাল হবার সাহায্য কর। অপরকে সাহায্য করার সময় লক্ষ্য রাখ যেন তার ফলে তোমার আত্মোৎকর্ষ ঘটে, নিজেকে সাহায্য করার সময়ে লক্ষ্য রাখ যেন তার ফলে অপরের আত্মোৎকর্ষ হয়। জীবনের সকল সাধনাকে কেবল নিজের কুশলেই কেন্দ্রীভূত ক'রো না, অথবা তাকে শুধু পরোপকারেই নিঃশেষিত ক'রে দিও না। মনে রাখো যে, আত্মহিত পরহিতেরই জন্য এবং পরহিত আত্মহিতেরই জন্য নিজেকে ছেড়ে জগতের কাউকে পৃথক্ ক'রে দেখো না। তবে, বিপুল কার্য্যকে সহজে সুসম্পন্ন করার জন্য ক্রমভেদ বা গণ্ডীভেদ মেনো। অর্থাৎ জগৎকে বিশুদ্ধ করার প্রয়াস নিজেকে বিশুদ্ধ করার মধ্য দিয়েই প্রথমে আত্মপ্রকাশ কর্ব্বে এবং নিজেকে





বিশুদ্ধ করার প্রয়াসের ফল তোমার প্রতিবেশীর বিশুদ্ধির ভিতর দিয়েই আগে ফুটে উঠ্‌বে।

## নির্ব্বিরোধ পরোপকার

অপর একজনকে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সে জীবন সত্যই বৃথা, যে জীবনে পরোপকার অনুষ্ঠিত হ'ল না। যে যে-ভাবে পার প্রত্যহ অন্ততঃ এমন একটী হ'লেও কাজের অনুষ্ঠান কর, যাতে পরোপকার হয়। কিন্তু একজনের উপকারের জন্য যেন দশজনের পীড়া উৎপাদিত না হয়। তোমার পরোপকারের আদর্শ হবে নির্ব্বিরোধ সেবা। জীবের যে উপকারটী সাধন কর্ল্লে অন্য আর একজনের অপকার হয় না, প্রাণপণে তেমন পরোপকারই কত্তে চেষ্টা কর্ব্বে ; অনেক বিচার বিবেচনা ক'রেও যদি এরূপ নির্ব্বিরোধ পরোপকারের পথ খুঁজে না পাও, তা' হ'লে বাহ্য পরোপকার পরিহার ক'রে মনে মনে অনুক্ষণ চিন্তা কত্তে থাক্‌বে,—"আমি জগতের মঙ্গলকারী হব।" যে কার্যে বা বাক্যে জীবের কুশল সম্পাদন কত্তে অক্ষম, সে যদি মনের দ্বারাও পর-কুশল চিন্তা করে, তবে তাতেও পরোপকারের পূর্ণ ফল পায়।

## পর-কুশল চিন্তার সুফল

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—"আমি জগতের মঙ্গলকারী হব" —এই কথাটী অবিরাম চিন্তা কত্তে কত্তে মানুষের দেহের অণুপরমাণুগুলির ধর্ম্ম বদলে যায়। একটা স্বার্থপর পিশাচও এ-ভাবে একজন সর্ব্বজীব-কুশল-কারী দেবতায় পরিণত হ'তে পারে। নিয়ত পর-কুশল-চিন্তার সুফলের কোনো ইয়ত্তা হ'তে পারে না।



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

## ক্ষুদ্র কর্ত্তব্যে দৃঢ় হও

অপর একজনকে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—একবার যদি সৎপথ থেকে স্খলিত হও, একবার যদি গৃহীত ব্রত থেকে ভ্রষ্ট হও, তা' হলে ক্রমশঃ যে কোন্ অতল পর্য্যন্ত পতনের পিচ্ছিল পথ বেয়ে তোমার চরণ-যুগল চল্‌তে থাক্‌বে, তার কোনো হিসাব বা অনুমান করা সম্ভব নয়। একবার সত্য থেকে স্খলিত হয়েছ ত' কতবার তোমাকে মিথ্যা বল্‌তে হবে, তার স্থিরতা নেই। একবার যদি সংযম থেকে পতিত হয়েছ ত' কতবার যে তোমাকে অসংযমের দাসত্ব কত্তে হবে, তা' কেউ জানে না। একবার যদি কর্ত্তব্য-পালনে শিথিলতা করেছ ত' জীবন ভ'রে কত লক্ষ বার যে কর্ত্তব্যচ্যুতি তোমার ঘট্‌বে, তা' কেউ বল্‌তে পারে না। সুতরাং সঙ্কল্প কর, মর আর বাঁচ, ক্ষুদ্র কর্ত্তব্যেও শৈথিল্য প্রদর্শন কর্ব্বে না, যে কাজে ব্রতচ্যুতির আভাস মাত্র লক্ষ্য করা যায়, প্রাণ গেলেও তা' কর্ব্বে না। ক্ষুদ্র কর্ত্তব্যে যে দৃঢ় হয়, বৃহৎ কর্ত্তব্য সম্পাদন তার পক্ষে অতি সহজ ব্যাপার। ক্ষুদ্রকে উপেক্ষা ক'রো না, কারণ ক্ষুদ্র পতনই বৃহত্তর অধঃপতনকে সুলভ করে।

## অটল বিশ্বাশের মূল্য

অপর একজনকে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—শত শত লোক শত শত যুক্তি দিতে পারে, কিন্তু সে যুক্তির মূল্য কয়টী কাণা কড়ি? জীবন গঠনে বিশ্বাসের শক্তি অমিত, বিশ্বাসের সুফল অমোঘ। সহস্র কুযুক্তিতেও তুমি তোমার বিশ্বাসকে টল্‌তে দিও না। লক্ষ লোকের লক্ষ যুক্তি অপেক্ষাও একটি লোকের





মূল্য অধিক। যার বিশ্বাসের শক্তি যত অধিক, জান্‌বে জাগতে সেই তত বড় মহাপুরুষ,—তা' এখন রণক্ষেত্রেই হোক্ আর তপঃক্ষেত্রেই হোক! জগতে বিশ্বাসেরই জয়-জয়কার। যুক্তিকে বিশ্বাসের অধীন কর, তাতেই যুক্তির সার্থকতা। যুক্তি চিরকালই গণিকার ন্যায় বহুচারিণী, বিশ্বাস নিত্যই একপরায়ণ।

## বিদ্যার্জ্জন ও ধর্ম্মার্জ্জন

অপর একটী যুবককে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—লেখাপড়া ছেড়ে দেবে কেন? বিদ্যার্জ্জন করাকে ধর্ম্মার্জ্জন করা ব'লে মনে করবে। শুধু মনে করলেই চল্‌বে না, বিদ্যার্জ্জনকে ধর্ম্মার্জ্জনে নিয়োগ কর্ব্বে। শিক্ষাকে কত জন কত কু-কার্য্য-সাধনে নিয়োগ কচ্ছে। এতে শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যর্থ হ'য়ে যাচ্ছে। তোমরা শিক্ষাকে মহৎ কার্য্য সাধনে নিয়োজিত কর। তোমাদের বিদ্যা হোক ধর্ম্মার্থে, ধর্ম্ম হোক নিখিল ভুবনের কুশলার্থে।

কুমিল্লা,
২৩শে শ্রাবণ, ১৩৩৮

## শুদ্ধ চিন্তা উপহার দাও

প্রাতে সাড়ে নয় ঘটিকায় শ্রীশ্রীবাবামণি কুমিল্লা দিগম্বরীতলা শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের ভবনে পৌঁছিলেন। ভগ্নী হেমলতা চক্রবর্ত্তী স্বহস্তে সযত্নে শ্রীশ্রীবাবামণির আহারীয় প্রস্তুত করিলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—যে খাদ্য আমাকে দিবি সেটা যদি ভাল হয়, তবে আমার তৃপ্তি হবে। কিন্তু আমার খাদ্য কি জানিস্? তোদের সৎচিন্তা, তোদের পবিত্র ভাব। সেই



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

পথ্য আমার ছেলেরা, আমার মেয়েরা দিবারাত্রি আমাকে দিক্। আমি তাদের কাছ থেকে সত্য চিন্তার অবিরাম পরিবেশন চাই, মিথ্যা চিন্তা, উদ্বেগ, এসব তাদের জীবন থেকে দূর হোক্।

## বিপৎ-ত্রাণের প্রার্থনাও হোক্ ভগবানে ডুবিবার জন্য

হেমলতা জিজ্ঞাসা করিলেন,—তাই ব'লে আমরা বিপদে প'ড়ে, উদ্বিগ্ন হ'য়ে আপনাকে ডাক্‌ব না ?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ডাক্‌বি বেটি, ডাক্‌বি। কিন্তু বিপদ থেকে তুই ত্রাণ পেয়ে যাবি ব'লেই নয়, বিপন্মুক্তা হ'য়ে তুই নিজেকে ভগবানের কাজের জন্য অবিরাম তৈরী কর্‌বি ব'লেই ডাক্‌বি। তোর সম্পদ, তোর বিপদ, তোর মুস্কিল, তোর আসান, তোর জ্বালা, তোর শান্তি, সব কিছুর লক্ষ্য হোক্ ভগবানে ডুবে যাওয়া।

## যন্ত্র হও

অপরাহ্ণে শ্রীশ্রীবাবামণি কান্দিরপাড় শ্রীযুক্ত হরিমোহন পোদ্দারের বাসায় অবস্থান করিলেন। রাত্রে অনেকের সঙ্গে কথাবার্ত্তা হইল।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—দেশসেবার জন্য জীবন গঠন কত্তে হ'লে নিজেকে আগে কর ভগবানের যন্ত্র। তিনি তোমার যন্ত্রী হোন্। তোমার ইচ্ছাকে তাঁর হাতে সঁপে দাও এবং তোমার ভিতরে তাঁর ইচ্ছার প্রকাশ ব'লে যেটুকুকে অনুভব কত্তে পার, সেইটুকুকে প্রাণের বিনিময়েও অনুসরণ কর। ভগবানের যে যন্ত্র, সে দেশের সেবা ক'রে ভগবানেরই সেবা করে। ভগবানের





যে যন্ত্র নয়, সে দেব-পূজা ক'রেও অনেক সময়ে নিজের রুচিকেই মাত্র অর্চ্চনা করে। কত প্রচ্ছন্ন সংস্কার গুপ্ত-ঘাতকের মত তোমার পিছনে লুকিয়ে আছে। যখনি কোন কাজ কত্তে যাবে, তোমার অহংকে দেখবামাত্র সে সংস্কার তোমার টুটি চেপে ধর্‌বে। তাই অবিরাম ভগবানকে ডাকো, তাঁর মধুমাখা নাম অনুক্ষণ স্মরণ কর, তাঁর নামের প্রেমমাখা আস্বাদন লাভ কর, নামের ভিতর দিয়ে তাঁর পায়ে নিজেকে বিকিয়ে দাও, সর্ব্বতোভাবে তুমি তাঁর হও। তখন তুমি যে কাজেই হাত দেবে, সেই কাজেই পরমমঙ্গলময়েরই বিজয়-দুন্দুভি বেজে উঠ্‌বে।

২৫শে শ্রাবণ, ১৩৩৮

## গুরু-নির্ণয়ের স্বাধীনতা

অপরাহ্ণে শ্রীশ্রীবাবামণি কুমিল্লা হইতে রওনা হইয়াছেন এবং সন্ধ্যায় নয়নপুর ষ্টেশনে অবতরণ করিলেন। নৌকাঘাটে নৌকার মাঝিরা যাত্রীদিগকে প্রাণপণে টানাটানি করিতেছে।

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—জানি হে জানি, তোমাদের সকলের নৌকাই ভাল। কিন্তু আমাকে আমার পছন্দমত নৌকায় উঠ্‌তে দাও।

মোচাগড়া-নিবাসী শ্রীযুক্ত গদাধর দেব মহাশয় সঙ্গে ছিলেন। তিনি বলিলেন,—স্বামীজী, আজকালকার গুরুদের, গুরুগিরিও এই প্রকার।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু শিষ্যের পছন্দই, গুরু-নির্ণয় কর্ব্বে, গুরুর জবরদস্তি নয়।

রাত্রে শ্রীশ্রীবাবামণি কোম্পানীগঞ্জে অবস্থান করিলেন।





Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

রহিমপুর আশ্রম,
২৬শে শ্রাবণ, ১৩৩৮

## প্রিয়জন প্রাণে থাকেন

অদ্য শ্রীশ্রীবাবামণি প্রাতে সাত ঘটিকায় রহিমপুর আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। ভক্তশ্রেষ্ঠ শ্রীযুক্ত গিরিশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী শ্রীশ্রীবাবামণির বিরহে এই ঊনিশ বিশ দিবস অতি ক্লেশে কাল যাপন করিয়াছেন। অদ্য শ্রীশ্রীবাবামণিকে দর্শন করিয়াই তিনি শিশুর মত আনন্দে কাঁদিয়া ফেলিলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—প্রিয়জন থাকে প্রাণের ভিতর, —তার সঙ্গে আবার বিরহ কি?

শ্রীযুক্ত গিরিশ বলিলেন,—আশীর্ব্বাদ কর, প্রাণে যেন প্রিয়জনকে অনুভব কত্তে পারি।

রহিমপুর আশ্রম,
২৭শে শ্রাবণ, ১৩৩৮

## সন্ন্যাসীর দার-পরিগ্রহ

অপরাহ্নে নবীপুর হইতে শ্রীযুক্ত গুরুচরণ পোদ্দার ও শ্রীযুক্ত হরিমোহন পোদ্দার শ্রীশ্রীবাবামণির পাদপদ্ম-দর্শনে আগমন করিলেন।

প্রশ্ন উঠিল,—সন্ন্যাসীরা বিবাহ করিতে পারেন কিনা, পারিলে কোন্ অবস্থায়?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সন্ন্যাসীর বিবাহ নিষ্প্রয়োজন। সুতরাং বিবাহ কত্তে পারা না পারার প্রশ্নই উঠে না। দারত্যাগ সন্ন্যাসীর অন্যতম লক্ষণ। সুতরাং বিবাহ যদি করেন, তাঁকে





সন্ন্যাসী বলা চল্‌বে না। বিবাহ যাঁরা করেন, তাঁদিগকে গৃহী নাম দিতে হবে। শাস্ত্রের নির্দ্দেশই হচ্ছে এই যে, ব্রহ্মচর্য্য যাঁরা পালন কর্ল্লেন, তাঁরা বিবাহ ক'রে গৃহী হবেন, গৃহীরা আবার যথাকালে বানপ্রস্থী ও সন্ন্যাসী হবেন। যাঁরা গার্হস্থ্য কর্ব্বেন না, তাঁরা সোজাই গিয়ে সন্ন্যাসী হবেন। কিন্তু সন্ন্যাসী হ'য়ে আবার গার্হস্থ্যাশ্রম গ্রহণ করা, এ নির্দ্দেশ শাস্ত্রে নেই। বরঞ্চ সন্ন্যাসী গার্হস্থ্যাশ্রম গ্রহণ কর্ল্লে পতিত ব'লে মনে করা হ'য়েছে।

প্রশ্ন।—একজন লোক তার কন্যাকে নিয়ে এমন বিপদে পড়েছে যে, তখনই একজন কেউ তাকে বিয়ে না করলে চলে না। অথচ পাত্রও কেউ উপযুক্ত নেই। এ সময় একজন সন্ন্যাসী যদি দয়াপরবশ হ'য়ে ঐ বালিকাটীকে বিবাহ ক'রে দায়মুক্ত করেন, তবে কি পাপ হবে? সর্ব্বত্যাগ যিনি করেছেন, তিনি কি দরকার হ'লে সন্ন্যাসও ত্যাগ কত্তে পারেন না?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—সর্ব্বত্যাগ যে করে, দয়ামায়াও তার ত্যাজ্য। সুতরাং অরক্ষণীয়া কন্যাকে দায়মুক্ত করার জন্য বিবাহেরও কোনো প্রশ্ন উঠ্‌তে পারে না। একজন্ সন্ন্যাসীকে আমি জানি, একটী মেয়ে তাকে দেখে এমন মুগ্ধ হ'ল যে, তার সাথে বিয়ে না হ'লে সে আত্মহত্যা কর্ব্বে। অনেক চেষ্টা ক'রেও যখন মেয়েটীকে ফেরান গেল না, তখন একটী প্রাণীর প্রাণ রক্ষার জন্য সন্ন্যাসীজী বরের টোপর মাথায় দিয়ে মেয়েটীকে বিয়ে কর্‌লেন। কিন্তু আমার প্রশ্ন এই যে, মেয়েটীকে ত' মৃত্যু থেকে সম্প্রতি যেন বাঁচালে, কিন্তু কাল যদি নিমোনিয়া হ'য়ে মেয়েটী মারা যায়, তখন কি তাকে বাঁচাতে পারবে? একটী মেয়ের মৃত্যুর ভয়ে গেরুয়ার আঁচলে যেন তাকে বাঁধলে, কিন্তু আরো যে



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

কত শত লোক কত শত কারণে মরছে, সন্ন্যাসকে কলঙ্কিত না ক'রেও যাদের মৃত্যু নিবারণের চেষ্টা তুমি কত্তে পার, তাদের জন্য কখন কি করেছ ? মোট কথা,—সন্ন্যাসীর এ সব মহানুভবতা নয়, এ সব হচ্ছে প্রচ্ছন্ন কামের খেলা। কৃতজ্ঞতা স্নেহ, দয়া, মায়া, মমতা প্রভৃতি কত ছদ্মবেশ ধারণ ক'রেই যে কাম আসে আর মানুষের বুদ্ধিকে অভিভূত করে, তার ঠিকানাই হ'তে পারে না।

## সাধকের বাক্য

অদ্য শ্রীশ্রীবাবামণি নোয়াখালীর অন্তর্গত জয়াগ-নিবাসী জনৈক ভক্তকে এক পত্রে লিখিলেন,—

"সর্ব্বাগ্রে তোমাকে সাধন-বল-সম্পন্ন হইতে হইবে। সাধকের মৃদু বাক্যও অপরের পক্ষে অলঙ্ঘনীয় হয়। অসাধকের তীব্র চীৎকারও তাহার শতাংশ করিতে পারে না।"

রহিমপুর আশ্রম,<br>২৮শে শ্রাবণ, ১৩৩৮

## উপাসনার সময় ও আসন

অদ্য বৃহস্পতিবার। সায়ংকালে গ্রামের সকল যুবকেরা সমবেত হইলেন। শ্রীশ্রীবাবামণি সকলকে লইয়া একযোগে উপাসনা করিলেন।

উপাসনান্তে উপদেশ দিলেন,—উপাসনার সময় নির্দ্দিষ্ট রাখ্‌বে। তাতে মনঃসংযোগ সহজ হবে। নিজের উপাসনার আসনে অপরকে বস্‌তে দেবে না। আসনটী তোমার জন্য পৃথক্ থাক্‌বে। অপবিত্র শরীরে নিজেও এই আসনটী স্পর্শ কর্ব্বে





না। অবশ্য, শুচি-বায়ু খুব ভাল জিনিষ নয়, কিন্তু ধ্যানোপাসনা-কালীন দৈহিক পবিত্রতার দিকে দৃষ্টি রাখা ভাল। সমবেত উপাসনাতে সকলের সঙ্গে এক হ'য়ে বস্‌বে।

## উপাসনা-কালে স্পর্শ-বর্জ্জন

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—উপাসনাকালে অপরের স্পর্শকে বর্জ্জন কর্‌বে। স্পর্শ দ্বারা একের ভাব অপরের মধ্যে সংক্রামিত হয়। উপাসনা-কালে তোমার ভাব নিয়েই তুমি থাক, তোমার পরমদেবতার পায়ে অবিরাম নিজের ভাব-তরঙ্গ উপহার দাও, তাঁর আর তোমার মাঝে প্রাণের বিনিময় সাধন কর।

## ব্রহ্মই গুরু

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তোমার উপাসনায় মানুষ-গুরুর কোনও প্রাধান্য নেই। 'একেবারে স্থান নেই,'—যদি বল্‌তে পাত্তাম, তাহলেই আমি সুখী হ'তাম। মানুষ-গুরুর কৃপায় তোমার সাধন-পদ্ধতির সাথে পরিচয় হয়েছে, উত্তম, তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ থাক, প্রাণ চাইলে তাঁর প্রতি ভক্তিমান্ হও, কিন্তু জেনে রাখ, তোমার গুরু ব্রহ্ম, তোমার গুরু পরমাত্মা, তোমার গুরু তিনি, যিনি অণোরনীয়ান্, আবার মহতো মহীয়ান্, তোমার গুরু তিনি, কোটি কোটি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের সৃষ্টি-স্থিতি-বিলয় হয় যাঁর ইচ্ছায়, তোমার গুরু তিনি, যিনি ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণাদির জন্মদাতা পিতা, স্তন্যদাত্রী মাতা, বুদ্ধিদাতা গুরু। তাই, তোমাদের গুরু-স্তোত্রের মন্ত্র,—যস্মাজ্জাতং জগৎ সর্ব্বং, যস্মিন্নেব বিলীয়তে, যেনেদং ধার্য্যতে চৈব, তস্মৈ সত্যাত্মনে নমঃ। যাঁর কাছে ইচ্ছা, তাঁর কাছ থেকে তোমরা সাধন নিয়ে



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

থাক্‌তে পার, তাতে কিছু আসে যায় না। কিন্তু জ্ঞান-মূর্ত্তি যে গুরু তোমার অন্তরের দুয়ার খুলে দেবেন, তিনি পরমাত্মা বই আর কেউ নন। সাড়ে তিন্ হাত দেহধারী মানুষকে গুরু ব'লে কল্পনাই ক'রো না। বিশ্বের যিনি গুরু, তিনিই তোমার গুরু, তাঁকেই গুরু জেনে সমগ্র বিশ্বের আপন হও, নিকট হও, প্রিয় হও। মনে রাখবে, তোমাদের গুরুবাদ প্রচলিত গুরুবাদের উর্দ্ধে।

## প্রকৃত গুরুবাদ কি

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তাই হচ্ছে প্রকৃত গুরুবাদ, যা তোমার সকল বন্ধনচ্ছেদন করে, নূতন ক'রে আরো বন্ধন সৃষ্টি করে না। আমি তোমাদের মন্ত্র দিয়েছি ব'লেই তোমাদের পায়ে পরাধীনতার লৌহশৃঙ্খল বেঁধে দেবার অধিকার আমার নেই। আমি যখন মহামন্ত্রের তীক্ষ্ণ ছুরিকায় তোমাদের দেহ-মনের সকল বন্ধন কেটে দিতে পারব, জান্‌বে তখনই আমি তোমাদের হিতসাধন করেছি। আমার মূর্ত্তি, আমার ফটো, আমার গোঁড়ামি, আমার দুর্ব্বলতা, আমার ব্যক্তিগত নানা ভঙ্গিমা, এই সব নিয়ে যদি তোমরা এমন খানায় ডোব যে, জগতের সকল মঙ্গলপন্থীদের সঙ্গে তোমাদের হৃদয়ের উদার যোগ অসম্ভব হয়, তবে জান্‌বে, তোমাদের কাছে আমার আবির্ভূত হওয়া ব্যর্থ হ'য়ে গিয়েছে। তোমরাও জানো, আমারও যিনি উপাস্য এবং গুরু, সেই পরব্রহ্মই তোমাদেরও গুরু। আর, তোমাদের মধ্যে অনেকে যখন জীবনকল্যাণে অপরকে সাধন প্রদান কর্ব্বে, তখন নবাগতদের জানিয়ে দেবে যে, ব্রহ্মই তাঁদেরও গুরু। শত শত গুরুকে নয়, একজন পরমগুরুকে উপাসনা ক'রেই জগতের





সকল শিষ্য একত্ব-বোধযুক্ত হোক্। এই হচ্ছে প্রকৃত গুরুবাদ, এই হচ্ছে বিশুদ্ধ কাঞ্চন। এতে ভেজাল নেই।

## অখণ্ডের শিষ্য-সংগ্রহ

অতঃপর শ্রীশ্রীবাবামণি মহম্মদীয় ধর্ম্মের প্রসার-পদ্ধতির আংশিক বর্ণনা করিয়া বলিলেন,—যে ইচ্ছা, সে ধর্ম্মপ্রচার কচ্ছে, কিন্তু গুরুবাদ নেই ব'লে শত শত দল বা শত শত খণ্ড হবার সুযোগ কম হচ্ছে। আর, দল হ'লেও মূল প্রবর্ত্তকের প্রতি নিষ্ঠায় সবাই অতুল।

শিখ-ধর্ম্মের প্রসার-পদ্ধতির দিকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আদি-গুরু নানক যেমন সকল শিষ্যদের চিত্তকে এক জায়গায় এনে জুটিয়েছেন, যেখানে অলখ-নিরঞ্জন পরমপ্রভুই সকলের প্রভু, কোনো মানুষ কোনো মানুষের প্রভু নয়।

তারপরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তোমরা যখন অখণ্ড-ধর্ম্মের প্রসার-সাধনের যোগ্য হবে, তখন তোমরা নিজেদিগকে গুরু ক'রো না, সকল গুরু-গৌরব বিশ্বগুরুতে সমর্পণ ক'রে গুরুগিরির জঞ্জাল থেকে আত্মরক্ষা ক'রো।

## ব্রহ্মগায়ত্রী বা ব্রাহ্মণত্বে অধিকার

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তোমার উপাসনায় ব্রহ্মগায়ত্রী হচ্ছেন সূচনা-মন্ত্র, মানে—ব্রহ্মগায়ত্রী দিয়ে তোমার তপস্যার প্রথম দ্বারোদ্ঘাটন হচ্ছে। যে বংশে, যে দেশে, যে যুগেই তুমি জন্মে থাক না কেন, অখণ্ড-সাধক ব্রাহ্মণত্বের অধিকারী। এই বোধকে জাগাবার জন্যই ব্রহ্মগায়ত্রীর জপ। বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্রের যা ব্রাহ্মণত্ব-বিধাত্রী, এ হচ্ছে সেই ব্রহ্মগায়ত্রী। সুজন্মা বা



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

অপজন্মা, সম্ভ্রান্ত বা অন্ত্যজ, কুলীন বা অস্পৃশ্য, শ্রেষ্ঠ বা অপাংক্তেয় সবাই হবে ব্রহ্মগায়ত্রীর পূণ্য বারিধারায় বিগতকল্মষ, বিগতকলঙ্ক। ব্রহ্মগায়ত্রীর গুণে হবে তারা দিব্যজ্যোতি ব্রাহ্মণ বা দেব-ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণত্ব কি? না,—মানবত্বের চরমোৎকর্ষই হ'ল ব্রাহ্মণত্ব, নির্দ্দিষ্ট বংশে জন্মের নামও ব্রাহ্মণত্ব নয়, স্কন্ধে উপবীত-ধারণও ব্রাহ্মণত্ব নয়। মানবত্বের চরমোৎকর্ষকে লাভ করাই হ'ল ব্রাহ্মণত্ব লাভ। মানব-মাত্রেরই মানবত্বের চরমোৎকর্ষে পৌঁছুবার অধিকার আছে। সুতরাং মানবমাত্রেই ব্রাহ্মণ হবার আকাঙ্ক্ষারও অধিকারী। এই গায়ত্রী-মন্ত্র তোমাকে সেই আকাঙ্ক্ষা প্রদান কচ্ছে। কে কোথায় জন্মেছে, কে কি ভাবে জন্মেছে, এ প্রশ্ন তোমরা ক'রো না! মানবমাত্রকেই নির্ব্বিচারে অখণ্ড-পরিবারভুক্ত ক'রে নাও তার ব্রাহ্মণত্বলাভের অধিকার স্বীকার ক'রে। তাই, ব্রহ্মগায়ত্রী তোমরা মনে মনে উচ্চারণ কর না, ব্রহ্মগায়ত্রী গান কচ্ছ তোমরা উচ্চৈঃস্বরে।

## সন্ন্যাসী অবজ্ঞার বস্তু নয়

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন, —সন্ন্যাসীর সর্ব্বত্যাগপূর্ণ জীবকল্যাণব্রত জীবন তোমাদের পরম পূজার সামগ্রী। যথার্থ সন্ন্যাসীর শুভ্র জীবন তোমাদের প্রত্যেকের জীবনের প্রেরণাদায়ক মহাবীর্য্য। জগৎ মিথ্যা বা মায়া ব'লে স্বীকার করার তোমাদের প্রয়োজন নেই। কিন্তু এই জগতের সবচেয়ে লোভনীয় সুখগুলি থেকে যাঁরা স্বেচ্ছায় নিজেদিগকে বঞ্চিত ক'রে জীব-কল্যাণকে লক্ষ্য ক'রে চলেছেন, তাঁদের আশ্চর্য্যশক্তিকে শতবার ধন্যবাদ তোমরা দেবে। লোভের বস্তু পুরুষের যত আছে, সুস্বাদু সন্দেশই





বল, আর সুঘ্রাণ কুসুমই বল, রমণী-সম্ভোগের কাছে কেউ না। সন্দেশ যে খায়নি, তার সন্দেশে লোভ নাও হতে পারে, কিন্তু রমণী-সম্ভোগ যে না করেছে, তারও ভিতরে রমণী-সম্ভোগের দুর্নিবার তাড়না জাগে। স্ত্রীলোকের পক্ষে পুরুষ-সম্ভোগের চেয়ে আর কোনো বড় লোভনীয় বস্তু নেই,—গয়না পরার সখই বল, আর ভাল খাবার লোভই বল, সব লোভ এই লোভের নীচে। যে সব পুরুষ এবং রমণী এত বড় লোভের বস্তুটাকে দায়ে প'ড়ে নয়, বাধ্য হ'য়ে নয়, লোকলজ্জায় নয়, আইনের ভয়ে নয়, পরন্তু স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করেছে, তাদের যদি বীর না বল, বীর বল্‌বে কাকে? তাদের যদি প্রশংসা না কর, তবে করবে কাকে? সামান্য বিষয়ে লোভ যারা বর্জ্জন কত্তে পারে না, তারা যখন সন্ন্যাসের আদর্শকে গালাগাল দিয়ে নিজেদের বিবাহিত জীবনকে পরীক্ষিত সংযমের দৃষ্টান্ত ব'লে মনে করে, তখন তাদের জন্য মনে অনুকম্পার উদয় হওয়াই স্বাভাবিক ব'লে আমি মনে করি। হে অখণ্ড-সাধক, যথার্থ সন্ন্যাসী যথার্থ সন্ন্যাসিনী তোমার অবজ্ঞার বস্তু নন।

## গুহ্যমুদ্রাদি অভ্যাসের সুফল

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু উচ্চলক্ষ্য-যুক্ত-গার্হস্থ্য জীবনও তোমাদের অনাদরের জিনিষ নয়। জগতের সব দেশে, সব ধর্ম্মে, সব সম্প্রদায়েই অধিকাংশ লোক গৃহী। তোমাদেরও অধিকাংশ হবে গার্হস্থ্যাশ্রমী। গৃহস্থ-হিসাবে সেই গৃহীই শ্রেষ্ঠ, যার পুত্রকন্যা জন্মমাত্রই অধিকতর জনন-সামর্থ্য এবং সঙ্গে সঙ্গে সংযম-সামর্থ্য নিয়ে আসে। তারই জন্য তোমাদের উপাসনা-



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

পদ্ধতিতে অশ্বিনী, যোনি, সন্ধিনী প্রভৃতি গুহ্যমুদ্রার বাধ্যকর সুনির্দ্দিষ্ট স্থান। এরা ইন্দ্রিয়-চপলতা হরণ করে, ইন্দ্রিয়-সংযমের সামর্থ্য প্রদান করে, আবার ইন্দ্রিয়-ব্যবহারেরও যোগ্যতা বর্দ্ধিত করে। ইন্দ্রিয়ের শক্তিকে খর্ব্ব ক'রে ইন্দ্রিয়-সংযম যেমন অর্থহীন, দুর্ব্বল ইন্দ্রিয়ের পরিচালনা দ্বারা প্রবল জনন-সামর্থ্য সম্পন্ন সন্তানের জন্মদানও তেমন অলস-কল্পনা। তাই, কি পূর্ণসংযমী, কি দাম্পত্য গৃহী উভয়েরই নিজ নিজ প্রয়োজনে এই গুহ্যমুদ্রাগুলি তোমাদের উপাসনা-পদ্ধতিতে স্থান পেয়েছে। তান্ত্রিক কদাচারে কলঙ্কিত গুহ্যমুদ্রা নয়, সর্ব্বপ্রকার অনাচার-বর্জ্জিত নির্দ্দোষ সব গুহ্যমুদ্রা তোমাদের উপাসনা-পদ্ধতির অঙ্গীভূত হয়েছে। আমি চ'লে যাবার পর কেউ যদি এসে তোমাদের ধর্ম্মসাধনার পথে কদাচারের বীজ বপন করে, জান্‌বে, সে তোমাদের পরমলাভের শত্রু। বংশানুক্রমিকভাবে উপাসনার অঙ্গীভূতভাবে এসব নির্দ্দোষ গুহ্যমুদ্রা অনুষ্ঠিত হ'লে কয়েক পুরুষ পরে দেখ্‌তে পাবে, এমন ইন্দ্রিয় নিয়েই এসব বংশে লোক জন্মাচ্ছে, যারা ইন্দ্রিয়-সংযমেও অদ্বিতীয়, পুনশ্চ বংশবিস্তারের প্রয়োজনে ইন্দ্রিয়-ব্যবহার যখন প্রয়োজন, তখন ইন্দ্রিয়-ব্যাপার তাদের নিকটে নিতান্তই অল্পক্ষণস্থায়ীও নয়।

## জগন্মঙ্গল সঙ্কল্প

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সন্ন্যাসীই হও, আর গার্হস্থ্যাশ্রমীই হও, আত্মা দিয়ে তুমি পরমাত্মারই সেবা করবে, তোমার পূর্ণাহুতির লক্ষ্য আর কেউ হ'তে পারেন না। কিন্তু যে দেহের উপাদান তুমি রেণু রেণু ক'রে এই জগতের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছ,





সেই জগতের সকলের সেবার জন্য দেহকে তোমার প্রস্তুত রাখ্‌তে হবে। তারই জন্য জগন্মঙ্গলের সঙ্কল্প। সঙ্কল্পের ভিতর দিয়ে নিজেকে যে তৈরী করে, জগন্মঙ্গল কাজের সময়ে তার দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-ভয়-ভীতি কম আসে।

অতঃপর শ্রীশ্রীবাবামণি সাধন-ভজনের কতিপয় নিগূঢ় রহস্য বর্ণনা করিলে পরে ভক্তগণ নিজ নিজ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

২৯শে শ্রাবণ, ১৩৩৮

## ব্রহ্মদর্শনের আলোচনা, সঙ্কল্প, উদ্যম ও সিদ্ধি

রহিমপুরের শ্রীযুক্ত সূর্য্যমোহন রায় এবং শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তীকে লইয়া অদ্য প্রাতে শ্রীশ্রীবাবামণি নৌকাযোগে দোল্লাই নবাবপুর রওনা হইলেন। বেলা প্রায় বারো ঘটিকার সময়ে নৌকা ইলিয়টগঞ্জ সেতুর নিকটে পৌঁছিলে খেচরান্ন রন্ধন করা হইল। অধিকাংশ সময়ই শ্রীশ্রীবাবামণি আহার করিতে বসিয়া কথা বলেন না। অদ্য কথা কহিতে লাগিলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বাস্তবিকই সূর্য্যবাবু, খিচুড়ীর আস্বাদ খুবই ভাল। এত ভাল যে, আমি খাচ্ছি, আমি বেশ বুঝ্‌তে পাচ্ছি, কিন্তু আপনি এখনো খান্‌নি, এজন্য আমার আনন্দ দেখেও বুঝতে পাচ্ছেন না, যদিও আমার কথা আপনার বিশ্বাসে এসেছে সন্দহ নেই।

সূর্য্যবাবু বলিলেন,—কিছুক্ষণ পরেই আমরাও যখন খাব, তখন আমরাও আস্বাদ টের পাব।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—প্রাতঃকাল থেকে আলোচনা চলেছে, "খিচুড়ী খুব ভাল জিনিষ, খিচুড়ী খুব সুস্বাদু, খিচুড়ীর মত



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

জিনিষ নেই।" ফলে সঙ্কল্প এল যে, খিচুড়ী রান্না কত্তেই হবে। যে চাল-ডালে হয়ত ডাল-ভাত হ'ত, অত আলোচনার ফলে তাই মিলে হ'ল খিচুড়ী! তবে ত' এর আস্বাদ মিল্‌ছে ! ভগবদ্দর্শন এইরূপ। দিন রাত আলোচনা চল্‌ছে, ব্রহ্মদর্শন অপূর্ব্ব, অপরূপ, অতুলন। ফলে সঙ্কল্প হ'ল, তবে দর্শন কত্তেই হবে, এ দুর্লভ মানব-জন্ম আর ব্যর্থ যেতে দিবই না। যে দেহ-মন-প্রাণ দিয়ে হ'ত ইন্দ্রিয়ের সেবা, নীচ স্বার্থের পরিচর্য্যা, ইতর সুখের অনুশীলন, সেই দেহ-মন-প্রাণ দিয়েই জীব ও ব্রহ্মের অপূর্ব্ব মিলন সাধন হ'য়ে গেল, তখন বুঝা গেল ব্রহ্মদর্শন কিরূপ কিন্তু অপর কাউকে বুঝান গেল না। তাই, শাস্ত্রকার বলেছেন, "মূকাস্বাদনবৎ"।

## তরুণ বয়স ও আধ্যাত্মিক সাধন

সকলের আহার হইয়া গেলে ইলিয়টগঞ্জ হইতে নৌকা ছাড়া হইল। সূর্য্যবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—তরুণ-বয়স্ক বালক-বালিকাদিগকে কি যৌগিক কৌশল, নাম-জপ ও ধ্যান শিক্ষা দেওয়া উচিত?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—নিশ্চয়ই। চারা গাছকেই ত' সোজা হয়ে উর্দ্ধে ওঠবার জন্য বাঁশ পুতে বেঁধে দিতে হয় ! বাল্যেই যার যেদিকে ঝোঁক দিয়ে দেওয়া যায়, সে সেদিকে সহজে উন্নতি কত্তে পারে।

সূর্য্যবাবু।—বালকেরা কি অল্প বয়সে যৌগিক কৌশলাদি আয়ত্ত কত্তে পার্ব্বে।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—শেখাবার লোক থাক্‌লে কেন পার্ব্বে না?





## গুরুমূর্ত্তি ধ্যান

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী জিজ্ঞাসা করিলেন,—গতকল্য আপনি উপাসনার পরে গুরু সম্বন্ধে যে উপদেশ দিয়েছেন, তার সম্পর্কে আমার একটুকু জিজ্ঞাস্য আছে।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বেশ ত' বল না !

যতীন্দ্র।—মানুষ-গুরুর মূর্ত্তি যদি আমার ধ্যান কত্তে ভাল লাগে, তবে তা কর্ব্ব না?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—হাঁ, নিশ্চয়ই কর্ব্বে, যদি অনুভব কর যে, ইনি তোমার কোটি জন্মের সাথী।

## বহু গুরুর বিপত্তি

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু বাবা, মনুষ্য-জীবন এমনি বিচিত্র যে, অনেক সময় একই লোককে শত গুরু কত্তে হয়। যার হয় ত' জীবনে কোনো গুরুর দরকার নেই, দৈব-বিভ্রাটে প'ড়ে তাকেই শত গুরুর শত মন্ত্র চাখ্‌তে হয়। যেমন চিরকৌমার্য্যাকাঙ্ক্ষিণী যুবতী, হঠাৎ বলাৎকৃতী হ'য়ে শেষে নিজের সম্ভ্রম বাঁচাবার জন্য পাঁচ জায়গায় খোঁজ কত্তে থাকে যে, বিবাহযোগ্য বর কোথায় মিলে। শত জনের সঙ্গে এই উদ্দেশ্য নিয়ে মিলামিশা ক'রে শেষে যেমন সে বর খুঁজে পায় নিজের অন্তর্য্যামীকে। যেখানে শত জনের কাছে উপদেশ নিয়েছ, সেখানে কাকে বাদ দিয়ে কার মূর্ত্তি ধ্যান করবে, বলত? গুরু বহুবিধ। কেউ আদর্শ দিয়ে, কেউ প্রভাব দিয়ে, কেউ উপদেশ দিয়ে, কেউ উৎসাহ দিয়ে, কেউ বা মন্ত্র দিয়ে তোমার কল্যাণ করেন। এই সব গুরুদেবেরা যদি পরস্পরের মধ্যে কলহ বাঁধান, তখন



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

কাকে ছেড়ে কাকে রাখবে?

রাত্রি সাত ঘটিকায় নৌকা দোল্লাই-নবাবপুর পৌঁছিল।

দোল্লাই-নবাবপুর,
২৯শে শ্রাবণ, ১৩৩৮

## ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী

দোল্লাই-নবাবপুরে ঢাকার নবাবের কাছারী আছে। একজন বি-এল পাশ করা শিক্ষিত মুসলমান ভদ্রলোক এখানকার কাছারীর উচ্চতম কর্ম্মচারী। শ্রীশ্রীবাবামণি শ্রীযুক্ত সুধীর কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভবনে আসিয়াছেন জানিয়া তিনি শ্রীশ্রীবাবামণির সহিত ধর্ম্মালাপে রত হইলেন। ভগবানের সর্ব্বব্যাপিত্ব সম্বন্ধে কথা উঠিল। কোনও কোনও ধর্ম্মের নির্দ্দেশ এই যে, ভগবান্ তাঁর সৃষ্ট জগতের বাইরে অবস্থান করেন, তাই তাঁর সৃষ্ট বস্তুকে ঈশ্বরের শরিক্ মনে করা পাপ।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সাধারণ স্রষ্টা, যেমন মানুষাদি, তাদের সৃষ্ট বস্তুর ভিতরে অবস্থান করেন না, এরূপ বলা চলে। যেমন শরৎ চট্টোপাধ্যায় আর র‍্যাফেল তাঁদের লেখা বইতে বা চিত্রেতে নেই, একথা বলা চলে। কিন্তু 'পল্লী-সমাজ' বইখানাতে শরৎচন্দ্রের প্রতিভা অনুক্ষণ রয়েছে। 'ম্যাডোনা' মূর্ত্তিতে র‍্যাফেলের প্রতিভা অনুক্ষণ রয়েছে। স্থূল শরীরে শরৎচন্দ্র বা র‍্যাফেল তাঁদের সৃষ্টিতে না থাকতে পারেন, কিন্তু তাঁদের প্রকৃত শরীর যা, অর্থাৎ তাঁদের যা প্রতিভা, তা তাঁদের সৃষ্টিতে অমর হয়েই থাকবে। ভগবানের স্থূল শরীর নেই, বলা যেতে পারে। কিন্তু তাঁর একটা অস্তিত্ব আছে। সেই অস্তিত্বের যে প্রতিভা, তা তাঁর





সৃষ্টিতে প্রকাশ পাচ্ছে। ভগবান্ যদি জগতের বাইরে কোথাও গিয়েও অবস্থান করেন, তবু তাঁর বুদ্ধি, শক্তি বা ইচ্ছা এই জগতের প্রত্যেকটী আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়ে কাজ কচ্ছে। কিন্তু ভগবানের বুদ্ধিকে, তাঁর শক্তিকে, তাঁর ইচ্ছাকে কি তাঁর কাছ থেকে পৃথক্ ক'রে নেওয়া যায়? তাঁর বুদ্ধি, তাঁর শক্তি, তাঁর ইচ্ছা তাঁরই অংশ। সুতরাং বুদ্ধিরূপে, শক্তি-রূপে, ইচ্ছা-রূপে তিনি তাঁর সৃষ্টির মধ্যেও অবিরত বিরাজ কচ্ছেন। তাঁর বুদ্ধিকে, তাঁর শক্তিকে, যে ভজনা করে, তার ভজনার রীতি যত মূর্খোচিতই হোক্, সে তাঁকেই ভজনা কর্বে।

## অজ্ঞাত ব্যক্তিকে গুরু করিও না

শ্রীযুক্ত হরিমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সহিত আলাপ-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বংশগত গুরুদেবরা শিষ্যের চিত্তাপহারক না হ'য়ে বিত্তাপহারক হচ্ছেন। অনেক স্থলে নিজের বিদ্যা, বুদ্ধি, চরিত্র ও তপস্যাকে গুরু-মর্য্যাদার উপযুক্ত রাখতে পাচ্ছেন না। তদুপরি ত্রিলোকপাবনক্ষম সদ্‌গুরুরা মাঝে মাঝে আবির্ভূত হ'য়ে আচণ্ডাল ব্রাহ্মণকে কৃপা কচ্ছেন। এই সকল কারণকে আশ্রয় ক'রে কুলগুরুদের প্রতিপত্তি হ্রাস প্রাপ্ত হয়েছে এবং হচ্ছে। কিন্তু নূতন লোককে গুরুরূপে গ্রহণ করার মধ্যেও বিপদ কম নেই। কে জানে, কোন্ গুরু শিষ্যকে কোন্ বিপদে ফেলবেন? কেউ হয়ত শিষ্যের পকেট মারবেন, কেউ হয়ত শিষ্যের বস্ত্রহরণ কর্ব্বেন, কেউ হয়ত শিষ্যের নাম ভেঙ্গে নিজ গুরুগিরির পসার বৃদ্ধি কর্ব্বেন। না জেনে, না শুনে গুরু করার মত বিপজ্জনক ব্যাপার আর কিছু নেই। তার চেয়ে কুলগুরু



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

লোকটি অনেক ভাল, অল্প কিছু দিলেই সন্তুষ্ট হন এবং তাঁর চৌদ্দগোষ্ঠীর চরিত্র সবার জানা আছে। ভগবানকে ডাকা দিয়ে কথা, কুলগুরুর কাছে মন্ত্র নিলেও ভগবান্ ডাক শোনেন।

## খাঁটি উপদেশ-গুরু

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—উপদেশের জন্য সকলের কাছেই যাওয়া যায়। যাঁর ভিতরে জ্ঞানের আলো ফুটে উঠেছে, তিনিই উপদেশ দেবার অধিকারী। যাঁর ভিতরে জান্‌বার আগ্রহ জন্মেছে, তিনিই উপদেশ পাবার অধিকারী। কারো কাছে উপদেশ নিতে গেলে তিনি যদি বলেন,—''এক কাণ ফুঁকে দিয়েছেন তোমার পূর্ব্বের গুরু, এখন বাকী কাণটী ফুঁকে দেব আমি, এস আমার কাছে আবার একটা মন্ত্র নাও, নইলে সাধন-তত্ত্বের ফাঁক-ফন্দি কিছু শিখাব না,''—তবে বুঝতে হবে, ভাল লোকের হাতে পড়া হয় নি। যিনি বল্‌বেন,—''নাম ত' বাবা পেয়েছ একজনার কাছ থেকে, তা নিয়েই থাক, তাতেই মঙ্গল হবে, ভগবানের নাম কখনো ভুল হয় না, তাঁর নাম সকল ভ্রান্তির অতীত। ঐ নামেই ডুবে যাও, ঐ নামেই ম'জে যাও, বৃথা বাবা নানা স্থানে দৌড়াদৌড়ি ক'রো না, আমাকে গুরু ক'রে পুনরায় দীক্ষা নেবার দরকার নেই'',—তিনিই খাঁটি লোক। কিন্তু এ জগতে খাঁটি লোক ক'জন মিলবে ?

## যোগ-সাধনা অতি সহজ জিনিষ

অপর একজন ভদ্রলোকের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—যোগ-গ্রন্থ পাঠ করা উচিত, যৌগিক সাধনের প্রতি রুচিসম্পন্ন হওয়ার জন্য। কিন্তু বই দেখে সাধন কত্তে নেই,





তাতে অনেকের বিপদ ঘ'টে থাকে। করিৎ-কর্ম্মা লোকের প্রত্যক্ষ উপদেশ চাই। মুখের উপদেশও ভাল ক'রে বুঝে নেওয়া চাই। অসম্যক্ উপদেশ কত শিষ্যের চিরজীবনের রুগ্নতা সৃষ্টি ক'রে থাকে, তা বল্‌বার নয়। তবে সুখের কথা, আসল যোগ-সাধনা এত সহজ যে, তাতে কখনো কারো বিপদ ঘট্‌তে পারেই না। ভগবানের পায়ে নিজেকে পূর্ণ নির্ভর নিয়ে ফেলে দেওয়াই সে যোগ-সাধনা।

৩১শে শ্রাবণ, ১৩৩৮

## বয়ঃ কৈশোরকং বয়ঃ

অদ্য বেলা ১১টার সময়ে শ্রীশ্রীবাবামণি দোল্লাই হইতে রওনা হইলেন। আগামী ১৪ই পৌষ মোচাগড়া আশ্রমের উদ্বোধন-উৎসব হইবে। তজ্জন্য নৌকাতে বসিয়া শ্রীশ্রীবাবামণি পাট-শোলার কলম দিয়া নানা বর্ণে রঞ্জিত করিয়া মন্ত্রবাণী (motto) লিখিতেছেন,—''বাল্যেই করিতে হবে ব্রহ্মের ধারণা''।

লিখিতে লিখিতে শ্রীশ্রীবাবামণি সূর্য্যবাবুর দিকে তাকাইয়া বলিলেন,—সূর্যবাবু, সেই দিনকার কথা ফিরে এল। ধ্রুব পদ্মপলাশলোচন হরির জন্য কেঁদেছিলেন কখন ? বাল্যকালেই। প্রহ্লাদ ভগবানের জন্য নির্য্যাতন সইলেন কখন ? বাল্যকালেই। রামকৃষ্ণ, জগদ্বন্ধু, লোকনাথ, দয়ানন্দ সরস্বতী ভগবানের জন্য ব্যাকুল হ'লেন কখন ? বাল্যকালেই। বয়ঃ কৈশোরকং বয়ঃ —বাল্যই হচ্ছে বয়সের রাজা, যৌবনও নয়, বার্দ্ধক্যও নয়।

অনুকূল বাতাস পাইয়া পালের সাহায্যে নৌকা সন্ধ্যা সাত ঘটিকার সময়ে রহিমপুর আসিয়া পৌঁছিল।





Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

রহিমপুর আশ্রম,
৩২শে শ্রাবণ, ১৩৩৮

## সমাজের উন্নতির লক্ষণ

হিন্দুভাবাপন্ন একটী ভক্ত মুসলমান যুবক শ্রীশ্রীবাবামণির নিকটে সমাজের উন্নতি সম্পর্কে কতকগুলি প্রশ্ন করিলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আদিম অবারিত যৌন-মিলনের অবস্থা থেকে মানব-সমাজ ক্রমশঃ উন্নতি ও পরিশুদ্ধ হ'য়ে এসেছে। অবারিত ইন্দ্রিয়চর্চ্চা ক্রমশঃ রূপান্তর পেতে পেতে নানাবিধ বিধি-নিষেধের ভিতর দিয়ে মানব বা মানবীর একনিষ্টতা ও পূর্ণ পবিত্রতায় গিয়ে দাঁড়াবে। সেই সমাজ জগতে সকলের মধ্যে তত শ্রেষ্ঠ হবে, যে সমাজে বিবাহকে যত উচ্চ চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত করা হবে এবং কৌমার্য্য ও বৈধব্যকে যত পবিত্র আদর্শ দ্বারা পরিচালিত করা যাবে।

রহিমপুর আশ্রম,
১লা ভাদ্র, ১৩৩৮

## প্রবর্ত্তক সাধক ও বিধি নিষেধ

একটী আশ্রম-কর্ম্মী প্রশ্ন করিলেন,—আহার, নিদ্রা, স্ত্রীলোক, লোকসঙ্গ এসব বিষয়ে প্রবর্ত্তক সাধকদের পক্ষে এত বিধি-নিষেধ কেন?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—শ্রীরামকৃষ্ণের সেই উপদেশ জানিস্ ত'? চারা-গাছ ছাগলে সহজেই খেতে পারে। কিন্তু গাছ বড় হ'লে তাতে হাতী বা গন্ডারও বেঁধে রাখা যায়।

প্রশ্ন।—শাস্ত্রের সব বিধি-নিষেধই কি মান্‌তে হবে?





শ্রীশ্রীবাবামণি।—হাঁ, সাধ্যমত। তবে, দেশ, কাল, পাত্র বুঝে কিছু ইতরবিশেষ হ'তে পারে।

প্রশ্ন।—অনেক মহাপুরুষের জীবনের আচরণে যথেষ্ট বেপরোয়া ভাব দেখা যায়।

শ্রীশ্রীবাবামণি,—দৃষ্টান্ত হিসাবে এগুলো খারাপ। যারা আগুন গিলে খেয়েই ফেল্‌তে পারে, তারা উনানের সাম্‌নে আগুন পোহালে বিপদের আর ভয় কি? কিন্তু তোমার পক্ষে সে কথা খাটে না। তোমার পক্ষে রাত জাগাও দোষ, বেশী ঘুমানও দোষ, নিরম্বু উপবাসও দোষ, স্ত্রী চরিত্রের নিন্দা করাও দোষ, স্ত্রীলোকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করাও দোষ। কোন্ মহাপুরুষ কয়টা কুঁকড়ার ঝোল খান, তার হিসাব না ক'রে কি তপস্যায় তিনি মহাপুরুষ হ'লেন, তার হিসাব ক'রো।

রহিমপুর আশ্রম,
২রা ভাদ্র, ১৩৩৮

## আহারীয়ের সাত্ত্বিকতা, রাজসিকতা ও তামসিকতা

প্রাতে একজনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন, —তামসিক আহারীয় তাকে বলে, যে বস্তু আহারের দ্বারা কুপ্রবৃত্তি ও পরানিষ্ট-বুদ্ধি বাড়ে। রাজসিক আহারীয় তাকে বলে, যে বস্তু আহারের দ্বারা উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও উন্নতি-লিপ্সা বাড়ে। সাত্ত্বিক আহারীয় তাকে বলে, যে বস্তু আহারের দ্বারা পরহিতেচ্ছা ও ভগবৎ-প্রেম বাড়ে। যে আহারীয় গ্রহণে দেহ



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

কুকর্ম্মে রত হ'তে উপযুক্ততা লাভ করে, তা তামসিক। যে আহারে দেহ যশস্কর ও মান-বর্দ্ধক কর্ম্মে লিপ্ত হবার যোগ্যতা অর্জ্জন করে, তা রাজসিক। যে আহারে দেহ পরার্থপরতা এবং ভগবৎসাধনের যোগ্যতা লাভ করে, তা সাত্ত্বিক। কোনও স্থলে উপাদান-গত পার্থক্যের ফলে ভিন্ন ভিন্ন খাদ্য সাত্ত্বিক, রাজসিক বা তামসিক খ্যাতি পায়। কোনও স্থলে পরিপাক করবার ক্ষমতার তারতম্য-হেতু যে খাদ্য আমার নিকট সাত্ত্বিক, তা' হয়ত অপরের নিকট তামসিক। কোনও স্থলে পরিমাণের আধিক্য সাত্ত্বিক খাদ্যকেও তামসিক-গুণান্বিত করে। কোনও স্থলে প্রস্তুত-প্রণালীর পার্থক্য একই খাদ্যকে ভিন্ন ভিন্ন গুণসম্পন্ন করে। ঋতু-পরিবর্ত্তন, দেশ-পরিবর্ত্তন প্রভৃতি কারণেও একই খাদ্য ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া প্রকাশ করে। শরীরের স্বাস্থ্যের বিভিন্ন অবস্থায়ও একই খাদ্য বিভিন্ন গুণ প্রকাশ করে। কামলোভাদি নিয়ে যে আহারই গ্রহণ কর, তাই অল্পাধিক তামসিক ক্রিয়া কর্ব্বে। ক্রোধ-মদাদি নিয়ে যে আহারই গ্রহণ কর, তাই অল্পাধিক রাজসিক ক্রিয়া কর্ব্বে। প্রেম ও জগন্মঙ্গল-বুদ্ধি নিয়ে যে আহারীয় গ্রহণ কর না কেন, তাই অল্পাধিক সাত্ত্বিক ক্রিয়া করবে।

## ''অখণ্ডের'' আহারীয় নির্ণয়

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—অখণ্ডদের পক্ষে আহারীয়ের কোনও সুনির্দ্দিষ্ট গণ্ডী থাক্‌বে না, থাকতে পারে না। নিজ নিজ প্রয়োজন বুঝে, লোভের বশে নয়, বা ফ্যাসানের দায়ে নয়, প্রত্যেকে আহারীয় নির্দ্ধারণ কর্ব্বে। কিন্তু চিরাচরিত কোনও





শিষ্টপ্রথার বা কল্যাণজনক নিষেধের উল্লঙ্ঘন তারা কখনও কর্ব্বে না। যাঁরা আচার্য্য, তাঁদের পক্ষে বক্তৃতা দিয়ে ভালমন্দ বুঝাবার চেষ্টা না ক'রে নিজ আচরণের দ্বারা উপদেশ প্রদান কত্তে হয়,—এসব স্থলে তাঁদের পক্ষে এমন আহারীয়ই গ্রহণ কর্ত্তব্য, যা সহজ-প্রাপ্য, লোভ-প্রশমক ও সরল জীবন যাপনের উপযোগী। এজন্যই আমি ''অখণ্ড-পন্থী'' যতির পক্ষে অনাড়ম্বর কিন্তু পুষ্টিকর নিরামিষই সঙ্গত মনে করি। কুমার, কুমারী, বিধবা ও বিপত্নীক ব্যক্তিরাও নিজদিগকে আংশিকভাবে যতি-শ্রেণীভুক্ত ব'লেই মনে কর্ব্বেন। কিন্তু গৃহীদের দেহের ক্ষয়ের দিক দেখ্‌তে গেলে, মৎস্য-মাংস তাদের নিকটে চিরকালের জন্য নিষিদ্ধ ক'রে রাখা সঙ্গত নয়।

## আমিষ ও নিরামিষের কলহ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আমিষ ও নিরামিষ নিয়ে গুরুতর কলহ চলেছে। একদল আর এক দলকে নিজ নিজ মতে আন্‌বার জন্য শিষ্টতার ও যুক্তির সীমা পর্য্যন্ত অতিক্রম ক'রে যাচ্ছেন। কিন্তু সত্যি সত্যি নিরামিষের যদি কোনও প্রকৃত গুণ নাও থাকে, তবু চিরকালের একটা সাত্ত্বিকতার মানসিক সংস্কার হ'লেও এর সঙ্গে আছেই। অনেক কাল আমিষাশী থেকে মাঝে কতকদিন নিরামিষ খেয়ে লোকে মনে ক'রে থাকে, একটু শুদ্ধাচারী হ'লাম, একটু শুদ্ধমনা হ'লাম। সুতরাং নিরামিষকে স্থানচ্যুত করার psychological (মনস্তাত্ত্বিক) বিঘ্ন বিদ্যমান। তাই, জোর ক'রে যতিদের ভিতর থেকে নিরামিষকে দূর করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। তাই, যাঁরা আমিষের সমর্থনে শক্তিক্ষয় করেন,



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

তাঁদের পক্ষে বৃথা তর্কে শক্তিক্ষয়ের অভ্যাস ছেড়ে দিয়ে অন্য পন্থা নেওয়া কর্ত্তব্য।

## আমিষ ও ব্যায়াম

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সে পন্থা হচ্ছে, দেশব্যাপী ব্যায়াম আন্দোলন উপস্থিত করা। এদিকে, তুমি সমাজের কাছে পূজা নেবে ধ্যানপরায়ণ যোগীর, আবার ওদিকে তুমি সমাজ-মধ্যে চালাতে চাইবে পালোয়ানের ভোজ্য মাংস,—এতে বুদ্ধিহীনতা প্রকাশ পায়। ধ্যান-জপের সৌকর্য্য-সাধনার্থ সহজ-পাচ্য খাদ্যই দরকার, অতিশ্রমশীল কর্ম্মঠ ব্যক্তির ক্ষয়-পূরণার্থ গুরুপাক খাদ্য অধিকতর উপযোগী। সুতরাং গ্রামে গ্রামে ডনের আখড়া খোল, কি ক'রে দৈহিক শক্তি বাড়াতে হয়, কি ক'রে কঠোর-কর্ম্মা বীর হতে হয়, তা আগে শিক্ষা দাও। তারই ফলে যাদের প্রয়োজন, তারা আপনি মাংসাশী হবে।

## উপযোগিতাই খাদ্যাখাদ্যের প্রকৃত নির্ণায়ক

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—খাদ্যের সঙ্গে হিংসা-অহিংসার প্রশ্ন জড়ান ভুল। কারণ এমন কোনও খাদ্য নাই, যা খেয়ে তুমি কোনও না কোনও প্রাণীর ক্ষতি না কর। দুম্বার লেজ কাটলে সে যেমন কষ্ট পায়, লাউ, কুমড়া আর পুঁই-লতা কাটলেও সে তেমন কষ্ট পায়। হাঁসের ডিম খেলে যেমন জ্রূণ-হত্যাই হয়, পোস্তদানা, মটরশুঁটি, ভিজান ছোলা, মুগডাল প্রভৃতি খেলেও তেমন জ্রূণ-হত্যাই হয়, কারণ এসব-বীজ মাটিতে বুনলেই জীবন্ত গাছ হত। সুতরাং হিংসা-অহিংসার প্রশ্ন এর সঙ্গে না জড়িয়ে, জড়ান উচিত উপযোগিতার প্রশ্ন।





## কামেন্দ্রিয়-সংযমে এত কড়াকড়ি কেন

অপরাহ্নে একটী আগন্তুক যুবক প্রশ্ন করিল, সবগুলি ইন্দ্রিয়েরই ভোগের সামর্থ্যও আছে, ভোগের বস্তুও আছে। কিন্তু অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের ভোগের উপর কড়া নিষেধ না দিয়ে লোকোপদেষ্টারা কামেন্দ্রিয়ের ভোগের উপরে এত খড়্গহস্ত হ'লেন কেন?—একথা বলিয়া যুবক সংযম-প্রচারকদের উপরে একটু টিপ্পনী কাটিল।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সন্দেশ যদি একটী খাও, আর মিষ্টি যদি লাগে, তাহ'লে আর একটী খাবার জন্য তুমি ইচ্ছুক হবে না?

যুবক।—হব।

শ্রীশ্রীবাবামণি।—কিন্তু আর সন্দেশ যদি নাই পাও, তা হ'লে কি পাগল হবে?

যুবক।—পাগল কেন হব?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—তবে কি করবে?

যুবক।—আত্মদমন কর্ব্ব।

শ্রীশ্রীবাবামণি।—আচ্ছা, একটী ফুলের যদি তুমি ঘ্রাণ নাও, আর তার গন্ধে যদি হও মাতোয়ারা, তা হ'লে কি আবার তার ঘ্রাণ নেবার জন্য তুমি ইচ্ছুক হবে না?

যুবক।—নিশ্চয়ই হব।

শ্রীশ্রীবাবামণি।—কিন্তু ফুলটী যদি আর না পাও, তা হ'লে কি পাগল হবে?

যুবক।—তা কেন হব?



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

শ্রীশ্রীবাবামণি।—তবে তখন কি কর্‌বে?

যুবক।—ফুলটী একান্তই অপ্রাপ্য হ'লে তার আশা ত্যাগ ক'রে আত্মসংযম করব।

শ্রীশ্রীবাবামণি।—আচ্ছা, একখানা গ্রামোফোন-রেকর্ডে যদি একটী গান শুনতে পাও, আর গানটী যদি অতি মধুর লাগে, তা হ'লে আবার শোনবার জন্য কি তুমি ইচ্ছুক হবে?

যুবক।—হব বই কি।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু রেকর্ডের মালিক যদি রেকর্ডখানা আর গ্রামোফোনে না দেন? তখন কি তুমি পাগল হবে?

যুবক।—না, তা হব না।

শ্রীশ্রীবাবামণি।—তখন কি কর্‌বে?

যুবক।—তখন ইচ্ছাকে দমন করব।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—একটী যুবতী মেয়ের সাহচর্য্যে যদি তুমি তোমার কামেন্দ্রিয়ের সেবা কর, আর সুখ যদি তাতে পাও, তখন কি আর একবার ঐ ভাবে কামেন্দ্রিয়ের সেবা ক'রে সুখ পাবার ইচ্ছা তোমার হবে না?

যুবক চক্ষু নত করিয়া বলিল,—হবে।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—যুবতীটীর সাথে কামসুখের চর্চ্চা কত্তে গিয়ে কোন সুখ যদি নাও পাও, তবু কি তোমার পুনরায় ঐ চেষ্টা কত্তে প্রবল ইচ্ছা হবে না?

যুবক মাথা আরও নত করিয়া লজ্জিতভাবে বলিল,—হবে।

শ্রীশ্রীবাবামণি।—সুখ পেলেও আবার পাবার জন্য লোভ





হবে, সুখ না পেলেও আবার ঐ কাজ কত্তে দারুণ লোভ হবে। কেমন?

যুবক।—হাঁ।

শ্রীশ্রীবাবামণি।—কিন্তু মেয়েটীকে যদি আর না পাও, তখন আত্মদমন কর্ব্বে?

যুবক নিরুত্তর।

শ্রীশ্রীবাবামণি।—মেয়েটী যদি সম্পর্কে তোমার আত্মীয়া হয়, মেয়েটী যদি অন্যের বিবাহিতা পত্নী হয়, তখনও কি আত্মদমন কর্ব্বে না?

যুবক নিরুত্তর।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন, —ধরা পড়্‌লে মেয়েটী সমাজ-বহিষ্কৃতা হবে, ধরা পড়্‌লে তোমার নামে মেয়ের স্বামী মামলা করবে, তোমার জেলও হ'তে পারে, আর কিল-গুতো কত খাবে তার ঠিক নেই, লোকনিন্দায় গ্রামে বাস কত্তে পারবে না, তবু কি তুমি আত্মদমন কর্ব্বে না, পাপ-বাসনা ত্যাগ কর্ব্বে না?

যুবক কাঁদিয়া ফেলিল। বলিল,—কতকগুলি উপন্যাস পড়িতে পড়িতে তার এই ধারণা জন্মিয়া গিয়াছে যে, নারীরা পুরুষের ভোগের জন্য, ইচ্ছামত পুরুষের সহিত মিলিবার বিরুদ্ধে যে সকল লৌকিক বাধা, তাহা স্ত্রীলোকের স্বাধীনতার পরিপন্থী, ভোগেন্দ্রিয়ের সুখচর্চ্চা দ্বারা মানুষের নৈতিক কোনও অবনতি হয় না ইত্যাদি। তারই দরুণ এমন ইন্দ্রিয়াসক্তি তার জন্মিতে পারিয়াছে যে, ইতর সুখের লোভ তাকে পাগলপ্রায় করিয়াছে।

যুবকটীকে শ্রীশ্রীবাবামণি স্নেহভরে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া বলিলেন,—কেমন বাবা, এখন তুমি তোমার নিজের কথা থেকেই



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

মূল প্রশ্নের জবাব পাচ্ছ ত' ? সব ইন্দ্রিয়কে দমন করা যায়, কামেন্দ্রিয়কে দমন করা অতীব কঠিন। একবার প্রশ্রয় পেলে সে গম্যা-অগম্যা মানে না, আত্মীয়া-অনাত্মীয়া মানে না, নিজস্ত্রী-পরস্ত্রী মানে না, সুরূপা-কুরূপা মানে না, একেবারে পাগল ক'রে দেয়, হিতাহিত-বিবেচনা পর্য্যন্ত লোপ ক'রে দেয়। কুষ্ঠরোগিণী, যক্ষ্মারোগিণী, উপদংশরোগিণী, কেউ তার কাছে আর বর্জ্জনীয়া হয় না। এমন যে বুদ্ধি-বিলোপকারী কাজ, তার বিরুদ্ধে শাস্ত্র ও সন্তগণের নিষেধ-বচন থাক্‌বে না ত' কার বিরুদ্ধে থাক্‌বে ? যেখানে প'ড়ে ভেঙ্গে চুরমার হবার সম্ভাবনা, জেলা-বোর্ডের রাস্তায় সেইখানেই না "DANGER" (বিপদ) লেখা সাইন-বোর্ড থাকে!

সংযম-প্রচারকদিগকে বিদ্রূপ করিতে আসিয়া যুবক হিতজনক উপদেশ সংগ্রহ করিয়া ফিরিল।

## পরহিতার্থে আত্মসংশোধন

অদ্য রাত্রে শ্রীশ্রীবাবামণি কয়েকখানা পত্র লিখিলেন। গ্রামান্তরনিবাসী জনৈক ভক্ত যুবককে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"—'অখণ্ডের' জীবন বড় দায়িত্বপূর্ণ জীবন। কারণ, স্বকীয় জীবনের ত্যাগ-তপস্যার দ্বারা, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ ও সংযমের দ্বারা তাহাকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় ভাবেই জগতের তাপদগ্ধ জীবকুলের কল্যাণই সাধন করিতে হইবে। এই জন্যই 'অখণ্ডে'র সাধনার গোড়ার কথা আত্মশুদ্ধি ও চিত্তশুদ্ধি। কারণ, নিজেকে যে নিজে বিশোধিত করে নাই, নিজের আত্মাকে যে ক্লেদ-





পঙ্কের মলিনতা ও কলুষ-কালিমা হইতে রক্ষা করে নাই, সে কি করিয়া অপরের জীবনের কলঙ্ক-প্রলেপ ঘুচাইতে সমর্থ হইবে?"

## নববিবাহিতার ভগবৎ-সাধনা

উক্ত ভক্তের চতুর্দ্দশ-বর্ষ-বয়স্কা তরুণী-পত্নীকে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"লোকে বলে,—'বুড়া হইলে ধর্ম্ম করিতে হয়।' কিন্তু মা, সেই কথা সত্য নহে। বাল্য বয়সেই ধর্ম্ম-সাধনা আরম্ভ করিতে হয়। বাল্য ও যৌবনে যে ভগবানকে লাভ করিতে চেষ্টা পায় না, বৃদ্ধকালে তার মন কিছুতেই ভগবানের দিকে যাইতে স্বীকৃত হয় না, মনকে লইয়া কেবল ঠেলাঠেলি করিতে হয়। জীবনে যদি সত্যই কিছু করিতে চাহ মা, তবে এখন হইতেই ভগবানের সহিত প্রাণের যোগ স্থাপনের কৌশল আয়ত্ত করিয়া লও। বিবাহ তোমাদের অধিক দিন হয় নাই, স্বামী-স্ত্রী সঙ্কল্প করিয়া যদি এখন কয়েকটী বর্ষ ব্রহ্মচর্য্য-পালন করিয়া লইতে পার, তাহা হইলে সমগ্র জীবনের পাথেয় সঞ্চয় এই কয়টা বৎসরের ভগবৎ-সাধনা দ্বারাই করিতে পার। এখনও তুমি বালিকা, তোমার স্বামী যুবক, দুইজনেই নবানুরাগ যদি সম্মিলিত করিয়া ভগবানের পায়ে অর্পণ কর, তাহা নইলে এখন তোমরা পাঁচ বৎসরে যতটা পথ অগ্রসর হইবে, পরে ততটা অগ্রসর হওয়া বিশ বৎসরেও সম্ভব কিনা কে বলিতে পারে ? নিরুৎসাহ হইও না, নিজেকে অবিশ্বাস করিও না, পরমমঙ্গলময় অখণ্ড-মহামন্ত্রে আস্থা হারাইও না। তুমি যে আমারই সন্তান, তপস্যার বীর্য্যে তাহা প্রমাণিত কর মা।"



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

রহিমপুর আশ্রম,
৩রা ভাদ্র, ১৩৩৮

## স্ত্রী-জাতির প্রতি সম্ভ্রম-বোধ

একটী যুবক স্ত্রীলোকদের সঙ্গে মিলামিশা সম্বন্ধে কিছু উপদেশ প্রার্থনা করিল।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন, —স্ত্রীলোকদের সঙ্গে একেবারে না মিশেও চলে না, আবার অতিরিক্ত মেশামিশিও বিপজ্জনক। এজন্য সব সময়ে স্ত্রীলোকদের প্রতি একটা গভীর সম্ভ্রম-বুদ্ধি নিয়ে চল্‌বে, যেন অগোচরে মেশামিশি মাত্রা ছাড়াতে চাইলেও ঐ সম্ভ্রমবোধ তোমাকে অতি-নৈকট্য থেকে দূরে রাখে।

## যুবক-যুবতীদের মিশ্রণে বিপদ-সঙ্কেত

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন, —এমন সময় আছে, যে সময় মেয়েদের সহিত সামান্য সংশ্রবেই তোমার বিপদ ঘট্‌তে পারে বা তোমার দ্বারা কোনও মেয়ের অনিষ্ট হ'তে পারে। সেই সময়কে চিন্‌তে হয়। তখন আর চ'খ্ বুজে থাক্‌তে নেই। বাইরে শিষ্টতা, ভদ্রতা, শালীনতা যতই থাকুক, যখন দেখ্‌বে কোনো মেয়ে তোমাকে একা পেতে চায়, তখন বুঝবে সে তোমার পক্ষে বিপজ্জনক। আবার যখন দেখ্‌বে তুমি কোনো মেয়েকে একা পেতে চাও, তখন জান্‌বে তুমি তার পক্ষে বিপজ্জনক। বিপদ যার দিক্ থেকেই আসুক বা যার প্রতিই আসুক, বিপদের এই লক্ষণ দেখা মাত্র স'রে পড়বে—আড়ম্বর ক'রে নয়, একেবারে অলক্ষিতে।





## আত্মীয়তার বাড়াবাড়ি

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন, —বিপদের আরও সঙ্কেত আছে। নিঃসম্পর্কিত যুবক-যুবতীদের মধ্যে যখন আত্মীয়তার বাড়াবাড়ি আরম্ভ হয়, তখন ব্যাপারটা নির্দ্দোষ ব'লে উপেক্ষা করা ভাল নয়। তখন আত্মীয়তা একটু কমিয়ে দেওয়া উচিত। নিজের ছেলের মরণ কামনা ক'রেও যদি কোনও নারী তোমার মঙ্গল কামনা কত্তে বসে, তবে তাকে মা মনে না ক'রে মায়াবিনী রাক্ষসী ব'লে মনে কত্তে হবে। নিজের মায়ের মরণ কামনা ক'রেও যখন কোনও রমণীর মঙ্গল কামনা কত্তে তোমার ইচ্ছা হবে, তখন তুমিও নিজেকে আমমাংসভোজী নারীখাদক রাক্ষস ব'লে মনে ক'রো।

সবাই তোমার আপন হোক,
পর যেন আর কেউ না রয়,

কিন্তু,—

বাড়াবাড়ির কপট পথে
সত্য আপন কেউ যে নয়!

## মাতৃ-সম্বোধনের মহিমা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন, —মাতৃ-সম্বোধনটী বড় ভাল সম্বোধন। গুরু-ভগ্নীদিগকেও 'বোন্' বা 'দিদি' না বলে 'মা' বলে ডাকা ভাল। কারণ, এর চেয়ে মধুর কোনো সম্বোধন নেই, এর চেয়ে পবিত্র কোনো সম্বন্ধ নেই। কিন্তু সকল নারীই যে তোমার সমান মা, আর সকল মা-ই যে তোমার সমান পূজার সামগ্রী, এই কথাটা খেয়াল রে'খে চল্‌তে হবে। বাড়াবাড়ির চেয়ে দুর্লক্ষণ



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

আর কিছুই নেই। কারণ, তাতে ছেলেদের ত' সম্মান যায়ই যায়, মেয়েদেরও সম্মান থাকে না।

## নিজের মনের দিকে তাকাও

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সর্ব্বদা নিজের মনের দিকে তাকাবে, আর লক্ষ্য কর্‌বে বাতাস কোন্ দিক্ থেকে বইছে। কোনও মেয়ে কি তোমার প্রতি চপল ব্যবহার কচ্ছে ? অমনি তাকাও নিজের পানে। তুমি নিজে কি মনে চপল হয়েছ, যার প্রতিক্রিয়াকেই মাত্র দেখতে পাচ্ছ ঐ মেয়েটীর চাউনীতে, কথায় বা আচরণে ? কোনও মেয়ে কি তোমার সামনে প্রলোভনের জাল ছড়াচ্ছে ? মেয়েটীর দোষ খুঁজে বেড়িয়ে শক্তিক্ষয় ক'রো না। তাকাও তোমার নিজের মনের পানে। তোমার ভিতরেই কি কোনও দুর্ব্বলতা ছিল, যার প্রতিক্রিয়ায় ঐ মেয়েটীর আচরণের রূপ বদলাচ্ছে? মৎস্য-শিকারী কি সে পুকুরে কোচ ছোঁড়ে, যে পুকুরে সে মাছের ফোট দেখেনি ? নিশ্চয়ই তোমারই ভিতরের প্রচ্ছন্ন পাপ তোমার কাছে প্রলোভন এনে হাজির করেছে। আত্মানুসন্ধান কর, আত্মসংশোধন কর, মেয়েগুলির ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে নিজের দায়িত্ব এড়িও না। নিজের মনের দিকে তাকাবার অভ্যাস যদি কর, তাহ'লে নিজেই বুঝ্‌তে পারবে যে, কখন তোমার পক্ষে মেয়েদের ভিতরে যাওয়া-আসা অনুচিত। এজন্য আর কারো উপদেশ সংগ্রহ কত্তে হবে না।

## ভীত হইওনা, ভয় দেখাইও না

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—'এই বুঝি বাঘে ধর্‌ল, এই বুঝি মারা পড়্‌লাম'—এ রকম ক'রে কেউ কখনো বনের পথে ভ্রমণ





কত্তে পারে না। কারণ, ভয়েই সে আধমরা হ'য়ে থাকে। সংসারও তেমন গহন অরণ্য বিশেষ। এই গহন পথে চল্‌তে গেলেও ভয়হীন হ'য়েই চল্‌তে হয়। জগতের একটী স্ত্রীলোককেও তুমি ভয় ক'রো না, একটী স্ত্রীলোকের পক্ষেও ভয়ের কারণ হ'য়ো না।

রহিমপুর আশ্রম,
৫ই ভাদ্র, ১৩৩৮

## মৃত্যু অবধারিত

প্রায় মাসাধিক কাল যাবৎ অত্যন্ত জলপ্লাবন হইয়া আশ্রমের অধিকাংশ গাছ-পালা ডুবিয়া গিয়াছে। বিশেষভাবে ঔষধের গাছগুলিই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। একজন আগন্তুক এ সব দেখিয়া খুব দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—যাবে বলেই এরা এসেছে, মর্‌বে বলেই এরা জন্মেছে। মৃত্যু ত' সকলেরই অবধারিত !

## পবিত্র করহ বংশ

অদ্য শ্রীশ্রীবাবামণি দ্বারভাঙ্গা রাজ-হাইস্কুলের দশম শ্রেণীর জনৈক ছাত্রকে নিম্নলিখিত পত্রখানা লিখিলেন।

"স্নেহাস্পদেষু—

মনুষ্য জীবন নহে পশুর জীবন
কাটাইতে মিথ্যা কাজে, বৃথা, অকারণ।
প্রতিদিন প্রতিক্ষণ—
চাহি কর্ম্ম অগণন,
অব্যর্থ প্রভাবে যার প্রসুপ্তের মন
পৌরুষের দীপ্তি-মাঝে পাবে জাগরণ।



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

কিন্তু হেন মানবতা বিনা সাধনায়
ত্রিভুবন মাঝে কেহ কভু নাহি পায়,
কেহ নাহি লভে মণি
না খুঁড়ি প্রস্তর-খনি,
বিশ্বের মুকুট-রাশি কভু না লুটায়,
বীর্য্যহীন দুর্ব্বলের চরণ-তলায়।

তাই আজি জাগ বৎস, উঠ মহাবীর,
ঘুচাইতে দুঃখরাশি তপ্ত ধরণীর,
মুছাইতে অশ্রু তার
লহ কর্ত্তব্যের ভার,
সসম্ভ্রমে শ্রদ্ধাভরে নত করি' শির
পবিত্র করহ বংশ, গর্ভ জননীর।''

আশীর্ব্বাদক
**স্বরূপানন্দ''**

রহিমপুর আশ্রম,
৭ই ভাদ্র, ১৩৩৮

## রোগারোগ্যের জন্য মন্ত্রদান

অদ্য প্রাতে দূরবর্ত্তী একটী গ্রাম হইতে কয়েকজন মহিলা শ্রীশ্রীবাবামণির পাদপদ্ম দর্শনে আসিয়াছেন। মহিলারা সকলেই জরায়ু-রোগে ভুগিতেছেন। কয়েকজন শ্রীশ্রীবাবামণির নিকটে 'নাম' চাহিলেন। 'নাম' চাওয়া মানে 'মন্ত্র' চাওয়া, যে 'মন্ত্র' জপ করিলে রোগজ্বালা দূর হইবে।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—হাঁ মা, নাম জপ কর্লে রোগ





সারে। একথা সত্য। কিন্তু রোগ সারাবার জন্য নাম আমি দিব না। দেহ মন প্রাণ সব যখন ভগবানের জন্য পাগল হবে, তখন আমি নাম দিব। এখন তোমরা, যে নাম তোমাদের ভাল লাগে, তেমন কোনও সুখময় প্রেমময় নাম জপ কত্তে থাক। তার ফলে যথাকালে সর্ব্বাভীষ্টপ্রপূরক নাম তোমাদের লাভ হবে।

## মন্ত্র-দীক্ষা না দিবার স্থল

দ্বিপ্রহরে শ্রীযুক্ত সূর্য্যমোহন রায় এই মহিলাদের কথা তুলিলেন জিজ্ঞাসা করিলেন যে, প্রাতঃকালে সমাগতা মহিলাদিগকে শ্রীশ্রীবাবামণি মন্ত্র দিলেন না কেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—না দেওয়ার কারণ অনেক। প্রথমতঃ জীবের যে কল্যাণ আমার দ্বারা হবে, তা মন্ত্র না দিয়েও হ'তে পারে। তবু অনেককে মন্ত্র দেই। কিন্তু এমনদিন আস্ছে, যেদিন আমি কাউকে মন্ত্র দিব না, তবু সবাকার ভিতরে সে কাজটুকু আমার হবে। কিন্তু মন্ত্র যদি দিতে হয়, তবে তার স্থলও আছে। যে ব্যাকুল, মন্ত্র তাকে দিতে হয়, যে দশ জনের সঙ্গে প'ড়ে হুজুগে মেতে এসেছে, তাকে নয়। যে সমগ্র জীবনটার আমূল পরিবর্ত্তনের প্রয়াসী, মন্ত্র তাকে দিতে হয়, গলায় হারের সঙ্গে নাকে নোলক পরার হিসাবে কাউকে মন্ত্র দেওয়া চলে না। যে প্রাণ দিয়ে সাধন কর্ব্বে, মন্ত্র তাকে দিতে হয়। যে হয়ত বোচ্কা বেঁধে যত্ন ক'রে তুলে রাখবে, তাকে দিতে হয় না। যার প্রাণ ভগবানের জন্য কেঁদেছে, সে-ই সর্ব্বাপেক্ষা সুপাত্র। স্ত্রীলোক যারা, তাদের মন্ত্র দিতে হ'লে তাদের অভিভাবকের সম্মতি দরকার, নইলে সাধন-বিঘ্ন ঘটে,



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

তুমুল অশান্তি আসে। আর রোগ সারাবার জন্য যারা মন্ত্র চায়, তারা মন্ত্র-গ্রহণ-কালে ভগবানের কথা ভাবে না, ভাবে রোগের কথা, এমন কি মন্ত্রদাতারও অনেক সময় রোগের কথাই ভাবতে হয়। এজন্য এ সব স্থলে নির্ব্বিচারে মন্ত্র দেওয়া অসঙ্গত। অবশ্য, এ কথাও সত্য, অনেক জীবহিতপরায়ণ উপদেষ্টারা পাত্রাপাত্র বিচার না ক'রে মন্ত্র দিয়ে থাকেন এবং এতে যার যেটুকু হিত সম্পাদিত হয়, সেইটুকুকেই জগতের লাভ ব'লে মনে ক'রে থাকেন।

## স্ত্রীরোগের কারণ ও প্রতিকার

সূর্য্যবাবুর অপর এক প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন, —যত কাল দেহ থাকবে, ততকাল রোগ থাকবেই। তালুক থাকলেই তার খাজনা দিতে হয়। কিন্তু রোগের একটা মাত্রা আছে। এই যে, যেদিকে তাকাব শুধু রোগীই দেখতে পাব, এটা তালুকের খাজনা নয়, এটা জবরদস্তি, এটা অত্যাচার। কিন্তু এ জবরদস্তির কারণ কি? কেন এত মেয়ে স্ত্রীরোগে আক্রান্তা হচ্ছে? কেন এত শ্বেতপ্রদর, রক্তপ্রদর, বাধক, কেন এত জরায়ুর স্থানচ্যুতি, জরায়ুর উৎপাত? দেহের দিক্ দিয়ে কারণ হচ্ছে, অসময়ে এবং অপরিমিত ইন্দ্রিয়-চর্চ্চা, মনের দিক্ দিয়ে কারণ হচ্ছে, অনুক্ষণ কাম-চিন্তা। ছোট্ট মেয়ের বিয়ে হচ্ছে, আর দেহ তার গঠিত হবার আগেই তার উপরে স্বামীদের উৎপাত চল্‌ছে। আবার যেখানে মেয়েরা বড় হ'য়ে বিবাহিত হচ্ছে, সেখানে বিয়ের আগে থেকেই বিষাক্ত কাম-চিন্তা তাদের মনকে জর্জ্জরীভূত কচ্ছে, বাজে গল্প, উপন্যাস, সহরের সিনেমা, পল্লীর তথাকথিত





বৈষ্ণব-সেবা, তরল রহস্যালাপ, চ'খের উপরে নানা অশ্লীল দৃষ্টান্ত, তদুপরি উচ্চ আধ্যাত্মিক ও নৈতিক শিক্ষার অভাবজনিত মহদাদর্শ-হীনতা, এই সব থেকে অনূঢ়া বালিকাদের মানসিক জীবন ক্লেদপঙ্কাবৃত হচ্ছে। তাদের সব রোগের নিদান এই। পুরুষেরা বীর্য্যহীন, স্ত্রীলোকেরা অতিকামুকা, ফলে দাম্পত্য-জীবন জুড়ে গুপ্ত ভাবে দারুণ অসন্তোষ বা অতৃপ্তিও রোগের ব্যাপকতায় প্রচুর সাহায্য কচ্ছে। সুতরাং এর প্রতীকার হচ্ছে, সমগ্র সমাজ-ব্যবস্থার একেবারে আমূল পরিবর্ত্তন সাধন করা। বাল্য-বিবাহ বন্ধ করা, মানে বালমাতৃত্ব বন্ধ করা, কুমারীর সংযম-শিক্ষার ব্যবস্থা করা, গার্হস্থ্য জীবনের মধ্যে অতি কামুকতার স্থান কমিয়ে মহদাদর্শের জন্য স্থান করা, বিবাহিত পুরুষদিগকে মিতাচারী ও বিবাহিতা নারীদিগকে যথার্থ মাতৃস্নেহবতী করা।

## মাতৃস্নেহের শক্তি

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—মাতৃস্নেহের শক্তি সন্তানকেই লালন করে, পালন করে, রক্ষা করে, শুনে আস্‌ছেন, দেখে আস্‌ছেন। কিন্তু মাতৃস্নেহ যে মায়েরও কল্যাণ করে, সেকথাও জানা চাই। মায়ের বুকে যখন যথার্থ মায়ের স্নেহ আসে, তখন সেই স্নেহই তার রক্তের তেজ বাড়ায়, তার রোগ-নিবারণের ক্ষমতা বাড়ায়, বিনা তপস্যায় তার নীচ চিন্তা প্রশমনের সামর্থ্য বাড়ায়।

## কীর্ত্তনের ভাব ও ব্যবহারিক জীবনের সাধুতা

৭ই ভাদ্র, ১৩৩৮

কোনও একস্থানে অহোরাত্র কীর্ত্তন হইতেছে। শ্রীশ্রীবাবামণি রহিমপুর আশ্রম হইতে বেলা ১১টায় এখানে আসিয়াছেন।



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

অনেকেই শ্রীশ্রীবাবামণির নিকট কথা শুনিতে অভিলাষী। এক এক জন এক একটী কথা বলেন, শ্রীশ্রীবাবামণি তার জবাব দেন। একদল লোক, যাঁরা একটু চিন্তাশীল, তাঁরা শ্রীশ্রীবাবামণির উপদেশে খুবই প্রীতি বোধ করিতে লাগিলেন, অপর একদল যেন বড়ই অস্বস্তি বোধ করিলেন।

একজনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—যে ব্যক্তি কীর্ত্তনের সময়ে ভাবে পড়ে, অশ্রু ঝাড়ে, মুহুর্ম্মুহু স্বেদ-পুলক-কম্প যার হয়, সে যদি পরক্ষণেই চুরি কত্তে চায়, মিছে কথা বলে বা পরনারীর আঁচল ধরতে যায়, তবে বুঝতে হবে, তার ভাব-টাব সব হয় মেকী মুদ্রা, নয় ব্যাধি মাত্র। এই ব্যাধি বা জালিয়াতি যাতে তার দূর হ'তে পারে, তার জন্য তার কর্ত্তব্য সঙ্গোপনে নাম-সাধনের পরিমাণ বাড়িয়ে নেওয়া। বাইরের লোক-দেখান নামের সময়ে লোকের জুয়াচুরী-বুদ্ধি আস্‌তে পারে, কিন্তু গোপন নাম-সেবায় তা' ত' আর আস্‌বার উপায় নেই।

## অজ্ঞানের প্রেম হয় না

একজন বলিয়া বসিলেন,—আমরা চাই প্রেমামৃতের কথা শুনতে। জ্ঞান-নিম্বফল চাই না।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বাবা হে, প্রেমামৃতের স্বাদ পেতে হলে অজ্ঞান হলে চলে না। কার প্রেম যে চাও, সেই কথাটা অন্ততঃ মনে রাখতে হয়। কৃষ্ণের প্রেম না চেয়ে যদি লোক-করতালির প্রেম চাও, তবে ত' জীবনই বৃথা যাবে। তাই, কৃষ্ণই যে তোমার লক্ষ্য, এইটুকু জ্ঞান থাকা চাই।





## ভাবের দিকে লক্ষ্য কর

এই সময়ে হঠাৎ একজন ভক্ত ব্যক্তি, তিনি সমাগত কীর্ত্তনানন্দী লোকদের অধিকাংশের ধর্ম্মগুরু, আসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন,—গৌর আমার পরম দয়াল, জীবের জন্য কেঁদে মরলেন, একা তিনিই জীবের জন্য কেঁদে কেঁদে বুক ভাসালেন, আর কেউ কাঁদল না, রাম না, কৃষ্ণ না, বুদ্ধ না, কেউ না।

শ্রীশ্রীবাবামণি বুঝিলেন,—গৌরপ্রেমিক এই ভক্ত ব্যক্তির কোনও কথায় প্রতিবাদ করা অনুচিত। তিনি মনোযোগের সহিত প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টাকাল ধরিয়া গৌরপ্রেমিক ভক্তপ্রবরের নানা আক্ষেপোক্তি শুনিতে লাগিলেন।

অতঃপর ভাণী-সেবাশ্রমের সেবকদের প্রেরিত নৌকা শ্রীশ্রীবাবামণির অন্বেষণে রহিমপুর আশ্রম হইতে এখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। কারণ, তাঁহাদের বার্ষিক উৎসব তার পরের দিন। শ্রীশ্রীবাবামণিকেই বক্তৃতা দান করিতে হইবে। সুতরাং নৌকা আসা মাত্র শ্রীশ্রীবাবামণি কালবিলম্ব না করিয়া ভাণী রওনা হইলেন। কীর্ত্তনানন্দী অধিকাংশ নর-নারীই শ্রীশ্রীবাবামণির উপস্থিতিতে দিব্য আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন। তাঁহারা শ্রীশ্রীবাবামণির ভাণী গমনে গভীর দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণির সহিত একই নৌকায় মোচাগড়া-নিবাসী শ্রীযুক্ত জগৎচন্দ্র ঘোষ এবং রহিমপুরের শ্রীযুক্ত সূর্য্যবাবু যাইতেছেন। সূর্য্যবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—এই এখানে ব'সে ব'সে নিশ্চিন্তে নিরুদ্বেগে শ্রবণ কর্ল্লেন যে, একমাত্র গৌর ছাড়া আর কেউ জীবের জন্য কাঁদেন নি। কিন্তু স্বামীজী, কথাটা কি সত্য?



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—গৌরাঙ্গ যে জগতের জন্য কেঁদেছেন, এ কথা পূর্ণ সত্য।

সূর্য্যবাবু।—আর কেউ কি কাঁদেন নি?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—জগতের যেখানে যে মহাপুরুষ যে সময়েই আবির্ভূত হয়েছেন, সকলেই জগতের জন্য কেঁদেছেন।

সূর্য্যবাবু।—তবে ইনি যখন বল্‌তে লাগলেন, "রাম না, কৃষ্ণ না, বুদ্ধ না, কেউ না", তখন আপনি কেন প্রতিবাদ কর্ল্লেন না?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—কারো ভাব নষ্ট কত্তে নেই, সূর্য্যবাবু, কারো ভাব নষ্ট কত্তে নেই। যতক্ষণ তিনি ভাবের আবেগে কথা বলছেন, ততক্ষণ তাঁর ভাবটুকুর দিকেই লক্ষ্য রাখা উচিত, কথাবার্ত্তার যৌক্তিকতার দিকে লক্ষ্য দেওয়া ভুল। যেখানে ভাবটা খাঁটি, সেখানে ভাষাটা ভুল হ'লে কি যায় আসে?

## ভাবের চক্ষু ও চর্ম্মচক্ষু

শ্রীযুক্ত জগৎচন্দ্র ঘোষ কথাপ্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করিলেন,—আচ্ছা স্বামীজী, অনেক লোকে সাধুতার ভাণও ত' করে!

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আসল জিনিষেরই ত' নকল হয় জগৎবাবু, তা নিয়ে আপনার কেন মাথাব্যথা হয়?

জগৎবাবু বলিলেন,—সাধুরা যদি আমাকে ঠকায়, তখন কি চুপ ক'রে থাক্‌ব? একজন সাধু আমাকে বল্লেন,—তিনি আমাকে শ্রীকৃষ্ণ দর্শন করাবেন। আমি তাঁর বাড়ীতে হাঁট্‌তে হাঁট্‌তে পায়ের চামড়া ক্ষয় ক'রে ফেল্লাম। আট মাইল পথ হেঁটে গেলাম, তিনি বল্লেন,—আজ ঠাকুর জয়পুর, অমুক তারিখে





আস্‌বেন। গেলাম তারিখ-মত, কিন্তু সেদিন নাকি ঠাকুর দ্বারকা। এই রকম ক'রে ঘুরে ঘুরে শেষে বুঝলাম, সবই ফাঁকী বা ঠগবাজী মাত্র।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আরে, লোকে ত' ঠকাতে চাইবেই। কিন্তু আপনি ঠক্‌বেন কেন? তাকে নিন্দা না ক'রে, আপনার নিন্দা করা উচিত নিজের বুদ্ধিহীনতাকে। যিনি বল্লেন আপনাকে কৃষ্ণ দেখাবেন, তাঁকে আপনি জিজ্ঞাসা কত্তে পাত্তেন, তিনি নিজে কৃষ্ণকে দেখেছেন কিনা, দেখে থাক্‌লে সে কৃষ্ণ কেমন, আর কাউকে দেখিয়েছেন কিনা, দেখিয়ে থাক্‌লে তাঁরা কৃষ্ণ দেখার পরে কে কেমন হয়েছেন, কে কেমন জীবন-যাপন কচ্ছেন, ইত্যাদি। এসব আপনি কি জিজ্ঞেস করেছিলেন?

জগৎবাবু।—আজ্ঞে না।

শ্রীশ্রীবাবামণি।—সাধুরা ঠকান ব'লেই আপনি ঠকেন কেন? তিনি হয়ত ভাবের জগতে থাকেন, ভাবের জগতে কৃষ্ণদর্শন করেন, তিনি যখন তাঁর ঘরের দুয়ারে ব'সে কৃষ্ণকে দেখেন, আপনি হয়ত তার পাশখানে দাঁড়িয়ে থেকেও কৃষ্ণকে দেখ্‌তে পাবেন না। এ সব আপনার আগেই জানা উচিত ছিল। আপনারা অনেক সময় নিজের বুদ্ধির দোষে ঠকেন, আর ঠগবাজির দায় নিরপরাধ সাধুদের ঘাড়ে চাপান। মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীজী বৃন্দাবনে গিয়ে দেখ্‌তে পেলেন, প্রত্যেক গাছের পাতায় পাতায় রাধাকৃষ্ণের নাম লেখা। অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে অনেক ব্যক্তি প্রত্যেক কচুগাচের পাতায় গান্ধী মহাত্মার নাম লেখা দেখ্‌তে পেতেন। এ সব দেখা, ভাবের চ'খে দেখা, চামের চ'খে নয়। একথা আপনার ভাবা উচিত।



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

## সাধুর ভাণও সময়ে হিতকর হয়

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ভাণ অবশ্য ভাল নয়, কিন্তু একেবারে ভাণহীন লোক জগতে খুব বিরল। তাই, মন্দ জিনিষের ভাণ করার চাইতে ভাল জিনিষের ভাণ করা ভাল। তাতে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় সৎ জিনিষের ধ্যান করা হয়।—অনেক চোর জেল হ'তে বাঁচবার জন্য সাধুর ছদ্মবেশ ধরেছে, শেষে ভাণের গুণে প্রকৃত সাধু হ'য়ে গিয়েছে। অনেক গণিকা নিজ ব্যবসায়ে মন্দা দেখে গেরুয়া ধারণ ক'রে তপস্বিনী সেজে জীবিকার্জ্জনের ফিকিরে বেরিয়ে ভাণের গুণে প্রকৃত তপস্বিনী হ'য়ে ব্রহ্মকৃপা লাভ করেছে। এ রকম দৃষ্টান্ত বিরল নয়।

রাত্রি প্রায় দশ ঘটিকায় নৌকা ভাণী পৌঁছিল। ভাণী সেবাশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী সরকার অকৃতদার ব্রহ্মচারী ব্যক্তি। নিজে ব্রহ্মচারী থাকিবেন বলিয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে বিবাহ করাইয়াছেন এবং গৃহে থাকিয়াই সর্ব্বজীবহিতার্থে একটী সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। কাজ খুব ছোট ভাবে আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারীর অন্তরের পরিচয় পাইয়া শ্রীশ্রীবাবামণি অত্যন্ত প্রীত হইলেন।

ভাণী সেবাশ্রম,
৮ই ভাদ্র, ১৩৩৮

অদ্য অপরাহ্নে স্থানীয় বিদ্যালয়-গৃহে ভাণী সেবাশ্রমের উদ্যোগে একটী সভার অধিবেশন হইল। শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী সরকার আশ্রমের কার্য্যবিবরণী পাঠ করিলে পরে শ্রীশ্রীবাবামণি তিন ঘণ্টাব্যাপী একটী বক্তৃতা প্রদান করিলেন। বিদ্যালয়-গৃহে





তিল-ধারণের স্থান ছিল না এবং রুদ্ধ নিঃশ্বাসে শ্রোতৃবৃন্দ প্রত্যেকটী কথা শুনিবার জন্য তিনটী ঘণ্টা নিশ্চল হইয়া বসিয়া রহিলেন।

## সেবা কাহাকে বলে

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সেবা কাকে বলে ? যার যা অভাব, তাকে তা দেওয়ার নাম সেবা। যার যে প্রয়োজন, তার নিকট তা' পৌঁছানর নাম সেবা। যে রুগ্ন, তাকে ঔষধ, পথ্য ও শুশ্রূষা দেওয়ার নাম সেবা,—তার পেটে বিশ্বকোষের জ্ঞান-ভাণ্ডার ঢুকিয়ে দেবার চেষ্টার নাম সেবা নয়। যে ক্ষুধার্ত্ত, তাকে অন্নদানের নাম সেবা,—তার গলদেশে পুষ্পমাল্য অর্পণ করা তার সেবা নয়। যে তৃষ্ণার্ত্ত, তাকে জল দান, যে শ্রমক্লান্ত, তাকে বিশ্রাম দান, সেবা,—হাজার মাইল লম্বা সমাসবদ্ধ শব্দসমষ্টি দিয়ে তার প্রশংসা করা সেবা নয়। অজ্ঞানকে জ্ঞান দান, নির্ব্বোধকে বুদ্ধিদান, মূর্খকে বিদ্যাদান সেবা, তাকে ধনদান অনেক সময়ে তার সেবা না হ'য়ে শত্রুতাসাধনও হ'তে পারে। অধার্ম্মিককে ধর্ম্মদান, দুর্ব্বলকে বলদান তার সেবা, কিন্তু তাকে কন্যাদান হয়ত সেবা হবে না, শত্রুতা হবে। কার কি প্রয়োজন, তাই বুঝে, তাকে তা দেওয়ার অকপট চেষ্টার নাম সেবা। কার যে কি প্রয়োজন, তা বুঝে তবে সেই প্রয়োজন মিটাবার চেষ্টা কর্ত্তে হবে।

## সেবকের প্রধান প্রয়োজন সহানুভূতির

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সুতরাং সেবক হ'তে হ'লেই চাই দরদ, চাই সুগভীর সহানুভূতি। কার কি অভাব, কার দুঃখ কোথায়, কার ব্যথা কি রকম, এইটুকু যদি না উপলব্ধিতে আসে, তবে সেবা হবে কিরূপে ? অতএব সেবা যার লক্ষ্য,



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

সেবায় যার আনন্দ, আগে তাকে কত্তে হবে নিজের হৃদয়কে নির্ম্মল, নিজের চিত্তকে সরস, নিজের বুদ্ধিকে ক্লেদহীন।

## সেবার প্রাণ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সেবার প্রাণ হচ্ছে, সেবকের স্নেহসিক্ত মন। হয়ত কারো দুঃখ আমি দূর কত্তে পাল্লাম না, কিন্তু তার জন্য প্রাণ যে আমার কাঁদ্‌ল, তাতেই সেবা হ'ল। সত্যি যার প্রাণ এই ভাবে কাঁদে, সে নিজে যদিও দুঃখীর দুঃখ দূর কত্তে না পারে, তবু তার প্রাণের সহানুভূতি অপরের মনে সেবা-বুদ্ধিকে জাগ্রত করে।

## সেবাশ্রম কাহাকে বলে

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—যে প্রতিষ্ঠান লোকের সেবা করে, তাকেই আমি সেবাশ্রম বলি না। যে প্রতিষ্ঠানের সংশ্রবে এলে সকলের প্রাণে সেবা দেবার প্রবৃত্তি জাগে, তাই প্রকৃত সেবাশ্রম। সেবাশ্রম যাকে সেবা দেয়, তার প্রাণেও দুঃস্থতর ব্যক্তির জন্য দরদ সৃষ্টি ক'রে দেয়। হাসপাতাল, ঔষধ বিতরণের কেন্দ্র, বিদ্যালয় প্রভৃতি দেশে শত শতই হচ্ছে। কচ্ছে তারা সবাই ভাল কাজ। কিন্তু যে যেখানে যা সেবা পাচ্ছে, তারা কি পুনরায় অপর ব্যক্তিকে সেই সেবাটী দেবার জন্য অন্তরে তাগিদ অনুভব কচ্ছে? যদি আংশিক ভাবেও করে, তাহ'লে এ সব প্রতিষ্ঠানকে সেবাশ্রম সংজ্ঞা প্রদান করা যায়। প্রাচীন ভারতের গুরুকুলগুলিকে সেবাশ্রম বলা যায়, কারণ, বিনে মাইনেতে সবাই পড়ত, গুরুর অন্ন খেয়ে বিদ্যার্জ্জন কত্ত, খোরাকি খরচ দিয়ে নয়, কিন্তু বিদ্যার্জ্জনের পরে আর একজনকে যতক্ষণ বিদ্যাদান না কচ্ছে,





ততক্ষণ নিজেদিগকে ঋষিঋণ থেকে মুক্ত ব'লে মনে কত্ত না। ফলে গুরুর শিষ্য-সেবা পুনরায় শিষ্যকে দিয়ে প্রশিষ্য-সেবা করিয়ে নিত। তোমাদের এই সেবাশ্রম লোককে ঔষধ দিচ্ছে। এই ঔষধের প্রত্যেকটী বিন্দু রোগীদের মনে পুনরায় অপরের হিতসাধনের প্রবৃত্তিকে বর্দ্ধিত করুক। তবে এটী সত্যিকারের সেবাশ্রম হবে। আমি আশীর্ব্বাদ করি, এটী যেন তাই হয়।

## সেবার প্রকার-ভেদ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—লোকের মনে সেবার প্রবৃত্তি জাগিয়ে দিতে হবে। যে যেমন ক'রে পারে, স্বার্থকে ছাড়িয়ে বাইরের লোককে একটু হ'লেও উপকৃত করা চাই, এইরূপ একটা বোধ বা জেদ জাগিয়ে দিতে হবে। বর্ষার খাল থেকে কচুরীপানা একটী তুল্‌লেও তুলতে হবে, একটী মাত্র পানা তুল্‌লে যদিও কচুরীর বংশ নির্ব্বংশ হবার সম্ভাবনা নেই। রাস্তায় একটা গাছের ডাল পড়েছে, তাকে না সরালে আমার কোনো ক্ষতি নেই, কিন্তু সরালে হয়ত অন্যের উপকার হবে। আমার হয়ত বড্ড কাসি, কফ-থুথু যদি রাস্তার উপর ফেলি, তাতে ক্ষতি নেই, কারণ এই রাস্তায় আমি খুব কম চলি, তবু যদি কফ-থুথুটা রাস্তায় না ফেলে দূরে ফেলি, লোকের উপকার হবে, সংক্রামক-ব্যাধির প্রসার বন্ধ হবে, আচ্ছা একটু দূরে গিয়েই থুথুটা ফেলে আসি। পথের মাঝখানে একটা গর্ত্ত হয়ে আছে, কেউ পড়লে তার পা ভাঙ্গবে, অবশ্য আমার পা ভাঙ্গার কোনো সম্ভাবনা নেই, কারণ কথাটা আমার জানা আছে, কিন্তু আমি যদি দুই ঝুড়ি মাটি এনে গর্ত্তটা বুজিয়ে দেই, তাহ'লে অজানা লোকের পা ভাঙ্গবার সম্ভাবনা দূর হ'য়ে যায়, সুতরাং একটু কষ্ট ক'রে নিয়ে আসি



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

দুই কুড়ি মাটি। প্রতিবেশীর বাড়ীতে বিয়ে, আমায় নিমন্ত্রণ করেনি, কিন্তু যে ঝড় এসেছে, তাতে দৌড়ে গিয়ে যদি বাইরের জিনিষ ঘরে নেবার সাহায্য করি, ধন্যবাদ তারা দিন্ আর না দিন, তাঁদের উপকার হবে, অতএব আছে-আছে শীতের রাত্রি, একটু বৃষ্টিতে ভিজ্‌লে আর কিই বা হবে, যাই ছুটে, আর দেরী ক'রব না। এইরূপ মনোবৃত্তি সকলের মধ্যে জাগিয়ে দিতে হবে। সেবার অনন্ত ক্ষেত্র, তাই সেবার প্রকার-ভেদ। কখনো মানুষ স্বার্থ বলি দিয়ে সেবা করে, কখনো মানুষ আত্মবলি দিয়ে সেবা করে। যার অন্তর যত পবিত্র, তার সেবা তত গভীর হয়।

## সেবা ও অহমিকা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—গোমূত্র যেমন দুধের জাত মারে, অহমিকা তেমন সেবার জাত মারে। সেবকের আবার অহমিকা কেন? জগতে কে কার দুঃখ চিরতরে দূর কত্তে পেরেছে? আজ যাকে অন্নদান কচ্ছি, কালই ফিরে তার ক্ষিদে পায়। এই যে জলদান কর্ল্লাম, দু'ঘণ্টা পরেই তার আবার তৃষ্ণা পায়। আজ যাকে ঔষধ দিয়ে নীরোগ কর্ল্লাম, কালই দেখি আবার তার নূতন একটা রোগ হয়েছে। চিরতরে ত' কারো ক্ষুধা, তৃষ্ণা বা ব্যাধি দূর ক'রে দিতে পাচ্ছি না? তবু আমাকে অহঙ্কার কত্তে হবে যে, আমি একজন মস্ত বড় সেবক? কারু দুঃখ দূর করার তোমার কোনো ক্ষমতা নেই। তবু তুমি পরদুঃখ দূর কত্তে যাও। কারণ, তাতে তোমার চিত্তশুদ্ধি হচ্ছে।

## অপূর্ণ ও হীনাঙ্গ সেবা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সেবা চিত্তকে শুদ্ধ করবে, এই হচ্ছে সেবার প্রধানতম লক্ষণ। আমার সেবায় হয়ত জগতের





দুঃখ একটুও দূর হ'ল না, কিন্তু আত্মপ্রসাদ, স্বার্থত্যাগের শক্তিবৃদ্ধি ও চরিত্রের বিনয়-মাধুর্য্যের মধ্য দিয়ে সেবা তার প্রকৃত পরিচয় দেবে। আমার যে সেবা আমাকে আত্মপ্রসাদ দেবে না, সেই সেবায় আমার প্রাণের প্রাচুর্য্য ছিল না বুঝতে হবে, অতএব তা প্রকৃত সেবা হয়নি। আমার যে সেবা আমাকে অধিকতর স্বার্থত্যাগের শক্তি দিল না, বুঝতে হবে, সেই সেবা সম্পূর্ণ নির্ম্মল নয়, হয়ত তার সঙ্গে গোপনে একটুকু পাটোয়ারি বুদ্ধি জড়িয়ে আছে। আমার যে সেবা আমার চরিত্রকে বিনয়ে মধুর কর্ল্ল না, বুঝতে হবে, সেই সেবার সঙ্গে অহমিকা ওতপ্রোত-ভাবে মিশ্রিত। এগুলি সবই অপূর্ণ সেবা ও হীনাঙ্গ সেবা।

## বিপজ্জনক সেবা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এগুলি অপূর্ণ হলেও একপ্রকারের নিরাপদ সেবা। কিন্তু বিপজ্জনক সেবাও জগতে আছে। যে সেবা কর্ব্বার পরে আত্মপ্রসাদের পরিবর্ত্তে অনুতাপ আসে, বুঝতে হবে, সেই সেবার ভিতরে পাপ আছে। যে সেবার মধ্যে মিথ্যার প্রাধান্য স্বীকার কত্তে হয়, বুঝতে হবে, সে সেবার ভিতরে পাপ আছে। যে সেবা সেবক বা সেবিকাকে সরলতা-বর্জ্জিত করে, সে সেবা বিপজ্জনক সেবা। যে সেবার ফলে চিত্তে অশুদ্ধ কামনা বা আবিল বাসনার উৎপত্তি হয়, বুঝতে হবে, সে সেবা বোমার চেয়েও বেশী বিস্ফোরক। তেমন সেবা বর্জ্জন কত্তে হয়।

সভা ভাঙ্গিবার পরে জনতা অপসৃত হইতে অনেক সময়



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

লাগিল। জনমণ্ডলীর প্রত্যেকেরই আকাঙ্ক্ষা যে শ্রীশ্রীবাবামণির সঙ্গে একটী কথা কহিয়া যান। সুতরাং বক্তৃতা-স্থান হইতে সেবাশ্রমে ফিরিয়া আসিতে আসিতে রাত্রি প্রায় দুই ঘণ্টা হইল।

## নারীর সতীত্ব-মহিমা

শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী সরকার মহাশয়ের গৃহ-প্রাঙ্গণে চতুর্দ্দিকের বিভিন্ন গ্রাম হইতে বহু সম্ভ্রান্ত ভদ্র-মহিলারা আসিয়া অপেক্ষা করিতেছেন, শ্রীশ্রীবাবামণির বক্তৃতা শুনিবেন বলিয়া। দেখিতে দেখিতে ত্রয়োদশীর জ্যোৎস্না উঠিয়া গেল, শ্রীশ্রীবাবামণি নারীজাতির ইন্দ্রিয় সংযম ও ভগবৎ-সাধনা সম্বন্ধে বলিতে লাগিলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সেই জাতিই জগতে শ্রেষ্ঠ, যাদের কুমারীরা চরিত্রবতী, সধবারা পতিব্রতা, বিধবারা সংযমিনী ব্রহ্মচারিণী। সেই জাতিই জগতে নিকৃষ্ট, স্ত্রীলোকের চরিত্রের মর্য্যাদা যাদের নিকটে কম, স্ত্রীলোকের চর্ম্মের বর্ণ বা মুখকান্তি বা কণ্ঠস্বর বা সোহাগ-পরায়ণতা দিয়ে যারা স্ত্রীলোকের মূল্য নির্দ্ধারণ করে। জননীগণ, ভারতবর্ষ এমন এক দেশ, যেখানে নারীর সতীত্বের চাইতে অধিকতর মূল্যবান্ কোনও জিনিষের অস্তিত্ব কল্পনায়ও কেহ স্বীকার করেন নি। সতীত্বের চেয়ে প্রাণ বেশী নয়, সতীত্বের চেয়ে ঐশ্বর্য্য বেশী নয়, সতীত্বের চেয়ে বিদ্যাবত্তা বেশী নয়।

প্রায় দুই ঘণ্টা কাল বক্তৃতা দানের পরে শ্রীশ্রীবাবামণি বিশ্রাম গ্রহণ করিলেন।





ভাণী সেবাশ্রম,
৯ই ভাদ্র, ১৩৩৮

## ঈশ্বরানুরাগের শক্তি

ভাণী গ্রামবাসী একটী যুবকের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ঈশ্বরানুরাগ মানুষকে দেবতা করে, তার জীবনকে মধুময় করে। দীনাতিদীন দরিদ্র সকলের পূজা অর্জ্জন করে তার ঈশ্বরানুরাগের মহিমায়। ধনপতি কুবের অহমিকা-বর্জ্জিত হয় ঈশ্বরানুরাগের প্রভাবে। ভগবানের জগৎ ভগবদ্‌ভক্তের নিকটে দুঃখ সত্ত্বেও দুঃখহীন হয়। তোমরা সবাই ভগবানকে ভালবাস্‌তে শিখ, কারণ তিনিই এ জগৎ, আবার জগৎই তিনি। তিনি ছাড়া আর কিছু সত্য বস্তু নেই।

## নিজের কর্ত্তব্যে মগ্ন থাক

অপর একজন জিজ্ঞাসুর প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—নানা মত আর নানা পথ দেখতে পাচ্ছ ত' ? তাতেই নিজেকে বিভ্রান্ত বোধ কচ্ছ। আরো কত শত শত মতামত দেখ্‌তে না দেখ্‌তে দেশে বিদেশে গজাবে, তার সম্পর্কে ত' অনুমানই কত্তে পাচ্ছ না ! আগে ছিল, যত মুনি, তত মত; তখন হবে যত মানুষ, তত মত। সকলের কথা শুন্‌তে গেলে তোমার পরমায়ুতে কুলুবে ? আর, প্রত্যেকের সঙ্গে তর্ক ক'রে নিজের মত প্রতিষ্ঠা কত্তে গেলে শত জন্মেও বেড় পাবে ? সুতরাং সে সব শুনাশুনি আর বলাবলি ছেড়ে দিয়ে নিজের সাধন পথে লেগে থাক। জগৎ-বিশ্ব তার মতামতের কোলাহলে



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

মাতামাতি ক'রে মরুক, তুমি তোমার নিজের কর্ত্তব্য-সাধনেই লেগে থাক।

## অনামা ব্যক্তিদের নিষ্ঠা

শ্রীশ্রীবাবামণি আরও বলিলেন,—বড় বড় ব্যক্তিদের প্রতিদিনে দশবার করে মতের পরিবর্ত্তন হতে পারে। এই পরিবর্ত্তনকে তাঁরা অনেকে প্রতিভার পরিচয় ব'লে মনে করেন। প্রতিভাশালী ব্যক্তিরা নাকি একনিষ্ঠা বা Consistency নিয়ে থাকতে পারেন না। তা' সময়-মত তাঁদের চুলায় তাঁরা যাবেন, তোমরা তোমাদের নিষ্ঠা ছেড়ো না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যক্তিদের একনিষ্ঠা দিয়েই একটা জাতি বড় হয়। নাম-করা লোকেরা উচ্ছৃঙ্খল হয়ে চলেছেন ত' চলুন। তোমাদের মত আনামা ব্যক্তিরাই নিজেদের নিষ্ঠা, সংযম, দৃঢ়তা ও মনুষ্যত্বের বীর্য্য দিয়ে দেশকে জাতিকে বড় কর্‌বে, জগদুদ্ধার সাধন কর্ব্বে।

অপরাহ্নে তিন ঘটিকায় রওনা হইয়া শ্রীশ্রীবাবামণি রাত্রি দুই ঘটিকায় রহিমপুর পৌঁছিলেন।

রসুলপুর,
১০ই ভাদ্র, ১৩৩৮

## বারংবার মন্ত্র-পরিবর্ত্তন

অপরাহ্ন দুই ঘটিকায় শ্রীশ্রীবাবামণি রসুলপুরে শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রচন্দ্র সিংহের গৃহে পৌঁছিয়াছেন। রাত্রে গ্রামবাসী বহু সজ্জন শ্রীশ্রীবাবামণির নিকটে উপদেশ-প্রার্থী হইয়া আসিলেন। প্রথমতঃ গুরু-পরিবর্ত্তন সম্বন্ধেই কথাবার্ত্তা হইল। শ্রীশ্রীবাবামণি প্রত্যেককেই যথোপযুক্ত উপদেশ দিতে লাগিলেন।





রাত্রি প্রায় বারোটার সময়ে সমবেত জনমণ্ডলী নিজ নিজ গৃহে গমন করিলেন। শ্রীশ্রীবাবামণি শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রচন্দ্র সিংহকে বলিলেন,—তোদের দেশটা এক অদ্ভুত দেশ! সবাই না-জেনে না-শুনে গুরু করে, আবার কথায় কথায় গুরু পরিবর্ত্তন করে। বারবার মন্ত্র পাল্‌টাবার মত মূর্খতা আর নাই রে! একটাকে ধ'রে পড়ে থাক্‌, মরবি তবু ছাড়্‌বিনে, তবে ত' মন্ত্রের শক্তিস্ফুরণ হবে!

কমলাসাগর,
১৫ই ভাদ্র, ১৩৩৮

## লিঙ্গমূলে ধ্যান

অদ্য প্রাতে একটী যুবক নিজের শারীরিক কতকগুলি অসুবিধার কথা নিবেদন করিলে, শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—প্রস্রাবের পরিমাণ বেড়ে গেলে লিঙ্গমূলে অগ্নি ধ্যান কর্‌বি। প্রস্রাবের পরিমাণ ক'মে গেলে লিঙ্গমূলে জলের ধ্যান কর্‌বি। রিপুর উত্তেজনা বেড়ে গেলে লিঙ্গমূলে ইষ্টধ্যান করবি। পুরুষেন্দ্রিয়ের উত্থান-শক্তি-রাহিত্য জন্মালে লিঙ্গমূলে উদ্যতফণ সর্পের ধ্যান কর্‌বি। এইরূপ ধ্যান নিয়মিত অভ্যাস করলে বিনা ঔষধেই এ সব রোগ সার্‌তে পারে।

## জগতের পবিত্রতম ধ্বনি

যুবকটী আরও একটী প্রশ্ন করিলে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—মন্ত্রের সাহায্য ব্যতীত ধ্যান জমাতে কষ্ট হয়। এজন্য রাজযোগীরাও এক হিসাবে মন্ত্রযোগীই বটেন। যখনি যে ধ্যান জমাবি, সঙ্গে রাখ্‌বি পবিত্র ওঙ্কারের অনুক্ষণ স্মরণ। ওঁ, ওঁ,



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

ওঁ,—এর মত পবিত্র ধ্বনি জগতে আর দ্বিতীয় কিছু নেই। পরমেশ্বরের এটী শ্রেষ্ঠ নাম, জগতের প্রতিটী মানুষের আছে এতে অধিকার।

## ওঙ্কার পরমেশ্বরেরই নাম

যুবকটী বলিলেন,—দিন দশেক হয় এ অঞ্চলে একজন সাধক-পুরুষ এসেছিলেন। তিনি ওঙ্কারের ব্যাখ্যা দিলেন, অ, উ, ম, মানে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব। তিনি বল্‌লেন, ওঙ্কার জপের কালে এই তিন জন দেবতার ধ্যান কত্তে হবে।

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—নিশ্চয় তিনি এই মন্ত্রের সাধন করেন না, তাই এ কথা বলেছেন। ওঙ্কার তাঁরই নাম, যিনি পরাৎপর, যিনি নিখিলেশ, যিনি সর্ব্বদেবদেব, যিনি সৃষ্টি-স্থিতি-পালন-কর্ত্তা। সুতরাং ওঙ্কার জপের কালে তিন জন দেবতার ধ্যান করার কোনও প্রয়োজন নেই। ওঙ্কার জপ কত্তে গেলে অ, উ, ম এই তিনটী বর্ণের সমাবেশ উপলব্ধ হয়। তাই আদিটুকুকে ব্রহ্মা, স্থিতিটুকুকে বিষ্ণু, লয়টুকুকে শিব ব'লে লৌকিক সাধারণ দৃষ্টিতে গুরুত্ব আরোপ করার চেষ্টা মাত্র হয়েছে। কিন্তু তাই ব'লে তিন জন দেবতার ধ্যান কত্তে হবে কেন? অপর কেউ যদি ঐ রকম করেন, ত' করুন, তোমরা ক'রো না। ওঙ্কার পরমেশ্বরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম, কোনও ক্ষুদ্রতর বস্তুর বা ব্যাক্তির নাম নয়।

## একনিষ্ঠা

যুবক।—কিন্তু সর্ব্বব্যাপী পরমেশ্বরের ধ্যান যদি কেউ না কত্তে পারে?





শ্রীশ্রীবাবামণি।—সে একটী কল্পিত বা বাস্তব রূপকে তার ঈশ্বর-সাধনের প্রতীকরূপে গ্রহণ কত্তে পারে। কিন্তু তিনটে দেবতা কেন? মানুষই হোক্ আর দেবতাই হোক্, ধ্যানই যদি কর, তবে করবে একটী মাত্র রূপের। একটী আলম্বনকে নিয়ে থাকার গোঁড়ামি যার নেই, ভগবল্লাভ তার অসম্ভব। শত সহস্র দেবদেবীর কল্পনা ধর্ম্ম-সাধনার তত ক্ষতি করেনি, একই সাধকের দ্বারা একাধিক মূর্ত্তিতে অভিনিবেশের চেষ্টা যে ক্ষতি করেছে।

## প্রতীকোপাসনা বনাম পৌত্তলিকতা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সর্ব্বব্যাপী পরমেশ্বরে মন মজাবার জন্য নামযুক্ত ও রূপাত্মক কোনও বস্তু বা বিষয়কে অবলম্বন-স্বরূপে গ্রহণ করা ভারতীয় সাধন-জীবনে অতি পুরাতন প্রথা। এই প্রথার যথেষ্ট উপযোগিতা আছে এবং আছে ব'লেই পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে ভারতবর্ষে আন্দোলন বারংবার হওয়া সত্ত্বেও প্রতীকোপাসনার পদ্ধতি লুপ্ত হয়নি, কিম্বা হবেও না। কারণ, পুত্তলিকার উপাসনা আর প্রতীকোপাসনা এক কথা নয়। পুত্তলিকাকেই পরমেশ্বর ব'লে জ্ঞান ক'রে অর্চ্চনা করার নাম পৌত্তলিকতা। কিন্তু অসীমকে অসীম ব'লেই জেনে নিজ অনুভবলব্ধ তাঁর অপূর্ব্ব গুণাবলি সীমাবদ্ধ বস্তুতে বা বিষয়ে আরোপ ক'রে সেই সীমাবদ্ধ বস্তুর সহায়তায় মনকে অসীম পরম সত্তায় সংলগ্ন করার চেষ্টাই হ'ল প্রতীকোপাসনা। চিত্তের কোমল বৃত্তিগুলিকে পুষ্পাঞ্জলির মত আরাধ্যের পায়ে অর্পণ ক'রে যে ভক্তি-মধুর ঈশ্বরোপাসনা, অসীমকে সসীম না ক'রে তা' করা অনেকের পক্ষেই সুকঠিন। তাই, অসীমকে সসীম



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

ক'রে তার প্রতীক গ্রহণ করা হয়। প্রতীক গ্রহণের মানেই হ'ল, আমার সব কিছু স্নেহ-মধুর প্রীতি-সুন্দর চিত্ত-ভাব এই বিগ্রহটীর মাঝ দিয়ে সেই অসীম অব্যক্ত অনাদি অনন্ত পরমেশ্বরকে দিচ্ছি—এই সীমাবদ্ধ প্রতীকটীকে দিচ্ছি না। প্রতীকটী আমার লক্ষ্য নয়, উপলক্ষ্য মাত্র, লক্ষ্য আমার সর্ব্ববেদবেদ্য পরমাত্মা। যা কিছু পেয়েছি তাঁর কাছ থেকে, সবই আমি ফিরে তাঁকে দিব, কিন্তু দিবার সহজ-সাধনরূপে প্রতীক হ'ল কারো মাতা, কারো পিতা, কারো গুরু, কারো স্বামী, কারো ইন্দ্র, কারো চন্দ্র, কারো ব্রহ্মা, কারো বিষ্ণু, কারো গণেশ, কারো রাম, কারো কৃষ্ণ, কারো কালী, কারো দুর্গা ইত্যাদি। কারো বা প্রতীক ওঁ-রূপ, কারো বা প্রতীক ওঁ-নাদ। কিন্তু প্রতীক যাকে গ্রহণ কত্তে হয়েছে, সে যদি একটী প্রতীক নিয়ে না থাকে দশটী প্রতীকের পানে ছুটাছুটি করে, তাহ'লে কি ক'রে যে সে ভগবানকে পাবে, তা আমি বুঝতে পারি না।

## ওঙ্কার-জপকালে রূপধ্যান

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—যত নাম আর যত রূপ, সবই এক একটা প্রতীক। একটা নাম হয়ত একটা নির্দ্দিষ্ট রূপের Suggestive (স্মারক), একটা রূপ হয়ত একটা নির্দ্দিষ্ট নামের Suggestive (স্মারক)। যেমন ক্লীং নাম কৃষ্ণরূপের Suggestive (স্মারক), কৃষ্ণরূপ ক্লীং নামের Suggestive (স্মারক)। তন্ত্রসার খুল্‌লে দেখ্‌তে পাবে, এ রকম কত কত নাম,—যাকে বীজ-মন্ত্র বলা হয়,—কত কত রূপের Suggestive (স্মারক)। যে নাম কোনও নির্দ্দিষ্ট রূপের Suggestive (স্মারক), সে





নামকে এজন্য সাম্প্রদায়িক নাম বল্‌তে পার। কিন্তু ওঙ্কার কোন নির্দ্দিষ্ট রূপের Suggestive (স্মারক) নয়। ওঙ্কার হচ্ছেন অখণ্ড নাম, এজন্য ইনি অখণ্ড রূপের, অনন্ত রূপের, অপরূপের Suggestive (স্মারক)। এই জন্যই ওঙ্কারোপাসক কোনও নির্দ্দিষ্ট রূপকে নিয়ে ধ্যান চালান না। নাম কত্তে কত্তে যে রূপটী আপনি ফুটে ওঠে, রূপ-হিসাবে সেইটীই তাঁর প্রতীক হয়। কিন্তু নামই প্রধান, রূপ অপ্রধান, নামের আধারে রূপের বিকাশ, রূপের আধারে নামের বিকাশ নয়, সুতরাং নাম কত্তে কত্তে যখন যে রূপটী প্রকাশ পায়, তাকেই তিনি প্রতীক স্বীকার করেন, কিন্তু রূপের প্রতীক তাঁর যখনি যা হোক, এক সঙ্গে চল্লিশ গণ্ডা প্রতীকের ধ্যান তিনি করেন না।

## কমলাসাগরের বক্তৃতা

দ্বিপ্রহরে কসবা হাইস্কুল কর্ত্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া শ্রীশ্রীবাবামণি ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে আড়াই ঘণ্টাব্যাপী একটা বক্তৃতা প্রদান করিলেন। ছাত্রগণ চিত্রার্পিতবৎ শ্রবণ করিতে লাগিল।

## ছাত্রগণই ভবিষ্যৎ ভারতের নির্ম্মাতা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—হে ছাত্রগণ তোমরা ভবিষ্যৎ-ভারতের নির্ম্মাতা, হে পুত্রগণ, তোমরা তোমাদের পূর্ব্ব-পুরুষগণের গৌরব-বিধাতা। তোমাদের আত্মগঠনের অধিকার ও দায়িত্ব অফুরন্ত। এ কথা তোমরা ভু'লে যেও না। ভু'লে যেও না, তোমাদের ত্যাগ ও তপস্যার শক্তিতে তোমরা ভারতকে জগতের কাছে পুনরায় পূজনীয় কর্ব্বে।



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

## অতীতের জগদ্গুরু ভারতবর্ষ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—মহর্ষি মনু বলেছেন,—"এতদ্দেশ-প্রসূতস্য সকাশাদগ্রজন্মনঃ স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাং সর্ব্বমানবাঃ।" অর্থাৎ—এই ভারতে জন্মেছিলেন যে সকল জ্ঞানবান্ ব্যক্তি, পৃথিবীর যাবতীয় মানব তাঁদের কাছেই নিজ নিজ বিদ্যা ও আচারকে শিক্ষা করেছিলেন। এ শুধু মনু-সংহিতারই বচন নয়, যথেষ্ট ঐতিহাসিক প্রমাণ এদেশের এবং পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের দ্বারা এ বিষয়ে আবিষ্কৃত হয়েছে যে, একথা অক্ষর অক্ষরে সত্য। কিন্তু পুত্রগণ, আজ কি ভারত জগতের কাছে তার সেই অদ্বিতীয় স্থান রক্ষা কচ্ছে? আজ কি ভারত সমগ্র জগৎকে শিক্ষা দেবার জন্য গুরুর উপযুক্ততা রক্ষা কচ্ছে? আজ কি ভারত সে মহিমান্বিতা প্রতিভার দাবী কত্তে সাহসী যে, সে সমগ্র জগতের আচার্য্য, সমগ্র জগতের শিক্ষাদাতা, সমগ্র জগতের গুরু?

## বর্ত্তমানের অধঃপতিত ভারতবর্ষ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিতে লাগিলেন,—কি কারণে ভারত সাহসী নয়? প্রতিভার তার অভাব? নিশ্চয় নয়। আজও ব্যক্তিগত ভাবে অধিকাংশ ভারতবাসী পাশ্চাত্যদের চাইতে নিকৃষ্ট প্রতিভার অধিকারী নয়। কিন্তু সে তার জাতীয় প্রতিভাকে হারিয়ে ফেলেছে, সে তার জাতীয় মেরুদণ্ডে প্রচুর দুর্ব্বলতার সঞ্চার করেছে। যে ব্রহ্মচর্য্য ছিল তার জীবন-গঠনের ভিত্তিভূমি, যে ইন্দ্রিয়-সংযম ছিল তার আত্ম-বিকাশের প্রথম সোপান, জীবনের প্রথম প্রভাতে বিদ্যার্জ্জনের প্রথম দীক্ষার দিন গায়ত্রী-মন্ত্রের সাথে সে গ্রহণ





কত্ত যে পবিত্র ব্রত, তাকে সে তার জীবন থেকে একেবারে বর্জ্জন করেছে। তাই, সহস্র সহস্র দেব-প্রতিভায় সমুজ্জ্বল-মূরতি ব্রাহ্মণের যুগপৎ আবির্ভাব আজ ভারতে অকল্পনীয়, তাই ক্ষত্রিয় আজ পদদলিত, তাই বৈশ্য আজ অধ্যবসায় বর্জ্জিত, তাই ভারতভূমি আর আর্য্যাবর্ত্ত নেই, ভারতভূমি আজ শূদ্রের দেশ, পরপদলেহী পরানুগ্রহজীবী অন্নদাসের দেশ।

## ব্রহ্মচর্য্যই ভারতের অভ্যুদয়ের মূলমন্ত্র

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এই মোহ-তিমির অপসারিত কর্ব্বে কে? তোমরা কি নও? তোমরাই কি তোমাদের অতুলন পৌরুষে ভারত-জননীকে জগৎপূজ্যা কর্ব্বে না? হাঁ পুত্রগণ, তোমরাই কর্ব্বে। এ পবিত্র অধিকার তোমাদের, এ পবিত্র দায়িত্ব তোমাদের এবং সেই দায়িত্ব উদ্‌যাপন কর্ব্বে তোমরা ব্রহ্মচর্য্যের অপরিমেয় শক্তিতে। শ্রবণ কর, ব্রহ্মচর্য্যই ভারতের অভ্যুদয়ের মূলমন্ত্র। চিন্তা কর—ব্রহ্মচর্য্যই ভারতবর্ষের দুর্ব্বলতা বিদূরণের পন্থা। বিশ্বাস কর,—ব্রহ্মচর্য্যের বলেই জাতির সকল অযোগ্যতা দূরীভূত হবে। বিশ্বাস কর, আর বিশ্বাসের শক্তিতে সঞ্জীবিত হও। বিশ্বাস কর, আর বিশ্বাসের মহিমায় নিজেকে উদ্বুদ্ধ কর।

## প্রলোভন ও বিশ্বাসের শক্তি

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—প্রলোভন তোমার সম্মুখে এসে দাঁড়াতে পারে, তোমার বিশ্বাসের শক্তিতে তাকে পরাহত কর। প্রলোভন কার সমক্ষে এসে দাঁড়ায় নাই? যে যত বড়, তার প্রলোভন তত আধিক। কিন্তু বিশ্বাসের শক্তিতেই যে তাঁরা



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

প্রলোভনকে জয় করেছেন! নিজের শক্তিতে বিশ্বাস, নিজের ভবিষ্যতে বিশ্বাস, নিজের দায়িত্বে বিশ্বাস। এ বিশ্বাসকে তুমি জাগিয়ে তোল তোমার অন্তরের অন্তরে। এ বিশ্বাসকে তুমি প্রতিষ্ঠিত কর তোমার প্রাণেরও প্রাণে। এ বিশ্বাসকে তুমি প্রাণবন্ত কর, মৃত্যুহীন কর, ভগবানের চরণের কোণে বেঁধে। বিশ্বাসই মৃতসঞ্জীবন মহৌষধ, বিশ্বাসই অমরত্বদায়ক অমৃত।

শ্রীশ্রীবাবামণির বক্তৃতা শেষ হইলেও ছাত্রেরা কিয়ৎকাল স্তব্ধ ভাবে নিঃশব্দে বসিয়াই রহিল। বুঝা গেল, সকলে মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া গিয়াছে।

শ্রীশ্রীবাবামণি বাঘাউড়া-নিবাসী শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত আশুতোষ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। আশুবাবু বক্তৃতা-স্থানেও আসিয়াছিলেন। বক্তৃতান্তে শ্রীশ্রীবাবামণিকে লইয়া স্বগৃহে গমন করিতে করিতে তিনি বলিলেন, "এতকাল আপনার মুখের কথাবার্ত্তাই শ্রবণ করেছি, সঙ্গীতও শুনেছি, কিন্তু বক্তৃতা যে সঙ্গীত হয়, তা আগে ধারণায় আন্‌তে পারিনি।" এই বলিয়া আশুবাবু ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—শক্তিটা আসে বিশ্বাস থেকে, বক্তৃতা থেকে নয়।

## জীবন-পথে প্রলোভন

রাত্রে কয়েকটী ছাত্র আসিয়া শ্রীশ্রীবাবামণির সহিত সাক্ষাৎ করিলেন।

একটী ছেলের সহিত কথোপকথন-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন, —জীবন থাক্‌লেই তার প্রলোভনও থাক্‌বে। প্রলোভন





কখনো সাম্‌নে আসেনি, এমন মানুষ জন্মায়নি। যীশুকে এসে শয়তান প্রলুব্ধ করেছিল, —তিনি বলেছিলেন,—"Satan, get thee behind—শয়তান আমার সামনে থেকে পালাও।" বুদ্ধকে 'মার' প্রলুব্ধ কত্তে চেয়েছিল, তিনি তাকে পরাজিত করেছিলেন। মহাদেবকে কামদেব গোপনে শরাঘাত করেছিল, তিনি একেবারে মদন-ভস্ম ক'রে তবে ছাড়লেন। বড় আর ছোট নেই, উন্নতির পথে মানুষ মাত্রেরই প্রলোভন আসে। মানুষের মত মানুষ যাঁরা, তারা তা দমন করেন।

## অন্যায়কে অন্যায় বলিয়া ভাবিতে শিখ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—প্রলোভন কথাটার মানে কি? পাপ যদি আসে মোহন বেশ প'রে, তবে তাকে মধুর ব'লে মনে করা। এই ত' হ'ল প্রলোভন। অনেক সময় পাপ তার নগ্ন কদর্য্য বেশেই তোমার কাছে আসে, কিন্তু তুমি তাকে ভালবাস ব'লে নিজেই তাকে মনে মনে মোহন বেশে সাজাও। এরই নাম প্রলোভন। অন্যায়কে অন্যায় ব'লে ভাবতে শেখা, অধর্ম্মকে অধর্ম্ম ব'লে দেখ্‌তে শেখাই হচ্ছে প্রলোভন জয় করার প্রকৃষ্ট উপায়। মনের কোণে ফাঁকীকে ঢুকতে দিও না। লোভের বস্তু সাম্‌নে এলেই বিচার কর, মানুষের মত মানুষের এ বস্তুতে আকাঙ্ক্ষা যাওয়া উচিত কিনা। তখনই দেখ্‌বে পাপের স্বরূপ প্রকাশ পেয়ে যাবে।

## প্রলোভনে আত্মানুসন্ধান

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—প্রলোভনের উৎপত্তি হয় বাইরেতে খুব কদাচিৎ। প্রলোভনের মূলসূত্র লুকিয়ে আছে তোমার মনে।



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

কেউ যখন তোমাকে প্রলুব্ধ করতে আসে, আত্মানুসন্ধান কর, কোন কারণে প্রলোভনটী তোমারই কাছে এল। মরা গরু না দেখ্‌লে কি শকুনি কোথাও যায়? অন্ততঃ পচা দুর্গন্ধ হ'লেও কিছু সে নিশ্চয় পেয়েছে। তোমার কাছে সুবিধে হবে, এইটুকু যদি কেউ না বোঝে, তাহ'লে কি আর রূপের ফাঁদ ছড়াবার সাহস কখনো পায়? নিশ্চয় তোমার কোনও ব্যবহারে ক্রটী ছিল—হয় দৃষ্টিতে, নয় ভাষায়, নয় চাল-চলনে, নয় ব্যবহারে। ব্রণের আঁচ না পেলে কি মাছির দল ভিড় করে? সুতরাং নিজের ভিতর তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান কর, কোন্ ক্রটীতে, কোন্ দোষে, কোন্ অনাচারের সুযোগে প্রলোভন তোমার কাছে এল।

## প্রলোভনে পড়া আর অধঃপতিত হওয়া এক কথা নয়

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—প্রলোভন এলেই ঘাবড়ে যেও না। তাকে জয় কত্তে চেষ্টা কর। যত উপায় জানো, সব সদুপায় প্রয়োগ কর। প্রলোভন এলেই পতন হবেই হবে, তার কোনো মানে আছে? প্রলোভন আসা এক কথা, আর তলিয়ে যাওয়া আর এক কথা। তলিয়ে কেন যাবে? তিনটে লাথি মারো প্রলোভনের মাথায়, আর বীরের মত অগ্রসর হ'য়ে চ'লে যাও নিজ কর্ত্তব্যের পানে। কেন ঘাব্‌ড়ে যাবে? ঘাবড়াবার যে কিছুই নেই।

## পতন ঘটিয়া থাকিলেও আবার দাঁড়াও

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—প্রলোভনে কখনো কখনো পতন হয়ে থাকে। যেমন ধর, বিশ্বামিত্র ঋষি। অত বড় তপস্বী কিন্তু





অর্দ্ধনগ্না মেনকাকে দেখে আত্মসম্বরণ কত্তে পার্লেন না। কিন্তু তাই ব'লে কি ঋষি হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন? যখনি ভুল বুঝলেন, তখনি আবার সিংহের মত বিক্রম নিয়ে তপস্যায় লেগে গেলেন। ভুল যদি কেউ করে, তার জন্য কি তাকে কোটি জন্ম ভুলের কূপেই ডুবে থাক্‌তে হবে? ভুল করেছ, করেছ; আর ক'রো না। পাপ করেছ, করেছ; আর ক'রো না। নীচতার কাছে, হীনতার কাছে মাথা বিকিয়েছ ত', একবার বিকিয়েছ; আর মাথা নত ক'রে থেক না, যত দ্রুত পার আবার মাথা সোজা ক'রে দাঁড়াও।

## প্রলোভনের ভাল দিক

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—মানুষের আত্মবিশ্বাসের মধ্যে অনেক গরহিসাব থাকে। জমার খাতাতে অনেক মিথ্যা অঙ্ক থাকে। প্রলোভনগুলি সেই মিথ্যাকে ধরিয়ে দেয়। তাতে নিজের প্রকৃত মহত্ত্ব কতটা, আর কতটা যে লোকের কাছে দেখান ভাণ, তা বুঝ্‌তে পারা যায়। এই হিসেবে প্রলোভন আত্ম-পরীক্ষার উত্তেজক।

## সাধিয়া প্রলোভনের সমক্ষে যাইও না

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু তাই ব'লে প্রলোভনকে কখনও কামনার বস্তু মনে করা চলে না। প্রলোভনের মাঝে সেধে যাওয়াও ভুল। নিজ চরিত্রবত্তার পরীক্ষা দেবার জন্য যারা গোঁয়ারের মত প্রলোভনের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ায়, তারা প্রায় সময়েই 'ফেল' মারে। শুঁড়ির দোকানে ঠাঁই গাড়্‌ব, কিন্তু মদ খাব না,—এসব বাহাদুরীরই কথা, কিন্তু নির্ব্বোধের কথা।



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

ফলন-কালে ফলবন্ত তেঁতুল গাছে চড়্‌ব, কিন্তু জিভে জল আসবে না, এসব বাহাদুরীর কথা, কিন্তু বুদ্ধিমানের কথা নয়। নগ্না যুবতীকে স্বহস্তে স্নান করিয়ে উড়িষ্যার রায় রামানন্দের মনে চিত্তবিভ্রম হ'ত না, কিন্তু পুরুষ হ'য়ে নগ্না নারীকে স্নান করাবার প্রয়োজন কি ? রায় রামানন্দ কোনও বিশেষ উদ্দেশ্যে হয়ত ঐরূপ প্রলোভনের সাম্‌নে নিজে সেধে যাওয়া দোষ বা বিপজ্জনক মনে করেন নাই। কিন্তু তোমার সেই দুঃসাহসের অনুকরণ করা উচিত নয়। তুমি কর্‌লে তোমার একূল ওকূল দুকূল যাবে। চৈতন্য, শঙ্কর, যীশু, বুদ্ধ, এঁরা সব ঈশ্বরাবতার ব'লে পূজিত,—কিন্তু এঁরা কেউ সেধে কোনো প্রলোভনের সামনে যাননি।

## অপরের প্রলোভন বর্দ্ধিত করিও না

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—নিজেই শুধু প্রলোভনকে বর্জ্জন ক'রে চল্‌বে, তা নয়। তোমার কোনও ব্যবহার যেন অপরের প্রলোভনবর্দ্ধক না হয়। প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে যদি তুমি কারো প্রলোভন সৃষ্টি কর, তবে তুমি দেশ ও সমাজের শত্রু। যে সব পিতামাতা নিজ যুবতী-কন্যাকে আত্মসম্মানজ্ঞানসম্পন্না মনে ক'রে যুবকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা কর্ব্বার জন্য পাঠিয়ে দিতে কুণ্ঠাবোধ করেন না, তাঁরা হয়ত নিজ কন্যার কোনো ক্ষতি না কত্তে পারেন, কিন্তু অনেক দুর্ব্বলচিত্ত যুবকের সম্মুখে দারুণ প্রলোভন সৃষ্টি করেন। যে ভদ্রকন্যারা লালসা-বর্দ্ধক বেশভূষা প'রে রঙ্গমঞ্চে হাবভাবপূর্ণ নৃত্য ক'রে দর্শক আকৃষ্ট করেন, তাঁরা নিজেদের হয়ত কোনো ক্ষতিই করেন না, কিন্তু সহস্র সহস্র যুবকের মনে





সুপ্ত পশু-বৃত্তিকে খুঁচিয়ে জাগিয়ে তোলেন। যে রূপবান্, গুণবান্ বা বিদ্বান্ যুবকের পরচিত্ত আকর্ষণের ক্ষমতা আছে, তিনি যদি নির্ব্বিচারে অনূঢ়া যুবতীদের সঙ্গে মেলামেশা করেন এবং তরল রহস্য পরিহাসের মধ্য দিয়ে তাদের চিত্তকে আকৃষ্ট কর্ব্বার চেষ্টা করেন, তিনি হয়ত নিজের ক্ষতি নাও কত্তে পারেন, কিন্তু মেয়েগুলির চিত্তে চপলতার সৃষ্টি করেন। যে ধনী মনিবের অনেক টাকা আয়, তিনি যদি খোলা আলমারীতে টাকা পয়সা রাখেন আর খোঁজ না নেন যে, টাকা পয়সা কি পরিমাণ আছে আর কি পরিমাণ নেই, তাহলে তিনি তার ভৃত্যদের সমক্ষে ভীষণ প্রলোভন সৃষ্টি করেন। তোমার যেমন প্রলোভনে পতিত হবার অধিকার নেই, অপরের জন্য প্রলোভন সৃষ্টিরও তেমন অধিকার নেই।

## পাশ্চাত্য সভ্যতার পতনের মূল কোথায়

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—মদগর্ব্বিত পাশ্চাত্যের পতন আরম্ভ হয়েছে। কোথা থেকে এই পতনের সূচনা হয়েছে জানো ? পরের জন্য ফাঁদ পাতার প্রবৃত্তি থেকে। পরকে প্রলুব্ধ করা পাশ্চাত্য জীবন-যাত্রা-প্রণালীর এক বিশেষত্ব হ'য়ে দাঁড়িয়েছে, যাকে বলে ককেট্রি, Coquetry মানে, প্রেম ব্যতীত প্রেমাভিনয়, চরিত্রের আকর্ষণীয়তা নেই কিন্তু নানা সাজসজ্জা দিয়ে নিজের আকর্ষণীয়তা বৃদ্ধির কৃত্রিমতা, ভালবাসার ভাণ ক'রে ফাঁদে ধরা। এই বিদ্যার সাধনা আরম্ভ হয়েছে যেদিন থেকে, পাশ্চাত্য দেশ সেইদিন থেকে নিজের মৃত্যুদণ্ড নিজে উচ্চারণ করেছে। ভারতবর্ষেরও একটা মেরুদণ্ডহীন শ্রেণী flirtation এর মধ্য



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

দিয়ে ক্লীবত্ব অর্জ্জনের তপস্যা কচ্ছে, এরাও সিদ্ধিপথে নিশ্চিত নিশ্চিহ্নতা অর্জ্জন কর্‌বে।

কমলাসাগর,
১৬ই ভাদ্র, ১৩৩৮

## উৎকৃষ্ট তথা নিকৃষ্ট শিক্ষা

রাত্রি দশ ঘটিকার সময়ে শ্রীশ্রীবাবামণি কমলাসাগর হইতে নয়ানপুর রওয়ানা হইলেন। কসবা হাইস্কুলের বহু ছাত্র, তৎকালিক প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র কর এবং শ্রীযুক্ত আশুতোষ চক্রবর্ত্তী প্রমুখ সজ্জনেরা শ্রীশ্রীবাবামণিকে ট্রেণে তুলিয়া দিতে আসিয়াছেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি ট্রেণে উঠিবার প্রাক্কালে নিবারণবাবুকে বলিলেন, —সে শিক্ষাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট শিক্ষা, যার মূলে আছে ত্যাগ আর ব্রহ্মচর্য্য। সে শিক্ষাই নিকৃষ্টতম শিক্ষা, যা ত্যাগ-বর্জ্জিত ও সংযমহীন।

রাত্রি এগারটায় ট্রেণ নয়ানপুর পৌঁছিল। সমগ্র রাত্রি শ্রীশ্রীবাবামণি নয়ানপুর স্টেশনে কাটাইলেন।

রহিমপুর আশ্রম,
১৭ই ভাদ্র, ১৩৩৮

নৌকাযোগে নয়ানপুর হইতে প্রাতে রওয়ানা হইয়া শ্রীশ্রীবাবামণি অদ্য বেলা এগারটায় রহিমপুর আশ্রমে পৌঁছিলেন। অদ্য বৃহস্পতিবার। সন্ধ্যাকালে গ্রামবাসী সকল যুবকদের লইয়া শ্রীশ্রীবাবামণি সমবেত ভাবে উপাসনা করিলেন। তদনন্তর উপদেশ দিতে লাগিলেন।





## একক সাধন ও সমবেত উপাসনা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—একক সাধনারও সুফল আছে, সমবেত সাধনারও সুফল আছে। যার ধীশক্তি অতিশয় সূক্ষ্ম ও তীব্র, তার পক্ষে একক সাধনায় দ্রুত আত্মদর্শন ঘটে। যার ধীশক্তি অল্পতর সূক্ষ্ম, তার পক্ষে সমবেত সাধনায় সহজে অগ্রগতির সুবিধা হয়। একাকী যাঁরা সাধন করেন, তাঁরা অনেক সময় স্বার্থপর না হ'লেও অন্ততঃ অসামাজিক হ'য়ে পড়েন; আবার সমবেত ভাবে যাঁরা সাধন করেন তাঁরা অনেক সময়ে সাধনোচিত মনোবৃত্তি না থাক্‌লেও লোক-দেখান সাধুতা করবার সুযোগ পান। সুতরাং একক সাধন আর সমবেত সাধন এই উভয়েরই ভাল-মন্দ দুই দিকই দেখ্‌বার আছে। কোনো কোনো সম্প্রদায় সমবেত সাধনের উপরে এত জোর দেন যে, অন্য কিছু না ক'রে অগ্রবর্ত্তিগণের অঙ্গভঙ্গীর অনুকরণ করলেও ঈশ্বর-সাধন হয় ব'লে মনে করেন। কেউ কেউ একক সাধনার উপরে এত জোর দেন যে, তপঃসাধন-প্রসঙ্গে অন্যের অতর্কিত সাহায্য পর্য্যন্ত অসহনীয় মনে করেন।—কিন্তু সামাজিক জীবনের হিতের দিকে তাকালে, এতদুভয়ের সামঞ্জস্য-বিধান আবশ্যক। অর্থাৎ একাকী নিজেকে ভগবৎ-পাদপদ্মে উৎসর্গ করার অভ্যাস যেমন করণীয়, আবার সমাজের দশ জনকে নিয়ে মিলে মিশে দশটী প্রাণ একটী প্রাণ হ'য়ে, দশটী আত্মা একটী আত্মা হ'য়ে, দশটী কণ্ঠ একটী কণ্ঠ হ'য়ে, দশটী হৃদয় একটী হৃদয় হ'য়ে, দশটী ব্যক্তি একটী ব্যক্তি হ'য়ে ঈশ্বরোৎসর্গ অভ্যাস করা কর্ত্তব্য। এজন্যই প্রত্যেকের নিজ নিজ পূজার ঘর হবে একক ও নির্জ্জন তপস্যার স্থান এবং আশ্রমাদি মিলন-স্থান হবে সমবেত



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

ও আনন্দ-কোলাহল-মুখরিত উপাসনার স্থান। নির্জ্জনোপাসনার জন্য দৈনিক সময় থাক্‌বে নির্দ্দিষ্ট, দৈনিক চার বার উপাসনা কর্ব্বেই, সমবেত উপাসনার জন্য দিন বা তিথি থাক্‌বে নির্দ্দিষ্ট এবং সেইদিন সকলকে সমবেত হ'তে হবেই। প্রথমটীর দ্বারা নিজ নিজ সাধন-প্রতিভার অনুরূপ দ্রুত ঊর্দ্ধগতি হবে, দ্বিতীয়টীর দ্বারা সমসাধকদের ভিতরে একাত্মতা প্রতিষ্ঠিত হবে, সাংসারিক স্বার্থ-বুদ্ধি কমবে, পারমার্থিক কাজে উৎসাহ বাড়বে ও ত্যাগবুদ্ধি প্রসন্নতরা হবে।

## বৃহস্পতি-সম্মিলনী

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আমার জীবন অসংখ্য স্থানে ঋণী, উপনিষদের ঋষি থেকে আরম্ভ ক'রে বাউল-বৈরাগী পর্য্যন্ত এমন কোনো মতাবলম্বী নেই, যাঁর কাছে আমার প্রত্যক্ষ ঋণ না আছে। তাই নির্দ্দিষ্ট ক'রে আমার সন্তানগণকে কোনও নির্দ্দিষ্ট সম্প্রদায়ের প্রথা মানতে নির্দ্দেশ আমি দিতে পারি না, দিতে চাইও না। তাই আমি তোমাদের জন্য সমবেত উপাসনার বার করেছি বৃহস্পতি। এতবার থাক্‌তে বৃহস্পতিবার কেন ? কারণ, কথিত আছে, বৃহস্পতি দেবতাদের গুরু। আজও কোনও মহাজ্ঞানী ব্যক্তিকে তুলনা দিতে হ'লে আমরা বৃহস্পতি-সম ব'লে থাকি। দেবতা মানে জ্ঞানে যাঁরা দীপ্তিমান, দীব্যন্তে বৈ দেবাঃ। জ্ঞানবানদের যিনি গুরু, তিনিই বৃহস্পতি। অজ্ঞানীর গুরু সবাই হ'তে পারে, মূর্খদিগকে পরিচালন যে-কোনও বুদ্ধিমান্ সুচতুর ব্যক্তিই কত্তে পারেন, এমন কি নিজে ব্রহ্মনিষ্ঠ না হ'য়েও। কিন্তু জ্ঞানীদিগকে কোনও মেকী গুরু, ভণ্ড গুরু, অতত্বজ্ঞ গুরু,





অব্রহ্মনিষ্ঠ গুরু পরিচালন কত্তে পারেন না। একেই বলে সদ্‌গুরু, —যিনি সৎকে জেনেছেন, জেনেছেন ব'লেই জ্ঞানী ব্যক্তিদেরও পরিচালনার অধিকারী। অতএব বৃহস্পতিকে ধ'রতে হবে জগতের সকল সদ্‌গুরুবর্গের প্রতিনিধি স্থানীয়। সম্প্রদায়-ভেদ নেই, দেশ-বিদেশের বিচার নেই, জগতের যত দেশের যত গুরু, সকলের প্রতিনিধি করা চলে বৃহস্পতিকে। যেমন ভারতীয় কংগ্রেসের প্রতিনিধি হ'য়ে অভারতীয় মহিলা অ্যানি বেসান্তের কথা বল্‌বার অধিকার হয়েছিল। যেমন, পাশ্চাত্যখণ্ডের লীগ-অব-নেশনের প্রতিনিধি হ'য়ে হয়ত একদিন একজন ভারতবাসী কথা কইবার অধিকার প্রাপ্ত হ'তে পারেন। সমগ্র জগতের ঋষিবর্গকে একত্র কর্ল্লে বৃহস্পতিকে তাঁদের প্রতিনিধি-স্থানীয় মনে করা যায় এবং এই জন্যই তাঁর নামে যে বারটী কল্পিত হয়েছে, সেই বারটীকে জ্ঞানি-বর্গের বা জ্ঞানান্বেষিবর্গের সমবেত হবার সুদিন ব'লে আমি মনে করি। তাই, আমি বৃহস্পতি-সম্মিলনী কচ্ছি এবং করাচ্ছি। এমনও হতে পারে যে, হয়ত বৃহস্পতি নামে কোনও ব্যক্তি কখনো ছিলেন না, কিন্তু ছিলেন, কি না ছিলেন, তাতে কিছু আসে যায় না, বৃহস্পতি ব'ল্‌তেই জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ ও গুরু বুঝায়। তাইত জগতের সকল জ্ঞানী ও গুরুদের সম্মানার্থ আমি বৃহস্পতি-বারকেই সমবেত উপাসনার শ্রেষ্ঠ বার ব'লে গণনা করেছি।

## পূর্ণিমা-সম্মিলনী

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কেউ মানেন একাদশী, কেউ মানেন অষ্টমী। তান্ত্রিকেরা মানেন অমাবস্যা, আমরা মানি পূর্ণিমা।



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

অবশ্য সব তিথিতেই জগতের বড় বড় লোক জন্মেছেন, সুতরাং কোনো মহাপুরুষের জন্মতিথি ব'লেই পূর্ণিমাকে মানতে বল্‌ছি, তা' নয়। পূর্ণিমাতে বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈতন্য ও নানক প্রভৃতি অদ্ভুত-জগদ্‌গুরুর আবির্ভাব হয়েছিল। কিন্তু তার জন্য নয়। পূর্ণিমার অপরূপ জ্যোৎস্নায় চিত্তের রুদ্ধতা অপসারিত হয়, প্রাণ প্রেমময় হয়, সকল বিশ্ববাসীকে নিয়ে এক সাথে বিশ্বনিয়ন্তাকে দর্শনের জন্য ব্যাকুলতা হয়, এই জন্যই পূর্ণিমা তিথি সমবেত উপাসনার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তিথি ব'লে আমি মনে করি। পূর্ণিমায় লক্ষ্মী, মানে সৌভাগ্য অর্থাৎ অন্তরের প্রফুল্লতা যেন ষোলকলায় বিকশিত হয়। তাই পূর্ণিমা তিথি সমাদরণীয়।

## সমবেত উপাসনা মুসলমানদের অনুকরণ নহে

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তোমাদের যে উপাসনা, তা' মুসলমানদের সমবেত উপাসনার অনুকরণ নয়। সামাজিক দুরবস্থার তাড়নায় তোমরা সমবেত উপাসনার প্রয়োজনকে আগের চেয়ে গভীরতর ভাবে উপলব্ধি কচ্ছ সত্য, কিন্তু হিন্দুর সাধন-জীবনে সমবেত উপাসনা আদি কাল থেকেই আছে। বৈদিক ঋষি সমবেত প্রার্থনা কত্তেন, আজও তার ঋক্‌গুলি অক্ষত শরীরে বর্ত্তমান থেকে তার সাক্ষ্য দিচ্ছে। গায়ত্রী মন্ত্রের ''ধীমহি'' শব্দে 'ধ্যান করি' এ ক্রিয়া বহুবচনে প্রযুক্ত হয়েছে, এতেই স্পষ্ট বুঝা যায় যে, ঋষিরা সম্মিলিত হ'য়ে গান গেয়ে গায়ত্রীর সাহায্যে ব্রহ্মোপাসনা কত্তেন,—আজও সেই গায়ত্রী সেই বহুবচনান্ত ক্রিয়াপদের সাথে যুক্ত থেকেই লক্ষ লক্ষ ব্রাহ্মণ-সন্তানের উপাসনার অবলম্বন হ'য়ে রয়েছে। বৈষ্ণব খোল-





করতাল নিয়ে কীর্ত্তন করেন,—এও সমবেত উপাসনা। রামায়ৎ করতাল বাজিয়ে ভজন গান করেন, এও সমবেত উপাসনা। তান্ত্রিকদের ভৈরবী-চক্র প্রভৃতিও সমবেত উপাসনা।

## সমবেত উপাসনায় সাত্ত্বিকতা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু সমবেত হ'য়ে ভগবানকে ডাকলেই তার সুফল পাওয়া যাবে, তা নয়। ডাকবার কালে বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক সাত্ত্বিকতা রক্ষা করার চেষ্টা চাই। কিশোরী-ভজা বৈষ্ণবেরা বা পঞ্চ-ম-কারী তান্ত্রিকেরা উপাসনার জন্যই সমবেত হ'তে পারেন, কিন্তু তাদের আচারের অসাত্ত্বিকতা মূল উদ্দেশ্যকেই পণ্ড ক'রে দেয়। ব্রাহ্মরাও সমবেত উপাসনা করেন বটে, কিন্তু দৈহিক শুচিতার দিকে কোনও লক্ষ্য থাকে না, ব্রহ্মাণ্ড মাড়িয়ে এসে সেই জুতো পায়ে রেখেই ব'সে গেলেন উপাসনায়, যে সকল শারীরিক সংস্কারের ফলে চিত্তে শুচিতার আবির্ভাব হয়, তার দিকে লক্ষ্য দিলেন না বা লক্ষ্য দেওয়া আবশ্যক ব'লে মনে কর্‌লেন না। ফলে, সমবেত উপাসনা লোকমধ্যে ব্রাহ্মধর্ম সম্বন্ধে প্রচারকার্য্য ব্যতীত হয়ত আর কিছুই ক'রে উঠতে পার্‌ল না।

## অখণ্ডদের সমবেত উপাসনা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তোমরা সমবেত উপাসনার কালে পবিত্র দেহে পবিত্র বস্ত্র পরিধান কর্ব্বে। যে সকল গন্ধ বা মাল্যাদি পবিত্রতার ভাব-পোষক, বিলাসিতার ভাব-রোধক, তা' লেপন বা ধারণ কর্ব্বে। স্নাত বা পূত দেহে, ধৌত ও পরিষ্কৃত অনাড়ম্বর বেশ ধারণ কর্ব্বে। একই আসনে, কিন্তু ধৌত ও



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

পরিষ্কৃত পবিত্র আসনে, সকলে উপবেশন কর্ব্বে। একজন আর একজনের দেহ স্পর্শ না ক'রে, সমবেত উপাসনা কর্ব্বে। শরীরকে যথাসাধ্য সরল ও অনান্দোলিত রেখে উপাসনা কর্ব্বে।

রহিমপুর আশ্রম,
১৮ই ভাদ্র, ১৩৩৮

## অতপস্বীদের বিচারে প্রমাদ থাকে

কুমিল্লা-নিবাসী জনৈক যুবককে শ্রীশ্রীবাবামণি আজ নিম্নলিখিত পত্রখানা লিখিলেন,—

"যত মহৎই হউক, মনের চঞ্চল আবেগের দ্বারা প্রেরিত হইয়া সহসা কোনও কাজ করিয়া ফেলিও না। ভগবানের অমৃতময় নামের সাধনার দ্বারা মনের শক্তি ও বুদ্ধির শক্তিকে বাবা আগে বাড়াইয়া লও। আগে তপস্যা দ্বারা সত্য সত্যই বুঝিয়া লও তোমার জীবনের শ্রেয়ঃ পন্থা কি, তোমার পূর্ণতার গতি কোন্ দিকে। অতপস্বীর বিচারে বিভ্রাট থাকে, প্রমাদ থাকে। তপস্বী হও, সাধনার দ্বারা আগে অন্তর্দ্দৃষ্টি উন্মোচিত করিয়া লও।"

## নামের সঙ্গই প্রকৃত সঙ্গ

ময়মনসিংহ-নিবাসী জনৈক ভক্তকে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন, —"সত্যই বাবা সঙ্গী-সাথী খুঁজিতে খুঁজিতে জীবনের সব চেয়ে মূল্যবান সময়ের অপচয় করিয়াছ। এখন হইতে জানিয়া লও,—

নাম যে আমার পরম সঙ্গী
জপিব তা' বারে বারে।

ভগবানের পরম পবিত্র নামের সঙ্গই সার সঙ্গ, অপরের সঙ্গ





অসার ও অমঙ্গলপ্রদ। নামেরই সঙ্গ করিয়া জীবনকে ধন্য করিয়া লইতে প্রস্তুত হও। যে সব ভাল ছেলে তোমার চিত্তকে আকর্ষণ করিতেছে, নামকে তাদের চেয়েও সহস্রগুণে অধিকতর আপন বলিয়া জানিও এবং তোমার নাম-সাধন-লব্ধ তপঃশক্তি দিয়াই তাহাদের জীবন-গতির সহায়তা করিও।"

রহিমপুর আশ্রম,
১৯শে ভাদ্র, ১৩৩৮

## দুই নৌকোয় পা

ত্রিপুরা বিদ্যাকূটের জনৈক গৃহী ভক্ত ব্রহ্মচর্য্য-প্রচারের কার্য্যে শ্রীশ্রীবাবামণিকে একনিষ্ঠ সহযোগিতা দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আছেন। কিন্তু রাজনৈতিক দল-বিশেষের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া তিনি দুই নৌকায় পা দিবার আয়োজন করিয়াছেন। তাঁহার এক পত্র পাইয়া শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"তোমার নিকট আমি স্পষ্ট শুনিতে চাহি, তুমি আমাকে কি প্রকার সহযোগিতা দিতে চাহ। তুমি কি একনিষ্ঠ ও নির্ব্বিচার সাহায্য দিবে, না, কোনও মেধাবী ব্যক্তি আসিয়া ভিন্নতর পথের মহিমা কীর্ত্তন করা মাত্র তাহার হস্তের ক্রীড়নক হইবে? তোমার চরিত্রে দৃঢ়তা নাই; যে ডাকে, তুমি তাকেই খুশী করবার জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়। স্বদেশ-হিতৈষী বলিয়া তোমার যে খ্যাতি আছে, তাহা নষ্ট হইয়া যাইবার ভয়েই তুমি অধিকাংশ সময়ে ভিন্ন মতের লোকের কথায় কর্ণপাত করিয়া থাক। তুমি কি তোমার এই দোষ পরিহার করিতে পারিবে? এতদিন যাহাদের সংসর্গে তুমি ভিন্ন ভিন্ন পথের কল্পনা করিতেছিলে, তাহাদের



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

সংশ্রব সম্পূর্ণ বর্জ্জন করিয়া, এমন কি তাহাদের নিন্দাকেও বরণ করিয়া কি আমার সাথে কাজ করিতে পারিবে? যদি পার, তবেই তোমার সহায়তা আমার শ্লাঘ্য, নতুবা উহা আমার প্রীতিকর নহে।''

## সম্প্রদায়-বিস্তারের যথার্থ কৌশল

অদ্য শ্রীশ্রীবাবামণি জাঁহাপুর (ত্রিপুরা) নিবাসী জনৈক যুবক ভক্তকে পত্র দিলেন,—

''তোমাদিগকে সর্ব্বাগ্রে আজ চরিত্রবল ও সাধনবল সঞ্চয় করিতে হইবে। যে সম্প্রদায়ে অসাধক ও বক-ধার্ম্মিক যত অধিক, সেই সম্প্রদায়ের দ্বারা জগতের অহিত বর্দ্ধিত হয় তত অধিক। যদি তোমাদের সম্প্রদায়ের অভ্যুদয়ের দ্বারা জগতের কিছু হিতসাধন করিতে চাহ, তাহা হইলে তোমাদিগকে সাধক হইতে হইবে। তাহা হইলেই জগতের শ্রেষ্ঠ মস্তিষ্কসমূহ, শ্রেষ্ঠ হৃদয়সমূহ, শ্রেষ্ঠ প্রতিভাসমূহ ও শ্রেষ্ঠ বাহুসমূহ তোমাদের সম্প্রদায়ের প্রতি অলঙ্ঘনীয় আকর্ষণ অনুভব করিয়া তোমাদের সহিত আসিয়া যুক্ত হইবে। সম্প্রদায়-বিস্তারের শ্রেষ্ঠ কৌশল নিজ সম্প্রদায়ভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে সাধন-নিষ্ঠা, সংযম-নিষ্ঠা ও সত্যপরায়ণতার বর্দ্ধন।''

## ব্যভিচার-প্রশ্রয়ী ধর্ম্ম-মতকে নির্ম্মূল করিবার পরোক্ষ কৌশল

জাঁহাপুরের সন্নিকটবর্ত্তী বড়ইয়াকুড়ি গ্রাম-নিবাসী জনৈক যুবক-ভক্তকে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—





''যে অধর্ম্ম ধর্ম্মের আড়ালে তোমাদের পল্লীর মধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছে, তাহার সহিত সংগ্রাম পরিচালনা বাবা তোমাদিগকেই করিতে হইবে। অসংযমের যাহা ইন্ধন-প্রদায়ক, তাহা কখনও সত্য-ধর্ম্মের অঙ্গীভূত হইতে পারে না। যে আচার পালনের ফলে সতী নারীর ভিতরে অসতীত্বের বীজ প্রবেশ করে, সচ্চরিত্রের ভিতরে বীভৎস ব্যভিচারের বিষ বিসর্পিত হয়, ধর্ম্মের নামে তাহার প্রসার হইতে কোনও ক্রমেই দিতে পার না। এজন্য সর্ব্বাগ্রে তোমাদিগকে গ্রামের যুবক সম্প্রদায়কে সংযমের ও সদাচারের আদর্শের প্রতি অনুরাগী করিয়া তুলিতে হইবে। যুবকদিগকে যদি ব্রহ্মচর্য্যের মহিমায় আস্থাবান্ করিয়া তুলিতে পার, তাহা হইলে ধীরে ধীরে গ্রামের প্রাচীনের দল নিজেদের তথাকথিত এই ধর্ম্মকে নিজেদের জীবৎকালে মৃত-কঙ্কালের ন্যায় অসার ও প্রাণহীন দর্শন করিয়া পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইবেন। কারণ, নূতন ব্রতীর সম্প্রদায়-মধ্যে প্রবিষ্ট হইবার পন্থা রুদ্ধ হইলে সেই সম্প্রদায়ের মৃত্যু একান্তই অনিবার্য্য হইয়া থাকে। ব্যভিচার-প্রশ্রয়ী এই ধর্ম্মকে সোজাসুজি আঘাত না হানিয়া পরোক্ষভাবে আঘাত করিবার শ্রেষ্ঠ উপায়ই হইল,—যুবকদিগের দৃষ্টি ত্যাগ, ব্রহ্মচর্য্য ও ইন্দ্রিয়-সংযমের ত্রিলোক-পাবন সুমোহন আলেখ্যের প্রতি আকৃষ্ট করা। অবশ্য, এজন্য তোমাকে সাধন-পরায়ণ হইতে হইবে। অসাধকের সহস্র উচ্চ চীৎকারও অরণ্যে রোদনে পরিণত হয়, পরন্তু সাধক তপস্বীর অস্ফুট ইচ্ছাটুকুই নিমেষের ইঙ্গিতে বিপ্লবের প্রলয়-প্লাবন সৃষ্টি করিয়া থাকে। অতএব, যদি কিছু গড়িবার মত গড়িতে হয়, তবে তোমাকে সাধক হইতে হইবে। আবার যদি ভাঙ্গিবার মত



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

ভাঙ্গিতে হয়, তাহা হইলেও তোমাকে তপস্যার শক্তিই সঞ্চয় করিতে হইবে।"

## তপস্যা বিফল হয় না

উক্ত গ্রামেরই অপর একটী যুবক ভক্তকে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"যে নিজে সাধক, তার ডাক কখনো ব্যর্থ হয় না। কবির কাব্য বিফল হইতে পারে, দার্শনিকের তত্ত্বজ্ঞান বিফল হইতে পারে, কিন্তু সাধকের তপস্যা কখনো বিফল হয় না। রণচতুর রাষ্ট্রনৈতিকের কলা-কৌশল ব্যর্থতা আহরণ করিতে পারে, ছল-রাজ-কূটনীতি-বিশারদের কাপট্যের চক্রব্যূহ ছিন্নভিন্ন হইতে পারে, কিন্তু তপস্যার শক্তি কখনও ব্যর্থতার পরাজয়-কলঙ্ক অর্জ্জন করে না। সোণা-রূপাও বাজারে সময়-বিশেষে মাটির দরে বিকাইতে পারে, কিন্তু সাধনের বল কখনও নিজ পূর্ণ মূল্য জগদ্বাসীর নিকট হইতে আদায় করিতে অসমর্থ হয় না। তারই জন্য আমি তোমাদের জীবনে সাধনের শক্তিকে সুপ্রতিষ্ঠিত দেখিবার জন্য এত লালায়িত। তারই জন্য আমি তোমাদের প্রত্যেকটী শ্বাসে ও প্রত্যেকটী প্রশ্বাসে শ্রীভগবানের সুপবিত্র নাম অবিরাম ধ্বনিত শুনিবার জন্য এত লালায়িত। তারই জন্য আমি তোমাদের প্রত্যেকটী হৃৎস্পন্দন-ধ্বনির সাথে অখণ্ড অনাহত নাদের পুনরুচ্চারণ শ্রবণে পিপাসু। তারই জন্য আমি, তোমাদের প্রত্যেকটী অঙ্গভঙ্গীর মধ্যে, প্রত্যেকটী শরীর-সঞ্চালনের ভিতরে অমৃতময় অখণ্ড-নামের পবিত্র ঝঙ্কার শুনিতে অভিলাষী। হে আমার প্রাণাধিক পুত্রকন্যাগণ, তপস্বী হও, সাধক হও, ক্রিয়াপর হও। সংসারের সহস্র বিঘ্ন-





বিপুলতার প্রতি ভ্রূক্ষেপমাত্রও না করিয়া সাধন-পথেই অনুক্ষণ অগ্রসর হইতে থাক।"

## কাম-দমন ও নাম-সমুদ্র মন্থন

জাঁহাপুর-নিবাসী জনৈক মুসলমান ভক্তকে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"কাম জীবনের নির্ম্মলতার পরম শত্রু। ইহাকে জয় করিতে না পারিলে প্রতিমুহূর্ত্তে চিত্ত কলুষিত হয়, প্রতি বস্তুতে ও প্রতি ব্যক্তিতে মন কদর্য্য-চিন্তার রেখা-পাত করে। কামুক ব্যক্তি জগতের কোনও পবিত্র মূর্ত্তিরই মর্য্যাদা রক্ষা করে না, সকল নারী মূর্ত্তিতেই কামনার বিষময় প্রলেপ মাখিয়া তার দীপ্তি ও শ্রী হরণ করে। অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের আগার এই পৃথিবী এই ভাবে কামুকের অপরিচ্ছন্ন চিন্তার পূতিগন্ধময় প্রভাবে এই মহান্ধকার ঘোর নরকে পরিণত হয়, চন্দন-সুরভি এই দেহরূপ দেব-মন্দির, বিগলিত মূত্রপুরীষের জঘন্য আবর্জ্জনায় পরিণত হয়।

"এই জন্যই তোমাদিগকে সর্ব্বপ্রথম কামরিপুকে দমন করিতে হইবে, সর্ব্বপ্রথমে কামলাঞ্ছন মৃত্যুঞ্জয় সাজিয়া তবে সংসারের সমরাঙ্গনে প্রবেশ করিতে হইবে। আগে তোমাদিগকে ইন্দ্রিয়ের উপরে প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে, আগে তোমাদিগকে লালসার দশ-দিগ্-বিস্তারী বন্ধনময় জাল ছিঁড়িতে হইবে, তারপরে সংসারে প্রবেশ করিয়া জীবন্মুক্ত পুরুষের ন্যায় নির্ভয়ে বিচরণ করিতে হইবে।

"ভগবানের নাম তোমার এই প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার শ্রেষ্ঠ উপায়।



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

নামরূপী অমোঘ অস্ত্র দৃঢ়-হস্তে ধারণ কর এবং বীরবিক্রমে ইহা শত্রু-হননের জন্য পরিচালিত কর। অন্তরে পূর্ণ বিশ্বাস লইয়া, হৃদয়ে অফুরন্ত অনুরাগ লইয়া, চিত্তে আকণ্ঠ আকুলতা লইয়া শ্রীভগবানের পরমপবিত্র নামের সেবা কর এবং নামের মধ্য হইতে ত্রিজগতের সকল শ্রেষ্ঠ সম্পদ আহরণ কর। পৌরাণিক যুগে সমুদ্র-মন্থন হইয়াছিল, সেই আখ্যায়িকা বোধ হয় শুনিয়াছ। এই মন্থনের ফলে সমুদ্রগর্ভ হইতে স্বর্গের পক্ষেও যাহা সুদুর্লভ, এমন বস্তুসকল উৎপন্ন হইয়াছিল। পারিজাত পুষ্প, উচ্চৈঃশ্রব অশ্ব, ঐরাবত হস্তী, সর্ব্বজীবের দারিদ্র্য-বিনাশিনী স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী এবং সর্ব্বশেষে জরাব্যাধিবিদূরক মৃত্যুহারক অমৃত এই মন্থনের ফলে আবির্ভূত হইয়াছিল। ভগবানের নামকেও এইরূপ সর্ব্বসুধাকর সমুদ্র বলিয়া মনে করিবে। নামের সমুদ্র-মন্থন করিতে করিতে জগতের সকল শ্লাঘ্য সম্পদ, সকল শ্রেষ্ঠ গুণ, সকল বরণীয় মহিমা তোমার লাভ হইবে। তবে পৌরাণিক সমুদ্রমন্থন-কালে হলাহলও উঠিয়াছিল, কিন্তু অখণ্ড-নাম-সমুদ্রে সহস্র যুগ মন্থন করিলেও ইহা হইতে কখনও কালকূট উৎপন্ন হয় না, ইহা দ্বারা জীবের কখনও কোনও অমঙ্গল সাধিত হয় না।''

## বাহিরের ভাণ কমাও

উক্ত পল্লীর অপর এক ভক্ত যুবককে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

''অনেকেই নিজের অন্তরে ভগবদ্ভক্তির একটা আবেশ উপলব্ধি করিয়া থাকে, কিন্তু জানিয়া রাখিও, সত্যিকার ভগবৎপ্রেম





সাধন ব্যতীত কদাচিৎই আসে। নাম-সাধন করিতে করিতে অন্তরের সহস্র রুদ্ধ দুয়ার আপনি খুলিয়া যায় এবং প্রেমের প্রস্রবণ অফুরন্ত আবেগে ছুটিতে থাকে। সাধনে রুচিহীন ব্যক্তি সাময়িক ভাবপ্রবণতা বশতঃ যতই নর্ত্তন-কুর্দ্দন করুক না কেন, যতই অশ্রু-পুলক-স্বেদ-কম্পাদি বাহ্য সাত্ত্বিক লক্ষণ প্রদর্শন করুক না কেন, তাহাতে তাহার লৌকিক সম্মান বর্দ্ধিত হইতে পারে বটে, কিন্তু সাময়িক ভাবোচ্ছ্বাসকেই যাহারা চরম ও পরম বলিয়া জ্ঞান করিল, অন্তর-দেবতার সিংহাসন-তলে তাহাদের বাসি ফুলই পচিতে থাকে, তাহাতে সহস্র কীট জন্মিয়া পরস্পর পরস্পরের রুধির-লোলুপ হইয়া বীভৎস এক নরকোৎসবের সৃষ্টি করে। অতএব হে পুত্র, বাহিরের ভক্তির অনাবশ্যক ভড়ং পরিহার করিয়া মনের নিবিড় গোপনতায় অকপট-প্রাণে অমৃতময় নামের সাধন করিয়া ভক্তিকে জাগরিতা কর। প্রাণে প্রেম উপজিলে তাহা যখন নিজের স্বভাবে বাহিরের লক্ষণে প্রকটিত হইবে, তখন তাহা তোমার সাধন-বিঘ্নকর হইবে না। এখন তোমার সমগ্র দৃষ্টিকে কেন্দ্রীভূত কর একমাত্র নীরবতা-গভীর ও গোপনতা-মধুর নিভৃত সাধনের দিকে। বাহিরের ভাণ কমাও, ভিতরের কাজ বাড়াও।''

## ব্রহ্মচর্য্যই মহাবলের উৎস

উক্ত স্থানের অপর একটী যুবককে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

''সমগ্র জাতিটার দিকে একবার খোলা চক্ষে চাহিয়া দেখ। দেখিবে, এ জাতি এত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে যে, দেহের



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

বোঝাটাও যেন বহিতে অক্ষম। এ জাতি আজ এত শক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছে যে, নিজের সম্মান বা নিজের জননীর সম্মান কোথাও কখনো বিপন্ন হইয়া পড়িলে সে তাহার প্রতিরোধ সৃষ্টি করিতে সাহসী হয় না। এ জাতি আজ এত অসহায় হইয়া পড়িয়াছে যে, দারিদ্র্য তাহার বিশাল বদন ব্যাদিত করিয়া অগ্রসর হইলে সে তাহা হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য উপযুক্ত পরিমাণ পরিশ্রম করিতে পর্য্যন্ত কুণ্ঠিত। এই নিরুপায় দুর্দ্দৈবকে দূরীভূত করিবে কে জান? ব্রহ্মচর্য্যই এই দুঃখকর দুর্দ্দশা ঘুচাইতে সমর্থ হইবে। ব্রহ্মচর্য্য প্রত্যেকের বাহুতে বল দিবে। প্রত্যেকের আননে অটুট স্বাস্থ্যের হাস্যময় দীপ্তি ফুটাইয়া তুলিবে, প্রত্যেকের মধ্যে সংগ্রাম-কুশলতার সৃষ্টি ও পুষ্টিবিধান করিবে এবং সাহস, তেজস্বিতা ও অভয় দিয়া প্রত্যেকের চরিত্রকে অপরূপ শৌর্য্যে মণ্ডিত করিবে।"

## সংসারী সধবার ধর্ম্মসাধনা

ফরিদপুর জেলার টেংরা-নিবাসিনী জনৈকা মহিলাকে শ্রীশ্রীবাবামণি পত্র লিখিলেন,—

"বিবাহিত দম্পতীর উভয়েই যদি সদ্ধর্ম্মে আশ্রিত হয় এবং একই সাধন-প্রণালীর অনুসরণ করে, তাহা হইলে উভয়ের আধ্যাত্মিক অগ্রগমন অতি দ্রুত হইয়া থাকে। যদি স্বামী ও স্ত্রী উভয়ে বিভিন্ন প্রকার সাধন-পদ্ধতির অনুসরণ করে, কিন্তু উভয় সাধন-প্রণালীর মধ্যে এতটুকু মিল থাকে যে, অসংযম ও স্বার্থপরতার প্রশ্রয় একটীতেও নাই, তাহা হইলেও উভয়ের অগ্রগমনের সাহায্যই হইয়া থাকে। যেখানে একজন কোনও





সাধন-পন্থাবলম্বী নহে, অপরজন সাধন পন্থাবলম্বী, সেই স্থলে অগ্রগমন অনেক সময়ে বাধাপ্রাপ্ত হয়, একথা সত্য। তোমার স্বামী কোনও প্রকার সাধন-মার্গে চলিতে আস্থাসম্পন্ন নহেন বলিয়া তোমার পক্ষে মাঝে মাঝে বিঘ্ন উৎপাদিত হওয়া আমি কখনই বিচিত্র ব্যাপার বলিয়া মনে করি নাই। কিন্তু মা, এই সকল বাধাবিঘ্নের মধ্য দিয়াই পরমেশ্বরের ভজনা করিতে হইবে, তাঁহাকে ডাকিতে হইবে, তাঁহাকে প্রাণের গভীরতম প্রদেশে স্বর্ণময় ভক্তি-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। ধ্রুব-প্রহ্লাদাদির ইষ্ট-ভজন-পথে বাধাবিঘ্নের অন্ত ছিল না। কারো ছিল পরিবার-গঞ্জনা, কারো ছিল বাহিরের হিংস্র জন্তুর তাড়না। কিন্তু ভক্তরাজ এই সকল পরমাত্মসেবী ধন্য দেবপুরুষ কোন কিছুতেই সঙ্কল্পচ্যুত হন নাই। তাঁহাদের দৃষ্টান্ত তোমার ভিতরে উৎসাহ, উদ্দীপনা, প্রেরণা ও আবেগ সৃষ্টি করুক। তাঁহাদের অপূর্ব্ব চরিত্র, তাঁহাদের অতুলনীয় নিষ্ঠা, তোমার ভিতরে ঐশী শক্তির সঞ্চারণা করুক। মীরাবাঈ, করমোতি বাঈ বা যমুনা মাঈ প্রভৃতি ত্রিলোকধন্যা জগৎপূজ্যা সংসার-ত্যাগিনী কৃষ্ণপ্রেমপিপাসিনীদের স্বামীর সহিত সম্বন্ধ পরিহারের উপদেশ তোমাকে না দিয়া বলিতে চাহি যে, ধ্রুবের মত প্রেমিক হইয়া ঈশ্বর দর্শন করিয়া, প্রহ্লাদের মত ভক্ত হইয়া শ্রীহরির সাক্ষাৎ কৃপাধিকারী হইয়া, নিষ্কাম নিরপেক্ষ হইয়া সংসার-সেবা কর। অভয়স্বরূপ তিনি, তাঁকে ভজনা করিয়া সম্পূর্ণ ভয়হীনা হও মা।

"আমি মনে করিতেছি না যে, তোমার স্বামী শীঘ্রই ঈশ্বর-সাধন-রত হইতেছেন। তার জন্য তুমি বসিয়া থাকিও না। তোমার জীবনের সাধনানুরাগ, তোমার পরমেশ্বর-প্রীতি, তোমার



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

অকপট ভক্তি, তোমার ব্রহ্মনাম-নিষ্ঠা, তোমার দেহ, মন ও ব্যবহারের পবিত্রতা দর্শনে যখন তাঁহার মনে তোমার প্রতি শ্রদ্ধা আসিবে, তখন তাঁহার মন সহজেই পরমেশ্বরকে ডাকিবার জন্য ব্যগ্র হইবে, সন্দেহ নাই। মানুষ মানুষকে বক্তৃতা দিয়া সৎপথে আকর্ষণ করিতে তত পারে না, যত পারে নিজের জীবনের আচরণসমূহের মঙ্গল-প্রভাবের দ্বারা। তোমার স্বামীকে তুমি সত্যের পথে আকর্ষণ করিবার জন্য একান্ত ব্যাকুলা হইয়াছ দেখিয়া আমি অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিয়াছি। সেই স্ত্রীই যথার্থ ধর্ম্মপত্নী, যে তাহার স্বামীর জীবনে ধর্ম্মভাবের উত্তরোত্তর বিকাশ দর্শনে একান্ত অভিলাষিণী। স্বামীর সহিত রক্তমাংসের সম্বন্ধ বজায় রাখাই স্ত্রীর একমাত্র কর্ত্তব্য নহে, রক্তমাংসের অতীত নিত্যসত্য বস্তুর অপার্থিব অনুরাগের মধ্য দিয়া উভয়ের পূর্ণ মিলন-সাধনের চেষ্টাই স্ত্রীর পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবজনক। ইতিহাস হয়ত খোঁজ না রাখিতে পারে, কিন্তু জগতে বহু রমণীললামভূতা আদর্শ সতীরা নিজেদের স্বামীদের স্বার্থপরতা, হিংস্রতা, নীচতা, ক্লেদপঙ্কিলতা, কর্দয্য-লালসাপ্রিয়তা দূর করিয়া তাঁহাদিগকে দেবচরিত্র-পূর্ণতা-সুন্দর মহদাদর্শানুরাগী মহাপুরুষে পরিণত করিতে সমর্থা হইয়াছেন। আমি আশীর্ব্বাদ করি তুমিও তাঁহাদের অন্যতমা হও। আমি প্রাথনা করি, তোমার সংস্পর্শ সর্ব্বতোভাবে তোমার স্বামীর নৈতিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক অভ্যুদয়-লাভের হেতুভূত হউক।

"তোমার মাতঠাকুরাণীকে দীক্ষা নেওয়াইবার জন্য তোমার আগ্রহ দেখিয়াও সুখী হইয়াছি। যে কন্যা মাতার ধর্ম্মজীবনের উন্নতি-কামনা করে, সে-ই যথার্থ কন্যা। যথার্থ কন্যার পক্ষে





মাতার সাধন-বিষয়ে সৌকর্য্য-বিধানের চেষ্টা প্রকৃতই স্বাভাবিক। কিন্তু মা, তুমি যদি নিজে অকপটে সাধন-পরায়ণা হও, তাহা হইলে তোমার চেষ্টা ও অনুরাগ দেখিয়া আপনিই অপরাপরেরা সাধন-পথে চলিবার জন্য ব্যগ্র হইবে। নির্ভয়ে ও নিরাপদে যখন কেহ রাস্তা দিয়া মোটর-গাড়ী চড়িয়া যায়, তখন সেই গাড়ী ও সেই আরাম স্বচক্ষে দেখিবার পরেই না পথপার্শ্বে দণ্ডায়মান ব্যক্তিদের মোটরগাড়ী চড়িবার সাধ হয়! তোমার মাকে দীক্ষা পাওয়াইবার জন্য অন্য কোনও চেষ্টার বা কৃত্রিম আয়োজনের আমি আবশ্যকতা দেখি না। আশীর্ব্বাদ করি, তোমার ভিতরে সত্য জাগরিত হউক। সেই সত্যই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে আপনি আকর্ষণ করিবে। তুমি মা নিজে প্রাণপণে সাধন করিতে থাক। অমৃতময়, আনন্দময়, নিত্যসুখ-প্রদ নাম পাইয়াছ। সেই নামের সেবা করিতে থাক,—এক মনে, এক প্রাণে, এক ধ্যানে, এক লক্ষ্যে। ইহারই ফলে তোমার সকল আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবে। নামের সেবা করিতে করিতে সকল জ্ঞানের খনি তোমার জন্য উন্মুক্ত হইয়া যাইবে। নিয়ত নাম করিতে থাক মা। শ্বাসে-প্রশ্বাসে কর, হৃৎস্পন্দনে কর, হস্তপদ-সঞ্চালনে কর, শরীরের উত্থান-পতনে কর, সর্ব্বাবস্থায় কর, সকল ধ্বনির সাথে কর। নামের কৃপাই তোমার মধ্যে জগতের সকল রহস্যকে প্রকাশিত করিবে। নাম করিতে করিতে আপনিই সকল অজ্ঞাত তত্ত্বের সাক্ষাৎকার তুমি লাভ করিবে। নাম করিতে করিতেই বেদ-ব্রহ্ম তোমার মধ্যে জাগরিত হইবেন। অজ্ঞান মানব তখন তোমার স্পর্শমাত্রে জ্ঞানলাভ করিবে।

"সন্তানাদি হইবার পূর্ব্বে সাধন পাওয়াই স্ত্রীলোকের পক্ষে



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

অধিকতর সৌভাগ্যের দ্যোতক, কারণ, তখন অনেকটা বিনা বাধায় সাধন-ভজন করা যায়। কিন্তু এ সৌভাগ্যের অধিকারিণী সকল নারী হয় না। তাই, এজন্য আফশোষ করিয়া কোন লাভ নাই। সন্তান-সন্ততি এক হিসাবে ধর্ম্মপথের কণ্টক, তাহাতে সন্দেহ নাই কিন্তু অপর দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে ইহারা আবার ঈশ্বর-প্রেমের সহায়ক। নিজ গর্ভজাত এই সব ছেলেমেয়েকে তুমি যেমন ভালবাস, ভগবানের কথা ভাবিতে বাসিয়া সেই নিঃস্বার্থ ভালবাসাটাকে স্মরণ করিও এবং সেই ভালোবাসা ভগবানে আরোপ করিতে চেষ্টা করিও। এই সন্তানগুলিকে ভালবাসিয়া তুমি এমন এক মাতৃময়ী প্রকৃতির অধিকারিণী হইয়াছ, যাহা ভগবানের উপর অর্পণ করিলে তুমি যীশুর মাতা মেরী হইবে, কৃষ্ণের মাতা যশোদা হইবে, গৌরাঙ্গের মাতা শচীদেবী হইবে।

"সংসারে, শ্বাশুড়ী, দিদি-শ্বাশুড়ী প্রভৃতির সেবা-যত্ন প্রভৃতি কর্ত্তব্য কর্ম্ম নিষ্ঠাপূর্ব্বক করিবে এবং সেই সমস্ত কার্য্য করিবার সময়ে মনে মনে চিন্তা করিবে, যেন তুমি ভগবানেরই সেবা করিতেছ। সঙ্গে সঙ্গে শ্বাসে-প্রশ্বাসে ভগবানের নাম স্মরণ ত' করিবেই। ভগবান্ সকলের ভিতরেই আছেন। স্বামী, পুত্র, দেবর, ভাসুর, শ্বশুর, শ্বাশুড়ী, চাকর, চাকরাণী, প্রতিবেশী, প্রতিবেশিনী সকলের ভিতরেই ভগবান রহিয়াছেন। তাঁহাদের প্রত্যেকের প্রতি নিজ সাংসারিক মর্য্যাদানুযায়ী কর্ত্তব্য পালন করিবার সময়ে মনে রাখিবে যে, উহাদের ঐ ঐ ভিন্ন ভিন্ন বহিঃপ্রকাশের মধ্য দিয়া এক অখণ্ড-পরমেশ্বরই লীলা করিতেছেন এবং প্রত্যেকের প্রতি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে কর্ত্তব্যানুরূপ সেবা দিবার





কালে তুমি সেই একেরই সেবা করিতেছ।—ধর্ম্মের সাধন কঠিন হইলেও শ্রীভগবানের কৃপাতেই তোমার সকল দুর্গম পথ সুগম হইয়া যাইবে। কিছুই চিন্তা করিও না মা।

"তোমার বায়ু যখন বেশী প্রবল, তখন তুমি রাত্রিতে শয়নের কালে নাভিমূলে ভগবানকে ধ্যান করিয়া সেই স্থানেই মনঃস্থির করিয়া নাম জপ করিতে থাকিবে। কখনও দারুণ ভয়ের উদ্ভব হইলে মন বক্ষে রাখিয়া, চরিত্র-মধ্যে অত্যধিক বাচালতা প্রকাশ পাইলে মন কণ্ঠমূলে রাখিয়া, ইন্দ্রিয়-চপলতা প্রশ্রয় পাইতে চাহিলে মন যোনিমণ্ডলে রাখিয়া নাম জপিবে। অপরাপর সময়ে নামজপ করিতে সচরাচর মনকে ভ্রূমধ্যে রাখিবে।

"কিছুদিন চেষ্টা না করিলে সাধারণতঃ কাহারই আসন প্রভৃতি অভ্যস্ত হয় না। পদ্মাসন খুব উৎকৃষ্ট আসন। একটু কষ্ট হইলেও ক্রমে ক্রমে এই আসনটা অভ্যাস করিয়া লইতে চেষ্টা করিবে। যাহাদের শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল, তাহাদের পক্ষে বেশীক্ষণ আসন করিয়া বসিয়া থাকা প্রথম সময়ে একটু ক্লেশকর বোধ হয় সত্য কিন্তু অভ্যাসের শক্তি মা অপরিসীম। তোমাদের দেহের দুর্ব্বলতা যাহাতে দূর হইয়া যাইতে পারে, তার জন্যই আমি মেয়েদেরও ব্যায়ামের পক্ষপাতী। তোমার পক্ষে হয়ত ব্যায়াম আর সম্ভব হইয়া উঠিবে না, কিন্তু তোমার প্রত্যেক ছেলেমেয়ে যাহাতে ভবিষ্যতে ব্যায়ামের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে, তাহার জন্য এখন হইতেই প্রস্তুত থাক।

"কি স্ত্রী, কি পুরুষ, কি বালক, কি বৃদ্ধ, সাধক মাত্রেরই সংযমের সাধনা একান্ত আবশ্যক। কারণ, ইন্দ্রিয়-সংযম ব্যতীত ব্রহ্মজ্ঞান জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করে না। ভোগলালসায় যে অধীর,





Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

তার নিকটে শ্রীভগবানের প্রেমরাজ্যের কোনও নয়ন-বিমোহন আলেখ্য আসিয়া আত্মপ্রকটন করে না, কোনও অনুভূতি সহজে ধরা দিতে চাহে না। কিন্তু সধবা রমণীর পক্ষে একার চেষ্টায় পূর্ণ সংযম অসম্ভব,—তার পক্ষে তার স্বামীকেও সংযমী করিবার চেষ্টা আবশ্যক। কামমোহে আচ্ছন্ন হইয়া হিতাহিত বিবেচনা ভুলিয়া স্বামী যদি শুধু ইন্দ্রিয়ের চরিতার্থতাই তাহার স্ত্রীর নিকট হইতে খোঁজে, তবে তাহাকে স্বামীর হিতবুদ্ধি ফিরাইয়া আনিবার জন্য চেষ্টা করিয়া ধর্ম্মপত্নী নামের সার্থকতা সম্পাদন করিতে হইবে। নিজের উদ্দাম আচরণ ও বিলাসপ্রিয়তাকে যথাসাধ্য সঙ্কুচিত করিয়া আনিয়া নাম-সাধনালব্ধ তপঃশক্তির বলে প্রত্যেক ধার্ম্মিকা স্ত্রীরই কর্ত্তব্য নিজ নিজ স্বামীকে সৎপথাশ্রিত করিবার জন্য ঐকান্তিকী চেষ্টা করা। যেখানে স্বামীর সহিত সম্পূর্ণ ইন্দ্রিয়-সংযম-ব্রত পালন করা একান্ত অসাধ্য, সেই স্থলে অন্ততঃ ঋতুমতী অবস্থায় পাঁচ দিন, রবিবার, বৃহস্পতিবার এই দুইটী বারে, একাদশী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা এই তিনটী তিথিতে জিদ্ করিয়া স্বামী-সংসর্গ-বিরহিতা হইয়া থাকিবার চেষ্টা করা উচিত। যেখানে ইহার জন্য অত্যাচার, উৎপীড়ন, কলহ, মনোমালিন্য প্রভৃতির দ্বারা শান্তিনাশের নিশ্চিত সম্ভাবনা, সেখানে দৈহিক ভাবে স্বামীকে সহযোগিতা দিলেও চিত্তকে সম্পূর্ণ অসহযোগী এবং দৈহিক সুখলিপ্সাহীন করিয়া রাখিলেও একপ্রকারের সংযম হইয়া থাকে, ইহা বলা যাইতে পারে। কিন্তু এগুলি সবই বিকল্প বা আপদ্ধর্ম্ম হিসাবে উপদেশ। পূর্ণ সংযমের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া চলা কর্ত্তব্য এবং সন্তানাদি লাভের বা উভয়ের মধ্যে গভীর প্রীতি ও আন্তরিক ঐক্য সঞ্জননের প্রয়োজন ব্যতীত অন্য





সর্ব্বপ্রকার সহবাস বর্জ্জন করার চেষ্টাই সঙ্গত। কারণ, লক্ষ্য যার উঁচুতে থাকে, সে যদি মাঝে মাঝে পতিতও হয়, তবু সে খুব নীচে গড়াইয়া পড়িতে পায় না।

"ভগবন্নামের সেবা তোমাকে সর্ব্বপ্রকার সংযমের সামর্থ্য প্রদান করিবে এবং তোমার দাম্পত্য জীবনের চিরসঙ্গী স্বামীটীরও মধ্যে সংযমের শক্তি জাগাইয়া দিবার ক্ষমতা তোমাকে দিবে। ক্রোধ দমনের ক্ষমতা, লোভ দমনের ক্ষমতা, ইন্দ্রিয়-সম্ভোগের দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা দমনের ক্ষমতা নামের সেবা হইতেই তুমি লাভ করিবে।

"রেলে বা ষ্টীমারে চলিতে লোকের মধ্যে আসন করিয়া বসিতে যদি অসুবিধা বিবেচনা কর, তবে আসন করিবার প্রয়োজন নাই। উপাসনার সময় উপস্থিত হইলে অমনি নামের সেবা আরম্ভ করিয়া দিবে। অপরকে স্পর্শ না করিয়া নাম করিতে পারিলেই ভাল, কিন্তু উপায় না থাকিলে অগত্যা অপরকে স্পর্শ করিয়াই নাম করিতে থাকিবে। বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ভুক্ত সাধক-সাধিকাদের বিভিন্ন প্রকারের বাছ-বিচার আছে। বিভিন্ন সম্প্রদায় বিভিন্ন দিক্‌কে প্রাধান্য দেন। কিন্তু তোমাদের তাহা নাই। তোমাদের পরমেশ্বর উত্তরে, দক্ষিণে, পূর্ব্বে, পশ্চিমে, সব দিকেই আছেন। তোমাদের পরমেশ্বর-রূপ সূর্য্য সব দিকেই উদিত হন। তোমাদের সুমেরুর চুম্বক-পর্ব্বত সকল দিকেই বিরাজিত। তোমাদের মক্কা সকল দিকেই আছে। তোমাদের ধ্রুবতারা কোটি ব্রহ্মাণ্ডের সকল আকাশের সর্ব্বত্রই সমভাবে সমুদিত। পবিত্র বা অপবিত্র, স্নাত বা অস্নাত, সর্ব্বাবস্থায় বসিয়া নামের সেবা চলিতে পারে। এমন কি, অপরাপর সম্প্রদায়



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

ঋতুমতী অবস্থাতে স্ত্রীলোকদিগকে সন্ধ্যা-বন্দনাদি ও নামজপ করিতে নিষেধ করেন, কিন্তু তোমাদের পক্ষে ঐরূপ কোনও নিষেধ নাই। তবে, স্নাত ও শুচিতার মানসিক সংস্কারযুক্ত অবস্থাতে মন সহজে নামে বসে বলিয়া, তাহা প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই। বিধি-নিষেধের বেড়াজালে দেহ-মনকে না ঘিরিয়া ফেলিয়া, নামের দ্বারা দেহ-মন-প্রাণকে ঘিরিয়া ধর। নামের কাছেই আত্মসমর্পণ কর, নামের মধ্যেই নিজেকে লুপ্ত করিয়া দাও, নামের সমুদ্রে ডুবিয়া যাও।''

## কামশান্তির উপায়

খুলনা মূলঘর-নিবাসী জনৈক ভক্ত-যুবককে শ্রীশ্রীবাবামণি পত্র লিখিলেন,—

''কাম-প্রবৃত্তির দুরন্ত অত্যাচার তোমার উপরে চলিতেছে সত্য, কিন্তু এই দুর্নিবার কামও ভগবৎ-সাধকের নিকটে অতি সহজে বশীভূত হইয়া পড়ে। তুমি সাধন-পরায়ণ হও, কাম তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে পারিলে বাঁচিবে। সাধনের ফলে রাক্ষসী কামুকতাই পবিত্রতম প্রেমে পরিণত হইয়া তাপদগ্ধ জগৎকে শান্তির অমিয়-নির্ঝরে স্নাত করিবে।

''যাহাকে দর্শনমাত্র তোমার অন্তরে কাম-প্রবৃত্তি গর্জ্জন করিয়া ওঠে, প্রকৃত প্রস্তাবে তার মুখের ঐ কমনীয় কান্তি কার মুখের কান্তি? তার চোখের ঐ স্নিগ্ধোজ্জ্বল ছটা কার চোখের ছটা? তার সর্ব্বাঙ্গের উচ্ছ্বসিত রূপরাশি কার অঙ্গের রূপ?

''নিশ্চয়ই এ সব ভগবানের। মানুষে এসব সৃষ্টি করিতে পারে না, এ সব তাঁরই নিজের বিভূতি। কিন্তু অসাধক মন তাহা





বুঝিতে পারে না। পরন্তু, সাধকের মন ঐ কান্তিতে, ঐ ছটাতে, ঐ রূপলাবণ্যে শ্রীভগবানের সাক্ষৎ উপস্থিতি অনুভব করিয়া মৃত্যুহারী অমৃত আহরণ করে। অসাধক অজ্ঞান যাহা দর্শনে কামের তীব্র হলাহলে আপাদমস্তক অসহনীয়রূপে জালাময় অনুভব করে, সাধক ব্যক্তি তাহারই মধ্য হইতে বিশ্বভুবনের প্রাণমনোহারী স্নিগ্ধ মাধুর্য্য চয়ন করে।—তুমি বাবা, আজ সাধক হও, সাধনার বলে সর্ব্ব-কল্যাণের শত্রু এই কামকে দহন করিয়া তাহার চিতাভস্মের বনিয়াদে নূতন এক দেবজীবনের পত্তন কর।''

## নামের সহিত প্রাণ বাঁধ

খুলনা-নিবাসী জনৈক ঈশ্বর-সাধক যুবকের নিকটে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

''বিশ্বমানবের সন্তান তুমি, চতুর্দ্দিকের জড়বাদীর কলরব শুনিয়া নিজ অধ্যাত্ম-চেতনা হারাইও না। নামের সহিত শক্ত করিয়া প্রাণ বাঁধিয়া রাখ। ইহা হইতেই অভয় জাগিয়া উঠিবে। ইহাই মৃত্যুকে জয় করিবে।''

রহিমপুর আশ্রম,
২০শে ভাদ্র, ১৩৩৮

## মুশ্লিম-যুবকদের মধ্য হইতে পাপাচার নির্ব্বাসন

অদ্য শেষ রাত্রে উঠিয়াই শ্রীশ্রীবাবামণি পত্র লিখিতে বসিলেন। জাঁহাপুর-নিবাসী একটী মুসলমান যুবককে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

''মুসলমান যুবকদের মধ্যেও এত দুর্নীতি ও কদাচার প্রবেশ



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

লাভ করিয়াছে যে, ইহার প্রতীকার করিয়া সমগ্র সমাজটাকে যথার্থ উন্নতির পথে টানিয়া আনিতে হইলে বহু সর্ব্বত্যাগী জিতেন্দ্রিয় পুরুষের আত্মোৎসর্গের প্রয়োজন। আমি চাহিতেছি, তুমি তোমার সমাজ-মধ্য হইতে কদাচার, ব্যভিচার, ইন্দ্রিয়-পরায়ণতা এবং অসংযম দূরীভূত করিবার জন্য মহোৎসাহ-সহকারে আত্মগঠন করিতে আরম্ভ কর।

''জগতের কোনও মহৎ কার্য্য সামান্য সময় মধ্যে সম্পাদিত হয় না, সামান্য তপস্যা দ্বারাও নহে। যুগের পর যুগ ধারাবাহিক ভাবে অক্লান্ত শ্রম স্বীকার করিতে করিতে এবং বিশ্বামিত্রের ন্যায় তীব্র তপস্যারই ফলে জগতের সকল সুমহৎ কার্য্য সম্পাদিত হইয়া থাকে। অতএব, স্ব-সমাজ-ভুক্ত যুবকদের মধ্য হইতে ইন্দ্রিয়গত পাপাচার নির্ব্বাসিত করিতে হইলে তোমাকে এবং তোমার পরবর্ত্তিগণকে পুরুষানুক্রমে খাটিতে হইবে এবং তোমাদের প্রত্যেকের জীবনে ভগবৎ-সাধনা-লব্ধ ত্রিলোক-বিজয়িনী তপঃশক্তির সমাবেশ ঘটাইতে হইবে।''

## সত্য-পালন ও ইন্দ্রিয়-সংযম

জাঁহাপুরের একটী হিন্দু যুবকের নিকটে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

''সত্য পালনের চেষ্টা ইন্দ্রিয়-সংযমের এক বিরাট সহায়। সর্ব্বদা সত্যরক্ষার চেষ্টা করিতে করিতে তোমার বাক্যের মধ্যে প্রচ্ছন্ন-ভাবে এমন এক শক্তি জাগ্রত হইবে যে, কোনও একটা কাজ করিবে না বলিয়া উচ্চারণ করিয়া ফেলিলে আর প্রাণান্তেও তাহা করিয়া উঠিতে পারিবে না। সত্য-পালনের চেষ্টা যদি





তোমার প্রতি কার্য্যে যথাসাধ্য বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে ভীষণ প্রলোভনের সমক্ষে পড়িয়াও তুমি সত্যেরই বলে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইবে, তোমার নির্ম্মল চরিত্রকে নিষ্কলুষ নিষ্কলঙ্ক রাখিতে পারিবে। 'এই নারীর পানে তাকাইব না',—মুখ হইতে এ বাক্য বাহির হওয়া মাত্র তোমার সত্য-পালনের শক্তি তোমার দৃষ্টিকে অন্য দিকে টানিয়া লইবে। 'এই নারীর দেহ স্পর্শ করিব না',—এই কথা উচ্চারণ করিবামাত্র তোমার সত্য-পালনের অভ্যাস-লব্ধ আশ্চর্য্য শক্তি তোমাকে বহু দিবসের লালসার বিষয়ীভূত একান্ত আকর্ষণকারী শরীরটীর কাছ হইতে দূরে সরাইয়া নিবে। 'বাক্য বিনিময়ের দ্বারা পাপের ইন্ধন বর্দ্ধিত করিব না',—এই কথাটী কহিবামাত্র তোমার রসনা বাক্যোচ্চারণের সামর্থ্য হারাইবে। সত্য-পালনের চেষ্টা হইতে এই ভাবেই ইন্দ্রিয়-দমনের শক্তিলাভ হইয়া থাকে। অতএব, দৈনন্দিন প্রতি কার্য্যে সত্যরক্ষার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিবে।

''সত্যের মহিমা সম্বন্ধে সর্ব্বশাস্ত্র সমান মুখর। কেহ বলিয়াছেন,—সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ ও সত্য এই উভয়ের তৌল করিলে সত্যেরই ওজন বেশী হয়। কেহ বলিয়াছেন,—সত্য অপেক্ষা ধর্ম্ম নাই, সত্যই পরব্রহ্ম। সত্যের স্তুতিব্যঞ্জক তাঁহাদের অফুরন্ত এই সব প্রশংসা-ভাষণের সহিত আমি আর একটী কথা যুক্ত করিতে চাহি যে,—সত্যই সংযমের শ্রেষ্ঠ বান্ধব। আমি আমার নিজের জীবনে ইহা শতবার প্রত্যক্ষ করিয়াছি।''

## ব্রহ্মচর্য্য থাকিলে বাঙ্গালী আরও বড় হইত

ত্রিপুরা শ্যামগ্রাম-নিবাসী জনৈক যুবককে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

"এই বাঙ্গালী জাতিটাকে যথার্থই জগদ্বরেণ্য করিয়া তুলিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে যাহার আবশ্যক, তাহা হইতেছে ব্রহ্মচর্য্য। যে জাতির কর্ম্মীরা দিনের পর দিন কালাজ্বরে তিল তিল করিয়া মরিয়াও নীরবে নিজ কর্ত্তব্যের সুমহৎ ব্রত উদ্‌যাপনে অকুণ্ঠিত নিষ্ঠার পরিচয় দিতে সহস্র সহস্র ক্ষেত্রে সমর্থ হইয়াছেন, সেই জাতিটার মেরুদণ্ড যদি ব্রহ্মচর্য্যের মহীয়সী শক্তিতে ব্যাপকভাবে শক্ত করিয়া তোলা যাইত, তাহা হইলে জগতে সে না-জানি কি-ই করিত! বাঙ্গালীর কবিত্ব, বাঙ্গালীর ভাবুকতা, বাঙ্গালীর আদর্শবাদিতা, বাঙ্গালীর উৎসর্গপরায়ণতা তাহাদের পরাকাষ্ঠায় পৌঁছিতে পারিত, যদি জাতিটার মনুষ্যত্বের বনিয়াদটা কেহ ব্রহ্মচর্য্যের অনমনীয় প্রস্তর দিয়া বাঁধিয়া দিতে পারিত। বহু বাঙ্গালী কর্ম্মী আমি দেখিয়াছি যাঁহারা ছোটনাগপুরের চির-দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট নরনারীর অপেক্ষা অল্পতর এবং কদর্য্যতর আহারীয় গ্রহণ করিয়াও হাসিমুখে দিনের পর দিন দেশের সেবা করিয়াছেন, যাঁহারা ম্যালেরিয়ায় ধুঁকিতে ধুঁকিতে পরার্থ-সাধনার নির্ম্মম যূপকাষ্ঠে কাঁচা মাথাটা অবহেলে পাতিয়া দিয়াছেন। কিন্তু এ জাতি যদি ব্রহ্মচর্য্য পালিতে শিখিত, কিভাবে উদ্দাম ভোগাকাঙ্ক্ষাকে চতুর্দ্দিক হইতে গুটাইয়া আনিয়া জীবনের একটীমাত্র কেন্দ্রে সমস্ত কামনা-বাসনাকে বসাইয়া দিতে হয়, সে কৌশল জানিত, তাহা হইলে প্রত্যেকটী মিনিটে এক সহস্র করিয়া এইরূপ বা ইহা অপেক্ষাও শক্তিশালী আত্মোৎসর্গীরা আত্মপ্রকাশ করিয়া চরাচর-ধরিত্রীকে বিস্ময়ে স্তম্ভিত করিয়া দিতে সমর্থ হইতেন। এইরূপ আকাঙ্ক্ষা করা কি অনুচিত যে, হউক বাঙ্গালী তার উৎসর্গ-প্রতিভায় সমগ্র জগতের পূজ্য,





দেব-সমাজেরও বরণীয়, কোটি কোটি অনাগত শতাব্দী ব্যাপিয়া ইতিহাসে অতুলনীয়?"

রহিমপুর আশ্রম,
২১শে ভাদ্র, ১৩৩৮

## সংসারাসক্তি ও দুঃখ

অদ্য শ্রীশ্রীবাবামণি শেষরাত্রে উঠিয়াই পত্র লেখা শুরু করিয়াছেন। ময়মনসিংহ জেলা-নিবাসী জনৈক ভক্তকে লিখিলেন,—

"তোমার দুঃখ, বিপদ ও অশান্তির কথা শুনিয়া বিন্দুমাত্রও বিচলিত হই নাই। কারণ, অপ্রত্যাশিত দুঃখ এবং অসহনীয় লাঞ্ছনার মধ্য দিয়াই অমৃতের সন্তানেরা জীবন গড়িয়া তুলিবে। জগতের কোটি কোটি দুঃখার্ত্তের দুঃখ তোমাদের জীবনের উৎসর্গের দ্বারা দূরীভূত হইবে, এইজন্যই দুঃখের স্বাদ যে কেমন, পরমাত্মা তাহা তোমাদিগকে এত যত্নের সহিত শিখাইয়া লইতেছেন। দুঃখ দেখিয়া মুসড়িয়া পড়িও না, হতাশ হইয়া যাইও না।

"তোমার যে আত্মসম্মানের সংগ্রাম চলিতেছে, তাহা শুধু তোমার সংসারাসক্তির হেতুতেই এত কঠোর ও পরাজয়-সঙ্কুল হইয়া রহিয়াছে। সংসারী জীবন-যাপন করিবার যে প্রচ্ছন্ন কামনা অন্তরের ভিতরে রহিয়াছে, তাহাই তোমার আত্মসম্ভ্রমজ্ঞানকে প্রতিদিন এত পীড়িত ও এত লাঞ্ছিত করিতেছে। তোমার সমগ্র শক্তিটাকে ব্যবহার করিয়া একবার দেখ দেখি, সংসার-জীবনের মোহটা কিছুদিনের জন্য পরিত্যাগ করিতে পার কি না। অবশ্য, যে জীবনই তোমার গ্রহণীয়



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

হউক, তোমার সহধর্ম্মিণী তোমার নিত্য-সঙ্গিনী।—মনটাকে ত্যাগের উচ্চ শিখরে অধিরোপণ করিয়া দুঃখ-সহনে প্রস্তুত হও।''

## জাতীয় জীবন ও জাতীয় শিক্ষা

ত্রিপুরা জেলা-নিবাসী জনৈক কর্ম্মীকে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

''জাতীয় জীবন গড়িবার জন্যই যে সব শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের জন্ম হইয়াছে, লোকে যদি স্বেচ্ছায় সাগ্রহে সেই সব প্রতিষ্ঠানের প্রতি তাহাদের সাহায্য-হস্ত প্রসারিত না করে, তবে বুঝিতে হইবে, এই জাতি নিজের মঙ্গল চাহে না। জাতীয় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানকে উপবাসী রাখা আর জাতীয় মনুষ্যত্বের জন্য চির উপবাসের পথ প্রশস্ত করা, একই কথা। সহস্র দিকে সহস্র অপব্যয় করিয়া মানুষ এই মহৎ প্রয়োজনের বেলাতেই একান্ত সঞ্চয়ী। এই সঞ্চয়ের প্রকৃত নাম অমিতব্যয়িতা ব্যতীত আর কিছুই নহে। কারণ, বালক-চিত্তকে পরাধীনতার সংস্কার হইতে মুক্ত করাই সমগ্র জাতীয় প্রতিষ্ঠাকে দৃঢ়ীভূত করা।

''কিন্তু জাতীয় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের প্রতি জনসাধারণের বদান্যতা যে অধিক দূর অগ্রসর হইতে চাহিতেছে না, তাহারও সঙ্গত কারণ রহিয়াছে। বিদ্যার্থীরা যদি নিঃস্বার্থচেতা ও সর্ব্বতোশুদ্ধ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর-চরিত্রবিশিষ্ট ত্যাগবুদ্ধি অধ্যাপকের সংসর্গ না পায়, তাহা হইলে শুধু ''জাতীয়'' এই সাইনবোর্ড টাঙ্গান থাকিলেই বিদ্যালয়ের দ্বারা জাতীয় জীবন গঠিত হইবে না। অধ্যাপকেরা যদি নিজেদিগকে মাহিনার চাকর ব্যতীত আর কিছু ভাবিতে না





পারে, কিম্বা মাস কাবারে মাহিনার টাকা গণা ব্যতীত জীবনের অপর কোনও মহৎ লক্ষ্য যে আছে বা থাকা উচিত, একথা যদি তাহাদের ধারণায় না আসে, ছাত্রদের জীবন-মধ্যে কোনও সত্য প্রেরণা জাগাইয়া দেওয়াতেই যে শিক্ষকতার সার্থকতা, এই কথা যদি তাহাদের স্মরণে না থাকে, তাহা হইলে এমন শিক্ষকের হাতে কখনো জাতীয় জীবন গড়িয়া উঠিতে পারে না। ভাড়াটে শিক্ষকের দ্বারা চরিত্রগঠন অসম্ভব, যদিও কতকগুলি বই পড়ানোর কাজ তাহা দ্বারা অনায়াসে চলিতে পারে। অবশ্য গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য মাহিনা কিছু নিলেই যে শিক্ষক শিক্ষকতার অযোগ্য হইয়া পড়িবেন, তাহা নহে। তার অন্তরে থাকা চাই সত্যোপলব্ধি, ভিতরে থাকা চাই সর্ব্বপ্রলোভন-জয়ী অখণ্ড-চরিত্রবল। কারণ, কতকগুলি পুস্তক পড়াইয়া যাইবার নামই শিক্ষা নহে, নিজের আশা, আকাঙ্ক্ষা, আদর্শ ও চরিত্র-বলকে ছাত্রের মধ্যে সংক্রামিত করিয়া দেওয়ার নামই শিক্ষা। বিদ্যার্থীদের পরস্পরের মনকে অচ্ছেদ্য প্রেমের বন্ধনে পরস্পরের প্রতি বাঁধিয়া দেওয়া এবং সত্য ও ন্যায়ের প্রতি সুদৃঢ় নিষ্ঠা সৃষ্টি করিয়া প্রত্যেক বিদ্যার্থীকে নিজ নিজ কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সুকঠোর চিন্তায় অভ্যস্ত করিয়া দেওয়াই শিক্ষার উদ্দেশ্য। সদাচারাভ্যস্ত সুনিয়মিত সরল অনাড়ম্বর জীবনের সহিত আত্মোৎসর্গের তপঃশুদ্ধ প্রেরণা জাগাইয়া দেওয়ার নামই শিক্ষা। প্রতিষ্ঠান-গুলিকে এক একটী ভাব-সম্পদের সাম্রাজ্যরূপে সৃষ্টি করিয়া তুলিতে হইবে,—বিদ্যার্থী যেন এখানে আসিয়া সত্য, প্রেম ও সৌন্দর্য্যের উপাসনা করিতে স্বতঃই অনুরাগী হইয়া পড়ে।''



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

## সমাজ-সংস্কার অবশ্যম্ভাবী ব্যাপার

অদ্য অপরাহ্ণে কতিপয় অভ্যাগতের সহিত আলোচনা-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সমাজ মাত্রেই পরিবর্ত্তনশীল। গতকাল তার যা রূপ ছিল, আজ আর তা নেই; আবার আজ তার যা রূপ হয়েছে, আগামী কাল তা থাক্‌বে না। নিজে নিজেই সমাজ এভাবে রূপান্তর পাচ্ছে। অনেক সময়ে সে রূপান্তর এত ধীর, এত স্বাভাবিক যে, কেউ হয়ত টেরই পায় না যে, রূপটা বদলাচ্ছে। কিন্তু অনেক সময়ে সমাজের রূপকে জোর ক'রে বদ্‌লে দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে। অতীতের অনেক প্রথা, যা আজকালকার ধাতে সইবে না, অথচ সমাজকে পরিত্যাগও কচ্ছে না, এমন সব প্রথাকে বর্ত্তমান জীবনযাত্রা থেকে নির্ব্বাসিত ক'রে দেবার আবশ্যকতা আসে। এই সময়েই সমাজ-সংস্কারকদের আবির্ভাব ঘটে।

## সমাজ-সংহার কাম্য নহে

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু দেখ্‌তে হবে যে, সমাজ-সংস্কার কত্তে গিয়ে সমাজ-সংহার হচ্ছে কিনা। হয়ত একটা পাপ ঘুচাতে গিয়ে দশটা পাপের ভিত্তি-পত্তন করা হ'ল। হয়ত এক ছটাক অমঙ্গলকে তাড়াতে গিয়ে পাঁচ মণ অমঙ্গলকে আনা হ'ল। সমাজকে সংস্কৃত করার মানেই হচ্ছে, তাকে সুশ্রীতর, সবলতর, শুদ্ধতর করা। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হচ্ছে কি না, তার দিকে যাঁদের তীক্ষ্ণ লক্ষ্য নাই, তাঁরা অনেক সময়ে সমাজ-সংস্কার কত্তে গিয়ে সমাজ-সংহার করেন।





## সমাজ-সংস্কারের সাফল্যের পরিচয়

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কেউ যদি তোমরা আমাকে জিজ্ঞাসা কর যে, সমাজ-সংস্কার ঠিক্ ঠিক্ হচ্ছে কি না, তা বোঝবার উপায় কি, তবে কুণ্ঠাহীন চিত্তে আমি একটা "থার্ম্মোমিটার" তোমার হাতে তুলে দিয়ে সমাজের উন্নতি-অবনতি বিচার কত্তে বল্‌ব। সেই থার্ম্মোমিটারটী হচ্ছে, "পবিত্রতা।" সমাজ-সংস্কারের প্রয়াস বা সাফল্য যখন নরনারীর ভিতরে পবিত্রতার স্নিগ্ধতাকে প্রতিষ্ঠিত করে, তখন সমাজ নীরোগ, সুস্থ, কুশলবন্ত। আর, লালসার তাপ, বাসনার বহ্নিমালা, ইন্দ্রিয়সুখ-ভোগেচ্ছার জালাময়ী তাড়না যখন জাতির অঙ্গকে প্রতপ্ত করে, তখন আমার দৃষ্টিতে সেই জাতি বা সমাজ ব্যাধিগ্রস্ত ও চিকিৎসার পাত্র। যখনি কোনো সংস্কারক দেশ বা সমাজের মধ্যে পবিত্রতার অনাড়ম্বর প্রশান্তিকে বর্দ্ধিত কর্ব্বেন, তখনি তিনি সমাজের প্রকৃত সংস্কার সাধন কর্ল্লেন ব'লে আমি স্বীকার কর্ব্ব। যখন দেখ্‌ব, কোনও সমাজের যুবকেরা লালসার তাড়নায় হিতাহিতবোধবর্জ্জিত হ'য়ে শুধু রমণীর সন্ধানেই ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং তাদের সকল শিল্প, সাহিত্য, কর্ম্মপ্রয়াস ঐ একটী বিষয়কে কেন্দ্র ক'রেই আত্মপ্রসাদের চেষ্টা পাচ্ছে, তখন বুঝবে, সংস্কার কিছু হয়নি, সংহারই হয়েছে। যখন দেখবে, কোনও সমাজের যুবতীরা যোগ্য পাত্রের অপেক্ষায় অসীম সহিষ্ণুতা সহকারে প্রতীক্ষার ও আত্মদমন করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে এবং যাকে তাকে যেমন তেমন ভাবে নিজের উপরে প্রভুত্ব কত্তে দিচ্ছে, তখন বুঝবে, জাতি এক পা-ও উপরের দিকে ওঠেনি, অতলস্পর্শ পতনের গহ্বরেই গিয়ে ডুবেছে। সমাজ-সংস্কার যদি অপবিত্রতাকে



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

প্রসারিত করে, দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেয়, দুশ্চরিত্রতাকে পক্ষ-বিস্তারের সুযোগ দেয়, সংযম ও সতীত্বের আদর্শকে বিদ্রূপ কর্ব্বার প্ররোচনা দেয়, তবে বুঝতে হবে, সংস্কারের প্রকৃত উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হ'য়ে গেছে।

## সুস্থ সমাজের লক্ষণ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সমাজকে সুসংস্কৃত কর্ব্ব, পরিশোধিত কর্ব্ব, বল-বীর্য্যশালী কর্ব্ব, আদর্শস্থানীয় কর্ব্ব, এই জাতীয় মনোবৃত্তি প্রত্যেকের ভিতরই পরিপুষ্ট হওয়া উচিত। এইটী হচ্ছে সুস্থ সমাজের লক্ষণ। যে সমাজে এইরূপ মনোভাবসম্পন্ন লোকের সংখ্যা যত বেশী, সে সমাজ তত সজীব, তত প্রাণবান্। এই মনোভাব যখন কমে যায়, ''যেমন হচ্ছে হোক্, যেমন যাচ্ছে যাক্'', এই রকমের উদাসীনতা যখন বৃদ্ধি পায়, সমাজের জীবনের তখনই যত কুপ্রথা আর কদাচার দিব্যাচার ব'লে পূজা পায়। জগতের যাঁরা মঙ্গলকামী, তাঁদের কর্ত্তব্য সংস্কার এবং পরিশোধনের মনোবৃত্তিকে সর্ব্বত্র প্রসারিত ক'রে দেওয়ার চেষ্টা করা।

## সমাজ-সংস্কারের শ্রেষ্ঠ উপায়

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—যখন কোনও সমাজকে সংস্কৃত কর্‌বার প্রয়োজন হয়, তখন সংস্কারকদের কর্ত্তব্য, সর্ব্বাগ্রে আত্ম-সংস্কার সাধন এবং তারপরে অপরকে নিজ নিজ জীবন-সংশোধনে উৎসাহ প্রদান। নিজেকে সংশোধন না ক'রে অপরকে সংশোধনের চেষ্টায় পূর্ণ সুফল লাভ হয় না, যদিও আংশিক সুফল তার মধ্যেও আছে। একটা চোর যদি বলে,—''চুরি





ক'রো না হে, চুরি কর্‌লে জেল হয়, এই দেখ, আমি জেলে প'চে মর্‌ছি, যদিও এ জীবনে চৌর্য্যবৃত্তি পরিত্যাগের শক্তি আমার নেই,''—তবে সে কথা লোকে উপহাসের সহিতই শুনবে সত্য, তবু তিলপরিমাণ সুফল তাতেও হ'তে পারে। কিন্তু সাধুর ত' কথাই নেই। একজন চোরও যদি চৌর্য্যবৃত্তি পরিহার ক'রে তারপরে বলে,—''আমি ছিলাম চোর, ঈশ্বরকৃপায় আর সৎসঙ্গের গুণে সাধু হয়েছি, পাপ ছেড়েছি, কারণ, পাপে হয় দুঃখ আর বেদনা, জেলখাটা আর ঘানিটানা, এখন চৌর্য্য ছেড়ে বুঝ্‌তে পাচ্ছি যে, সততার মত শান্তি আর কিছুতে নেই, সাধুতার মত লাভজনক আর পন্থা নেই,''—তবে সেই কথা শুনে সহস্র সহস্র নরনারীর জীবনের গতি ফিরে যেতে পারে।

রহিমপুর আশ্রম,
২২শে ভাদ্র, ১৩৩৮

## যুবকেরাই দেশের আশা

অদ্যও শেষরাত্রে উঠিয়াই শ্রীশ্রীবাবামণি পত্র লিখিতে বসিলেন। ত্রিপুরার শ্যামগ্রাম-নিবাসী জনৈক যুবককে লিখিলেন,—

''তোমাদের ন্যায় যুবকদের আমি নিত্য-উপাসক। কারণ, যুবকেরাই দেশের ভবিষ্যৎকে নির্ম্মাণ করে, যুবকদেরই চরিত্রের উপরে ভবিষ্যতের উত্থান-পতন নির্ভর করে, যুবকেরাই দুঃখার্ত্ত দেশের আশা ও ভরসার স্থল। যে-কোনও মহতী চিন্তা ইহারা সহজে গ্রহণ করিতে পারে, যে-কোনও মহৎব্রত ইহারা সহজে উদ্‌যাপন করিতে পারে, যে-কোনও ত্যাগের আহ্বানে ইহারা



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

সর্ব্বাগ্রে সাড়া দেয়। যৌবন যেন প্রাতরুত্থিত সূর্য্যের রজত রশ্মিমালা, ক্রমেই বাড়িয়া চলিতেছে সতেজে সোল্লাসে, আর অতিনিদ্রিত সুখাতুর মোহগ্রস্তেরও নয়নের পুঞ্জিত আলস্যকে সবলে দূর করিয়া দিতেছে। মানব-জীবনের এই শুভ মুহূর্ত্তে তোমরা প্রত্যেকে আমার ধ্যানের ঈশ্বর, জপের ইষ্ট, সেবার পরমপ্রভু। চিত্তের প্রত্যেকটী বৃত্তি সতেজ সবল অকুণ্ঠিত, দেহের প্রত্যেকটী শিরা কর্ম্মক্ষম ও অকুঞ্চিত, চেষ্টার প্রত্যেকটী ভঙ্গী অবারিত। নয়নের সাধ মিটে না শতবার তোমাদের পানে তাকাইয়া। কত আশা-নিরাশার সঞ্চারণ হয় আমার মনে তোমাদের কথা ভাবিয়া, আর দুর্ভাগ্য দুর্গত অবনতিদশা-গ্রস্ত অধঃপাতবিপন্ন দেশের দুর্দ্দশা দেখিয়া। কত তোমরা কোমল, কত তোমরা করুণ, কত সহজেই তোমাদের প্রাণে পরার্থে জীবনোৎসর্গের মৃত্যুঞ্জয়ী কামনাকে প্রতিষ্ঠিত করা যায়,—কিন্তু হায়, কত সহজেই না তোমরা ইন্দ্রিয়সুখের লোভে পড়িয়া জীবনের শ্রেষ্ঠ উপাদানগুলিকে বিপথে ও বিফলতায় অপচয়িত করিতেছ। একটী যুবক যখন বিপথে যায়, তখন আমার নয়ন সমগ্র দেশের ভবিষ্যৎ দুর্গতির কথা ভাবিয়া অশ্রুভারাক্রান্ত হয়। তোমরাই বাবা দেশের ভবিষ্যৎ, তোমাদের অভ্যুদয়ই দেশের অভ্যুদয়, তোমাদের অধঃপাতই দেশের অধঃপাত।''

## সংসারের দোটানা ও পরমাত্মার নাম

চট্টগ্রাম-নিবাসী জনৈক ভক্তকে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

''সংসারের দোটানা তোমাকে ঘুরাইতেছে। কিন্তু ভয় না





পাইয়া সাহস-সহকারে পরমাত্মার পবিত্র নাম করিতে থাক। সংসার-মোহ আপনি অপগত হইবে। যে মোহ সহস্র বিচার-বিতর্কের দ্বারাও দূর করা যায় না, পরমাত্মার নামে মন মজাইবার ফলে সুসঞ্জাত, সূক্ষ্ম ও দিব্য প্রজ্ঞার বলে তাহা নিমেষে অপনীত হইবে।''

## তুমি মোহের, না মোহ তোমার

বীরভূম-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রোত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—''মোহ ত' তোমাকে আবৃত করিয়া রাখিতে চাহিবেই, কিন্তু তুমি তাহাতে আচ্ছন্ন থাকিবে কেন ? মোহের ধর্ম্ম জ্ঞানকে আবৃত করা ও হিতাহিত-বুদ্ধির বিপর্য্যয় ঘটান। সে তার ধর্ম্মপালন করিতেছে, কিন্তু তুমি তোমার ধর্ম্মপালনে উদাসীন রহিবে কেন ? বদ্ধ হওয়া তোমার ধর্ম্ম নয়, বন্ধন-মুক্তিই তোমার ধর্ম্ম। পাপপ্রলোভনে অভিভূত হওয়া তোমার ধর্ম্ম নয়, সকল প্রলোভনের অতীত-জগতে নির্দ্বন্দ্ব ভূমার অবস্থিতিই তোমার ধর্ম্ম। ইহাকেই গীতাতে 'স্বধর্ম্ম' বলা হইয়াছে। তুমি তোমার স্বধর্ম্ম পালন কর। তুমি তোমার আত্ম-অনুশীলনে কেন উদাসীন হইবে ? মোহ তোমাকে যতই জড়াইতে চাহুক, তুমি ত' জান তুমি মোহের নহ, মোহ তোমার, সুতরাং তোমার উপরে কর্ত্তৃত্ব করিবার অধিকার তাহার নাই, তার উপরেই কর্ত্তৃত্ব তুমি করিবে।''

## সংসার-ত্যাগ, না মোহ-ত্যাগ

হুগলী শ্রীরামপুর-নিবাসী একজন পত্রলেখককে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

''সংসার ছাড়িয়া কোথায় যাইবে ? যেখানে যাইবে, সেইখানেই





Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

দেখিবে, সংসার তার সহস্র শাখা মেলিয়া আত্মপ্রকাশ করিতেছে। দু'দিনের জন্য তীর্থে যাও, সেখানেও দেখিবে মোট-ঘাট বাঁধিয়া সংসার আসিয়া হাজির। চালের হাঁড়িতে, তেলের শিশিতে, আঁচলের কোণে পুঁটুলি-বাঁধা পথ-খরচের সঞ্চিত ধনে, সব জায়গায়ই সংসার তার রক্ষণাবেক্ষণের চিরন্তন-দাবী লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। হিমাচলেই যাও আর দিল্লীতেই বাস কর, আহার আর নিদ্রা থাকিবেই, ব্যাধি আর চৌর-ভয় রহিবেই। সুতরাং সংসারীর হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার পথ নাই। সংসারী কর, তাতে দোষ নাই, মোহ রাখিও না। দায়িত্ব রাখ, তাতে ক্ষতি নাই, আত্মোৎকর্ষের ক্ষতি না সাধিয়া সেই দায়িত্ব পালন কর। সংসার তোমার শত্রু নহে, মোহই তোমার শত্রু। সেই মোহকে দূর করিবার জন্য সাময়িক সংসার-ত্যাগেও দোষ নাই, কিন্তু সংসার-ত্যাগ তোমার লক্ষ্য হইবে না, লক্ষ্য হইবে মোহত্যাগ।''

## মোহের মূল

উক্ত ব্যক্তিকেই শ্রীশ্রীবাবামণি আরও লিখিলেন,—

''অনিত্য বস্তুকেই নিত্য বলিয়া মনে করিতেছ, ইহাই তোমার মোহের মূল। যে জিনিষ দু'দিন পরে থাকিবে না, তাহাকেই চিরস্থায়ী মনে করিতেছ, ইহাই তোমার মোহের মূল। যে জিনিষ দু'দিন পরে থাকিবে না, তাহাকেই চিরস্থায়ী মনে করিতেছ, ইহাই তোমার ব্যাধি। সংসার তোমার এই ব্যাধির জনক নয়, তোমার নিত্যানিত্য-বিচারের অক্ষমতাই সর্ব্বব্যাধির উৎপাদন করিয়াছে। বারংবার অন্বেষণ কর, নিত্য কি, স্থায়ী কি, বিনাশ





হইবে না কোন্ বস্তুর ? যিনি অবিনাশী, তিনিই নানা ক্ষণভঙ্গুর বিভূতির মধ্য দিয়া নিজেকে প্রকাশ করিতেছেন। সেই অবিনাশীকে ধর, বিনাশশীল সব-কিছুর প্রতি নিঃস্পৃহ হও। বিদ্বেষী হইও না, কারণ বিদ্বেষও এক প্রকারের আসক্তি, উহাকে বিপরীত আসক্তি বলিতে পার। শাশ্বত যিনি, তাঁকে প্রাণের আপন কর, আর অশাশ্বত যাহা, তাহার প্রতি সাময়িক কর্ত্তব্যপালন কর। তাহা হইলেই তুমি সকল সঙ্কটের অতীত হইতে পারিবে।''

## অভ্যাসের শক্তি

চট্টগ্রাম-নিবাসী এক ভক্তকে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

''অভ্যাসের শক্তি অপর সকল শক্তিকে জয় করে। প্রত্যহ উপাসনার সময়ে প্রথমতঃ কতক্ষণ বসিয়া এই দৃঢ় সঙ্কল্পই শুধু করিতে থাকিবে যে, কিছুতেই মন অন্যদিকে যাইবে না, একমাত্র ব্রহ্মকর্ম্মেই নিযুক্ত থাকিবে। এইরূপ সঙ্কল্প করিতে করিতে আপনি মনের উপরে সে সঙ্কল্পের প্রভাব ফলিতে আরম্ভ করিবে।''

## দলবৃদ্ধির চেষ্টা ও সাম্প্রদায়িক বিরোধ

চট্টগ্রাম-নিবাসী অপর একজনকে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

''তোমরা দল বাড়াইবার চেষ্টা করিয়া শক্তির অপব্যয় করিও না। সমগ্র মনঃপ্রাণ দিয়া পরমাত্মার অমৃতময় নাম সাধন করিয়া যাও। যাহারা তোমাদের বাস্তবিকই আপন, তাহারা বিনা প্রচারে বিনা চেষ্টাতে স্বতঃপ্রেরিত হইয়া আসিয়া তোমাদের ধর্ম্ম-গোষ্ঠীকে পূর্ণ করিবে। নিজেদের সাধননিষ্ঠা বর্দ্ধনের জন্য যেটুকু প্রচারকার্য্য



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

প্রয়োজন, মাত্র তাহাকেই তোমরা অবলম্বনীয় বলিয়া মনে করিও। প্রচারের দিকে অতিমাত্রায় উৎসাহ দিয়া নিজ নিজ সাধন-জীবনের পূর্ণতা সাধনের বিঘ্ন উৎপাদন করিও না। অপিচ, প্রচারের দ্বারা যে স্থলে নিজেদের প্রাণের ভাব ঘনীভূত হইবার সম্ভাবনা, সেই সকল স্থলে তূষ্ণীম্ভাবও লাভজনক নহে। মাত্রাজ্ঞান রাখিয়া কাজ করিতে হইবে। বিশ্বকে ছাড়িয়া তুমি নহ, তোমাকে ছাড়িয়া বিশ্ব নহে। সুতরাং বিশ্বপতির বার্ত্তা অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করিবার পক্ষে স্থলবিশেষে অপরের নিকট প্রচারের আবশ্যকতা রহিয়াছে। নিজের প্রতিবেশকে অনুকূল করিবার জন্য প্রচার ত' অবশ্যম্ভাবী, নতুবা তোমার সাধন-জীবনে বিঘ্ন আসিবে, অনাবশ্যক বিড়ম্বনাও ঘটিতে পারে। কিন্তু যেখানে প্রচার না করিলে তোমার আত্মোন্নতির বিঘ্ন ঘটে না, আত্মগঠনের কালে সেইখানে প্রচারে অত্যধিক উৎসাহ কখনো কখনো মারাত্মক কুফল প্রদান করে। সুতরাং বুঝিয়া চলিও। হিসাবের খাতায় একটু দৃষ্টি রাখিতে হইবে। জমার চেয়ে খরচ না বেশী হইয়া যায়। সত্যের প্রচার আপনিই হয়, তবু মানুষ সত্যকে প্রচার করে, কারণ সত্যকে প্রচার করিয়া মানুষ সত্যময় হইবার সাহায্য পায়। সূর্য্যালোক আপনিই ত' জগন্ময় ছড়াইয়া পড়ে, তবু কেহ কেহ কুঠার হস্তে অরণ্যকে ভূতলশায়ী করে, কারণ, অপরকে আলো দিতে গিয়া নিজেও আলো পাওয়া যায়। তাই, প্রচার নিন্দনীয় জিনিষ নহে, কিন্তু তাহার প্রয়োজন, ভঙ্গিমা এবং লক্ষ্য সম্পর্কে একটু সজাগ থাকিয়া কাজ করিবে। শুধু দল-বৃদ্ধিতে কি লাভ হইবে? বলের দিকেই তাকাইও। যাহাতে বল বাড়ে, তাহাই করিবে, উহা প্রচার কি অপ্রচার, তাহা বিশেষ জরুরী কথা নহে।





''অন্য কোনও মহাপুরুষের শিষ্যদের সাথে বাদ, বিসম্বাদ, বিতর্ক বা প্রতিদ্বন্দ্বিতাসৃষ্টির কোনও চেষ্টা করিও না। কলহকে এড়াইয়া চলিবে। কলহপরায়ণতা উচ্চ আদর্শবাদের লক্ষ্য নহে। নিজের কাজ নিজে করিয়া যাও। দলাদলির সৃষ্টিতে সর্ব্বদা তৃষ্ণাহীন থাকিও। তোমরা শেয়াল-কুকুর নহ, তোমরা মানুষ, বিধাতার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। সব মহাত্মাকে সম্মান করিবে, সব মহাপুরুষকে পূজা দিবে কিন্তু নিজের প্রাণের বস্তুর প্রতি বিশ্বস্ত ও নিষ্ঠাযুক্ত থাকিয়া। সকলের কথা মানিবার প্রয়োজন নাই, কিন্তু কাহাকেও অশ্রদ্ধা করিতে পার না।''

## বহুমন্ত্রীর বিড়ম্বনা

দূরবর্ত্তী কোনও পল্লী হইতে অপরাহ্নকালে কতিপয় মহিলা শ্রীশ্রীবাবামণির নিকটে মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে আসিয়াছেন।

শ্রীশ্রীবাবামণির তাঁহাদের সকলেরই বক্তব্য মনোযোগ-সহকারে শ্রবণ করিয়া বলিলেন,—না মা, এক পাঁঠাকে দুই দেবতার কাছে বলি দিতে নেই। সব নামই যখন ভগবানের, তখন বিশ গণ্ডা মন্ত্র নেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। একটী মন্ত্রেই সমস্ত মন ঢেলে দিলে তাতেই মনে শান্তি আসবে, তাতেই ঈশ্বরদর্শন হবে। তোমরা তোমাদের গুরুর কাছ থেকে যে মন্ত্র নিয়েছ, সেই মন্ত্রই জপ ক'রে যাও, অভ্যাসের ফলে ক্রমে তাতেই আনন্দ পাবে। ভিন্ন ভিন্ন স্থানে গিয়ে বারংবার বহুমন্ত্র গ্রহণ কর্ল্লে শেষে মনের এমন এক দুরবস্থা এসে যেতে পারে, যাতে কোনো মন্ত্রেই মন বসাতে পারবে না।



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

## সতীত্ব-সংস্কারের মূল কোথায়

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বল্‌তে পার মা, স্ত্রীলোকের একটী ছাড়া দুইটী স্বামী গ্রহণ করা চলে না কেন ? চলে না এইজন্য যে, বারংবার নূতন নূতন স্বামী কত্তে হ'লে শেষ পর্য্যন্ত জীবনটাকে কারো সঙ্গেই হয়ত খাপ খাইয়ে চালানো যাবে না। ফলে, যে শান্তির আশায় স্বামী বদলানো, সেই শান্তিই হয়ত আর জীবনে ঘট্‌বে না। তাই, বুদ্ধিমতী মেয়েরা একজনকেই স্বামিরূপে গ্রহণ করে এবং দুঃখকষ্ট যতই হোক্, ঐ একজনকে নিয়েই জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের আমৃত্যু চেষ্টা করে। জোর ক'রে লোক মেয়েদের ঘাড়ে সতীত্বের বোঝা চাপিয়ে দেয়নি। মেয়েরা নিজেরাই নিষ্ঠাহীন জীবনে নানা দুর্গতি দর্শন ক'রে সতীত্বের কল্যাণ-সংস্কারকে নিজেদের মধ্যে প্রবর্ত্তিত করেছে। পুরুষেরাই জোর ক'রে স্ত্রীলোকদের ঘাড়ে সতীত্বের সাধনা চাপিয়ে দিয়ে থাক্‌লে স্ত্রীলোকেরা সর্ব্বজনীনভাবে আন্দোলন ক'রে অনেক আগেই এই সংস্কারের সকল বেড়া প্রকাশ্যভাবে ভেঙ্গে ফেল্‌ত, লক্ষ লক্ষ বৎসর ধ'রে এটাকে সহ্য কর্ত্ত না। পরন্তু সতীত্বের সংস্কার অধিকাংশ স্ত্রীলোককেই শান্তি দিয়েছে, তাই স্ত্রীলোকেরা একই স্বামীকে নিয়ে দুঃখের ভিতর দিয়েও জীবন কাটাতে ইচ্ছুক।

## দশ দিকে মন দিও না

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিতে লাগিলেন,—সতীত্ব মানে এক স্বামীতে নিষ্ঠা, বহু স্বামীতে অনিচ্ছা। একই জিনিষে লেগে থাকাটার ধর্ম্মজগতে প্রয়োজন আরও বেশী। একই ভাবকে অবলম্বন ক'রে আমৃত্যু ঈশ্বর-সাধনের চেষ্টাই হচ্ছে ধর্ম্মজীবনে পরম-





কল্যাণ লাভের প্রধান পন্থা। এই কারণেই আমি কারো ভাব নষ্ট করি না, কারো মতামত পরিবর্ত্তনের চেষ্টা করি না, কাউকে আমার মতের প্রতি আকৃষ্ট কত্তে আগ্রহ দেখাই না,—যাদের নিজেদের এখনো কোনো ভাব বা পথের প্রতি অনুরাগ বা বিরাগ আদৌ সৃষ্ট হয় নি, মাত্র তাদের ভিতরে নিজের ভাবকে প্রচার করি। তোমরা যখন একটা মতকে অবলম্বন ক'রে চলেছ মা, তখন আর মত পাল্‌টাবার বুদ্ধি বা সুযোগ তোমাদিগকে আমি দিব না। ওতে আমি প্রাণের কোনও সমর্থন পাই না। যেভাবে ভগবান্‌কে ডাক্‌ছ, সেই ভাবেই ডেকে যাও, তাতেই শান্তি হবে। এক ভাব নিয়েই লেগে থাক মা, একভাবেই লেগে থাক, দশ দিকে মন দিও না।

## গুরু ও মন্ত্র-ত্যাগের ক্ষেত্র

সমাগতাদের মধ্যে একটী মহিলা সহরে বাস করেন এবং শিক্ষিতা, তিনি প্রশ্ন করিলেন,—কোনও অবস্থাতেই কি পূর্ব্বগৃহীত মত ও পথ পরিহার করা সঙ্গত নয় ?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সাধারণ ক্ষেত্রে নয়। কিন্তু অসাধারণ ক্ষেত্র আছে, যেখানে পরিহার করা যায়, পরিহার কত্তেও হয়। অবস্থা-বিশেষে ভগবান্ বিষ্ণুকেও বামুনের লাথি খেতে হয়, কিন্তু সেটা ভৃগুমুনির ক্ষেত্রে। সব বামুনেরাই গিয়ে বিষ্ণুকে লাথি মার্‌লে চল্‌বে না। কারো কাছে শিষ্য হ'য়ে যদি দেখতে পাও যে, তাঁর সংস্পর্শে তোমার নৈতিক আদর্শ মলিন হ'য়ে যাচ্ছে, পঙ্কিলতায় জীবন স্বচ্ছতা হারাচ্ছে, তোমার জীবনের পরম-কল্যাণের সাথে তোমার পূর্ব্বগৃহীত মত ও পথের কোনও



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

সামঞ্জস্য ক'রে উঠ্‌তে পাচ্ছ না,—যদি দেখতে পাও, সরলতা আর কুণ্ঠাহীনতা তোমার ক'মে যাচ্ছে, আড়ম্বরের বহুলতায় তোমার প্রাণের অর্ঘ্য গিয়ে তোমার জীবন দেবতার পায়ে পৌঁছুবার বিঘ্ন হচ্ছে, জটিলতা, সন্দেহ, কুতর্ক আর গোঁজামিল তোমার ধর্ম্ম-জীবনের পূর্ণচন্দ্রকে ক্রমশঃই রাহুগ্রস্ত কচ্ছে, তখন পূর্ব্বগুরু আর পূর্ব্বপথ পরিত্যাগ কর্ল্লে পাপ হয় না, দোষও হয় না।

## প্রচলিত গুরুবাদের বিপত্তি

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—মাগো, বিপত্তি ঘটেছে তোমাদের ঐ সর্ব্বনেশে গুরুবাদে। কেউ এসে মন্ত্র দিলেই তিনি একেবারে পরমেশ্বর হ'য়ে যাবেন। তাই, মন্ত্রদীক্ষা নিয়ে আর তোমাদের চিন্তা কর্ব্বার স্বাধীনতাটুকু পর্য্যন্ত থাকে না যে, এগুচ্ছ কি পেছুচ্ছ। গুরু এসে মন্ত্র দিলেন্ ভগবানের, আর তোমরা ভগবানকে চুলোয় ঢুকিয়ে কত্তে আরম্ভ কর্ল্লে "গুরু" "গুরু"। শেষে জীবনের উপরে এসে ছায়াপাত কত্তে লাগল, মন্ত্রদাতার জীবনের যত দোষ আর ত্রুটী,—কারণ, একেবারে ত্রুটীহীন মানব-জীবন হওয়া সুকঠিন। ভগবানকে ডাক্‌বার জন্য মন্ত্র নিয়েছিলে, কিন্তু পরিণামে অনুশীলন কত্তে লাগলে মন্ত্রদাতার ত্রুটীবিচ্যুতির, ভ্রম-প্রমাদের, সংসারী-বুদ্ধির আর চতুরতার। এই বিপজ্জনক গুরুবাদ যা যতদিন থাক্‌বে, ততদিন বারংবার মন্ত্র পাল্‌টাবার প্রয়োজনও তোমাদের হ'তে থাক্‌বে।

## প্রকৃত গুরুবাদ

শ্রীশ্রীবাবামণির চক্ষে অশ্রুবিন্দু দেখা দিল। ভগ্ন কণ্ঠে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিতে লাগিলেন,—বল্ মা তোরা, কবে দেখ্‌ব,





মন্ত্রদাতা পরমেশ্বর নন, যাঁর নাম, তিনিই পরমেশ্বর, তিনিই ভূতভাবন মহেশ্বর, তিনিই সর্ব্বান্তর্য্যামী শ্রীভগবান, জড়কে ছেড়ে চৈতন্যকে কবে গুরু ব'লে ভাব্‌তে লোকে শিখ্‌বে? গুরু-প্রণাম কত্তে গিয়ে, শত শত মন্ত্রদাতার মূর্ত্তি মানবের চোখের সামনে ফুটে না উঠে, কবে পরমমহৎ পরমাত্মার দিব্য অনুভূতি অন্তরে জেগে উঠ্‌বে?

রহিমপুর আশ্রম,
২৩শে ভাদ্র, ১৩৩৮

## সত্যনিষ্ঠা ও সমাজের উন্নতি

শেষরাত্রে উঠিয়া শ্রীশ্রীবাবামণি পত্র লিখিতেছেন। ত্রিপুরা-শ্যাম-গ্রামের একটী যুবকের নিকটে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"যে সমাজে সত্যের সম্মান নাই, সেই সমাজের উন্নতি এক সুদূর-পরাহত ব্যাপার। যে সমাজের লোকের মধ্যে সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা যত কম, সে সমাজ তত নিকৃষ্ট; আর যে সমাজের লোক যত অধিক সত্যানুরাগী, সে সমাজ তত শ্রেষ্ঠ। তোমার দেশকে ও সমাজকে যদি তুমি উন্নত করিতে চাহ, তাহা হইলে তোমার দেশবাসীদের এবং তোমার সমাজ-ভুক্তদের মধ্যে প্রকৃত সত্যনিষ্ঠার সঞ্চারণা করিতে হইবে, সত্যের জন্য আত্মোৎসর্গ করিবার শক্তিকে জাগাইয়া তুলিতে হইবে। কোন্‌টা সত্য, কোন্‌টা অসত্য, ইহা অনেকেই বুঝিতে পারে, এইরূপ প্রায়ই দেখা গিয়া থাকে। কিন্তু, যাহাকে সত্য বলিয়া বুঝা গেল, তাহার জন্য নিজের প্রিয়তম বস্তুগুলিকেও অবহেলে বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

হওয়ার মনোবৃত্তি সচরাচর দেখা যায় না। এই মনোবৃত্তিকে সৃষ্টি করিয়া তোলার নামই যথার্থ জাতীয় জাগরণ। সত্যের প্রতি যাহার প্রকৃত শ্রদ্ধা আছে, সত্যের সম্মান রক্ষা করিবার জন্য একমাত্র সেই ব্যক্তিই অগণিত বাধার সমক্ষেও স্ফীতবক্ষে দাঁড়াইতে পারে, অমিত সাহসের সহিত অসত্যের গতিরোধ করিতে বদ্ধপরিকর হইতে পারে। সত্যের প্রতি যাহার শ্রদ্ধা আছে, অসত্যের তাণ্ডবলীলা চক্ষের সমক্ষে দর্শন করিয়াও শঙ্কায়, লজ্জায় বা কুণ্ঠায় সে আত্মগোপন করিয়া নিঃশব্দে বিরাজ করে না, নিজেকে একাকী দেখিয়া সে ভয় পায় না, আর কেহ তাহাকে সমর্থন না করিলেও নিজেকে সে অসহায় মনে করে না, কারণ, সত্যের যে সেবক, শ্রীভগবান্ তার সহায়। তার কাণে ধ্বনিত হইতে থাকে,—

'শুনিস্ না কারো কথা
আপন পথে চল্ আপনি,
পারে না কেউ ফিরাতে
বিধাতার আদেশ-বাণী।'—(সতীশচন্দ্র)

তার কাণে ধ্বনিত হইতে থাকে—
'যদি তোর ডাক শুনে কেউ
না আসে,
তবে একলা চল রে।'—(রবীন্দ্রনাথ)

"সত্যনিষ্ঠাই তোমাকে জীব-সেবার যোগ্যতা দিবে, ছল-চাতুরী বা কপট ফন্দী নহে। প্রকৃত সেবার পন্থা কখনই





বহুজনাকীর্ণ নহে, এ পথে যারা চলে, প্রায় সময়েই তাহাদিগকে একাকী চলিতে হয়। সত্যানুরাগ তাহাদের এই সুদীর্ঘ মৌন পথের পরম-সঙ্গী। সত্যের জন্য আত্মোৎসর্গে প্রস্তুত সহস্র পবিত্রচেতা যুবক-যুবতীর আবির্ভাব আজ এই পরাধীন ভারত চাহিতেছে।

"কিন্তু অব্রহ্মচারীর সত্যব্রত রক্ষিত হয় না। এজন্যই আজ ভারতকে বাঁচাইবার প্রধানতম মহৌষধ—ব্রহ্মচর্য্য। তোমরা কি নিজ নিজ জীবনে এই সর্ব্বমঙ্গলালয় ব্রহ্মচর্য্যকে প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রয়াস পাইবে?"

## জাতীয় বল-বর্দ্ধনে তপস্যার শক্তি

ত্রিপুরা শ্যামগ্রাম-নিবাসী অপর একটী যুবকের নিকটে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"ত্যাগ, তপস্যা ও ব্রহ্মচর্য্য এই তিনটী স্তম্ভের উপরে যাঁহাদের জীবন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ভারতের মাটিতে তাঁহারাই নেতৃত্বের স্বাভাবিক অধিকার লইয়া বহুপ্রসারী বটবৃক্ষের ন্যায় যোজন বিস্তার করিয়া আত্মপ্রকাশ করেন। ভারতের ইতিহাসে এই কথার বহু সমর্থন আছে।

"তোমরা কি তোমাদের জীবন ত্যাগ, তপস্যা ও ব্রহ্মচর্য্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত করিতে যত্নপরায়ণ আছ?

"ব্যক্তির তপস্যা সমগ্র জাতির তপস্যার শক্তিকে বর্দ্ধিত করে। একটী একটী করিয়া ব্যক্তি যখন তপঃপরায়ণ হয়, তখন সমগ্র জাতির ভিতরে অজ্ঞাতসারে আত্মোৎসর্গের সামর্থ্য উপচিত হইতে থাকে।



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

"যে সুখ আমি মহত্তর উদ্দেশ্যের পূরণার্থ বর্জ্জন করিতে পারি, তাহাকে বর্জ্জন না করিবার নামই বিলাসিতা। বিলাস-লালসা পরিহারের চেষ্টা তপস্যারই অঙ্গীভূত জানিও। অনায়াস-সুখের জীবন কোনও ক্রমে যাপিয়া যাইবার নাম জীবন নহে, বৃহত্তর লাভের জন্য ক্ষণিক সুখকে বলি দেওয়াই যথার্থ জীবন এবং এই জীবনই প্রকৃত তপস্যার জীবন।

"অতপস্বীর জীবনকে জীবন বলিয়া আখ্যা দিতে আমার ইচ্ছা যায় না।

"জীবনটাকে ভোগ-সুখের মধ্য দিয়া নিরাপদে কাটাইয়া দেওয়াই যাহাদের লক্ষ্য, তাহারা যে জীবনের শ্রেষ্ঠ সুখকে স্বেচ্ছায় উপেক্ষা করে, ইহা ভাবিয়াই আমি ব্যথিত হই। কারণ, পরার্থে ত্যাগের মধ্য দিয়াই শ্রেষ্ঠ সুখের জন্ম, আত্মতোষণ সুখ-সঞ্জননে নপুংসক। আত্ম-সুখের লোভ আত্মসুখ-সাধনে শুধু যে অক্ষম, তাহাই নহে, পরন্তু তাহাই সমগ্র সমাজের জন্য দুঃখ ও ব্যাধি সৃষ্টি করে। ত্যাগ করিয়া যে বলীয়ান্ হইয়াছে, জীবনের সকল সুখ তাহারই প্রাপ্য। তপস্যার মধ্য দিয়া শক্তি অর্জ্জন যে করিয়াছে, অমরার অমৃত তাহারই আহরণীয়। জাতিকে যদি বলবান্ করিয়া তুলিতে চাহ, তবে তোমাকে আগে ত্যাগবুদ্ধি ও তপোরত হইতে হইবে।"

## পবিত্রতা আর মাতৃত্ব

বেলা নয়টার সময়ে আকুবপুর হইতে শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র দাস, তাঁহার মাতা সরলা দেবী ও পত্নী চারুবালা সহ একখানা নৌকা করিয়া বহু ভোজ্যদ্রব্য সঙ্গে লইয়া আসিয়াছেন। চারুবালার আকাঙ্ক্ষা দীক্ষা গ্রহণের।





চারুবালার কাকা আশ্রমের একজন কর্ম্মী। তাই, শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—কি নাত্নী, খবর কি?

চারুবালা প্রণাম করিয়া বলিলেন,—এতদিন নাত্নী ছিলাম, আর নাত্নী থাক্‌ব না, আজ আমি মেয়ে হব।

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—কি বল্লি? মা হবি? মা হ'লে রেঁধে খাওয়াতে হয়, তা জানিস্?

তন্মুহূর্ত্তে চারুবালা রন্ধনগৃহে ঢুকিলেন এবং রান্নার আয়োজন করিতে লাগিলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আরে বেটি, রান্না কল্লেই মা হয় না, পবিত্র হ'তে হয়। তবে গিয়ে মা হয়।

চারুবালা শ্রীশ্রীবাবামণিকে পুনরায় প্রণাম করিয়া বলিলেন —আপনার আশীর্ব্বাদই আমাকে পবিত্র করবে।

সকলেই এই নির্দ্দোষ আনন্দে যোগদান করিলেন।

মাতা-পত্নী সহ শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র দাস প্রমুখ আকুবপুরবাসীরা যখন চলিয়া গেলেন, তখন রাত্রি প্রায় এগারটা। শ্রীযুক্তা সরলা দেবী ও চারুবালা দেবীর যত্ন আপ্যায়নে আজ আশ্রমে অনেক অভ্যাগত মহানন্দে প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছেন।

রহিমপুর আশ্রম,
২৫শে ভাদ্র, ১৩৩৮

## মানুষ কে

অদ্য শ্রীশ্রীবাবামণি শেষ রাত্রিতে বসিয়া পত্র লিখিয়াছেন। ত্রিপুরা শ্যামগ্রামের জনৈক যুবককে লিখিলেন,—

"বলিতে পার, যথার্থ মানুষ কে? আমি বলি, সেই যথার্থ মানুষ, চরিত্র যার নিষ্কলঙ্ক এবং যে পরপীড়ন করে না।"



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

## মানুষ চাই

অপর একটী যুবককে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"কি চাই জানো? চাই মানুষ,
খোঁজে না যে পরের দোষ,
নিজের ভ্রম ও নিজের ত্রুটী
সংশোধনেই চিত্ত-তোষ।
কি চাই জানো? মানুষ চাই,
সৎকাজে যার লজ্জা নাই
নিন্দাস্তুতি সমান জানে,
নির্ভীক যে সবার ঠাঁই।"

## সাম্প্রদায়িকতার উর্দ্ধে জীবনকে স্থাপন কর

চট্টগ্রাম-নিবাসী অপর একজনকে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—"আমি হিন্দু মুসলমান ভেদবিসম্বাদের উর্দ্ধে আমার জীবনকে স্থাপন করিয়াছি এবং আমার জীবনের উৎসর্গের দ্বারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সকল সম্প্রদায়কেই সেবা করিতে চেষ্টা করিতেছি। হিন্দু বা মুসলমানকে আমি চিনি না, আমি চিনি মানুষকে। নিজের মানবত্বের উৎকর্ষ দিয়া যে মানুষ নিজের পক্ষে এবং জগতের পক্ষে পরম আবশ্যকীয় বস্তু হইবে, আমি চিনি সেই মানুষকে। তারই আবির্ভাব আমি অনুক্ষণ কামনা করিতেছি। ইহা অসম্ভব নহে যে, আমার কল্পনালোকের মানুষগুলি হিন্দু-সমাজের বাহির হইতে, এমন কি ভারতবর্ষের বাহির হইতেও কেহ কেহ আসিয়া জুটিবে। যে দেশে বা যে সমাজের ভিতর হইতেই আসুক, আমার সকল চেনা, সকল জানা নিত্যকাল





তাহাকেই লইয়া হইবে, যার দৃষ্টি উর্দ্ধমুখ, যার চেষ্টা নিষ্কলুষ, যার দান অপার্থিব, যার চিন্তা নির্ব্বিরোধ। জীবনকে সকল সাম্প্রদায়িকতার উর্দ্ধে স্থাপন কর।"

## অনিত্য জীবনকে সার্থক কর

অদ্য বৃহস্পতিবার। অপরাহ্নে সমবেত উপাসনার পরে শ্রীশ্রীবাবামণি উপদেশ দিতে লাগিলেন,—মানব-জীবন অনিত্য, আজ আছে, কাল নেই, জল-বুদ্বুদের মতই ক্ষণস্থায়ী, বায়ুপ্রবাহের মতই চঞ্চল, জল-স্রোতের মতই অস্থির, আকাশের মেঘমালার মতই অনিশ্চিত, শূন্যোদ্যানের মতই ভিত্তিহীন। তবু এ জীবন উপেক্ষার নয়। কারণ, এই অনিত্য জীবনের মধ্য দিয়েই নিত্য জীবনের সন্ধান ক'রে নিতে হবে, এই ক্ষণস্থায়ী বিদ্যুদালোকেই চিরস্থায়ী সম্পদকে চিনে নিতে হবে। তাতেই এই জীবনের সার্থকতা। সেই সার্থকতা তোমরা সম্পাদন কর। মুহূর্ত্তকালও অপব্যয় ক'রো না। জীবনকে বৃথা ব'য়ে যেতে দিও না। প্রত্যেকটী নিমেষ সার্থক হোক্, প্রতি পল প্রতি অনুপল নিত্যাভিনিবেশের সহায় হোক্। চ'খ খুলে তাকিয়ে দেখ, কে তোমার আপন, কে তোমার চিরসাথী, কে তোমার নিত্যকালের প্রাণের জন, কে তোমার কোটি কল্পকালের আনন্দ-বিগ্রহ। সময় চলে যাচ্ছে, কারো জন্য ব'সে থাক্‌বে না, কারো মুখপানে তাকাবে না, সে চলেছে নিজের মনে তোমার আয়ুকে ক্ষয়িত ক'রে, তোমার বার্দ্ধক্যকে, তোমার মৃত্যুকে নিকটবর্ত্তী কর্ব্বার জন্যে। আর তোমার হেলায় কাটাবার সময় নেই। ওঠ প্রবল বিক্রমে, ছাড় যত পুঞ্জিত সুখের মোহ, কাণ পেতে শোন পরমপুরুষের বাণী।



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

হাত পেতে নাও, লক্ষকোটি জন্মের তপস্যার ফল পরমধন। এই জীবনেই ভগবানকে চাই, এই কর তোমরা জেদ্। পার্থিব লীলা করুক অপার্থিব লীলার যবনিকা উত্তোলন, অনিত্য ক'রে দিক্ নিত্যকে তোমার করায়ত্ত।

মোচাগড়া আশ্রম,
২৫শে ভাদ্র, ১৩৩৮

## দীক্ষা ও জগৎ-কল্যাণ

মোচাগড়ার তিনটী সম্ভ্রান্ত মহিলা আজ দীক্ষোপদেশ গ্রহণ করিলেন।

দীক্ষান্তে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তোদের এই দীক্ষাতে হোক্ নারীজাতির অসীম কল্যাণের সূচনা। তোদের ত্যাগ, তোদের তপস্যা সমগ্র নারীজাতির ভিতরে বিসর্পিত হোক্। তোদের জ্ঞান, তোদের ধ্যান সর্ব্বত্র ছড়িয়ে পড়ুক চাঁদের আলোর মতন আনন্দকে জাগিয়ে, অভয়কে প্রতিষ্ঠিত ক'রে। দীক্ষার মানেই হচ্ছে, নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের পরমমঙ্গলের সাথে নিজেকে যুক্ত করা।

## নারীমন্দির

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিতে লাগিলেন,—কথা ছিল, কাল্‌কে আমি স্থানান্তরে একটী নারীমন্দির প্রতিষ্ঠার কার্য্যে উদ্বোধন কর্ব্ব। ডাইরিতে লিখে রেখেছিলাম, কালকের তারিখে সেইখানে যাব। কিন্তু ভাবের প্রবাহ ভিন্ন দিকে বইছে দেখে, ডাইরির পাতায় লেখা কেটে মোচাগড়া চ'লে এলাম। কাল্‌কের চিন্তাগুলি আমার ভিতরে জমাট বেঁধে আছে। আর তার উপরে তোরা আজ দীক্ষা





পেলি। পরমাত্মার হয়ত এই অভিপ্রায় যে, তোদের কারো ভিতর দিয়ে আমার নিষ্কাম সচ্চিন্তাকে মূর্ত্তি দেবেন। মোচাগড়া নারীমন্দির প্রতিষ্ঠার উপযুক্ত স্থান নয়, কিন্তু আমার গত কাল্‌কের তীব্র চিন্তা আজ আমি এই গ্রামের মাটিতে ছেড়ে দিয়ে ভারমুক্ত হলাম। ঠিক এইখানেই না হোক্, দশ বিশ পাঁচশত বা হাজার মাইল দূরে হ'লেও এই চিন্তাটী একদিন একটা সত্যরূপ পাবে। কারণ, আমি শুদ্ধ চিন্তার অলঙ্ঘনীয় শক্তিতে গভীররূপে বিশ্বাসী।

## চিন্তার স্থানিক শক্তি

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তখন আমি ছোট। পিতৃদেবের চেয়ারখানাতে আর একজন লোক বসেছিল। বাবা বিরক্তি প্রকাশ কর্ল্লেন। বল্লেন,—'এই আসনটাতে ব'সে আমি সারাদিন কত সচ্চিন্তা করি, আর একজন এসে এই আসনে ব'সে কতক্ষণ কুচিন্তা ক'রে যাক্, এটা আমি চাইনে।' একদিন বাবা আমাকে একটা রুদ্রাক্ষের মালা দিলেন আর এক টুকরো গেরুয়া কাপড় দিলেন পরতে। বল্লেন,—'যে আসনে ব'সে নামজপ কর্ব্বি, সেই আসনে আর কাউকে বস্‌তে দিবি না। কারণ, চিন্তার শক্তি সংক্রামক।' এইভাবে আমার পিতৃদেব বাল্যেই কত উপদেশ দিতেন। তাই থেকে আমার দৃঢ় বিশ্বাস এসেছে যে, চিন্তার স্থানিক শক্তি আছে। যেখানে ব'সে যে সচ্চিন্তা কচ্ছ, সেখানে তার রূপ-গ্রহণ আংশিক হ'লেও হবেই।

## সন্তানের জীবন-গঠনে পিতামাতার কৃতিত্ব

শ্রীশ্রীবাবামণি আরও বলিলেন,—তোমরাও তোমাদের সন্তানদের মনে এই ভাব সংক্রামিত ক'রে দাও মা। আমি যা-



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

কিছু আজ ভাব্‌ছি তার মূল আমার পিতার সেই শিক্ষা। তিনি বল্‌তেন,—'চিন্তার প্রাণ আছে, চিন্তার মূর্ত্তি আছে, চিন্তার শক্তি আছে।' সেই শিক্ষা আমার জীবনকে বাইরে যা গড়েছে, ভিতরে গড়েছে তার শতগুণ। পিতৃদেব বল্‌তেন,—'কুচিন্তাকে বৃশ্চিকের মত ভয় করবি, এখন কোনও অনিষ্ট না কর্ল্লেও ভবিষ্যতে সে নিশ্চয়ই দংশন ক'রে জ্বালা দেবে।' তোমরা তোমাদের সন্তানদের মধ্যে সেই শিক্ষাকে ছড়িয়ে দাও।

২৭শে ভাদ্র, ১৩৩৮

## জাতিগঠনে কল্পনার শক্তি

অদ্য বেলা দুই ঘটিকার সময়ে নৌকায় চাপিয়া শ্রীশ্রীবাবামণি রামকৃষ্ণপুর রওনা হইয়াছেন। সঙ্গে ভক্তপ্রবর শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এবং শ্রীযুক্ত শশাঙ্কমোহন রায় রহিয়াছেন। শ্রীযুক্ত গিরিশ কতকগুলি সাদা রং করা পিজবোর্ডে ছবির নক্সা করিতেছেন। মোচাগড়া আশ্রমের আগামী উৎসবের জন্য যে চিত্র-প্রদর্শনী হইবে, এইসব ছবি তাহারই জন্য। শ্রীশ্রীবাবামণি পরিকল্পনাগুলি বলিয়া দিতেছেন, শ্রীযুক্ত গিরিশ তদনুযায়ী পেন্সিলের দাগ কাটিয়া যাইতেছেন।

কথায় কথায় শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আজ যা' কল্পনার সামগ্রী কাল তা' বাস্তবে প্রস্ফুটিত হবে। আজ যা' ভাবের বিলাস, কাল তা' কর্ম্মের রুদ্রমূর্ত্তি পাবে। অবশ্য, সত্যকে অবলম্বন ক'রে কল্পনাটার বিকাশ হওয়া চাই। অতি-কল্পনায় অনেক দোষ ঘটে, কর্ম্মোদ্যম কমে, বাস্তব জগতের এবং পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে কোনো যোগ না থাকায় রূপ পেতে দেরী





হয়। কিন্তু কল্পনা জিনিষটা নিন্দনীয় নয়। কল্পনার ক্ষমতা না থাক্‌লে তুমি কি ক'রে একজনের ম্লানমুখ দেখ্‌লে বুঝতে পার যে, তার প্রাণে কোন ব্যথা আছে? কল্পনা ছাড়া ইঞ্জিনীয়ার নূতন নূতন যন্ত্র উদ্ভাবন করে কি ক'রে? কল্পনা না ক'রে রণনায়ক কেমন ক'রে তার সৈন্যবাহিনীকে শত্রুর বিরুদ্ধে পরিচালন করে? কল্পনা ছাড়া স্থপতি কি ক'রে মন্দির গড়ে, ভাস্কর কি ক'রে প্রতিমা নির্ম্মাণ করে? কল্পনার শক্তিকে জাতি-গঠনেরও মূলমন্ত্র জান্‌বে। জাতিতে জাতিতে লড়াই দূর হবে কি ক'রে, তার হদিস্ প্রথম দেবে কল্পনা। ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী বিরোধ-বিসম্বাদের নির্ব্বাসন কি ক'রে হবে, তার প্রথম সূচনা আস্‌বে কল্পনা থেকে।

## কর্ম্মশক্তি বনাম কল্পনাশক্তি

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—মানবজাতির ভবিষ্যৎ যাঁরা ভাবছেন, তাঁদের কর্ত্তব্য, আপামর জনসাধারণের কর্ম্মশক্তি আর কল্পনাশক্তির সমভাবে প্রস্ফুটনের চেষ্টা করা। মোচাগড়াতে চিত্র-প্রদর্শনী হবে, তার উদ্দেশ্যই হচ্ছে, এই সামঞ্জস্যকে প্রতিষ্ঠিত করা। মানুষ ভাবতে শিখুক আর কত্তে শিখুক। ভেবে মানুষ কাজ করুক, ক'রে মানুষ ভাবুক। অনন্ত-প্রসারিণী কল্পনার মাঝ থেকে কর্ম্মপন্থার মর্ম্মধ্বনি সে শ্রবণ করুক, দিগন্ত বিস্তারিণী কর্ম্মপ্রচেষ্টার মাঝ থেকে অভিনব কল্পনার মধুচ্ছবি সে নিরীক্ষণ করুক। বাহুর সাথে মস্তিষ্ক, মস্তিষ্কের সাথে হৃদয়, হৃদয়ের সাথে অভিজ্ঞতা আর অভিজ্ঞতার সাথে আদর্শবাদ যোগ দিক্।

রাত্রি আট ঘটিকার সময়ে রামকৃষ্ণপুরে নৌকা পৌঁছিল।



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

রামকৃষ্ণপুর,
২৮শে ভাদ্র, ১৩৩৮

## আসল যোগ

শ্রীশ্রীবাবামণি শ্রীযুক্ত অদ্বৈতচরণ রায়ের আমন্ত্রণেই রামকৃষ্ণপুর আসিয়াছেন এবং তাঁহারই গৃহে অবস্থান করিতেছেন। প্রাতঃকালে স্থানীয় যুবকেরা একদল আসিয়া চরণধূলি গ্রহণ করিল।

শ্রীশ্রীবাবামণি সকলকে সহজসাধ্য কতকগুলি যৌগিক প্রক্রিয়ার উপদেশ দান করিলেন এবং বলিলেন,—এইসব শারীরিক প্রক্রিয়াকেও 'যোগ' বলা হ'য়ে থাকে। কারণ, ভগবানের সাথে প্রাণের যোগ-সাধন কত্তে এরা সহায়তা করে। কেমন ভাবে সহায়তা করে জানো ? আলস্য দূর ক'রে, অবসাদ দূর ক'রে, একাগ্রতা বৃদ্ধি ক'রে। তাই এগুলি যোগ। নইলে কিন্তু এগুলিকে কসরৎ নাম দেওয়া হ'ত। আসল যোগ হ'ল প্রাণের যোগ, ভগবানের সঙ্গে তোমার অন্তরের যোগ, সেই যোগ স্থাপনই হ'ল মানব-জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য। পশুরা তা জানে না, মানুষেরা জানে। তাই মানুষ জীব-জগতে সকলের শ্রেষ্ঠ। সেই যোগ সাধনের জন্য তোমরা উদ্‌যোগী হও, উৎসাহিত হও। ভগবানকে ভালবাসাই জীবনের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, সেই ধর্ম্মপালনে ব্রতী হও। কারণ, ভগবানকে যে ভালবাসে, সমগ্র জগৎকে সে ভালবাসে। যোগী হও, প্রেমিক হও, ভগবানের নামে মাতোয়ারা হও।





## রামকৃষ্ণপুরের বক্তৃতা; নিজের স্বরূপ দর্শন কর

মধ্যাহ্ন এক ঘটিকার সময়ে রামকৃষ্ণপুর হাইস্কুলে শ্রীশ্রীবাবামণি একটী বক্তৃতা প্রদান করিলেন। বিদ্যালয়ের ছাত্র এবং শিক্ষকগণ ব্যতীত আরও অনেক যুবক ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বিদ্যালয়-গৃহ পূর্ণ করিলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ উদাত্তকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন,—তরুণ বিদ্যার্থিগণ, তোমরা আমার ধ্যানলোকের সঙ্গী, কারণ জগতের ভবিষ্যতের যে সুকোমল ছবি আমি মনের পটে কল্পনার তুলিকায় আঁকি, তার প্রেরণা আসে তোমাদের কাছ থেকে। তোমরাই দেশের ভবিষ্যৎ, জাতির ভবিষ্যৎ, মানব-সমাজের ভবিষ্যৎ। কিন্তু তোমরা কি ভাই সে কথাটীকে জানো ? তোমাদের ভিতরে যে দেবত্ব রয়েছে অন্তর্নিহিত, তা কি তোমরা জানো ? তোমাদের ভিতরে যে ব্রহ্মত্ব রয়েছে লুপ্ত হ'য়ে, তা কি তোমরা জানো ? জানো কি তোমরা, তোমাদের শিক্ষক বা পিতামাতা তোমাদের যা' মনে ক'রে থাকেন, তোমরা বহুগুণে তার চেয়ে বড়, তার চেয়ে মহৎ ? সেই শক্তি তোমাদের ভিতরে রয়েছে, যেই শক্তিতে মানুষ ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারীর সাথে নিজেকে এক অভেদ-সত্তায় পরিণত কত্তে পারে। তোমাদের যে মূল্য কত, সেই কথা তোমরা জানো না, তাই আমি আজ তোমাদের উপদেষ্টা আর তোমরা আমার শ্রোতা। তোমাদের ভিতরেই অনন্ত উপদেশ সঞ্চিত রয়েছে, প্রয়োজন শুধু একটু অনুসন্ধানের। খোঁজ তোমাদের অন্তর, আর বে'র কর যে, তোমরা কে, কি তোমাদের মহিমা, কি তোমাদের প্রভাব, কি



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

তোমাদের স্বরূপ। নিজের ভিতরে নিজের স্বরূপকে দর্শন কর, নিজের মহিমাকে প্রত্যক্ষ কর।

## মানব-জীবনের দেবত্ব

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কত রূপ ধ'রে যে মানুষ জগতে বিচরণ কচ্ছে, তার ইয়ত্তা নেই। ভাল'র দিকে যেমন তার তুলনা নেই, মন্দের দিকেও তেমন তার হিসাব নেই। সেই মন্দের দিকটা আমি তোমাদের কাছে উদ্‌ঘাটিত কর্ব্ব না। কারণ, সেটা তার স্বরূপ নয়, সেটা তার কুরূপ মাত্র। পশুদের সে কত কাছে, সে কথা আমি বল্‌ব না। তার হিংস্রতা, তার লুব্ধতা, তার নীচতা, তার জঘন্যতা আমি তোমাদের চোখের সাম্‌নে ধর্‌ব না। আমি আজ তোমাদের মনশ্চক্ষে ফুটিয়ে তুল্‌তে চাই মানবের দেবত্বের ছবি। কত সে মহৎ, কত সে বড়, কত সে উদার, কত সে শ্রেষ্ঠ। তা-ই আমি আজ তোমাদের কাছে বল্‌তে চাই। তার ত্যাগে সে কত সুন্দর, তার নিষ্কামতায় সে কত মহৎ, তার সর্ব্বালিঙ্গনকারী প্রেমে সে কত কোমল, তার তুলনাহীন সমবুদ্ধিতে সে কত উদার,—তাই আমি আজ তোমাদের কাছে শুনাতে চাই। মানব-জীবনের সেই বিচিত্র মহনীয়তার পানে তোমরা তাকাও। কেমন ক'রে মানুষ নিজের ভিতরে মহত্ত্বকে রূপদান করে,—তার দিকে তাকাও। কেমন ক'রে মানুষ নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থকে বাল্যকাল থেকেই উপেক্ষা কত্তে শেখে,—তার দিকে তাকাও। কেমন ক'রে মানুষ পরকে আপন ভাবে, দূরকে নিকট করে, জীবের জন্য অবহেলে প্রাণবলি দেয়,





মৃত্যুতুল্য দুঃখকে অনায়াসে বুক পেতে আলিঙ্গন করে, অসম্মান, অপমান, লোকনিন্দা আর বিদ্রূপের তীব্র কষাঘাত হাসিমুখে বরণ করে,—তার পানে তাকাও। মানব-জীবনের যা দেবত্ব, তাকেই কর তোমাদের দৃষ্টির লক্ষ্য, চিন্তার লক্ষ্য, কর্ম্মের লক্ষ্য। এই কথা বল্‌বার জন্যেই আজ আমি তোমাদের এখানে এসেছি।

## ত্যাগই দেবত্ব

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—মানুষের বিত্ত কি তার দেবত্বকে প্রমাণ করে ? তার রূপ কি তার দেবত্বকে প্রতিষ্ঠিত করে ? তার বল কি তার দেবত্বকে বিকাশ দেয় ? তার বিদ্যাবত্তাই কি তার দেবত্বের সাক্ষী ? কি উত্তর তোমরা দেবে ? "হাঁ" বল্‌বে কি ? তা বল্‌বে না। রূপ-বল-হীন, বিদ্যা-বিত্ত-হীন, নিষ্কিঞ্চন ব্যক্তির মধ্য দিয়েও দেবত্বের প্রস্ফুটন ঘট্‌তে পারে। অরুণ-কিরণে যেমন কুসুম ফোটে, ত্যাগের কিরণে তেমন দেবত্ব ফোটে। ত্যাগই সেই জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্য, যার চারিদিকে দেবসুলভ সদ্‌গুণাবলি সৌরজগতের গ্রহ-উপগ্রহ-রাজির ন্যায় অপূর্ব্ব বৈচিত্র্যে ভ্রমণ ক'রে বেড়ায়। ত্যাগই দেবত্বের মেরুদণ্ড, ত্যাগই দেবত্বের ভিত্তিভূমি, ত্যাগই দেবত্বের যজ্ঞবেদী, ত্যাগই দেবত্বের মহোৎসব-প্রাঙ্গণ।

## ত্যাগী হও

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ত্যাগী হও বিদ্যার্থিগণ, ত্যাগী হও। আত্ম-সুখে অনাস্থা কর। ক্ষণিক সুখকে বর্জ্জন কর। ত্যাগকেই কর জীবনের পরম ও চরম আদর্শ। ত্যাগ হউক তোমাদের জপমালা। ত্যাগ হউক তোমাদের বক্ষঃপঞ্জর। ত্যাগ



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

হউক তোমাদের হৃৎপিণ্ডের রক্ত। ত্যাগে তোমাদের প্রাণ জাগুক, প্রাণে তোমাদের ত্যাগ জাগুক। মনে রে'খ তোমরা, ভারতবর্ষ জগৎকে যে মহাশিক্ষা দেবে, তা সম্ভব হবে শুধু ত্যাগের বলে।

## আদর্শের অবিস্মরণ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ভুলো না তোমরা, আদর্শ তোমাদের কি হবে। নিষ্কলঙ্ক শুভ্র জীবন, না কলঙ্কিত কদর্য্য জীবন? প্রেমকোমল পরদুঃখকাতর জীবন, না স্বার্থান্ধতায় রুক্ষ আত্মসুখীর হিংস্র জীবন? পবিত্রতায় স্নিগ্ধ ভাবমধুর সুন্দর জীবন, না পূতিগন্ধপূর্ণ লালসাকুল কদর্য্য জীবন? ভুলো না তোমরা, লক্ষ্য তোমাদের কি, পথ তোমাদের কোথায়, গতি তোমাদের কোন্ দিকে?

## বীর হও

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বীর হও, এই আশীর্ব্বাদ করি। বীর হও তোমরা কর্ম্মে, বীর হও তোমরা ধর্ম্মে, বীর হও তোমরা জ্ঞানে, বীর হও তোমরা ধ্যানে, বীর হও তোমরা ধৈর্য্যে, আর বীর হও তোমরা পবিত্রতায়। সকলের যা' অসাধ্য, হ'ক তা' তোমাদের সুসাধ্য; সকলের যা' কল্পনা, হ'ক তা' তোমাদের বাস্তব। অতীতের ভারত সহস্র সহস্র বীরকে প্রসব করেছিলেন। অতীত চলে গেছে, কিন্তু ভারত এখনো রয়েছেন। পুনরায় ভারত সহস্র সহস্র বীরকে জন্ম দিন, পুনরায় সূর্য্যের কিরণ আর চন্দ্রমার জ্যোৎস্না ভারতমাতার বীর সন্তানদের চরণপ্রান্তে প্রণতি জ্ঞাপন করুক। পুনরায় নদনদী কল-কল্লোলে





তাঁদের চরণ ধৌত করুক। পুনরায় পর্ব্বতে, কন্দরে, পুলিনে, প্রান্তরে তাঁদের কণ্ঠধ্বনি বারংবার প্রতিধ্বনিত হউক।

## ধর্ম্ম, সমাজ ও পরিবারের মূল্য-নির্ণয়

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—যে ধর্ম্মের তোমরা প্রতিনিধি, যে সমাজের তোমরা সদস্য, যে পরিবারের তোমরা সন্তান, তাদের প্রকৃত পরিচয় যে হবে তোমাদের জীবন দিয়ে। ক্লীব-কাপুরুষেরা যে ধর্ম্মের প্রতিনিধিত্ব করে, জগতে সে ধর্ম্মের স্থান কোথায়? ভীরু দুর্ব্বালেরা যে সমাজের সদস্যপদ পূর্ণ করে, সে সমাজ কোথায় হবে আদৃত? নীচবুদ্ধিরা যে পরিবারের সন্তান, সে পরিবারের নিশ্চিহ্ন হওয়াই কি শ্লাঘ্য নয়? তোমাদের দিয়েই তোমাদের ধর্ম্মের মর্য্যাদা, তোমাদের সমাজের মূল্য, তোমাদের পরিবারের সম্ভ্রম নির্ণীত হবে। ধর্ম্ম কি বীরকে সৃষ্টি কচ্ছে? সমাজ কি বীরকে বিকাশ দিচ্ছে? পরিবার কি বীরকে জন্ম দিচ্ছে? তবেই না এদের বেঁচে থাক্‌বার অধিকার! তবেই না এদের শ্লাঘা কর্‌বার অধিকার! সেই কথা রাখ মনে, আর তেমনিভাবে নিজেদিগকে কর গঠিত ও পরিচালিত!

## পথপ্রদর্শকের অভাব নাই

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—পথপ্রদর্শকের অভাব নেই। শত শত শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি তোমাদের আগে আগে এই পথেতেই চলেছেন! তাঁদের অনুসরণ কর। দেব-মানবকে অনুসরণ ক'রে মানুষ দেবত্বকে পায়। পশু-মানবকে অনুসরণ ক'রে মানুষ পশুত্বকে পায়। তোমরা দেব-মানবকে অনুসরণ কর, তোমরা দেবত্বকে লাভ কর, তোমরা মানব-জীবনকে সার্থক কর।



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

২৯শে ভাদ্র, ১৩৩৮

## মাতৃপিতৃভক্তি ও নৈতিক চরিত্র

অদ্য অপরাহ্ন দুই ঘটিকার সময়ে শ্রীশ্রীবাবামণি রামকৃষ্ণপুর হইতে নৌকাযোগে মাঝিয়ারা রওনা হইলেন।

কথায় কথায় শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—যুবকদের ভিতরে মাতৃভক্তি ও পিতৃভক্তির সম্প্রসারণের চেষ্টার সঙ্গে নৈতিকতা প্রসারণের বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। যে ছেলে নিজের মাতাকে ভালবাসে, সে নারী-মাত্রেরই প্রতি অমর্য্যাদাসূচক ব্যবহার কত্তে দশ বার কুণ্ঠিত হয়। যে মেয়ে তার পিতাকে ভালবাসে, সে পুরুষ-মাত্রের সাথেই অন্যায় সম্পর্ক স্থাপন কত্তে শত বার লজ্জিত হয়। মাতার প্রতি অনুরাগ ছেলেকে আর পিতার প্রতি অনুরাগ মেয়েকে জগতের অনেক কদর্য্যতা থেকে রক্ষা করে। এইজন্যই আমি শতবার বলি, মাকে ভালবাসো, বাবাকে ভালবাসো, তাঁহাদিগকে ভক্তি কর।

## নিজ আচরণে পিতামাতার দৃষ্টিদৈন্য

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু সবচেয়ে দুর্ভাগ্যের বিষয়ই এই যে, ভক্তির উপযুক্ত হবার জন্য মাতাপিতার চেষ্টা নেই। জীবনকে সহস্র জটিলতার ভিতরে এমন ক'রে তাঁরা ফেলে দিচ্ছেন যে, সন্তানগুলি যে তাঁদের চরিত্র, তাঁদের আচরণ, তাঁদের ভাবভঙ্গী লক্ষ্য কচ্ছে এবং কুশিক্ষা পাচ্ছে আর শ্রদ্ধা হারাচ্ছে, সেই দিকে তাঁদের দৃষ্টি নেই। বাপ-মায়ের জীবনে আর দ্বিতীয় কর্ত্তব্য কি আছে? যাতে তাঁরা পুত্রকন্যাদের অবিমিশ্র শ্রদ্ধাভক্তির যোগ্য থাকতে পারেন, তার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা





করাই যে তাঁদের জীবনের একমাত্র ব্রত! এতেই যে তাঁদের জীবনের সার্থকতা সম্পাদিত হবে, পূর্ণতা প্রাপ্তি ঘটবে! কেন পিতামাতা তাঁদের জীবন থেকে নীচতা, হীনতা, দুর্ব্বলতা আর স্বার্থপরতার দৃষ্টান্ত আহরণের সুযোগ পুত্রকন্যাকে দেবেন? কেন তাঁরা সন্তানের মুখপানে তাকিয়ে পাপকে নির্ব্বাসন ও পূণ্যকে অনুসরণ কত্তে চেষ্টা কর্ব্বেন না? কেন তাঁরা পুত্রকন্যার মঙ্গলের জন্য নিজ নিজ অসম্বৃত আচরণ সম্বৃত কর্ব্বেন না? কেন তাঁরা ক্রোধ, লোভ, দম্ভ, দর্প, পরানিষ্ট-প্রচেষ্টা পরিহার কর্ব্বেন না? চতুর্দ্দিকে যে নীতি-জ্ঞানহীন দুরাচার সন্তানদলের আবির্ভাব হচ্ছে, স্বার্থপর নীচসুখ-লোভাতুর দুর্বিনীত পুত্র-কন্যারা মাঠ, ঘাট, বিদ্যালয় পূর্ণ কচ্ছে, এর জন্য প্রধানতঃ যে দায়ী পিতা-মাতার নিজেদের জীবনেরই অপূর্ণতা!

## সন্তানের দৃষ্টি ও পিতৃমাতৃ-চরিত্রের ত্রুটী

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু পিতামাতার জীবন যেমন ঘটনাবলীর মধ্য দিয়েই বিকশিত হ'য়ে থাকুক, তাদের ত্রুটী-বিচ্যুতির দিকে দৃষ্টি দেওয়া সন্তানের পক্ষে সঙ্গতও নয়, মঙ্গলজনকও নয়। মায়ের স্নেহের মর্য্যাদা যাতে লঙ্ঘিত না হয়, বাপের লোক-সম্মান যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, তা' করা প্রত্যেক পুত্রকন্যার কর্ত্তব্য। মায়ের স্নেহের মর্য্যাদার প্রতি যার দৃষ্টি আছে, সেই ছেলে কখনও ভ্রষ্টা নারীর সংসর্গ কত্তে সমর্থ হয় না। পিতার সম্মানের দিকে যার লক্ষ্য আছে, সেই মেয়ে কখনো কুলত্যাগিনী অসতী হ'তে পারেই না। সমাজকে দুঃখ থেকে, আঘাত থেকে, ধ্বংস থেকে রক্ষা কর্ব্বেন বলেই পরমাত্মা



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

মানবের মনে সন্তান-বাৎসল্য আর পিতৃপরায়ণতা ও মাতৃভক্তির বীজ বপন ক'রে দিয়েছেন। সন্তানের কর্ত্তব্য হচ্ছে সেই ভক্তির বীজটীকে জলসিঞ্চনের দ্বারা অঙ্কুরিত ও পল্লবিত ক'রে তোলা।

## জগতের মঙ্গলকে লক্ষ্য রাখ

নৌকায় একটী যুবক ছিল, সে তাহাদের গ্রামের যুবকদের রাজনৈতিক লক্ষ্য ও দলাদলির বিষয়ে কিছু বর্ণনা করিল।

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—একজন ফরাসী সৈনিক রাজনীতি সম্বন্ধে কি বলেছেন, জানিস্। তিনি বলেছেন,—রাসায়নিক হ'তে হ'লে রসায়ন-শাস্ত্র পড়্তে হয়, উকিল হ'তে হ'লে আইন পড়্তে হয়, চিকিৎসক হ'তে হ'লে আয়ুর্বিজ্ঞান পড়্তে হয়, কিন্তু রাজনৈতিক হ'তে হ'লে পড়্তে হয় শুধু স্বার্থ। কথাটায় যে সত্য আছে, সেই কথাটা ভেবে দেখা উচিত। কেন লোক রাজনৈতিক আন্দোলন করে ? স্বার্থরক্ষার জন্য নয় কি ? স্বার্থরক্ষার জন্য যেখানে আন্দোলন, সেখানে দ্বেষ, হিংসা আস্‌বেই, নিবারণ কর্ব্বার উপায় নেই। ভদ্র ভাষায় দ্বেষ আর হিংসাকেই না স্বদেশপ্রেম ও আত্মত্যাগ ব'লে বর্ণনা করা হয়! বুদ্ধিজীবী ব্যক্তিদের বুদ্ধির জালে জড়িয়ে সরল প্রকৃতির ব্যক্তিরা এমন সব কাজ করে, সুস্থ মাথায় যা তাদের দ্বারা করা সম্ভব হ'ত না। এই জন্যই আমি তোদের বারংবার বল্‌ছি, সমগ্র জগতের মঙ্গলকে লক্ষ্যরূপে রেখে সর্ব্বতোভাবে আত্মগঠন কর। দলাদলি আর গালাগালি নিয়ে কোনও জাতি মঙ্গলকে করায়ত্ত কত্তে পারে না।





## রাজনৈতিক আন্দোলনের উৎপত্তি

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—অবশ্য, কেউ যদি বলেন যে রাজনৈতিক আন্দোলন অনুচিত, তবে সে কথা আমি শ্রদ্ধেয় ব'লে মনে কর্ব্ব না। কারণ, ক্ষুধার্ত্ত তার অন্নের জন্য, বস্ত্রহীন তার বস্ত্রের জন্য চিরকাল আর্ত্তনাদ করে এসেছে। যখন একজন একা আর্ত্তনাদ করে, তখন একজন একা তার দুঃখ দূর কত্তে যায়। কিন্তু শত সহস্র নরনারী যখন আর্ত্তনাদ করে, তখন শত সহস্র ব্যক্তিই সেই দুঃখ বিদূরণের চেষ্টায় যোগ দেয়, একদল আর্ত্ত আর একদল আর্ত্তের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করে, একদল দুঃখী আর একদল দুঃখীর প্রতি সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত করে। এভাবেই রাজনৈতিক আন্দোলনের জন্ম হয়।

## ভারতেও রাজনৈতিক আন্দোলন অবশ্যম্ভাবী

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ভারতভূমি ধর্ম্মভূমি, ধর্ম্মই ভারতের জাতীয় প্রতিভা। কিন্তু পেটের ক্ষিদে থাক্‌লে এখানে কেউ কাঁদবে না, বস্ত্রাভাবে শীতে কষ্ট পেলে এখানে কেউ আর্ত্তনাদ কর্ব্বে না, বিনা চিকিৎসায় রোগে ভুগে মর্‌বার কালে এখানে কেউ ঔষধ-পথ্যের জন্য কাতর আবেদন জানাবে না, এমন কথা বেদ, উপনিষদ, পুরাণ, ভাগবত কোন গ্রন্থেই লেখা নেই। সুতরাং যুগে যুগে রাষ্ট্রিক আন্দোলন জগতের সকল দেশের ন্যায় এদেশেও হবেই।

## সকলের আপন হও

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তবে তোমাদের প্রতি আমার বক্তব্য এই যে, আমার সন্তান দৃষ্টি দেবে সমগ্রভাবে নিখিল বিশ্বের



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

সকল দুঃখের প্রতি, তার চেষ্টাতে স্থানিক সঙ্কীর্ণতা বা সম্প্রদায়িক ক্ষুদ্রতা থাক্‌বে না। তা হ'লেই ব্যাপারটা একটা অরাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে গিয়ে দাঁড়াল। পেটের অন্ন নিয়ে কাড়াকাড়ি কত্তে গিয়ে যে যার অঙ্গেই অস্ত্র হানুক, আমার সন্তানের শত্রু নয় এই দুই-এর একজনও, আক্রান্তও তার আপন, আততায়ীও তার আপন। আমার সন্তান আমার আপন ব'লেই সকলের আপন। আমার সন্তানের পর কেউ নেই, দূর কেউ নেই, অস্পৃশ্য কেউ নেই। সকলের প্রতি থাক্‌বে তার শুভবুদ্ধি আর আর সকলের প্রাণে জাগাবে সে শুভপ্রেরণা। সকলের যাতে শুভ, তাতেই হবে তার সূচনা, তার প্রসারণ, তার নিবৃত্তি। বিদ্বেষ দূর কর, সকলের আপন হও।

## মাঝিয়ারার অভ্যর্থনা

সূর্য্যাস্তের প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পূর্ব্বে নৌকা মাঝিয়ারা গ্রামের সমীপবর্ত্তী হইল। ভক্তশ্রেষ্ঠ শ্রীযুক্ত গিরিশ-দা তাঁহার চিত্রাঙ্কনের সরঞ্জাম সামলাইলেন। এমন সময়ে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য নয়নগোচর হইল। নৌকার পর নৌকায় সুসজ্জিত হইয়া ব্যাণ্ডপার্‌টি জলবোম ফুটাইতে ফুটাইতে আসিয়া শ্রীশ্রীবাবামণিকে অভ্যর্থনা জানাইতে লাগিল। দলে দলে যুবকেরা সঙ্গীত করিতে করিতে আসিয়া শ্রীশ্রীবাবামণির গলদেশে মাল্যার্পণ করিতে লাগিলেন। তারপরে একে একে কতকগুলি নৌকা শ্রীশ্রীবাবামণির নৌকার আগে আগে গ্রামের দিকে চলিতে লাগিল, কতকগুলি নৌকা শ্রীশ্রীবাবামণির নৌকার পিছু পিছু আসিতে লাগিল। ভক্তবর শ্রীযুক্ত রেবতীমোহন রায় উচ্চকণ্ঠে জয়ধ্বনি করিতে করিতে





দুই হাতে পুষ্প-চন্দন ও লাজ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। গ্রামে পদার্পণ করিতেই পঞ্চশতাধিক ব্রতী আজিকার দুর্ল্লভ অতিথিকে অভিবাদন জ্ঞাপন করিল।

ইহার পরে গ্রামবাসিনী মাতা, কন্যা এবং বধূগণ শ্রীশ্রীবাবামণির চরণধূলি গ্রহণ করিতে লাগিলেন। মঙ্গলবার দিন শ্রীশ্রীবাবামণি মাতৃজাতিকে পদধূলি নিতে দেন না, কিন্তু কেহই সে নিষেধ শুনিলেন না।

শ্রীশ্রীবাবামণি ভক্তশ্রেষ্ঠ শ্রীযুক্ত গিরীশদাকে ডাকিয়া বলিলেন, —এসব অভ্যর্থনা রাজার বা রাষ্ট্রনেতার সাজে। নিষ্কিঞ্চন ত্যাগীর সাজে না।

বলিতে না বলিতেই পল্লীজননীরা শঙ্খঘণ্টা-নিনাদ সহকারে ধূপ-চূয়া-চন্দন-গন্ধে চতুর্দ্দিক আমোদিত করিয়া পঞ্চপ্রদীপ লইয়া আরতি করিলেন।

শ্রীযুক্ত শশাঙ্ক রায় হাসিয়া বলিলেন,—এইবার ত্যাগীর অভ্যর্থনা ঠিক্ হইয়াছে।

মাঝিয়ারা,
৩০শে ভাদ্র, ১৩৩৮

গ্রামান্তর হইতে কতিপয় যুবক শ্রীশ্রীবাবামণিকে যেন পরীক্ষা করিতেই আসিয়াছেন। তাঁহাদের একটা ভ্রান্ত ধারণা রহিয়াছে যে, শ্রীশ্রীবাবামণি রাজনৈতিক প্রচার-কর্ম্মের উদ্দেশ্যেই ধর্ম্মের ভাণ করিয়া আসিয়াছেন। শ্রীশ্রীবাবামণির কয়েকটী ভ্রান্তবুদ্ধি-সন্তান একটা রাজনৈতিক গোষ্ঠীতে প্রবেশ করিয়া গোপনে নিজেদের দলকে পরিপুষ্ট করিবার চেষ্টায় শ্রীশ্রীবাবামণির অজ্ঞাতসারেই তাঁহার পবিত্র নামকে ভাঙ্গাইয়া স্বদলভুক্ত



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

লোকদিগকে যথেচ্ছ দোকানদারী করিতে দিয়াছে এবং তাহা হইতেই এই বিষময় ফলের উৎপত্তি ঘটিয়াছে। শ্রীশ্রীবাবামণিকে নিজেদের দলের বিরোধী মনে করিয়া যাঁহারা তাঁহাকে পরীক্ষা করিতে আসিয়াছেন, কিছুকাল কথোপকথনের পরেই তাঁহাদের একজন শ্রীশ্রীবাবামণির প্রতি এত আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন যে, স্থানত্যাগের পূর্ব্বে দীক্ষাযোগে তিনি শ্রীশ্রীবাবামণির শ্রীচরণের কৃপাশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

## বিদ্যার্থীর নীতি আত্মগঠন-নীতি

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—অগঠিত যুবক, এখনো একখানা ভাল বই প'ড়ে তার মানে বোঝবার শক্তি তোমাদের হয় নি, আর এখনি তোমরা রাজনীতি কচ্ছ? এর চেয়ে ভুল আর কি হ'তে পারে বাবা? বিদ্যার্থীর নীতি হবে আত্মগঠনের নীতি। "রাজনীতি-রাজনীতি" ক'রে চীৎকার ক'রে তোমরা যে বাবা শক্তির অপচয় কচ্ছ! শক্তিকে আগে প্রস্ফুটিত ক'রে তোল; মস্তিষ্ক আর হৃদয়, বাহু আর দেহ, আগে গুণালঙ্কৃত কর। একথা মানি যে, ঘরে আগুন লাগ্‌লে তখন তখনই জলের জন্য কলসী-হাতে ছুটে যেতে হয়, তখন আর কেউ কুস্তি-কসরৎ ক'রে শরীরকে বলশালী কর্ব্বার চেষ্টা করে না। কিন্তু ঘরে আগুন লেগেছে কিনা, সেইটী আগে দেখ্‌তে হয়, তবে ত' ছুটবে পুকুরের পানে জলের আশায়? ঘরে যখন আগুন লাগে, তখন চীৎকার আর চীৎকারে সবাই জাগ্রত হয়, আগুনের তাপ সবার গায়ে লাগে, আগুনের আলো সকলের চ'খ ঝল্‌সে দেয়, ইচ্ছা ক'রেও কেউ আর স্থির তখন থাক্‌তে পারে না। তখন একটী





শিশুর হাতের এক পেয়ালা জলও তুচ্ছ নয়, যদিও একমাত্র তাতেই আগুন কখনো নিভ্‌তে পারে না। কিন্তু তোমরা কচ্ছ কি? ভেবে দেখ, কচ্ছ কি? দুগ্ধ-পোষ্য স্কুলের ছাত্র, সততা অভ্যাস কর নি, সংযম অভ্যাস কর নি, সত্যকথা বল্‌তে শেখ নি, দেশ কাকে বলে, তা' পর্য্যন্ত জান নি, এমন কি ভৌগোলিক ভারতবর্ষটা যে কি বস্তু, তা' পর্য্যন্ত বল্‌তে পার্‌বে না, ভারতের ইতিহাস অধ্যয়ন কর নি, ভারতের অতীতকে জানো নি, বর্ত্তমানকে বোঝনি, আর তোমরাই বুদ্ধিমান্ একদল বয়স্ক লোকের প্ররোচনায় উদ্যত হ'য়েছ দলাদলি কত্তে, আর পরস্পর গালাগালি কত্তে? এসব ছেড়ে দাও। তোমরা কারো হাতের ক্রীড়নক হ'য়ো না। বুদ্ধিমানেরা দাবা খেল্‌বেন, আর দুগ্ধপোষ্য বালকেরা তাদের দাবার ব'ড়ে হবে, এ' কখনো হ'তে দিতে পার না বাবারা! ভারতের কথা, জগতের দাবী, মানুষের দায়িত্ব, জীবনের কর্ত্তব্য বোঝবার মত বিদ্যাটুকু অর্জ্জন কর আগে, বড় কাজ কর্ব্বার যোগ্য স্বাস্থ্যটুকু সঞ্চয় কত্তে চেষ্টা কর আগে, লক্ষ্যকে স্থির রেখে আমৃত্যু নিষ্ঠায় চল্‌বার মত ধৈর্য্যকে আয়ত্ত কর আগে, ভাবের ঘর কর পূর্ণ, তারপরে নিজে বু'ঝে নিজে বিচার ক'রে রাজনীতি কত্তে হয় কর্ব্বে, কোনো দলে ঢুকতে হয় ঢুকবে। আর এখন তোমরা যা কচ্ছ, তাতে নিজেদের বহুমূল্য জীবনগুলিকে ব্যর্থতায় ভাসিয়ে নিয়ে যাবারই আয়োজন মাত্র করা হচ্ছে।

## জীবন-গঠনের ইঙ্গিত

দ্বিপ্রহর সময়ে শ্রীশ্রীবাবামণি মাঝিয়ারা পাঠশালার বালকগণের প্রতি একটী উপদেশপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করিলেন।



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

প্রায় দেড় ঘণ্টাব্যাপী বক্তৃতা-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন, —বালকগণ, তোমরা আমার প্রাণের চেয়েও প্রিয়, কারণ একদিকে তোমরা নিষ্কলুষ, নিষ্পাপ, নিরপরাধ ও নির্দ্দোষ আর একদিকে তোমরা দেশের, জাতির, সমাজের ও জগতের ভবিষ্যৎ। এই জন্য, আমি তাঁ'দিগতে দেশ ও দশের প্রকৃত সেবক ব'লে মনে করি, যাঁরা তোমাদের সেবা করেন,—তোমাদের উন্নতির জন্য, তোমাদের মঙ্গলের জন্য চেষ্টা করেন। কিন্তু পুত্রগণ একথা তোমরা মনে রেখো, তোমরাই তোমাদের জীবনকে নির্ম্মাণ কর্‌বে, তোমরাই তোমাদের ভবিষ্যৎকে গ'ড়ে তুলবে। বিশ্বাস কর, ইচ্ছা করলেই এক এক জনে তোমরা জগতের শ্রেষ্ঠ পুরুষে পরিণত হ'তে পার। কিন্তু সেই ইচ্ছাটী হওয়া চাই একাগ্র, আর সেই ইচ্ছার পশ্চাতে থাকা চাই পবিত্রতার তপস্যা। পবিত্র তোমাকে থাক্‌তে হবে, কলুষের স্পর্শ থেকে নিজেকে দূরে রাখ্‌তে হবে,—এই জিদ্ তোমরা কর। দেখবে, তাতেই তোমাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠবে।

## পবিত্রতার তপস্যা

রাত্রিতে কয়েকজনের সহিত আলোচনা-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ভগবান্ পবিত্রতাস্বরূপ। তাঁর মাঝে নিজেকে ডুবিয়ে দিতে পার্ল্লে আর পৃথক্ ক'রে পবিত্রতার সাধনা কত্তে হয় না। তাঁকে ভালবাস্‌লে আপনি জীবন-মধ্যে পবিত্রতা প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে যায়। তাঁকে জীবন দিলে, তাঁতে হৃদয় সমর্পণ কর্ল্লে, আপনি তিনি পরশ-পাথরের মত নিজের স্পর্শে শরণাগতকে খাঁটি সোণায় পরিণত করেন। ভগবানে নিজেকে ডুবিয়ে দেওয়াই পবিত্রতার প্রকৃত তপস্যা।





## শরণাগতি ও অভেদত্ব

শ্রীশ্রীবাবামণি আরও বলিলেন,—ভগবানের শরণাগত হওয়া, তাঁর পায়ে আত্মসমর্পণ করা, নিজের সব কিছু তাঁর কাছে বিকিয়ে দেওয়াই যে কথা, তাঁর সাথে অভেদত্ব স্থাপন করা, তাঁর সাথে এক হ'য়ে যাওয়া, তাঁতে আমাতে ভেদ যে রয়েছে, সেই কথা বিস্মৃত হ'য়ে যাওয়াও সেই কথা। পার্থক্যটা শুধু ভাষায়, বস্তুতে কোনো পার্থক্য নেই,—ব্যাপারটা উভয়ই এক। তোমার মানবীয় ভাষা সেই অনির্ব্বচনীয় তত্ত্বকে যেমন না পারে প্রকাশ কত্তে, সেই অনির্ব্বচনীয় অবস্থাকে তেমন না পারে ব্যক্ত কত্তে। তাই, জ্ঞানপন্থী আর ভক্তিপন্থী কথার মারামারি কচ্ছেন। জ্ঞানযোগী ভক্তিপন্থীকে বল্‌ছেন উচ্ছ্বাস-বিলাসী, ভক্তিযোগী জ্ঞানপন্থীকে বল্‌ছেন শুষ্ক বিতর্ককারী। এসব বিতণ্ডা তোমরা ছেড়ে দাও। প্রাণের গতি বুঝে হয় শরণাগত হও, নয় অভেদবুদ্ধি কর। এক অবস্থারই দুই নাম। দুই প্রণালীরই বাহ্য ফল এক, —পবিত্র হওয়া, নির্ম্মল হওয়া, নিষ্কলুষ হওয়া, নিষ্কলঙ্ক হওয়া। দুই প্রণালীরই আভ্যন্তর ফল এক,—শান্তি পাওয়া, দুঃখহীন হওয়া, নির্দ্বন্দ্ব হওয়া।

মাঝিয়ারা, ত্রিপুরা,
৩১শে ভাদ্র, ১৩৩৮

শ্রীযুক্ত রেবতী মোহন রায় শ্রীশ্রীবাবামণির যেরূপ যত্ন করিতেছেন, তাহার ত' তুলনাই নাই। অপিচ, সমাগত শত শত দর্শনার্থীকেও তিনি বিশেষ হৃদ্যতা ও সম্ভ্রম সহকারে পরিচর্য্যা করিতেছেন। অপরাহ্ণ চারি ঘটিকার সময়ে এক বিপুল নৌ-



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

শোভাযাত্রা সহ জীবনগঞ্জ বাজার-প্রাঙ্গণে শ্রীশ্রীবাবামণিকে নিয়া আসা হইল। শ্রীশ্রীবাবামণি "নৈতিক জীবনের আদর্শ" সম্বন্ধে বলিতে গিয়া পূর্ণ তিনঘণ্টাকাল মেঘমন্দ্রে সমবেত জনমণ্ডলীকে জীবন-গঠনের বাণী শ্রবণ করাইতে লাগিলেন।

## ভারতীয় জীবনের আদর্শ

বক্তৃতা-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ত্যাগই ভারতীয় জীবনের আদর্শ। ব্রহ্মচর্য্যের ভিত্তিতেই ত্যাগের সৌধ নির্ভয়ে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে। তাই, ব্রহ্মচর্য্যই ভারতীয় জীবন-গঠনের প্রধান বস্তু। ত্যাগের অভ্যাস থেকে ব্রহ্মচর্য্য আসে, ব্রহ্মচর্য্যের সাধনা থেকে ত্যাগের শক্তি আসে। তাই, আজ ব্রহ্মচর্য্যের আন্দোলনকে সমগ্র ভারতব্যাপী আন্দোলনে পরিণত ক'রে তুল্‌তে হবে। শুধু তাই নয়, ভারতের এই বাণী বাংলার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লীর প্রাণের বাণীর প্রতিধ্বনিরূপে সমগ্র জগৎকে পরিপ্লাবিত কর্ব্বে।

## ভারতবর্ষের ত্যাগ-সাধনা বংশানুক্রমিক

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ভারতবর্ষ তার ত্যাগের সাধনাকে একক জীবনে প্রতিষ্ঠিত ক'রেই সন্তুষ্ট হয়নি, সে চেয়েছে বংশানুক্রমিকভাবে তাকে সম্প্রসারিত ক'রে যেতে। তারই জন্য ঋষির সন্তান ঋষি হ'য়েই জন্মেছেন, ত্যাগীর সন্তান ত্যাগের ব্রত নিয়েই ভূমিষ্ঠ হয়েছেন। ভারতবর্ষের গোত্র-প্রতিষ্ঠাতৃগণ পরস্বাপহারী রাজা নন, কিম্বা বিপুল ঐশ্বর্য্যাধিকারী বণিক্ নন, পরন্তু স্বেচ্ছায় সর্ব্বস্বত্যাগী, নীবারকণাতুষ্ট দীনাতিদীন-জীবন-





যাপনকারী, দারিদ্রব্রতী ঋষি। পরবর্ত্তী বংশের প্রত্যেককে এই গোত্রের পরিচয় দিতে হয়েছে এবং হচ্ছে শুধু এই আশাতে যে, পূর্ব্বপুরুষদের ত্যাগের প্রতিভা আবার যেন পরবর্ত্তী পুরুষে আত্মপ্রকাশ কত্তে পারে।

## অতীত ভারত পুনরাবির্ভূত হও

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কোথা সেই কংস-নিধনকারী রাজ্যসুখে উদাসীন বিজয়ী বীর কিন্তু উগ্রসেনকে রাজ্যসমর্পণকারী নির্ল্লোভ শ্রীকৃষ্ণের বংশধর, তোমার চরিত্র দিয়ে আজ শ্রীকৃষ্ণজন্মা ব'লে পরিচয় দাও। কোথা সেই প্রজারঞ্জনকারী প্রজাহিতে নিজ হৃৎপিণ্ডচ্ছেদনকারী স্বেচ্ছাবৃত দুঃখের অনলে আত্মদহনকারী শ্রীরামচন্দ্রের বংশধর, তোমার নিজ-সুখে উপেক্ষার শক্তি দিয়ে শ্রীরামজন্মা ব'লে পরিচয় দাও। কোথা সেই বিভূতিলিপ্তাঙ্গ শ্মশানচারী সর্ব্বজীবশুভকারী, সর্ব্বৈশ্বর্য্যের আকরস্বরূপ পার্ব্বতীকে অঙ্কে ধারণ ক'রেও সম্যক্ নির্ব্বিকার ও ঐশ্বর্য্যে উদাসীন মহাদেবের বংশধর, নিজের ত্যাগ-শক্তির মধ্য দিয়ে শিবজন্মা ব'লে পরিচয় দাও। কোথা সেই লোক-হিতব্রতে অস্থিদানকারী অতুলন-ত্যাগশক্তিধারী লোকবিস্ময়কর দৃষ্টান্তের প্রদর্শনকারী দধীচির বংশধর, জগদ্ধিতার্থে আত্মবিসর্জ্জন দিয়ে দধীচিজন্মা ব'লে পরিচয় দাও।

পিতার সুখের লাগিয়া যে দেশে, ভীষ্ম রহিল চিরকুমার,
স্বেচ্ছায় জরা বরিলেন পুরু যৌবন-সুখে জানিয়া ছার,
ভ্রাতার সুখের লাগি' লক্ষ্মণ বনবাসী আর স্বদেশত্যাগী,
একলব্যের অঙ্গহীনতা গুরুর তৃপ্তি-বিধান লাগি',



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

অতিথির তরে কর্ণ যে দেশে আপন হস্তে পুত্রঘাতী,
সতী যেথা পতি-নিন্দা-শ্রবণে মৃত্যুরে নিল করিয়া সাথী,— *

সেই দেশের সেই জাতির বংশধর আজ ত্যাগের দ্বারা আপন কুলের পরিচয় প্রদান কর। যে দেশের বেহুলা মৃত্যুর পুরী অতিক্রম ক'রে যাবার সাহস হারায় না লক্ষ্মীন্দরকে পুনর্জ্জীবিত কর্ব্বার জন্য, যে দেশের সাবিত্রী সাক্ষাৎ কৃতান্তের সাথে হিসাব মিটাবার সাহস হারায় না সত্যবানের হারাণো প্রাণ ফিরিয়ে আনতে, সেই অতীত ভারতের বংশধর, যেও না ভুলে, সেই দেশের আদর্শ ত্যাগ আর ব্রহ্মচর্য্য, আত্মদান আর সতীত্ব ছাড়া আর কিছু হ'তে পারে না।

তিন ঘণ্টাকাল বক্তৃতার পরে শ্রীশ্রীবাবামণি তুমুল হর্ষধ্বনির মধ্যে আসন পরিগ্রহ করিলে রূপসদী হাইস্কুলের হেডমাষ্টার শ্রীযুক্ত রাইমোহন চক্রবর্ত্তী, এম-এ এবং শ্যামগ্রাম-নিবাসী শ্রীযুক্ত বিবেকানন্দ ভট্টাচার্য্য শ্রীশ্রীবাবামণির অভিভাষণের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া ধন্যবাদ-জ্ঞাপক বক্তৃতা প্রদান করিলে রাত্রি প্রায় নয় ঘটিকায় সভাভঙ্গ হইল। আগামী কল্য ত্রিপুরার অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রাম শ্যামগ্রামে বক্তৃতাদানের জন্য শ্যামগ্রাম স্কুলের কতিপয় শিক্ষক শ্রীশ্রীবাবামণিকে আমন্ত্রণ করিলেন।

১লা আশ্বিন, ১৩৩৮

প্রাতঃকালে মাঝিয়ারাতে যুবকের দল আসিয়া শ্রীশ্রীবাবামণিকে ঘিরিয়া ফেলিলেন। প্রশ্নের পর প্রশ্ন আর অমৃতমধুর উপদেশবাণীতে উত্তরের পর উত্তর চলিল। এই

* বক্তৃতাকালে অত্যন্ত আবেগের অবস্থায় শ্রীশ্রীবাবামণির শ্রীমুখ হইতে এইরূপ অনর্গল কবিতা বাহির হইতে বহুবার দেখা গিয়েছে।





দিনটী মাঝিয়ারা গ্রামের পক্ষে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবার যোগ্য।

## ভগবানের নামই প্রকৃত পিতা

শ্রীশ্রীবাবামণি কহিলেন,—পিতা খুঁজে বেড়াচ্ছ, তোমাকে নবজন্ম দিয়ে দেবতায় পরিণত ক'রে দেবার জন্য ? সেই পিতা তোমার ভগবানের নাম। নামের বীর্য্যে তোমার জন্ম হোক্। ভগবানের পরমপবিত্র নামের ওজঃ তোমার অস্তিত্বকে বিকশিত করুক। নামই তোমার পিতা, জনক, প্রতিপালক, রক্ষক।

## ভগবানের নামই প্রকৃত মাতা

শ্রীশ্রীবাবামণি কহিলেন,—মাতা খুঁজে বেড়াচ্ছ, তোমাকে ভ্রূণাবস্থায় নিজ জঠরে ধারণ ক'রে, নিজে দুঃখ স'য়ে বাইরের সহস্র দুঃখ থেকে রক্ষা করবার জন্য, মৃত্যু-যন্ত্রণা সহ্য ক'রেও তোমাকে এই পৃথিবীর অপূর্ব্ব আলো আর রূপ, সৌন্দর্য্য আর বিচিত্রতা দেখাবার জন্য, তোমাকে তোমার অসহায় অবস্থায় বুকের স্তন্য-মধু পিয়িয়ে সঞ্জীবিত কর্‌বার জন্য, তোমাকে তাঁর স্নেহের অঙ্কে স্থান দিয়ে অমৃতময়, অভয়-স্বরূপ, নিত্য-নির্ম্মল কর্‌বার জন্য ? সে মা তোমার, ভগবানের নাম। নামই তোমার জননী, গর্ভধারিণী, স্তন্যদায়িনী, অগাধ-স্নেহকারিণী, পরমানন্দ-বিধায়িনী।

## ভগবানের নামই প্রকৃত গুরু

শ্রীশ্রীবাবামণি কহিলেন,—গুরু খুঁজে বেড়াচ্ছ, যিনি তোমার অন্ধকার দূর কর্ব্বেন, সংশয় ছেদন কর্ব্বেন, দুর্ব্বলতা নাশ



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

কর্ব্বেন, সিংহ-বিক্রমে লক্ষ্যপথে চল্‌বার প্রেরণা দেবেন, তোমার তুমিত্বকে ফুটিয়ে তুল্‌বেন, জ্ঞানের মূর্ত্তিতে তোমার হৃদয়ঙ্গম হবেন, প্রেমের মূর্ত্তিতে তোমার অন্তরাত্মাকে জাগিয়ে তুল্‌বেন, আনন্দের মূর্ত্তিতে তোমার মধ্যে নিত্য-প্রতিষ্ঠিত হবেন? তবে জানো, ভগবানের নামই তোমার সেই গুরু, যাঁর শরণাপন্ন হ'লে দুঃখ-দুর্গতি ভুল হ'য়ে যায়, নিত্যসুখের উদয় হয়, প্রেমের প্রবাহ বইতে থাকে, জ্ঞানের সূর্য্য উদিত হয়, আনন্দের পারিজাত-পুষ্প প্রস্ফুটিত হয়। নামই তোমার গুরু, আর কোনও গুরু মান্‌বার প্রয়োজন নেই।

## ভগবানের নামই প্রকৃত বন্ধু

শ্রীশ্রীবাবামণি কহিলেন,—আরে বাপ, তুমি কি বন্ধু খুঁজে বেড়াচ্ছ, সুখে যে সঙ্গী, দুঃখে যে সাথী, সম্পদে যে আপন, বিপদেও যে আপন, কোনও সময়েই কোনও অবস্থাতেই যে তোমাকে পরিত্যাগ করে না, বিশ্বাসঘাতকতা করে না, বাঘের মুখে তোমাকে ফেলে দিয়ে নিজের প্রাণ বাঁচায় না? তবে জানো, ভগবানের অমৃতসম মধুর নামই তোমার অভিন্ন-হৃদয় প্রণয়-পাত্র।

## নামই প্রকৃত প্রণয়িনী

শ্রীশ্রীবাবামণি কহিলেন,—তুমি কি পত্নী খুঁজে বেড়াচ্ছ, যে তোমার অর্দ্ধাঙ্গিনী, ধর্ম্ম-কর্ম্মের সঙ্গিনী, হৃদয়ের আনন্দদায়িনী, অন্তরের আহ্লাদিনী, সুখের দিনের প্রণয়িনী, দুঃখের সেবাকারিণী, পূর্ণতা-বিধায়িনী, প্রেমমধুরভাষিণী, চিত্ততোষকারিণী, কোমল-কমল-মালিনী, রূপবিভা-বিকাশিনী? তবে জানো, নামই তোমার





পত্নী, নামই তোমার প্রণয়িনী, নামই তোমার চিরসঙ্গিনী, নামই তোমার নিত্যানন্দ-বিধায়িনী।

## নামই প্রকৃত কৃষিক্ষেত্র

শ্রীশ্রীবাবামণি কহিলেন,—তুমি কি চাষের জমি খুঁজে বেড়াচ্ছ, যেখানে হাল চালালে, বীজ ফেল্‌লে জল-সিঞ্চন কর্ল্লে সোণার বরণ ফসল ওঠে, আর লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি বুভুক্ষুর ক্ষুধা নিবারণ করে, পুষ্টি দেয়, শান্তি দেয়, আয়ু দেয়, ঐশ্বর্য্য দেয়? তবে জানো, ভগবানের অমৃতমধুর নামই প্রকৃত কৃষিক্ষেত্র, যেখানে অনুরাগের বীজ বুনলেই তাতে অঙ্কুর হয়, পল্লব হয়, ফুল হয়, ফল হয়, যেখানে হাল চালালেই তাতে প্রেম, আনন্দ আর জ্ঞানের চাষ হয়।

## নামই তোমার সর্ব্বস্ব হউক

শ্রীশ্রীবাবামণি কহিলেন,—ভগবানের নামকে ভুলো না।

মরণেও যেন স্মরণে লাগিয়া থাকে,
মধুময় ঐ সুমধুর হরিনাম।
নামই অমৃত, আনন্দ-পারাবার,
নামই আশ্রম, নিত্য-সুখের ধাম।
নামই হোক্ তব ইহাকাল পরকাল,
নামই হোক্ তব অতীত ও অনাগত,
নামই হোক্ তব আহারীয় সুরসাল,
অবিরাম রহ নামেতেই হ'য়ে রত।
নামের মতন মধুর কিছু যে নাই,
ছিল না কোথাও এমন মধুর কিছু,



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

জগতের যেথা আছে যত সুখরাশি,
ছুটিতেছে ঐ মধুর নামেরই পিছু।

হৃদয় হউক তাঁর নাম, জীবন হউক তাঁরই নাম, বক্ষপঞ্জর হউক তাঁরই নাম।

## আজ যে বুঝে নাই, কাল সে বুঝিবে

দ্বিপ্রহরে শ্যামগ্রাম হাইস্কুলের সহকারী প্রধান-শিক্ষক শ্রীযুক্ত কেদারেশ্বর সেন আসিয়া বলিলেন,—আপনাকে শ্যামগ্রাম নিয়ে যাব কি না ভাবছি।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কেন ?

কেদারবাবু।—স্থানীয় যুবকেরা বোধ হয় আপনাকে ভুল বুঝেছে।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তাই নাকি ? তবে নিশ্চয় যাব। আজ যারা ভুল বুঝেছে, কাল তাদের ভুল ভাঙ্গবে। নিষ্কাম কল্যাণ-কর্ম্মীর কারো কাছে ভয় নেই। চলুন, আমি এখুনি যাব।

নৌকাযোগে শ্রীশ্রীবাবামণি শ্যামগ্রাম রওনা হইলেন এবং ঘণ্টাখানিকের মধ্যে শ্রীযুক্ত কেদারেশ্বর সেন মহাশয়ের বাড়ী পৌঁছিলেন। আঙ্গিনার একটা ছায়াযুক্ত স্থানে একটী তক্তাপোষ পাতিয়া শ্রীশ্রীবাবামণির বসিবার আসন করিয়া দেওয়া হইল।

## সাধক-কবি ভারত রায়

শ্যামগ্রামের ইতিহাসের সহিত বহু মাতৃসঙ্গীতের রচয়িতা সাধক-কবি ভারতচন্দ্র রায়ের স্মৃতি বিজড়িত রহিয়াছে। শ্রীশ্রীবাবামণি তাঁহার জীবনের কাহিনী সব জানিবার জন্য প্রশ্ন





করিতে লাগিলেন এবং কবিরাজ শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রচন্দ্র রায় এবং শিক্ষক শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্র চন্দ্র রায় মহাশয়দ্বয় বিবরণ দিতে লাগিলেন। গুল্-মাহমুদ মুসলমানের ছেলে হইয়াও কিরূপে এই মাতৃভাবের সাধকের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই সব শুনিতে শুনিতে শ্রীশ্রীবাবামণি তন্ময় হইয়া গেলেন। কিম্বদন্তী আছে, জগন্মাতা নয়নগ্রাহ্য মূর্ত্তি ধরিয়া এই সাধক-কবির সমক্ষে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ভারতচন্দ্র সত্যই শ্যামগ্রামের গৌরব, তিনি ছিলেন পূর্ব্ববঙ্গের রামপ্রসাদ।

## শ্যামগ্রামের শোভাযাত্রা ও বক্তৃতা

শ্যামগ্রামে যে শ্রীশ্রীবাবামণির বক্তৃতা হইতে পারিবে, ইহার কণামাত্র লক্ষণও দেখা যাইতেছিল না। প্রবীণেরা সকলেই মনে করিতেছিলেন যে, শ্রীশ্রীবাবামণি দুই দশজন ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করিয়াই হয়ত শেষ পর্যন্ত গ্রাম পরিত্যাগ করিবেন। কিন্তু সহসা এক অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপারে সকলে বিস্ময়ান্বিত হইয়া গেলেন। অত্যল্পকাল মধ্যেই পাঁচ ছয় শত যুবক সুসজ্জিত হইয়া শোভাযাত্রা সহকারে শ্রীশ্রীবাবামণিকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করিলেন এবং শ্রীশ্রীবাবামণি তাঁহাদের অভিবাদনের প্রত্যভিবাদন দিলেন। গ্রামের যুবক-সম্প্রদায়ের নেতারা এই দুর্লভ অতিথিকে শোভাযাত্রা সহকারে সভাস্থলে লইয়া গেলেন এবং তন্মধ্যে একজন শ্রীশ্রীবাবামণিকে পুষ্প-মাল্যে ভূষিত করিলেন। শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রকিশোর ভট্টাচার্য্য সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। যুবকদের মধ্যে জনৈক সুকণ্ঠগায়ক শ্রীশ্রীবাবামণির রচিত,—



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

"তুমি না জাগালে মাগো জাগি কেমনে?
নিজে কি জাগাতে পারি নিজ জীবনে?
মোহ-মদির আলসে রাখিয়াছে নিজ বশে
বঞ্চিয়া আনন্দ-রসে, পরম ধনে।
গভীর এ ঘুমঘোর, কেমনে কাটিবে ডোর?
ঐ নিশা হ'ল ভোর, (আমি) তবু শয়নে—"

গানটী গাহিলেন। সূচিপতনের শব্দটুকু পর্য্যন্ত নাই, এমন নিস্তব্ধতার মধ্যে প্রায় দুই হাজার শ্রোতার সমক্ষে পূর্ণ তিন ঘন্টাব্যাপী এক অপরূপ ওজস্বিনী ভাষায় শ্রীশ্রীবাবামণি প্রাণমনোন্মাদিনী বক্তৃতা প্রদান করিলেন।

## যুবকের যুবকত্ব কোথায়

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—জগদ্ব্যাপী লক্ষকোটি দুঃখার্ত্তের দুঃখ বেদনা, হে যুবক, তোমরাই না বিদূরিত কর্ব্বে? শান্তিহীন অযুত অন্তরে, হে যুবক, তোমরাই না শান্তির অমৃত সিঞ্চন কর্ব্বে? আশাহীন অলস-নয়নে, হে যুবক, তোমরাই না আশার আলো ফুটাবে? লক্ষ্যহীন বিভ্রান্ত অন্তরে, হে যুবক, তোমরাই না জাগাবে একলক্ষ্যতার আবেদন, নিষ্ঠার শক্তি, অধ্যবসায়ের প্রাচুর্য্য? ছোটকে বড়, নীচকে উচ্চ, অনাদৃতকে সম্মানিত, হে যুবক, তোমরাই না কর্ব্বে? কোটি-ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী বিঘ্ন-বাধার সমক্ষে কেমন ক'রে মাথা উঁচু ক'রে নিজের ব্রতে, নিজের সাধনায় লেগে থাক্‌তে হয়, হে যুবক, তোমরাই না জগৎকে তা শেখাবে? এইখানেই না যুবকের যুবকত্বের প্রকৃত প্রমাণ?





## ব্রহ্মচর্য্যই যৌবনের শক্তি

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তাই যদি হয়, তবে জেনে রেখো, নিজেকে অপব্যয়িত ক'রে দেওয়ার নাম যৌবন নয়, সামর্থ্যকে, বীর্য্যকে, উৎসাহকে, প্রাণবত্তাকে দীর্ঘকাল ধীর যত্নে ধ'রে রাখাই হচ্ছে যৌবনের প্রকৃত শক্তির মূল উৎস। নিজেকে যে যত বেশী ক'রে জগতের জন্য বিতরণ ক'রে দিতে চাও, সে তত বেশী ক'রে নিজের মূল শক্তিকে আহরণ কর, রক্ষা কর, পুষ্ট কর, প্রবর্দ্ধিত কর। যার লক্ষ্য যত মহৎ, তার অপচয়-নিবারণের দৃষ্টি হোক্ তত তীক্ষ্ণ, তত তীব্র, তত কঠোর।

শ্যামগ্রাম,
২রা আশ্বিন, ১৩৩৮

অপরাহ্ণ পাঁচ ঘটিকার সময়ে শ্রীশ্রীবাবামণি শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র রায় মহাশয়ের বাড়ীতে সমাগত মহিলাদিগকে সম্বোধন করিয়া প্রায় দুই ঘণ্টাব্যাপী উপদেশ প্রদান করিলেন।

## নারীই জগৎকে জাগাইবে

শ্রীশ্রীবাবামণি উপনিষদ্ হইতে একটী কাহিনী বলিয়া তৎপরে বলিলেন, —"ভারতের নারী তাঁর মহিমাকে বহুবার প্রমাণিত ক'রেছেন নিজের অন্তরের ব্রহ্মোপলব্ধি দিয়ে, অপরের অন্তরে সেই উপলব্ধিকে সঞ্চারিত ক'রে। মাতৃরূপে, কন্যারূপে, ভগ্নীরূপে, জায়ারূপে, বান্ধবীরূপে, আচার্য্যারূপে বহুবার ভারত-রমণী নিজের অন্তরের জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে পুরুষের অন্তরের জাগরণ-সম্পাদন করেছেন। এই কথা তোমরা স্মরণ রাখো মা। স্মরণ রাখো যে, তোমরা গার্গী মৈত্রেয়ীরই প্রতিনিধিস্থানীয়া,



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

দেবহূতি, মদালসার প্রতিনিধিস্থানীয়া, চূড়ালা, কয়াধুর প্রতিনিধিস্থানীয়া। জাগাও জননীগণ, তোমাদের অন্তরের দেবতাকে, ক্ষণস্থায়ী সুখের পানে আর না তাকিয়ে সকল কামনা আর বাসনা কর সমর্পণ সেই নিত্যানন্দ-বিগ্রহের শ্রীচরণকমলে, সানন্দে তাঁর আরতি জমাও তোমাদের হৃদয়বৃত্তির প্রদীপগুলি জ্বেলে, তাঁর এই পূজায়োজনে পুরুষ-জাতিকে ডেকে নাও, টেনে নাও, সাগ্রহে সবলে। পুত্র তোমার ধন্য হোক্, স্বামী তোমার পুণ্য হোক্, ভ্রাতা তোমার সার্থক হোক্, বন্ধু তোমার সফল হোক্। তোমাদের মধ্যে দুই একজন সুদুর্ল্লভা রমণীর মুখপানে জীবনাদর্শনের ইঙ্গিত সংগ্রহের জন্য যে পুরুষ শিষ্যরূপে তাকিয়ে থাকে, সে পূর্ণ হোক্। জাগো মা ভারতলক্ষ্মী, নিজেরা জাগো আর জগৎকে জাগাও। কাল্‌কে শ্যামগ্রামের ছেলেরা সভাস্থলে গান গেয়েছিল, —"তুমি না জাগালে মাগো জাগি কেমনে, নিজে কি জাগাতে পারি নিজ জীবনে ?" এই যে আবেদন, এই যে প্রার্থনা, তার মর্য্যাদা তোমরা রাখ মা, নিজে জেগে জগৎকে জাগিয়ে। সকল ঘুমন্তের ঘুম ভাঙ্গিয়ে দাও, সকল আত্মবিস্মৃতের সম্বিৎ ফিরিয়ে দাও, সকল অলস আতুরকে সবল সাধকে পরিণত কর। এই পবিত্র অধিকার মা তোমাদেরই জেনো, তোমরা নিজেদের অধিকারের সদ্ব্যবহার কর।

## নারী-জাগরণের বাধা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—জানি আমি, পথ তোমাদের কণ্টকাকীর্ণ, শত-বাধা-বিঘ্নিত, তৃণাচ্ছাদনেও সর্প-কুল-সঙ্কুল। এ বিঘ্ন তোমাদের পুত্রেরা, পিতারা, ভ্রাতারা, স্বামীরা আর





বন্ধুরাই অনেকটা সৃষ্টি ক'রেছেন। পরমাত্মার যে অনির্ব্বচনীয় আকর্ষণী শক্তি তোমাদের মধ্যে বিশেষভাবে পুঞ্জিত রয়েছে, সেই শক্তির না অপব্যবহার হয়, এই ভয়েই চতুর্দ্দিকে এত বাধা-নিষেধের গণ্ডী তৈরী করা হ'য়েছিল। কেউ জোর ক'রে এসব তোমাদের উপর চাপিয়েছে, এমন আমি মনে করি না। নিজেদের নিশ্চিন্ততা ও নিরাপত্তার পানে তাকিয়ে অধিকাংশ ব্যাপারে তোমরা নিজেরা তাতে সায় দিয়েছিলে। সতীত্বের যে পবিত্র সংস্কার ভারত-রমণীকে জগৎ-পূজ্যা ক'রে রেখেছে, সেই সংস্কার জোর ক'রে পুরুষেরা তোমাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়নি, অনাবৃতা নারীর অবশ্যম্ভাবী আপৎ-সঙ্কুলতা থেকে রক্ষা করবার জন্য নারীর ইঙ্গিতেই পুরুষের জাতি এই পবিত্র সংস্কারকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। কিন্তু যা' এক সময়ে ছিল আত্মবিকাশের উপায়, তাই অপর সময়ে তোমাদের আত্মসঙ্কোচনের কারণ-রূপে পরিণত হয়েছে। সতীত্বকে রক্ষা করার শক্তি সমাজ তোমাদের হাতে দেয়নি, অথবা তোমরা সে শক্তির চর্চ্চা করনি। তাই আজ তোমরা দুর্ব্বল, হেয়, অনাদৃতা। কিন্তু সেই কথা ভে'বে ব'সে থাক্‌বার প্রয়োজন নেই। নিজের অন্তরে প্রাণের দেবতাকে জাগাও, পবিত্রতা-স্বরূপ পরমাত্মাকে প্রাণ জ্বালিয়ে আরতি কর, তাঁর নিরন্তর অর্চ্চনার মধ্য দিয়ে ঐশী বাণী লাভ কর, আর সেই বাণীকে অনুসরণ ক'রে পথ চল মা, পথ চল নির্ভয়ে, নিঃসঙ্কোচে, নির্দ্বিধায়। তোমার ভিতরের আকর্ষণ জগৎকে তোমার দিকে টান্‌ছে, এই কথাটা স্মরণ রেখে, তোমার পরাকর্ষণী শক্তিকে প্রাণপণ যত্নে একদিকে কর নিজেরই ভিতর সংহৃত, যেমন ক'রে কচ্ছপ তার হাত পা মাথা নিজের কঠিন



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

বক্ষ-পৃষ্ঠের আবরণের ভিতরে টেনে নিয়ে যায়, আর অপরদিকে নিজের স্বাভাবিক আকর্ষণী শক্তিকে কর,—সূর্য্যকিরণের ন্যায় তাপ-প্রদ নয়,—জ্যোৎস্নাধারার মত স্নিগ্ধ, অনাবিল, পাপতাপহারী, পবিত্র ও সুন্দর। তোমার ঐ আকর্ষণী শক্তিই তোমাকে পুরুষ জাতির পরম শত্রু ক'রে রেখে দিয়েছে মা।

## দেবী নারী ও দানবী নারী

শ্রীশ্রীবাবামণি কহিলেন,—যতকাল পৃথিবী থাক্‌বে, ততকাল নারীর এই আকর্ষণী শক্তিও থাক্‌বে। সুতরাং এই শক্তির সঙ্গে কারো কলহ ক'রে লাভ নেই। নারী থাক্‌লেই তার এই শক্তি থাক্‌বে, যেখানে নারী নেই, আছে মাত্র প্রেতাত্মা, সেখানকার কথা পৃথক্। কিন্তু নারীহীন এ জগৎ কখনও হবে না, এই আকর্ষণের অস্তিত্ব কখনো লোপও পাবে না। কিন্তু নারী পূজিতা হবে, কি বিভীষিকা হবে, তা' নির্ভর করে তার এই আকর্ষণের ব্যবহারের উপর। যে নারী রাক্ষসীসমা ভীতিপ্রদা, সেই নারীই দেবীপ্রতিমাসমা অভয়প্রদা হয় শুধু তার আকর্ষণী শক্তির ব্যবহারের তারতম্যে। নারী মাত্রেরই আকর্ষণী শক্তি আছে কিন্তু নারী মাত্রেই তার শ্রেষ্ঠ ব্যবহার জানে না। কেউ এর অপপ্রয়োগ করে, কেউ সার্থকতা সম্পাদন করে। কেউ জে'নে করে, কেউ না জে'নে করে। তারই জন্য কেউ হয় দেবী নারী, কেউ হয় দানবী নারী। তোমাদের দানবীত্বকে পুরুষেরা ভয় করে, চিরকাল কর্ব্বে। তোমাদের দেবীত্বকে পুরুষেরা পূজা করে, চিরকাল কর্ব্বেও। দেবীত্বই ভারতীয় চিত্তের চিরকালের আকাঙ্ক্ষণীয়। গ্রীক পুরাণের দেবীরা মানুষের চিত্তকেও কামের ক্ষুধায় ইন্ধন





দিয়েছে, কিন্তু ভারতের লক্ষ্মী, ভারতের ভারতী, ভারতের দুর্গা, ভারতের কালী অনুক্ষণ মাতৃভাবেরই সমৃদ্ধি-সাধন ক'রেছেন। নারীর প্রতি ভারতীয় ভঙ্গী এখানেই সম্যক্ সুপ্রকাশিত হচ্ছে।

## নারীর দেবীত্ব-বিকাশের উপায়

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু বই প'ড়ে, বিদুষী হ'য়েই নারীর এ দেবত্বের প্রস্ফুটন হয় না। মহাপণ্ডিতাও হয়ত দানবীয় আকর্ষণের আধার হ'তে পারেন, কারণ হয়ত তাঁর অন্তরের বিশুদ্ধি সম্পাদিত হয়নি। মহামূর্খাও হয়ত দেবীত্বের অধিকারিণী হ'তে পারেন, কারণ হয়ত তাঁর অন্তরের বিশুদ্ধি সম্যক্ সম্পাদিত হয়েছে। শিক্ষা আত্মোৎকর্ষের আনুকূল্য দান করে সত্য কিন্তু শিক্ষা নিজেই আত্মোৎকর্ষ নয়। আত্মোৎকর্ষ আসে সাধনে, ভগবৎ-সাধনে, পরমাত্মার সেবায়, অনাদি-অনন্ত-অসীম পরব্রহ্মের সহিত নিজের সকল সাদি-সান্ত-সসীম আবেদনের যোগ-সংস্থাপনায়। ভগবানে আত্মসমর্পণের ভিতর দিয়ে যে অমৃতময়ী শান্তি আসে প্রাণে, সেই শান্তিই আত্মোৎকর্ষের রূপ, শিক্ষা তার রূপ নয়, বিদ্যাবত্তা তার প্রকাশ নয়, অধিকাংশ স্থলে সহায়িকা মাত্র।

## দেবীত্বের বিকাশে যত্নশীলা হও

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আজ তোমরা সেই দেবীত্বের বিকাশে যত্নশীলা হও। পুরুষেরা তোমাদের ঘৃণা ক'রেছে বা তোমাদের কাছ থেকে ভয় পেয়ে দূরে স'রে গেছে, শুধু তোমাদের দেবীত্ব-প্রকাশের অপ্রাচুর্য্য দেখে। পুরুষদের গাল দিও না, কারণ তাতে ফল নেই। বিদ্বেষে বিদ্বেষ বাড়ে। প্রাণপণে নিজেদের



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

দেবীত্বের প্রকটনে যত্নশীলা হও। এই ভারতের কোটি কোটি পুরুষ, লক্ষ্মী আর সরস্বতী, দুর্গা আর কালীর চরণে জীবন লুণ্ঠিত ক'রেছে, তোমাদের পায়ে কেন কর্ব্বে না? নারী মাত্রেই নরকের দ্বার নয়, কিন্তু যে নারীর ভিতরে দেবীত্বের প্রকাশ ঘটেনি, পুরুষের পক্ষে, বিশেষ-ভাবে দুর্ব্বল পুরুষের পক্ষে, সে নারী বিপজ্জনক।

## পুরুষের প্রতি নারীর কর্ত্তব্য

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—নারীকে সম্মান যে না করে, সেই পুরুষকে মানুষ ব'লে স্বীকার কত্তে আমি প্রস্তুত নই। সে পশু বা নরপশু। পুরুষকে উচ্চপ্রেরণা যে না যোগাতে পারে, সেই নারীকে মানুষ ব'লে স্বীকার আমি করি না। মানুষ যদি হয় সে, তবে সে অসম্পূর্ণ মানুষ, অব-মানুষ। নারীকে সম্মান করার মানেই হচ্ছে এই যে, প্রত্যেক নারীর ভিতরে পরব্রহ্ম সুপ্রকাশোন্মুখ হ'য়ে বাস কচ্ছেন, এই কথাটী নিরন্তর অন্তরে জাগরূক রাখা এবং অনুভব করার চেষ্টা করা। পুরুষকে উচ্চপ্রেরণা প্রদানের মানে, সসীম থেকে অসীমের দিকে, ক্ষুদ্র থেকে বৃহতের দিকে, স্বার্থ থেকে পরার্থের দিকে, পঙ্কিলতা থেকে পবিত্রতার দিকে, দুর্ব্বলতা থেকে সবলতার দিকে, ক্ষণ-সুখ থেকে নিত্যানন্দের দিকে অগ্রসর হবার জন্য উৎসাহিত করা। নারীর নারীত্ব এইখানেই সার্থক, নারীর দেবীত্বের এইখানেই প্রকাশ। ক্ষণিক সুখ দিয়ে নারী যেন পুরুষের অন্তরের অসীম উন্নতির সম্ভাবনাগুলিকে অবরুদ্ধ ক'রে না রাখে, এই হ'ল পুরুষের প্রতি নারীর কর্ত্তব্য। নিজের প্রলোভনময়ী ছলনার মূর্ত্তিকে পরিবর্ত্তিত ক'রে নারী





যেন প্রেরণাদাত্রী প্রতিভার মূর্ত্তিকে প্রকটিত করে এবং এই ভাবে পুরুষের জীবন-যুদ্ধের হয় মহাশক্তি-সঞ্চারিণী, এই হ'ল পুরুষের প্রতি নারীর কর্ত্তব্য। এই কর্ত্তব্যের ব্রত সুষ্ঠুরূপে উদ্‌যাপন কত্তে তোমরা কাতর হ'য়ো না জননীগণ।

## হও মা ভারত-শ্মশানে মৃতসঞ্জীবনী-স্বরূপিণী

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—নারীকে যারা নিন্দা করে, ঘৃণা করে, অবজ্ঞা করে, নারীকে যারা অকর্ম্মণ্য, নিষ্প্রয়োজনীয় বা জঘন্য ব'লে জ্ঞান করে, তারা মূর্খ। কিন্তু মা, প্রশংসার যাতে পাত্রী হও, পূজার যাতে যোগ্যা হও, আদরের যাতে জিনিষ হও, তা' করা তোমাদের কর্ত্তব্য। দেশ, সমাজ, জাতি ও জগতের পক্ষে অপরিহার্য্য হও। দেহে, মনে, প্রাণে পবিত্রতার আবহাওয়াকে সৃষ্টি ক'রে পৃথিবীকে লালসার বিষ থেকে মুক্ত কর। হও আজ তোমরা নরক-নিবারিণী, হও আজ তোমরা মোক্ষপ্রদায়িনী, হও আজ তোমরা চির-কল্যাণ-বিধায়িনী, হও আজ তোমরা অমৃত-নিঃস্যন্দিনী, হও আজ তোমরা মৃতকঙ্কাল-পরিবেষ্টিত ভারত-শ্মশানে মৃতসঞ্জীবনী-স্বরূপিণী।

## ভাবুকতা এবং ভাবপ্রবণতা

সন্ধ্যার পরে কতিপয় যুবক শ্রীশ্রীবাবামণির চরণ দর্শন করিলেন।

তাঁহাদের একজনকে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ভাবুকতা আর ভাব-প্রবণতা এক জিনিষ নয়। জগন্ময় কোটি কোটি মহাভাব মানব-চক্ষুর অদৃশ্য ভাবে বিচরণ ক'রে বেড়াচ্ছে! ভাবুক ব্যক্তি সে সকল মহাভাবকে দর্শন করেন, গ্রহণ করেন,



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

কথায় বা লেখনীতে অথবা আচরণে প্রচার করেন। আর, কতকগুলি লোক থাকে, মহাভাব দর্শনের শক্তি যাদের ফোটে নি, কিন্তু ভাবুক ব্যক্তির প্রচারিত ভাবগুলির সঙ্গে পরিচয় হওয়া মাত্র যারা হিষ্টিরিয়ার ফিটের মত একটা আকস্মিক ঝাঁকুনির বশে সেই ভাবকে গ্রহণ কর্ব্বার চেষ্টা করে। বিচার-শক্তি এদের প্রখর নয়, কিন্তু ঐকান্তিকতা এদের অত্যধিক; তাই, বুঝে বা না বুঝে যাকে ধরে, তার শেষ পর্য্যন্ত সত্য, ধর্ম্ম, ন্যায়, আত্মমর্য্যাদা, সম্ভ্রমবোধ, এমন কি মনুষ্যত্ব পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে কুণ্ঠিত হয় না।

## দলাদলির স্বরূপ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—দলাদলির এই হ'ল নিদান, আর এই হ'ল পরিণাম। কয়েকজন স্থিরবুদ্ধি ভাবুক লোকের ভাব নিয়ে অসংখ্য ভাবপ্রবণ লোক একপ্রকারের উন্মাদ-রোগ-গ্রস্ত হয়। এই হ'ল দলাদলির স্বরূপ। এই উন্মত্ততার তীব্রতা এত বেশী যে, যুক্তি দিয়ে কাউকে থামানো যায় না, শত আলোচনায়ও আপোষ আসে না; যার যার সঙ্গে এদের মতের মিল নেই, মারমুখো হ'য়ে তাদের প্রতি বিদ্বেষ-সাধন ব্যতীত আর কিছুতে মন বসে না; যে মহদুদ্দেশ্য সাধনের জন্য এরা একটা নির্দ্দিষ্ট ভাবের অনুবর্ত্তী হ'য়েছিল, সেই মহদুদ্দেশ্যের দিকে বাক্য, কর্ম্ম, চিন্তা কতদূর এগুচ্ছে, তার প্রতি দৃষ্টি দেবার অবসর নেই, রুচি নেই, কিন্তু কেউ যদি এই মতটাকে না মানে, তবে তার মাথায় লাঠি চাপাতে হবে, এই প্রতিজ্ঞাই প্রধান হ'য়ে পড়ে। অর্থাৎ, দুই-নম্বর দুই-চারিজন ভাবুক লোকের ভাবের আওতায় একদল





বিকৃত-মস্তিষ্ক ভাবপ্রবণ যোদ্ধার আবির্ভাব হয়। নিজেদের ভ্রমকে এরা ঢেকে রাখে আত্মপ্রবঞ্চনা দিয়ে, একটি ভ্রমকে শতগুণিত করে বেহিসাবি আচরণ দিয়ে, আর ভ্রমকে সমর্থন করে গায়ের জোরে। শেষটায় এমন হয় যে, নেতা যিনি, তিনি আর শত্রুপক্ষকে ব্যতিব্যস্ত কত্তে পারেন না একবিন্দুও, নিজের দলের লোকদের খুশী রাখ্‌বার জন্যই তাঁকে সমগ্র শক্তি এবং প্রতিভা অপব্যয়িত কত্তে হয়।—এই হ'ল্ দলাদলির স্বরূপ।

## অসাম্প্রদায়িক সম্প্রদায়

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আমি কর্ম্মী না সাধক, একথা আজও আমি বুঝ্‌তে পারিনি। কিন্তু দলাদলির যে কি ভীষণ পরিণাম, তা জানি ব'লেই আমি কি ধর্ম্ম-দল কি কর্ম্ম-দল, কোনও দলের ভিতরেই কখনো প্রবেশ করিনি। আমি আমার স্বাধীন বিচার-বুদ্ধিকে কারো উপদেশেই পরাধীন কত্তে পারিনি, এ জগতের একটী প্রাণীরও স্বাধীন বিচার-বুদ্ধিকে আমি আমার ইচ্ছার পদতলে চেপে রাখবার চেষ্টা করিনি। আমার আত্মসমর্পণ উচ্চতম আদর্শবাদের কাছে, ব্যক্তির কাছে নয়, দলের কাছে নয়। উচ্চতম আদর্শবাদ যাদের প্রাণকে এনে আমার প্রাণের সাথে, যাদের কণ্ঠকে এনে আমার কণ্ঠের সাথে, যাদের বাহুকে এনে আমার বাহুর সাথে আপনি যুক্ত ক'রে দেবে, তাদের নিয়েই আমার সম্প্রদায়। আমার প্রার্থনা,—ভাবপ্রবণেরা সব ভাবুক হোক্, পরবুদ্ধি-পরিচালিতেরা আত্মবুদ্ধির সাথে পরিচয় স্থাপন করুক, অপরের নাম ভাঙিয়ে নিজের দলপুষ্টির প্রতারণামূলক কুবুদ্ধি জগৎ থেকে দূর হ'য়ে যাক, বহুমুখী



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

প্রতিভার অধিকারী হ'য়েও মানুষ কর্তৃত্ব-লিপ্সার মোহজাল হ'তে মুক্ত হোক্। এতে যদি কেউ মনে করে যে, আমি জগতের বা দেশের শত্রু, তবে আমার কামনা, আমি যেন কোটি কোটি নবজন্ম লাভ করি, আর এইরূপ শত্রু হ'য়েই জন্ম গ্রহণ করি।

শ্যামগ্রাম,
৩রা আশ্বিন, ১৩৩৮

## একটী ইন্দ্রিয়ের প্রশ্রয়ে সকল ইন্দ্রিয়ের প্রশ্রয়

শ্রীযুক্ত কেদারেশ্বর সেন মহাশয়ের পত্নী যেরূপ যত্ন-সহকারে শ্রীশ্রীবাবামণির ভোগ প্রস্তুত করিতেছেন, তাহা বলিবার নহে। প্রাতরাশে উপবিষ্ট হইয়া শ্রীশ্রীবাবামণি আয়োজন দেখিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিলেন।

জলযোগান্তে কথা-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ভগবৎসৃষ্ট সবগুলি ইন্দ্রিয়েরই নির্দ্দিষ্ট ব্যবহার আছে, আবার অপব্যবহারও আছে। একটী ইন্দ্রিয়ের অপব্যবহার কর্ল্লে, অপরগুলিও অপব্যবহারে প্ররোচিত হয়। যেমন পাঁচ ছেলের মা একটী ছেলেকে অন্যায়ে প্রশ্রয় দিলে বাকী চারিটিও প্রশ্রয় পেতে চায়। চক্ষুকে বিপথে যেতে দাও, কর্ণ বলবে—"আমিও কুকথা শুনব।" কর্ণকে বিপথে চলতে দাও, স্পর্শেন্দ্রিয় বলবে,—"আমিও বিধিভঙ্গ করব।" এই রকম ক'রে একজনের উচ্ছৃঙ্খলতা সকলের উচ্ছৃঙ্খলতার কারণস্বরূপ হয়। তাই পূর্ব্বাচার্য্যেরা শতবার বলেছেন,—গোড়া সামলাও, গোড়া সামলাও, গোড়া সামলাও।





## রসনা-জয় বনাম ইন্দ্রিয়-জয়

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এই গোড়া হচ্ছে রসনা। জিহ্বাটাকে যে শাসন করেছে, তার পক্ষে অন্য ইন্দ্রিয় শাসন করা ক্রমশঃ সহজ হ'য়ে আসে। জিহ্বার শাসন মানে বাক্-সংযম আর আহার-সংযম। যে কথা জীবনের কল্যাণ-সাধন কর্ব্বে না, তাকে বর্জ্জন করাই বাক্-সংযম। একেবারে মৌনী হ'য়ে যেতে হবে, তার কোনো মানে নেই। যে আহার দেহের কল্যাণ কর্ব্বে না, তাকে বর্জ্জন করাই হচ্ছে আহার-সংযম। একেবারে অনাহারী হ'য়ে থাক্‌তে হবে বা শরীর-রক্ষার পক্ষে অনুপযুক্ত অল্পাহার কত্তে হবে, তা নয়। যতক্ষণ পর্য্যন্ত বাজে কথা বল্‌বার রুচি থাক্‌বে, বাজে কথা কইবার উদগ্রীবতা থাক্‌বে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত বাক্-সংযম হয়নি ব'লে বুঝ্‌তে হবে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত আহারীয় বস্তুর প্রতি লোভ থাক্‌বে, প্রয়োজন নেই, তবু তার জন্য আকাঙ্ক্ষা থাক্‌বে বা প্রয়োজনীয় জিনিষ দরকার-মত পরিমাণে পাওয়া গিয়েছে, তবু আরো পাবার জন্য আগ্রহ হবে, বুঝ্‌তে হবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আহার-সংযম হয়নি।

## আহার্য্য বস্তুতে প্রসাদ-জ্ঞান

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আহারীয় বস্তুকে ভগবানে নিবেদন কর্ল্লে আহার-সংযমের সাহায্য হয়। কারণ, নিবেদন কর্ল্লে তা' হয় প্রসাদ আর সেই প্রসাদের তিক্ত-কটুত্বের বিচার নিষিদ্ধ, প্রসাদে বস্তুবুদ্ধি অন্যায়। ভক্তেরা প্রসাদকে অতীন্দ্রিয় আনন্দ ব'লে জ্ঞান ক'রে থাকেন, প্রসাদের ভিতরে বস্তুবুদ্ধির আরোপ থাক্‌তে দেন না। এখানেই ভক্তিপন্থীদের একটা অদ্ভুতত্ব। ক্ষেত্রের



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

ধানের শাঁস নিয়ে যে অন্ন হয়েছে, সেই অন্ন পরমাত্মায় নিবেদন কর্লে, সে পরমাত্মার সঙ্গে একত্ব পায়, তখন তাতে আর ইন্দ্রিয়সুখবুদ্ধি থাকে না, নিবেদনেই তা' অমৃত হ'য়ে যায়, আর অমৃতকে স্মরণ কর্লেই সুখস্বাদুতা লাভ করা যায়, অমৃত কোনও পার্থিব বস্তু নয় যে, সন্দেশ বা রসগোল্লার মত চেটে আর চিবিয়ে খেতে হবে। এইভাবে আহার-সংযমের একটা উৎকৃষ্ট উপায় পূর্ব্বাচার্য্যেরা জীব-হিতার্থে প্রবর্ত্তিত ক'রে গিয়েছেন। ভোগ-রন্ধনে বস্তুকে করেছেন তাঁরা নির্দ্দিষ্ট এবং প্রসাদ-গ্রহণে ভাবকে করেছেন তাঁরা প্রধান।

## বাক্-সংযমের বিভিন্ন স্তর

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বাজে কথা বলার চাইতে কাজের কথা বলা, একপ্রকারের শৃঙ্খলা বা সংযম। অতিবাক্য-বিলাসী ব্যক্তিদের পক্ষে বাক্-সংযমের এইটী হচ্ছে প্রথম স্তর। কাজের কথা আবার সাংসারিক আর পারমার্থিক দুই রকম হ'তে পারে। কাজের কথা আবার সাংসারিক আর পারমার্থিক দুই রকম হ'তে পারে। সাংসারিক কাজের কথা বলার চেয়ে পারমার্থিক কাজের কথা বলা হ'ল আর এক প্রকারের শৃঙ্খলা বা সংযম। বাক্-সংযমের এইটী হ'ল দ্বিতীয় স্তর। পারমার্থিক কাজের কথা আবার দুই রকম হ'তে পারে। এক রকম,—শ্রুত ও গ্রন্থপাঠলব্ধ, আর এরকম,—উপলব্ধ। শ্রুত ও পাঠলব্ধ পারমার্থিক কথা বলার চাইতে উপলব্ধ পারমার্থিক কথা বলা একপ্রকারের শৃঙ্খলা ও সংযম। বাক্-সংযমের এইটী হ'ল তৃতীয় স্তর। সাধারণ লোক প্রথম স্তরের বাক্-সংযমে স্থিত





হন। ধর্ম্ম-প্রচারকেরা দ্বিতীয় স্তরের বাক্-সংযমে বিচরণ করেন। ঋষি বা ঋষিকল্প সাধক তৃতীয় স্তরের বাক্-সংযমে অবস্থান করেন। কদাচিৎ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা জীব-কল্যাণার্থে নিম্নাধিকারীর ভূমিকাও অভিনয় করেন। কিন্তু বাক্-সংযমের এর উপরেও একটা স্তর আছে, সেইটী হচ্ছে ব্রহ্মানন্দী পুরুষের ভূমানিষ্ঠ সিদ্ধসস্থিতের অবস্থা, যে অবস্থায় তিনি ভাবকে প্রচারের জন্য কথা কইবার আবশ্যকতাই হয়ত অনুভব করেন না। তাঁর চ'খে মুখে ভাবের ফোয়ারা ছুটতে থাকে, অথচ রসনা চিরস্তব্ধ। এমন কি, কখনো কখনো জগতের লোককে দেখা দেবার আবশ্যকতা পর্য্যন্ত তাঁরা অনুভব করেন না, নীরবে নিভৃতে বিশ্বজগতের কল্যাণের জন্য যে পুঞ্জীভূত সচ্চিন্তার সম্পদ সঞ্চয় ক'রে রেখে যান, তাতে জগতে ভাব-মহাভাবের বিপ্লব ঘটে।

## শব্দকে ব্রহ্ম বলিয়া জ্ঞান করা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—শব্দকে ব্রহ্ম ব'লে জ্ঞান করাই হচ্ছে বাক্-সংযমের প্রকৃষ্টতম উপায়। যে শব্দ উচ্চারণ কচ্ছি, সেটাই ত' ব্রহ্মবাচক শব্দ। এইরূপ ভাব্‌তে ভাব্‌তে বেশী কথা বলার প্রবৃত্তি আপনিই প্রশমিত হ'য়ে যায়। রসনায় চপলতা যতই আসুক না কেন, ভাব্‌তে হবে,—"ওঁ ব্রহ্ম, ওঁ ব্রহ্ম, ওঁ ব্রহ্ম, সব শব্দই ব্রহ্মস্বরূপ, ব্রহ্মবাচী ব্যতীত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের কোন কোণায়ও একটীমাত্র শব্দ নেই।" অবিরাম মন বল্‌বে ওঁ ব্রহ্ম, প্রাণ বল্‌বে ওঁ ব্রহ্ম, আত্মা বল্‌বে ওঁ ব্রহ্ম। ফলে এক বাক্-সংযমের উপলক্ষ্য ক'রে সকল সংযম এসে যাবে।



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

## তোমরাই ভগবতী

অপরাহ্নে পুনরায় শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রচন্দ্র রায়ের বাড়ীতে মহিলাদের একটী সম্মেলন হইল। শ্রীশ্রীবাবামণি সমাগতা মহিলাদিগকে উপদেশ দিতে লাগিলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তোমাদের হৃদয় ভগবানের পবিত্র সিংহাসন, এই কথা যদি বিশ্বাস কর জননীগণ, সত্যই তোমরা ভগবতীতে পরিণত হবে। ভারত চিরকাল ভগবতীরই পূজা ক'রেছে জননীগণ, ভোগবতীর নয়। তোমরা ভগবতী হও। বিঘ্নবিনাশন গণনায়ক তোমাদের পুত্র হোক, বিদ্যা-বিনয়শালিনী ভারতী তোমাদের কন্যা হোক্। চিরকৌমার্য্য-ব্রতধারী বল-বিক্রান্ত কার্ত্তিকেয় তোমাদের পুত্র হোক্, ধন-ধান্য-ঐশ্বর্য্যাকরা লক্ষ্মী তোমাদের কন্যা হোক্। মৃত্যু-লাঞ্ছনবিক্রম সত্যের কেশরী হোক্ তোমাদের বাহন, দানবীয় অহঙ্কার হোক্ তোমাদের কৃপাণাঘাতে মৃত্যুমুখে নিপাতিত। বিশ্বাস কর জননীগণ, তোমরাই সাক্ষাৎ ভগবতী, মাটির প্রতিমা গ'ড়ে ঘরে ঘরে যে লোকেরা ভগবতী-পূজার অভিনয় করে, সে শুধু তোমাদের ভিতরে তোমরা জেগে ওঠ নাই ব'লে।

## আধার পবিত্র কর

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—মাতা ভগবতী নিজেকে প্রকাশিত করেন, শুধু পবিত্র আধারে। আধার পবিত্র কর জননীগণ, আধার পবিত্র কর। নীচ চিন্তার নির্ব্বাসন দাও, উচ্চ চিন্তাকে হৃদয়ে ধারণ কর। মণিমুক্তা যদি হয় শরীরের অলঙ্কার, তবে জেনো, সত্য হচ্ছে বাক্যের অলঙ্কার, সতীত্ব হচ্ছে দেহের





অলঙ্কার, শুদ্ধ চিন্তা হচ্ছে মনের অলঙ্কার, নিষ্কামতা হচ্ছে প্রাণের অলঙ্কার। অলঙ্কৃতা হও জননীগণ, পবিত্রতার সুদুর্লভ সুশোভন অপরূপ ভূষণে।

## পবিত্র হওয়া যায়

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বিশ্বাস কর জননীগণ, পবিত্র হওয়া যায়। দেহে মনে প্রাণে পূর্ণ পবিত্রতাকে প্রতিষ্ঠিত করা যায়। দৈনন্দিন আচরণে পবিত্র থাকা যায়। দাম্পত্য ব্যবহারেও পবিত্র হওয়া চলে। ইচ্ছা যার আছে, উপায় তারই হয়। কেউ জানায় নি, তাই তোমরা জান না মা, কত মেয়ে আজ পবিত্রতার ব্রত গ্রহণ করেছে, কত মেয়ে আজ পবিত্রতার ব্রত পালন কচ্ছে। জানো না ব'লেই তোমাদের কাছে নূতন মনে হয়, অসম্ভব মনে হয়। আস্‌ছে ভারতে এমন দিন, যে দিন সবাই জান্‌তে পাবে, কত রমণী রমণ-সুখের মোহ পরিহার ক'রে সংসারী-জীবনের মধ্যেও সংযমের ভিতর দিয়ে সত্যসুন্দর, প্রেমসুন্দর পরমাত্মার সেবা করেছেন।

## পবিত্র হও, পবিত্র কর

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—জননীগণ, এই মহনীয় আদর্শ তোমরা নিজেদের ভিতরে প্রতিষ্ঠা কর, আর চতুর্দ্দিকে সম্প্রসারিত কর। নারী বল্‌তেই যেন পবিত্রতার প্রতিমূর্ত্তিকে বুঝায়। নারী বল্‌তেই যেন মানুষের মনে নির্ম্মলতার প্রতিচ্ছবিই ফুটে ওঠে। আজ যেমন একদিকে নারীর দেবীমূর্ত্তি, আর একদিকে তার দানবীমূর্ত্তি যুগপৎ দেখা যাচ্ছে, ফলে একদল মানব নারীর অবিরাম স্তুতি ক'রে পূর্ণ সত্যকে অসম্মান কচ্ছে, সেই অস্বীকার



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

আর অসম্মান থেকে মানুষকে তোমরা বাঁচাও। এমন এক পবিত্রতার প্রতিভা নিয়ে ফুটে উঠুক প্রত্যেক রমণীর জীবন যেন একটী নারীও এই জগতের কোনও অন্ধকার কোণে মানুষের পাপের সহকারিণী না হন। এমন পবিত্রতার পুণ্য প্রভাব নিয়ে চতুর্দ্দিকে নারী-জাতির নবাবির্ভাব ঘটুক, যেন একটী নারীও এই জগতে একটী মানবের পতনের কারণ না হয়। হে জননীর জাতি, পবিত্র হও, পবিত্র কর, হও নরকনিবারিণী জাহ্নবীর মত পাপতাপহারিণী, আর সকলকেও কর তাই। নিজের অন্তরে পুণ্য-প্রতিভা জ্বালো, সকলের অন্তরে পুণ্য-প্রতিভা জ্বালাও।

## দাও গো মোরে পাগল ক'রে

শ্যামগ্রামে বহু ঈশ্বর-পরায়ণ ব্যক্তির বাস। সন্ধ্যার পরে তাঁহারা সকলে কীর্ত্তনানন্দে মগ্ন হইলেন। শ্রীশ্রীবাবামণি তাঁহার স্বরচিত "প্রভু গো দাও গো মোরে পাগল ক'রে" গানটী আখর-সংযুক্ত করিয়া করিয়া গাহিলেন, সকলে দোহারি করিলেন। নিম্নে সেই গানটী অনুলিখিত হইল।

প্রভু গো, দাও গো মোরে পাগল ক'রে।
(ওগো) হাসাও মোরে, কাঁদাও মোরে,
ভাসাও মোরে আঁখির ধারে।
দিন-রজনী আপন মনে
কইব কথা তোমার সনে,
তোমার আমার প্রাণের মিলন
আর যেন কেউ বুঝতে নারে।





অঙ্গে যেন মেখে কাদা,
সার করি ঐ নামে কাঁদা,
সকল শিকল সকল বাধা
দেই গো ভেঙ্গে দেই গো চুরে।
ঠিক্ যেন গো নদীর মত
স্রোতের টানে রই সতত,
নাম-প্রবাহের জোয়ার-ভাটায়
জগৎ ভুলি তোমার তরে।
দাও ভুলিয়ে তৃষ্ণা-ক্ষুধা
চাই তোমার ঐ নামের সুধা,
করুক নিন্দা বিশ্ব-ভুবন
রইল সব ঐ চরণ-পরে।

## ঈশ্বর-নির্ভরের স্বরূপ

কীর্ত্তনান্তে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিতে লাগিলেন,—ভগবানে নির্ভরই হচ্ছে প্রকৃত শান্তি, প্রকৃত আনন্দ। নির্ভরেই জীবনের শ্রেষ্ঠ সান্ত্বনা, পরম কল্যাণ। নির্ভরশীল কখনো বল্‌বে না,—"হে ভগবান্, এটা দাও, ওটা দাও।" নির্ভরশীলের কথা হচ্ছে,— "তোমার কাছে কিছুই আমার চাইবার নাই, যা তোমার খুশী দিও, যা তোমার খুশী নিও, যাতে তোমার সুখ, তাই তুমি ক'রো, আমার মন কিসে খুশী হয়, আর না হয়, তার দিকে তুমি তাকিয়ো না।" আমায় পাগল ক'রে দাও, আমাকে তোমার নামে মাতাল কর, বিভোর কর, আমার সকল লৌহশৃঙ্খল চূর্ণ ক'রে দাও, আমাকে তোমার সঙ্গে যুক্ত ক'রে নাও, আমার



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

ক্ষুধা-তৃষ্ণা বিস্মৃত ক'রে দাও,—সম্পূর্ণ নির্ভরশীল ব্যক্তি ভগবানের কাছে এ প্রার্থনাও কর্ব্বেন না। তোমার ইচ্ছা হ'লে এ সব কর, তোমার ইচ্ছা না হ'লে কিছু ক'র না, তোমার সুখেই আমার সুখ, তোমার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা, তোমার উপরেই আমার ভার, আমার নিজের কোনও কর্ত্তৃত্বও নেই, কর্ত্তৃত্বাভিমানও নেই,—এই হচ্ছে নির্ভরের স্বরূপ। দুঃখ যখন দিচ্ছ তুমি, তখন আর আমার কাঁদা চলে না, তোমার দেওয়া দুঃখ নিশ্চয়ই তোমার অতিপ্রায়কেই বহন ক'রে নিয়ে এসেছে, হে ভগবান্, তোমার সেই শুভ অভিপ্রায় আমার উপরে পূর্ণ হোক্, তাই আমি দুঃখ সইব, ব্যথা সইব, লাঞ্ছনা-গঞ্জনা, অত্যাচার-উৎপীড়ন সইব, তোমার মুখের পানে চেয়ে আমি এইগুলিকে হাসিমুখে বরণ করব। দুঃখ পেয়ে আমি তোমাকে দোষ দিব না, আমার হাসিমুখ দেখ্তে তুমি সুখ পাও আমি জানি, তাই আমি এত দুঃখেও হাস্ব, দেঁতো হাসি নয়, প্রাণখোলা মনখোলা হাসি হাসব,—এই হ'ল নির্ভরের স্বরূপ।

## দায়ে পড়িয়া ঈশ্বর-নির্ভর

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এক প্রকারের নির্ভর আছে, তাকে বলা যায়, দায়ে প'ড়ে নির্ভর। যতক্ষণ দাঁতে জোর ছিল, ততক্ষণ ব্যাঘ্ররাজ ঈশ্বরে নির্ভর করেন নি, আজ গণ্ডারের সঙ্গে লড়াই দিতে গিয়ে দাঁত ভেঙ্গেছে, আজ তিনি বড়ই নির্ভরশীল। এ নির্ভর নির্ভরই নয়। মিথ্যা মামলা ক'রে, দরিদ্র প্রজার ভিটে-মাটি উচ্ছন্ন করবার সময়ে ভগবানের কথা মনে হয় নি, তখন শুধু ধ্যান চলেছে দলিল-জালিয়াতের, মিথ্যাবাদী উকিলের আর





তার ততোধিক মিথ্যাবাদী মোহরারের আর টন্নির, সত্যজ্ঞানহীন হাকিমের আর তার ঘুষখোর পেস্কারের। কিন্তু যদি নিজের সম্পত্তি হঠাৎ নিলামে উঠ্ল, অম্নি হ'লাম নির্ভরশীল। এসব নির্ভর নির্ভরই নয়। তবু বল্তে হবে, এ সময়েও যদি কেউ নির্ভর করে, তবে প্রাণে আশা হয়, বুকে বল আসে, হৃদয়ে উৎসাহ জাগে। কিন্তু এ সব ক্ষণস্থায়ী, আকাশের ঘনঘটাও গেল, চিত্তের নির্ভরও গেল।

## ঈশ্বর-নির্ভরের মূল ঈশ্বর-প্রেম

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ঈশ্বর নির্ভরের মূল হচ্ছে ঈশ্বর-প্রেম। তাঁকে যে বাসে ভালো, তারই নির্ভর খাঁটি হয়। প্রেমের মাটিতে যে নির্ভর গজায়, তার আর লয় নেই, ক্ষয় নেই, অবিরাম তার বৃদ্ধি, অবিরাম তার পুষ্টি, অবিরাম তার বিস্তার। সেই নির্ভরের ছায়া দিনের পর দিন বিশাল থেকে বিশালতর হ'তে থাকে, বাড়তেই থাকে অবিরাম সেই ছায়ার শীতলতা, স্নিগ্ধতা, শ্রমাপহারিতা, সান্ত্বনা-প্রদায়িতা ও অভয়-সঞ্চারিতা।

৪ঠা আশ্বিন, ১৩৩৮

প্রাতে সাড়ে সাত ঘটিকায় শ্রীশ্রীবাবামণি নবীনগর রওনা হইলেন। শ্যামগ্রামের জননীরা কেহ কেহ এত স্নেহশীলা যে, শ্রীশ্রীবাবামণির গমনকালে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

## শিশু-বালিকার প্রতি লম্পটের অত্যাচার নিবারণের উপায়

নৌকামধ্যে জনৈক যুবক শ্রীশ্রীবাবামণিকে একান্তে জিজ্ঞাসা করিলেন,—কোনো কোনো যুবক দেখা যায়, ছোট ছোট মেয়েদের



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

লজ্জাশীলতাকে গোপনে আক্রমণ কত্তে চেষ্টা করে। কিভাবে এদের এই স্বভাবের পরিবর্ত্তন করা যায়?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এসব হচ্ছে কামের অপপ্রয়োগ। কাম একটি বৃত্তি, যা ভগবান্ দিয়েছেন, নির্দ্দিষ্ট কতকগুলি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। সেই উদ্দেশ্যের কথা ভুলে গিয়ে যখন কেউ কামের চেষ্টা করে, তখন এসব অস্বাভাবিক অনাচারের উৎপত্তি হয়। এ সকল স্থলে শাসন বা পীড়ন ক'রে বিশেষ সুফল হয় না। এ সব স্থলে অপরাধীকে সহানুভূতির সহিত গ্রহণ কত্তে হয় এবং মানব-জীবনে কামের যে সম্মান-জনক স্থান আছে, আবার তার যে নিন্দনীয় অপব্যবহারও আছে, দুইটী কথাই খোলাখুলি বুঝিয়ে দিতে হয়। আরো বুঝিয়ে দিতে হয় যে, "কামের তৃপ্তির প্রকৃত ক্ষেত্র শিশু-বালিকারা নয়, প্রকৃত ক্ষেত্র হচ্ছে যৌবন-প্রাপ্তা বালিকা।" এইভাবে কৌশলে তার মনকে শিশু-বালিকার ক্ষেত্র থেকে ক্ষেত্রান্তরে টেনে নিতে হয়।

## অবৈধ নারী-সঙ্গ-লিপ্সুর মন ফিরাইবার উপায়

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু এতে বিপদও আছে, শিশু-বালিকার উপর থেকে মন যখন যৌবন-প্রাপ্তার প্রতি ধাবিত হবে, তখন সে সত্যি সত্যি কোনও যুবতীর মর্য্যাদাহানি কর্ব্বে না, তার কোনো স্থিরতা নেই। তাই, তখন সময় বুঝে তাকে প্রণিধান করাতে হবে যে, রমণেচ্ছার মূল হচ্ছে রমণ-সুখ এবং রমণ-চেষ্টার সার্থকতা হচ্ছে রমণ-সুখ লাভে। চেষ্টা হ'ল পূরা কিন্তু সুখ হ'ল না বিশেষ কিছু, এই যদি হয় ব্যাপার, তবে সেটা





লাভের নয়, বরং দস্তুরমত লোকসানের। এই কথাটা তার মনের ভিতর বেশ ক'রে যদি ঢুকিয়ে দিতে পার, তবে পরবর্ত্তী কাজ হবে তোমার পক্ষে সেই চিত্রটী অঙ্কন করা, যে পারিপার্শ্বিকে রমণলোভী পূর্ণ রমণ-সুখ পায়। যেখানে পরস্পরের প্রেম নেই আর সম্পূর্ণ অনুদ্বিগ্নতা নেই, সেখানে কখনো রমণের পূর্ণ সুখ কেউ পেতে পারে নি। হাজার হাজার মতিভ্রান্ত তাদের ভ্রমের ফসল চয়ন ক'রে তাদের ব্যথার ব্যথীদের কাছে হাজির করেছে, কিন্তু কেউ এ কথা বল্‌তে পারেনি যে, এই দুইটী জিনিষের অভাব সত্ত্বেও রমণের পূর্ণ সুখ কখনো অনুভব কত্তে পেরেছে। সমাজের বাঁধন যদি থাকে শিথিল বা পরিবারের হালচাল যদি থাকে বে-পরোয়া, তবে তেমন স্থলে অসামাজিক প্রেম হয়ত হ'য়ে যেতেও পারে, কিন্তু অনুদ্বিগ্নতা কোথায়, কেমন ক'রে বা হবে? যতই থাকুক প্রেম, বিবাহ যতক্ষণ না হচ্ছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত যুবক-যুবতীরা নিরুদ্বেগ হ'তে পারে না। লৌকিক বাধা, নৈতিক বাধা, মনের খেদ, প্রচ্ছন্ন অনুতাপ, সন্তানাবির্ভাবের ভয়, এই সব মিলে মনের ভিতরে সঙ্গোপনে এমন এক গুপ্ত ষড়যন্ত্র সৃষ্টি করে যে, যে সুখের জন্য অত কাণ্ড, সেই সুখটা আর পূর্ণরূপে উপলব্ধিই করা যাবে না। এইসব ব'লে ব'লে বুঝিয়ে বুঝিয়ে তার মনকে বিবাহের দিকে আকৃষ্ট কত্তে হবে। এতে ফলও হবে।

## ভ্রান্তকে ভ্রম-মুক্ত কর

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ভ্রম অনেকেই করে, শিশুকে নিয়েও করে, কিশোরী বা যুবতীকে নিয়েও করে, ভদ্রকন্যাকেও বিপন্না



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

করে, গণিকাকেও ভ্রমের সঙ্গিনী করে, কিন্তু প্রত্যেকেই চিত্তে প্রতপ্ত হয়, অন্তরের অনুতাপে দগ্ধ হয়, পায় না এমন একটী আপন জন, যার সস্নেহ বচনে প্রাণের বল তার বাড়্‌তে পারে কিম্বা পাপের ছাপ সে মনের পট থেকে ধুয়ে মুছে ঝেড়ে ফেলে দিতে পারে। তোমরা তাদের বন্ধু হও, তোমরা তাদের আপন কর, সহানুভূতির স্পর্শ দিয়ে তাদের সকল সঙ্কোচ ভাঙ্গ, সৎপরামর্শ দিয়ে তাদের ভ্রান্তি ঘুচাও, পাপের পঙ্কাবর্ত্ত থেকে প্রাণকে বাঁচাও।

## মেয়েদের মধ্যেও পবিত্রতার আন্দোলন পরিচালনার জন্য কর্ম্মিণী প্রয়োজন

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু শুধু কিশোরদের আর যুবকদের ভিতরে কাজ কর্‌লেই হবে না, সঙ্গে সঙ্গে কিশোরী আর যুবতীদের ভিতরে কাজ করারাও দরকার। পুরুষ আর নারী, যেন একজন আর একজনের দর্পণ। নারীর ভিতরে পুরুষ তার নিজের ছবিই দেখ্‌তে পায়,—কামুক পুরুষ দেখে জঘন্য লাম্পট্যের কল্পনা, দেব-পুরুষ দেখে অপার্থিব দিব্য প্রেমের ব্যঞ্জনা। নারীও তেমন পুরুষের ভিতরে নিজের স্বরূপই দেখ্‌তে পায়। যে যেমন নারী, সে তেমন প্রতিবিম্ব দেখে। ছেলেদের মতিভ্রান্তি ঘুচাবার জন্য যেমন তোমাদের কত্তে হবে কাজ, মেয়েদের মতিভ্রান্তি ঘুচাবার জন্যে তেমন একদল চরিত্রবতী ত্যাগশীলা আদর্শ কর্ম্মিণীর প্রয়োজন পড়েছে।

নৌকা সাড়ে নয় ঘটিকার নবীনগর পৌঁছিল। শ্রীশ্রীবাবামণি শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র চন্দ্র সাহার ভবনে অবস্থান করিলেন।





## নবীনগরের বক্তৃতা

ত্রিপুরা জেলায় এই সময়ে একটী অবাঞ্ছনীয় অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। বহু ধর্ম্মপ্রাণ যুবক ধর্ম্মচর্চ্চায় অনাস্থা-পরবশ হইয়া নানাপ্রকার রাজনৈতিক দল গড়িয়াছেন এবং একদল অপর দলকে অপদস্থ করিবার জন্যই যেন নিজেদের সমগ্র শক্তি ও মনোযোগকে নিয়োজিত করিয়াছেন। ফলে যুবকদের উপরে যাঁহারা প্রভাবসম্পন্ন, এমন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিদের (রাজনৈতিক কোনও মতামত বা কর্ম্মপন্থা থাকুক আর নাই থাকুক), নানাপ্রকার পরিপন্থী অবস্থা ও অপ্রীতিজনক ঘটনার সমক্ষে পড়িয়া বারংবার মর্ম্মাহত হইতে হইতেছে। শ্রীশ্রীবাবামণি রাজনৈতিক প্রচারক নহেন, রাজনৈতিক কোনও কর্ম্মাপন্থাও তাঁহার নাই, কিন্তু এই দুর্য্যোগ হইতে তিনিও রক্ষা পান নাই। আভাসে স্পষ্ট বুঝা গেল যে, নবীনগরে বক্তৃতা হইয়া উঠিতে পারিবে না। তথাপি বক্তৃতা দিবার কথা সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল এবং অপরাহ্নে শ্রীশ্রীবাবামণি স্থানীয় কালীবাড়ী সম্মুখস্থ তৃণাবৃত অঙ্গনে ''ভারতীয় জীবনে ব্রহ্মচর্য্যের স্থান'' সম্বন্ধে বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। উকিল শ্রীযুক্ত পাল সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

প্রথমে সময়ে শ্রোতা অধিক দেখা গেল না। প্রায় দেড় ঘণ্টা বক্তৃতার পরে মোটামুটি রকমের শ্রোতা পরিদৃষ্ট হইল। স্থানীয় যুবকদের স্বেচ্ছাকৃত অনুপস্থিতিই এবং অপরকে উপস্থিত হইতে নিবৃত্ত করাই এই সভার একটী প্রধান বৈশিষ্ট্য বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

কিন্তু কালীবাড়ী-প্রাঙ্গণের উপরেই একটী বিল্ববৃক্ষের মূলদেশে পরিত্যক্ত পুঞ্জীকৃত খট্টাশ-বিষ্ঠা এবং প্রাঙ্গণের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

বাসাগুলির পায়খানার পূতিগন্ধে আর টেকা যাইতেছিল না। সুতরাং ঘণ্টা দুই বক্তৃতা করিয়াই শ্রীশ্রীবাবামণি অদ্যকার মত উপসংহার করিলেন।

শেষাংশে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—যা' আমি বলেছি, তার প্রত্যেকটী বর্ণ, প্রত্যেকটী শব্দ, প্রত্যেকটী বাক্য বর্ত্তমান যুবকের ভবিষ্য-উন্নতির অন্তহীন আশা এবং আকাঙ্ক্ষা নিয়ে। হে নবীনগরের যুবক, এ অনুরোধ কি আমি কত্তে পারি না যে, কাল তোমরা সকলে মিলে আমার এই সাত্ত্বিকী আশার প্রতি তোমাদের সস্মিত সম্মতি জ্ঞাপন কর্ব্বে? এ অনুরোধ কি আমি কত্তে পারি না যে, তোমাদের জীবনের ভবিষ্যৎ-কল্যাণ ভেবে যে উদাসী নিষ্কিঞ্চন ব্যক্তি তোমাদের কাছ থেকে কোনো প্রকারের স্বার্থ আদায় ক'রে নেওয়ার বুদ্ধি না নিয়ে আজ তোমাদের কাছে এসেছে, তাকে তার বক্তব্য তোমাদের নিকটে পরিবেশন ক'রে যেতে তোমরা সহযোগিতা কর্ব্বে? জীবনে যে ব্যক্তি কখনো নিজের মতামত পাষাণ-ভারের মত কারো স্কন্ধে চাপিয়ে দিতে চেষ্টা করে নি এবং কর্ব্বে না, এ আশা কি সে পোষণ কত্তে অধিকারী নয় যে, তোমরা তাকে তার কথাগুলি ব'লে যাবার সুযোগ দেবে? তোমাদের আধার যদি শুদ্ধ হ'ত, কথা না ব'লেও তোমাদের সেবা আজ আমি আমার স্নেহের দৃষ্টি দিয়েই করে যেতে পাত্তাম। আমার তপস্যা যদি পূর্ণ হ'ত, তা হ'লে অশুদ্ধ আধারেও দৃষ্টি মাত্র, ইচ্ছা মাত্র বা চিন্তা মাত্র আলোড়ন সৃষ্টি ক'রে দিয়ে যেতে পাত্তাম। হয়ত তোমাদের আধার শুদ্ধ নয়, হয়ত আমার তপস্যা পূর্ণ নয়, হয়ত বা দুইটীই সমভাবে নেতীবাচক। কিন্তু তোমরা যুবক, কিন্তু তোমরা আত্মপৌরুষে





বিশ্বাসী, কিন্তু তোমরা নিজের মতামতের সত্যতায় পূর্ণরূপে প্রত্যয়শীল। তোমাদের কাছে এইখানে এসে আমি কি আজ তোমাদের যৌবনের পরিচয় পাবার দাবী কত্তে পারি না? শ্যামগ্রামের যুবকেরা নিমেষের মধ্যে নিজের যৌবনবত্তার পরিচয় দিয়ে বিস্ময় সৃষ্টি ক'রেছে, তোমরা কি তাদের চেয়ে নিকৃষ্ট? আজ আমি আর বল্‌ব না, আজ আমি শুধু আমার এই আশাটুকুকে উচ্চারণ ক'রেই ক্ষান্ত হব যে, কাল নবী-নগরের একটী যুবকও নিজের ঘরে ব'সে থাক্‌বে না, অপরাহ্নকাল বৃথা কাজে হেলায় খেলায় কাটিয়ে দেবে না, আসবে তারা সবাই এখানে, নিয়ে আসবে প্রত্যেকে তার নিজ নিজ বন্ধুবান্ধবকে, কাল এই সভাস্থল জনারণ্যে পূর্ণ হবে, যৌবন তার অপরূপ সৌন্দর্য্য নিয়ে প্রফুল্ল কমলের মত ফুট্‌বে এই কালীবাড়ী-প্রাঙ্গণের মানবোদ্যানে।

অত্যন্ত শ্রান্তি হেতু অদ্য আর শ্রীশ্রীবাবামণি একটি লোককেও দেখা করিতে দিলেন না। যথাকালে তিনি আহারান্তে বিশ্রাম গ্রহণ করিলেন।

নবীনগর,
৫ই আশ্বিন, ১৩৩৮

## চরিত্র-আন্দোলন বনাম রাষ্ট্রীয় আন্দোলন

দ্বিপ্রহরে কয়েকটী যুবক শ্রীশ্রীবাবামণির সহিত দেখা করিতে আসিয়াছেন। একজন প্রশ্ন করিলেন,—এই যে আপনি চরিত্র-আন্দোলন ক'রে বেড়াচ্ছেন, তার প্রয়োজনীয়তা কি? দেশের স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন করাই ত' আপনার উচিত।



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—চরিত্র-আন্দোলন ক'রে বেড়াচ্ছি, তাতেই ত' বাবা তোমরা মারমুখো। যদি স্বাধীনতা-আন্দোলন কত্তাম, তাহ'লে আমি কোন্ দলের নেতা, তাই নিয়ে ঝগড়া তুলে তোমরা আমাকে ঢেঁকিতে কু'টে ছাতু ক'রে দিতে যে হে!

সকলেই হাসিয়া উঠিল।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ঠিক্ হাস্‌বার জন্যই কথাটা বলিনি বাছা, কথাটা সত্য। কিন্তু সে কথা যাক্। আমার কথা এই যে, চরিত্রবান্ যে হবে, সে স্বাধীনই হোক্ আর পরাধীনই হোক্, সে মানব-মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। ''চরিত্রবান্ তোমরা হও'',—এই হচ্ছে আমার কথা; ''স্বাধীন হ'য়ো না, পরাধীনই থাক'',—এ' ত' আমার কথা নয়! তবে তোমাদের সঙ্গে আমার ঝগড়া কোথায় ? চরিত্রের আন্দোলন ক'রে বেড়াচ্ছি, এতে ইংরেজ যদি এসে বলেন, আমি terrorist (সন্ত্রাসবাদী) তাহ'লে যেমন হবে তাদের পক্ষে নির্ব্বুদ্ধিতা, তোমরা যদি বল আমি দেশের রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের শত্রু, তবে তাতেও হবে তেম্‌নি মূর্খতা। ইংরেজের অধীন থাকুক বা ভারতবর্ষ স্বাধীন হোক্, চরিত্র-আন্দোলনের প্রয়োজন সর্ব্বাবস্থাতেই সমান।

## চরিত্রহীন বন্ধুকে বিশ্বাস করা চলে না

যুবকেরা তুমুল তর্ক তুলিলেন। শ্রীশ্রীবাবামণি ধীরভাবে তাহাদের উচ্ছ্বাসপূর্ণ সকল বক্তব্য শ্রবণ করিয়া তাহারা স্থির হইলে পরে বলিলেন,—এই ধর যেন স্বাধীনতার যুদ্ধ আরম্ভ হ'য়েছে। তোমার গৃহে তোমার কন্যা, ভগ্নী, পত্নী, রয়েছেন,—প্রত্যেকেই যৌবনবতী বা তার কাছাকাছি। তোমাকে লড়াই





কত্তে যেতে হবে সুদূর সীমান্তে, কারণ ঐ রকমই হুকুম এসেছে। তোমার একটী বন্ধু আছেন, তোমার প্রতিবেশী। তিনি কোন কারণে সৈনিক হন নি বা হ'তে পারেন নি, কিম্বা এখনো তাঁর ডাক পড়ে নি। ঘরের মেয়েদের তত্ত্বাবধানের ভার বন্ধুটীর উপরে দিয়ে তুমি কি নিশ্চিন্তে যুদ্ধে যেতে পার্ব্বে, যদি তোমার বন্ধুটী চরিত্রবান্ না হন ?

প্রশ্নকারী যুবক উত্তর দিতে একটু ইতস্ততঃ করিলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—চরিত্র বল্‌তে সত্যসন্ধতা, সততা এবং ইন্দ্রিয়-সংযমের ক্ষমতা বুঝায়। একজন লোক একটু অলস, কর্ত্তব্য কার্য্যে একটু গয়ংগচ্ছ প্রকৃতির, কিম্বা একটু বেশী কথা বলে, অথবা একটু বেশী ঘুমায়, এইজন্য তাকে চরিত্রহীন বলা চলে না। কিন্তু সত্যে যার অনুরাগ নেই, সততা যে রক্ষা কত্তে চেষ্টা করে না, ইন্দ্রিয়ের উদ্দাম তাড়নাকে যে প্রশমিত কর্ব্বার জন্য যত্ন নেয় না, তাকে চরিত্রবান্ বলা চলে না। তোমার বন্ধু যদি চরিত্রবান্ না হন্, তা হ'লে তার হাতে কন্যা, ভগ্নী বা পত্নীর ভার সমর্পণ ক'রে যেতে তোমার প্রাণ দুরু দুরু ক'রে কাঁপবে, যে কার্য্য-সম্পাদনে সুদূর সীমান্তে চলে গিয়েছ, সে কার্য্যে নিশ্চিন্ত হ'য়ে আত্মনিয়োগ কর্ত্তে পার্ব্বে না। এমন কি, হয়ত তুমি প্রাণের তাড়নায়, মনের দুর্ব্বলতায় গভীর রজনীতে সেনানিবাস ত্যাগ ক'রে পুনরায় ঘরে ফিরে আসবার অনুচিত চেষ্টা কত্তে পার।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আঁকতেই যখন শুরু করেছি, তখন এস, চিত্রটিকে আমি আরও একটু ভাল ক'রে আঁকি। প্রথম প্রথম হয়ত বন্ধু তোমার ঘরের মেয়েদের খুবই যত্ন কর্ল্লেন, পরে



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

হয়ত সব সম্পত্তির খাজনা বাকী রেখে কৌশলে নিলামে তুলে নিজের তরফ থেকেই বেনামী ক'রে কিন্‌লেন! তোমার কন্যা, তোমার ভগ্নী, তোমার পত্নী নিরাশ্রয়া হ'লেন, ভিক্ষুকী হ'য়ে দুয়ারে ভিক্ষা শুরু কর্ল্লেন। আর, এও যদি তিনি না করেন, তবে চরিত্রবান্ যখন তিনি নন, তখন একে একে মেয়েদের সতীত্বের উপরে হাত দিতেও তার আট্‌কাবে না। তুমি বল্‌বে, আমার ঘরের মেয়েরা সচ্চরিত্রা, সুতরাং সে কিছু কত্তে পার্ব্বেনা। তা হ'লেই তোমাকে স্বীকার কত্তে হ'ল যে, বন্ধু চরিত্রবান্ হোন আর না হোন, তোমার ঘরের মেয়েদের চরিত্রবত্তার প্রয়োজন আছে। আর এই চরিত্রবত্তা তারা বিনা শিক্ষায় বিনা উপদেশে বিনা সদাদেশ-পালনে লাভ কত্তে পারেন নি। ফলে আমার চরিত্র-আন্দোলনকেই সমর্থন করা হ'য়ে গেল।

## সাধারণতঃ পুরুষেরা মেয়েদিগকে অসতী করে

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু এখানেই বাবা শেষ হ'য়ে গেল না। যত মেয়েরা কুলটা হয় বা চরিত্রগত ভুল করে, তারা কেউ গোড়া থেকেই অসতী থাকে না। পতিতারা দোকান খুলে রেখেছে ব'লেই পুরুষেরা সেখানে যায়, তা' নয়। পুরুষেরা অসতী মেয়ে চায়, তার জন্যই এমন অনেক মেয়ে অসতী হয়, যারা আগে সতীই ছিল এবং হয়ত আমৃত্যু সতীই থেকে যেত। পরনারীর প্রতি পুরুষজাতির একটা বড় বিষম লিপ্সা। সেই লিপ্সাটাকেই নানা প্রকারের দাবীরূপে তারা মেয়েদের উপরে প্রসারিত করে। তা থেকেই অধিকাংশ স্থলে উর্ব্বশী, মেনকা, রম্ভা, তিলোত্তমা আর ঘৃতাচীর আবির্ভাব হয়। বাজারে যার





চাহিদা আছে, তারই সরবরাহ হয়। পুরুষের জোর চাহিদাই মেয়েগুলিকে অসতী করে। মাথায় যদি রোগ না থাকে কিম্বা শিক্ষায় যদি গুরুতর ত্রুটী না থাকে, তবে সাধারণ ক্ষেত্রে মেয়েরা সচ্চরিত্রাই হয়। সতীত্বের শিক্ষা মেয়েদিগকে জোর ক'রে দিতে হয় না! নিজেদের নিরাপত্তার দিক্ তাকিয়েই স্মরণাতীতকালে মেয়েরা এই বিষয়ে নিজেদের জন্য নিজেরা সতীত্ব রক্ষার আইন করেছিল। এই আইনের সুযোগ নিয়ে পরবর্ত্তী সময়ে পুরুষেরা মেয়েদের উপর অত্যাচার করেছে ঢের, কিন্তু তথাপি, সতীত্বই মেয়েদের পক্ষে স্বাভাবিক। নিজের স্বভাবের যদি একটা স্পন্দন না থাক্‌ত, তা'হলে পুরুষেরা কাব্য লিখেছে ব'লেই মেয়েরা সতী, সীতা, সাবিত্রী আর চিন্তার চরিত্রে আকৃষ্ট হ'ত না। সীতা, সতী, সাবিত্রীর ভিতরে রমণীসুলভ স্বাভাবিকতা রয়েছে ব'লেই প্রত্যেক মেয়ের প্রাণে তাদের চরিত্র এমন আবেদন সৃষ্টি করে। স্বভাবসুলভ লজ্জাও নারীর সতীত্বেরই অবিরাম রক্ষণ ও সমর্থন কচ্ছে। কিন্তু পুরুষের পাপমূলক দাবী সুকৌশলে আস্তে আস্তে তার লজ্জার বাঁধন শিথিল করে এবং ভদ্রতা, সামাজিকতা, আর্ট, আতিথেরতা বা অন্য কিছু একটা নাম দিয়ে পুরুষের লাম্পট্য নারীর উপরে ক্রমশঃ আত্মপ্রসার করে। এই ক্ষেত্রে নারীরা সচ্চরিত্রা বা সতীত্ব-সমৃদ্ধা হ'লেও অনেক স্থলে ক্রমশঃ পুরুষের ক্রমবিবর্দ্ধমান দাবীর কাছে নত হ'য়ে পড়ে। সুতরাং সতী স্ত্রী বা কন্যা বা ভগ্নীটীকে ঘরে রেখে গিয়েই তুমি নিশ্চিন্ত হ'তে পার না, তোমার প্রতিবেশী ও বন্ধুর চরিত্রের উপরও তোমাকে নির্ভর কত্তে



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

হবে। সুতরাং চরিত্র-আন্দোলনের আবশ্যকতাকে এখানে স্বীকার কত্তে হচ্ছে।

## নারীর সতীত্বের সহিত সমাজের সম্বন্ধ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু তুমি যদি বেপরোয়া হও এবং আমাকে ব'লে বস যে, মেয়েদের সতীত্ব থাকুক কি যাক্, তাতে কিছু আসে যায় না, তা'হলেও আমার বল্‌বার কথা রইল এই যে, মেয়েরা যেখানে একনিষ্ঠ নয়, সেখানে সমাজেই বল, পরিবারেই বল, ঘোরতর দ্বেষ, হিংসা, কলহ রাজত্ব কৰ্ব্বে। একনিষ্ঠার মৰ্য্যাদা যে সমাজ স্বীকার কৰ্ব্বে না, সেই সমাজে একটী মেয়েকে নিয়ে দশ জনের মধ্যে অবৈধ প্রতিযোগিতা অবশ্যম্ভাবী। অনেক স্থলে তার ফল রক্তপাত ও হত্যাতে পর্য্যন্ত গিয়ে গড়াবে। একে নিবারণ করার উপায় নেই। Convention (প্রথার) ই বল আর Superstition (কু-সংস্কার) ই বল, নারীর একনিষ্ঠার মর্য্যাদাকে যে সমাজ স্বীকার ক'রেছে, সেখানে অন্ততঃ অধিকাংশ স্থলেই রিরংসার তাড়না নরহত্যায় গিয়ে পৌঁছুতে পারে না। তাই সমাজকে বৃথা শক্তিক্ষয় ও অনুচিত আত্মকলহ থেকে রক্ষা করার জন্যই নারীর সতীত্বকে দামী জিনিষ ব'লে স্বীকার ক'রে নিতে হয়েছে এবং হবে। নারীকে Nationalise (সমগ্র জাতির সম্পত্তি ব'লে পরিগণিত) কৰ্ব্বার চেষ্টা কেউ কেউ কচ্ছে ব'লেই মনে ক'রো না যে, নারীর সতীত্বের মর্য্যাদা জগৎ থেকে উঠে যাবে। একদল যখন নারীর সতীত্বকে অনাবশ্যক ব'লে ঘোষণা কৰ্ব্বে, শত দল তখন এই সতীত্বকে আবশ্যক জ্ঞান ক'রে পূজা কত্তে বাধ্য হবে। পৃথিবীর ইতিহাসই বারংবার





এই ঘটনার পুনরাবৰ্ত্তন ঘটাবে। আর নারীর ভাগ্য-নির্ণয়ের জন্য তোমরা পুরুষেরা যখন সতীত্ব অনাবশ্যক ব'লে ঘোষণা কৰ্ব্বে, তখন তাদের উপরে তোমাদের অনধিকার-চর্চার প্রতিবাদ ক'রে নারীরা নিজেরাই নিজেদিগকে Nationalised (সৰ্ব্বসাধারণের সম্পত্তি) ব'লে পরিগণিত হ'তে দিতে বাধা দেবে।

## নারীর স্বাধীনতা-স্পৃহা ও সতীত্বহীনতা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—নারীজাতির মধ্যে আজকাল তোমরা স্বাধীনতার স্পৃহা দেখ্‌তে পাচ্ছ। তা থেকে ভ্রম ক'রে তোমরা অনুমান কচ্ছ যে, তারা সতীত্বহীনা হ'তে চায়। এত কাল তোমরা তাদের স্বাধীনতাকে যে ভাবে খৰ্ব্ব ক'রে রেখেছ, তাতে প্রতিক্রিয়ার মুখে তাদের স্বাধীনতা-লিপ্সা আত্মপ্রকাশ করেছে। তারই জন্য এতে একটু ঝাঁজ বা অতিচার দেখা যাচ্ছে। কিন্তু অতিচার আর ব্যভিচার এক কথা নয়! অতিচার অনেক স্থলে ব্যভিচারকে প্রশ্রয় দিতে পারে, কিন্তু তোমাদের অন্যায়ের প্রতিবাদের মূলে যে অতিচার ফুটে উঠেছে, ব্যভিচার তার স্বরূপ নয়, লক্ষ্যও নয়। যেই তোমরা তাদের স্বাধীনতাকে মোটামুটি ভাবে স্বীকার ক'রে নেবে, তখনি দেখ্‌বে তাদের আন্দোলন নম্র হ'য়ে এসেছে, উষ্মা ক'মে গেছে, স্নিগ্ধতার বৃদ্ধি হচ্ছে এবং নারীর স্বভাব তাদের পুরুষের সাথে যেরূপ সহযোগিতা দেবার যোগ্যা করেছে, তারা ঠিক্ সেই স্বভাবের অনুবৰ্ত্তন কচ্ছে। তখন দেখ্‌বে, সেই হেঁসেলেও তাঁরা যাচ্ছে, সেই বাসন-কোশনও তারা মাজ্‌ছে, সেই ঘর-ঝাঁটও তাঁরা দিচ্ছে, সেই ছেলেমেয়ের



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

কাঁথাসেলাইও তারা কচ্ছে, কিন্তু উৎপীড়িতা ক্রীতদাসীর মতন নয়, সদা-সন্তুষ্টচিত্তা সদানন্দময়ী জ্ঞানবতী ব্রহ্মবাদিনীর মতন।

## নারী-আন্দোলনে চরিত্রহীন পুরুষের সংযোগ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—নারীর শিক্ষা, নারীর স্বাধীনতা, নারীর ঐক্যবদ্ধতা প্রভৃতি আন্দোলনের মধ্যে যদি কোথাও পাপ ঢু'কে থাকে, তবে জেনো, অনেকগুলি দুশ্চরিত্র পুরুষ এই সব আন্দোলনের সুযোগ নিয়ে নিজেদের হীনবৃত্তির চরিতার্থতা সাধন কত্তে চায়,—এ সব তারই ফল। পুরুষ নারীদের কাছ থেকে যা' চায়, তা' মুখে প্রকাশ করে না, অর্থ দিয়ে শ্রম দিয়ে নারীদের উন্নতি সাধনের অভিনয় করে এবং আস্তে আস্তে তার জঘন্য বৃত্তির চরিতার্থতার দাবীকে নারীর উপরে প্রসারিত করে। নারী-উন্নতির নাম ক'রে যে অর্থ, যে শ্রম পুরুষ দিয়েছে, তাতে নারী-কর্ম্মীরা এত কৃতার্থা হ'য়ে যায় যে, এর পরে পুরুষ পৃষ্ঠপোষকেরা যখন নিজেদের ইন্দ্রিয়পরায়ণতার জাল আস্তে আস্তে চারিদিকে ছড়াতে থাকে, তখন মেয়েগুলি ঠিক ঠিক ঠাউরে উঠ্‌তে পারে না যে, ব্যাপারটা কি হচ্ছে। স্ত্রী-স্বাধীনতার আন্দোলন যেখানে যেখানে ব্যভিচারে গিয়ে পৌঁছেছে, সেখানে সেখানে বিশ্বাস ক'রো যে, লম্পট পুরুষের কৌশলী দাবীই আস্তে আস্তে নারীদের সর্ব্বনাশ সাধন করেছে। সেই সব নারীর অন্তরের বেদনা তোমরা জান না, কিন্তু আমি জানি, আমাকে অনেক মেয়ের দুঃখের বারতা শুনতে হয়েছে। আমি জানি সবাই তারা রাক্ষসী ছিল না, পুরুষ তাদের রাক্ষসী করেছে।





অধিকাংশ স্থলেই এই সব আন্দোলনের নারীরা প্রথম সময়ে দেব-নির্ম্মাল্যের ন্যায়ই নিষ্পাপ ছিল।

## নারীমঙ্গলের জন্যও পুরুষের চরিত্র সাধনার দরকার

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সুতরাং দেখ্‌তে পাচ্ছ যে, নারীজাতির মঙ্গলের জন্যই পুরুষ জাতির মধ্যে চরিত্র-আন্দোলনের প্রসার একান্ত আবশ্যক। পুরুষ পরনারী চায়, তাই নারীকে সতীত্ব দিতে হচ্ছে। পুরুষ গোপনে প্রেম কত্তে ভালবাসে, তাই নারীকে অজানিত হস্তে ভাগ্য সমর্পণ কত্তে হচ্ছে। পুরুষ ভদ্রঘরের মেয়েদের নাচিয়ে তাদের সঙ্গে মাখামাখি কত্তে চায়, তাই তারা নাচে, গায় এবং মেয়েরা কুলত্যাগ করে। পুরুষ খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মেয়েদের ভিতরের হিংস্র পশুটাকে জাগিয়ে তোলে, তার পরে মেয়েরা ব্যাঘ্রিণী হয়। পুরুষ মেয়েমানুষের রক্তমাংস ভালবাসে, তাই তারা ভোগের জিনিষে পরিণত হয়। সুতরাং দুর্ভাগা মেয়ে-জাতটার কল্যাণের জন্যই পুরুষ-জাতটার ভিতরে অটলা চরিত্র-সাধনার সুপ্রতিষ্ঠার একান্ত প্রয়োজন হয়েছে।

## ব্রহ্মচর্য্যই ভারতের অভ্যুদয়ের মূলমন্ত্র

পরিশেষে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—যার দোহাই দিয়েই তোমরা আমার চরিত্র-আন্দোলনকে নিন্দা কর না বাছা, এমন দিন আস্‌বেই, যেদিন আমার এই শ্রমের প্রতি পুনরায় তোমরাই শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ কত্তে বাধ্য হবে। তরুণ কৈশোরে যে জীবন-ব্রতকে গ্রহণ ক'রেছিলাম, সেটা শুধু ঝোঁকের বশেই করিনি বাপ্‌, আর, তাকে শত শত বার বিচার কত্তেও কুণ্ঠিত হই নি।



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

কিন্তু আমি স্পষ্টই অনুভব করছি, ব্রহ্মচর্য্যই ভারতের অভ্যুদয়ের মূলমন্ত্র।

## কালীবাড়ীর বক্তৃতা

অপরাহ্নে শ্রীশ্রীবাবামণি কালীবাড়ী-প্রাঙ্গণে গেলেন। স্বহস্তে কোদাল ধরিয়া বিল্ববৃক্ষের নিম্নে পুঞ্জিত খট্টাশ-বিষ্ঠা মোচন করিতে লাগিলেন এবং শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রচন্দ্র সাহা দ্বারা ফিনাইল আনাইয়া বিল্ব-বৃক্ষমূলে এবং কালীবাড়ী-প্রাঙ্গণের চতুর্দ্দিকস্থ ভদ্রব্যক্তিগণের বাসাগুলিতে প্রবেশ করিয়া প্রত্যেক পায়খানাতে ফিনাইল দিবার ব্যবস্থা করিলেন। ইতিমধ্যে বক্তৃতার নির্দ্ধারিত সময় উপস্থিত হইল, শ্রোতারাও সমবেত হইয়াছেন। স্থানীয় উকিল শ্রীযুক্ত পালের সভাপতিত্বে বক্তৃতা আরম্ভ হইল।

বক্তৃতা আরম্ভের পূর্ব্বক্ষণে একজন যুবক শ্রীশ্রীবাবামণির হাতে একখানা কাগজ দিলেন, তাহাতে লেখা রহিয়াছে যে, বক্তা যেন নবীনগরে আর বক্তৃতা প্রদান না করেন, কারণ নবীনগরের যুবকেরা তাঁহার বক্তৃতা শুনিবেন না।

শ্রীশ্রীবাবামণি বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। আজ বক্তৃতা শুনিবার জন্য সত্যই লোকে লোকারণ্য হইয়াছে। বালক, বৃদ্ধ ও যুবক সকলেরই অত্যন্ত সংখ্যাধিক্য। পার্শ্ববর্ত্তী একটি বাসার বেড়ার আড়ালে অসংখ্য মহিলাও সমাগতা হইয়াছেন। অদ্যকার সভায় জনতার আধিক্যে আনন্দ প্রকাশ করিয়া শ্রীশ্রীবাবামণি নবীনগরবাসীদের প্রভূত প্রশংসা করিলেন এবং পরে বলিলেন যে, একখানা কাগজের টুকরা পাঠান হইয়াছে, যাহাতে বলা হইয়াছে যে, নবীনগরের যুবকেরা বক্তার বক্তৃতা শুনিতে চাহেন না।





## যৌবনের পরিচয়

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এই শ্লিপে লিখিত এই কথাটার সত্যতায় আমি বিশ্বাস কত্তে চাই না। কারণ, এই সম্মুখে শত শত আশাদীপ্ত আনন দেখ্‌তে পাচ্ছি, এদের নয়নে কোথাও কণা মাত্র বিরক্তির বা বিদ্বেষের আভাস নেই। কিন্তু তথাপি, এই শ্লিপখানার প্রেরকদিগকে জানানো প্রয়োজন যে, তাঁরা যুবক নন। কারণ, নবীনগর এসে এই সব যুবকদের যুবকত্বের কোন পরিচয় আমি পাই নি। এখনো নবীনগর নিরাকার উপাসনা করে না, এখনো নবীনগরের ছাত্র-সম্প্রদায় পরীক্ষায় পাশের জন্য এই কালীবাড়ীতে এসে প্রার্থনা করে, মানসিক করে কিন্তু এই মাতৃমন্দিরের ঠিক সম্মুখস্থ বিল্ববৃক্ষমূলে সঞ্চিত খট্টাশ বিষ্ঠা পরিষ্কার করার কথা তাদের মনে হয় নি। সুতরাং তাঁরা যুবক নন। এখনো নবীনগরের লোক এরোপ্লেনে চেপে সহরের একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যাতায়াত করেন না। কিন্তু আসবার সময়ে পথে অন্ততঃ পঁচিশটী এমন গর্ত্ত দেখে এলাম, যাতে প'ড়ে অন্ধকারে নবীনগরের লোকের পা ভাঙ্গতে পারে। কিন্তু এ গর্ত্তগুলি বন্ধ করার কথা এঁদের কখনো মনে হয় নি। সুতরাং তাঁরা যুবক নন। এই কতক্ষণ আগে সর্ব্বসাধারণের এই একটীমাত্র মিলন-স্থানের চতুর্দ্দিকের পায়খানাগুলি কদর্য্য দুর্গন্ধ বিস্তার কচ্ছিল। এই দুর্গন্ধের স্থায়ী বা সাময়িক কোনও-প্রকার প্রতিকারের কথা এঁদের একবার মনে হয় নি। সুতরাং এঁরা যুবক নন। যুবক শুধু বয়স দিয়ে বা মেজাজের উষ্ণতা দিয়ে চেনা যায় না, চেনা যায় তার প্রাণবত্তায়, তার সেবা-বুদ্ধিতে, তার কর্ম্মঠতার প্রাচুর্য্যে, তার সর্ব্ব-জীব-কল্যাণকর্ম্মিত্বে। যাঁরা আমাকে এই শ্লিপখানা



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

পাঠিয়েছেন, তাঁরা সেই পরিচয় প্রদান করেন নি। সুতরাং আমি তাঁদের যুবক ব'লে মানি না। আমি বক্তৃতা বন্ধ কর্ব্ব না। আমি আমার বক্তব্য বল্‌ব। যাঁর ইচ্ছা হয়, জোর ক'রে আমার কণ্ঠ রুদ্ধ কর। কিন্তু যারা নিজ দেবতার মন্দিরে খট্টাশ-বিষ্ঠার বিশাল স্তূপ দেখেও ব্যথিত হয় না, রাস্তায় রাস্তায় এত গর্ত্ত, এত ঢিপ দেখেও লোকের অনিষ্টাশঙ্কায় গায়ের আলস্য আর লোকলজ্জা পরিহার ক'রে একটা দিন কোদাল ধর্‌তে পারে না, পুপুন্‌কীর পাথর কেটে এসে, শাল-জঙ্গল নির্ম্মূল ক'রে এসে আমি তাদের যুবক ব'লে স্বীকার কর্ব্ব না। সুতরাং এই শ্লিপের আদেশ আমার পক্ষে প্রতিপালনীয় নয়।

## ভারত তপস্যার শক্তিতে বিশ্বাসী

ইহার পরে পূর্ণ চারি ঘণ্টা কাল যে অনলবর্ষিণী বাগ্মিতা চলিল, তাহার তুলনা হয় না। মৌনব্রত-ভঙ্গের পরে এমন অপূর্ব্ব ও ওজস্বী ভাষণ শ্রীশ্রীবাবামণি বোধ হয় আর কোথাও দেন নাই। দুঃখের বিষয় এই বক্তৃতার কোনও 'নোট' কেহ রাখেন নাই। রাখিলে ইহা বঙ্গ-সাহিত্যের এক অপূর্ব্ব সম্পদ হইয়া থাকিত।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ক্লৈব্য এবং আলস্য যখন সমগ্র ভারতের আকাশ বাতাস আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে, তখন হে ভারতের যুবক, তুমি বৃথা কলহে আর আত্ম-অপচয়ে নিজের পায়ে নিজেই কুঠারাঘাত ক'রো না। শক্তিকে সংগ্রহ কর, ধারণ কর। ভারত তপস্যার শক্তিতে বিশ্বাসী। তোমরাও জীবনকে তপোভিমুখীন ক'রে ঋষি-রক্তের পরিচয় দাও। বৃথা কর্ম্মে,





বৃথা চেষ্টায়, বৃথা চিন্তায়, বৃথা বাক্যে নিজেদিগকে অপব্যয়িত ক'রে দেওয়ার নামই যৌবন নয়। নিজের ক্রমবিবর্দ্ধমান অনুভূতিশীলতাকে নিত্যকালের কল্যাণের সেবায় আহুতি দেওয়াই যৌবনের প্রকৃষ্ট পরিচয় ও সার্থকতা। ঋষির বংশধর, আজ সার্থককর্ম্মা হও, সার্থকবাক্ হও, সার্থকবুদ্ধি হও।

## ত্যাগই ঋষিত্ব

তুমুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে রাত্রি দশটার সময়ে বক্তৃতা শেষ হইল। সভাপতি মহাশয় আবেগপূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন, —হে ভারতের সর্ব্বত্যাগের প্রতিনিধি, তোমাকে ধন্যবাদ দিবার ভাষা ও শক্তি আমাদের নাই। কিন্তু আশীর্ব্বাদ করিও, যেন তোমার প্রদত্ত অমৃতময়ী উপদেশবাণী আমাদের পুত্রকন্যাদের জীবনে আংশিক হইলেও কাজ করিতে সমর্থ হয়। প্রাচীন ঋষি তাঁর ত্যাগের শক্তিতেই ভারতের প্রাণে মৃতসঞ্জীবনী সুধার সঞ্চার করিতেন, আজ, হে প্রাচীনের প্রতিনিধি নবীন ঋষি, তোমার ঐ ত্যাগের শক্তিই যেন আমাদের বংশধরদের কল্যাণ করে।

## বেদনায় ফোটে ফুলহার

সভাভঙ্গের পর একটী সুকণ্ঠ যুবক শ্রীশ্রীবাবামণি-রচিত একটী সঙ্গীত গাহিলেন।

"যাঁর প্রেমময় পায়ের পরশে
বেদনায়—ফোটে ফুলহার,
নতমস্তকে বন্দনা করি তাঁর।
বিশ্ববিদাহী বজ্র-অনলে
অবিরত যাঁর সুধা-ধারা ঢালে,





Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

ঝঞ্ঝা-গগনে ঘন-গরজনে
মুরজ-মন্দ্র যাঁর,
নতমস্তকে বন্দনা করি তাঁর।
অসহ অশেষ মৃত্যু-পীড়নে
যে দিল জাগিয়ে নিত্য জীবনে,
শেলাঘাতে যাঁর করুণা অপার
ঝরিতেছে অনিবার,
নতমস্তকে বন্দনা করি তাঁর।
লভি' শত দুখ-সন্তাপ-চয়
যাঁর প্রেরণায় ভুলিয়াছি ভয়,
জীবন-মরণ, আলোক-আঁধার,
ভুলিয়াছি পারাপার,
নতমস্তকে বন্দনা করি তাঁর।''

বিদ্যাকূট, (ত্রিপুরা),
৬ই আশ্বিন, ১৩৩৮

## কুমারী-দর্শনে যুবকের কর্ত্তব্য

নৌকাযোগে প্রাতে আটটায় শ্রীশ্রীবাবামণি বিদ্যাকূটে শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্যের ভবনে শুভাগমন করিয়াছেন। দ্বিপ্রহরের পরে দুই চারিটী স্থানীয় যুবক ব্যক্তিগত উপদেশ গ্রহণের জন্য সমাগত হইলে একজনকে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কোনও কুমারী মেয়ে তোমার চ'খে পড়া মাত্র তুমি তোমার জননীর কুমারী-জীবনের চিত্র মনের পটে আঁকতে সুরু করবে। এতে তোমার মন পবিত্র হবে এবং জগতের প্রত্যেক নারীর প্রতি সম্ভ্রমবুদ্ধি জাগ্রত হবে।





## মন্ত্র না নিয়ে দীক্ষা

অপর একটী যুবককে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আমার কাছে দীক্ষা তুমি চাচ্ছ বটে, কিন্তু বাবা দীক্ষা শব্দের মানে জানো? জীবনকে ভগবানের পায়ে লুটিয়ে দিব, এই উদ্দেশ্য নিয়ে তাঁর পবিত্র নাম জপ কত্তে সুরু করাই হচ্ছে দীক্ষা নেওয়া। আমার কাছ থেকে কোন মন্ত্র না নিয়েও সে দীক্ষা তোমার হ'তে পারে। তোমার অন্তরই ত' জানে, জগতে কোন্ নাম পবিত্রতম। প্রাণ ভ'রে সেই নামে ভগবানকে ডাকো। তথাকথিত লৌকিক দীক্ষার কোনো দরকার নেই বাবা।

## সংযমী কে

তৃতীয় একটী যুবককে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—অসংযম মাত্রেই বর্জ্জনীয়, এখন সে অসংযম যে ইন্দ্রিয় সম্পর্কেই হোক্। শুধু উপস্থের দিকেই সংযম প্রয়োজন, তা' নয়। চ'খে, মুখে, ক্ষুধায়, তৃষ্ণায়, হাবে, ভাবে, বাক্যে, লিপিতে সব কিছুতেই সংযমের প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন। এক জায়গায় সংযমী হ'য়ে যদি অপর জায়গায় অসংযমী হও, তবে তোমাকে আর সংযমী বলা চল্‌বে না। এইদিকে হয়ত মৌনব্রতী, ওদিকে কিন্তু খাবার সময়ে এক নম্বরের দুর্ল্লোভ, এমন লোককে সংযমী বল্‌বে? এদিকে হয়ত পিতলের কৌপীন প'রে উপস্থ-সংযম করা হচ্ছে, ওদিকে সুন্দরী রমণী দেখ্‌লে চোখ দুটো দিয়ে তাদের গিলে খেয়ে ফেল্‌তে চায়, তাকে সংযমী বল্‌বে? এদিকে সপ্তদিবস-ব্যাপী উপবাস ক'রে লোভ-সংযম করা হচ্ছে, ওদিকে বাচালতা দিয়ে লোকের কাণের পোকা খসান হচ্ছে, একে সংযমী বল্‌বে?



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

এদিকে হয়ত মোহ জয় ক'রে সংসারের সকল ব্যাপারে অনাসক্ত ভাব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, ওদিকে হয়ত হাবে-ভাবে ব্যবহারে স্ত্রীপুরুষনির্ব্বিশেষে সকলকে চুম্বন, আলিঙ্গন প্রভৃতি দ্বারা স্নেহ-প্রেম-ভালবাসা জানাবার দুর্নিবার কদভ্যাস সঞ্চয় করা হয়েছে, একে সংযমী বল্‌বে? একটা লোক কি ভাবে খায়, কি ভাবে শোয়, কি ভাবে কথা বলে, কি ভাবে চলে-ফিরে, তা দিয়েও তার সংযম-অসংযমের বিচার করা চলে।

## সর্ব্বাঙ্গীণ সংযম

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—চাই সর্ব্বাঙ্গীণ সংযম, চাই সর্ব্বতোমুখ সংযম, হ'তে হবে সর্ব্বতোভাবে সংযমী। এরূপ সংযমই যেন তোমাদের আদর্শ হয়।

মাঝিয়ারা, (ত্রিপুরা),
৭ই আশ্বিন, ১৩৩৮

## ওঙ্কার-মন্ত্রই শ্রেষ্ঠ মন্ত্র

অদ্য বেলা দশ ঘটিকায় শ্রীশ্রীবাবামণি নৌকাযোগে মাঝিয়ারা প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। সায়ংকালে গোস্বামী শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধু বিদ্যানিধি মহাশয় প্রশ্ন করিলেন,—কোন্ নাম-জপ করা উচিত?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—দর্জ্জির দোকানে গেলে এক এক জনের জন্য এক এক মাপের জামা কিন্‌তে হয়, একই জামা সকলের গায়ে লাগে না। নির্দ্দিষ্ট দেবদেবীর ভাবোদ্দীপক সাম্প্রদায়িক মন্ত্রগুলি ঠিক্ সেই প্রকারের,—একজনের মন্ত্র দিয়ে আর একজনের কাজ চলে না। কিন্তু কম্বলের দোকানে গেলে সকলেরই এক মাপের কম্বল কিন্‌তে হয়, আমি মোটাই





হই আর সরুই হই, কম্বল মুড়ি দিয়ে বস্‌লেই শীত খতম্। ওঙ্কার-মন্ত্র সেইরূপ। সাকারে বা নিরাকারে, যে ভাবেই যে ভগবানকে ভজনা করুক, একই মন্ত্রে সকলের কাজ হবে। শুধু তাই নয়, দর্জ্জির দোকানের জামাকে কখনো পরবার কাপড়, কখনও বিছানার তোষক, কখনও জপের আসনরূপে ব্যবহার করা যায় না, কিন্তু কম্বলকে সবরূপেই করা যায়। ওঙ্কার ব্যতীত অপরাপর প্রায় সব মন্ত্রেই দ্বৈতভাবে সাধন কত্তে হবে, অদ্বৈত-সাধন চলে না। কিন্তু ওঙ্কার-মন্ত্রে দ্বৈতভাব, অদ্বৈত-ভাব, সব ভাবেই ভগবানকে ডাকা যায়।

## ওঙ্কারই সর্ব্বমন্ত্রের প্রাণ

শ্রীযুক্ত রেবতীমোহন রায় কতিপয় প্রশ্ন করিলেন। তদুত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সব নামেই ওঙ্কার প্রচ্ছন্ন। একই হরীতকী যেমন সোণার ডিবায়, রূপার পাত্রে, পিতলের কৌটায়, খোলা রেকাবিতে, শালের দোনায় বা খালি হাতে দেওয়া যেতে পারে। পাত্রটা কিসের, তা প্রধান নয়, প্রধান হচ্ছে, পাত্রটায় ক'রে কি দেওয়া হচ্ছে। ঠিক্ তেমনি। ওঙ্কারই সব নামে প্রচ্ছন্ন, এ কথার মানে হচ্ছে, ওঙ্কারই সব নামের প্রাণ।

## চরিত্র-আন্দোলনের আবশ্যকতা

এই সব সদুপদেশ চলিতেছে, এমন সময়ে পার্শ্ববর্ত্তী কোনও গ্রাম হইতে আবার কতিপয় বিতণ্ডাবাদী যুবক উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা প্রশ্ন করিলেন,—ওঙ্কার-তত্ত্বের ব্যাখ্যা ক'রে কি হবে? সে ব্যাখ্যা আমরা যথেষ্ট জানি। আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে, আপনি রাজনীতির আন্দোলন না ক'রে বৃথা চরিত্রের আন্দোলন



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

ক'রে বেড়াচ্ছেন কেন ?

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—কেন ? এই তোমাদেরই ভয়ে। মনে কর, ভারতবর্ষে একটা যুদ্ধ বেঁধেছে। পশ্চিম-ভারত মৈত্রী ক'রেছে আফাগানিস্থান, পারস্য আর তুরস্কের সাথে, আর পূর্ব্ব-ভারত সন্ধি ক'রেছে চীন, জাপান আর শ্যামরাজ্যের সাথে। দু'টো দল হ'য়েছে, লড়াই চলেছে। তোমাদেরই মধ্যে একদল অপর দলের অধিকৃত কয়েকটা গ্রাম ছিনিয়ে নিয়েছে। কিন্তু মনে কর, তোমাদের চরিত্রবল নেই। সেই সময়ে তোমাদের হাতে গ্রামবাসিনী কুমারী, সধবা ও বিধবাদের কি অবস্থা হবে, তা একবার চিন্তা কর। চরিত্রের প্রতি তোমাদের যেরূপ অরুচি, তাতে এ আশা কত্তে পারি না যে, এই বিপন্না নিরাশ্রয়া রমণীদের দেখেই তোমরা গল-লগ্নীকৃত-বাসে স্তবপাঠ আরম্ভ করবে, "যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা, নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ!" তোমাদের মধ্যে একজন যদি একটী বিপন্না রমণীর উপরে পাপোদ্দেশ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তা হ'লে বাকীরা তাকে রুখে দাঁড়াবে, চরিত্রান্দোলনে বিরক্ত ব্যক্তিদের কাছে তাও প্রত্যাশা করা যায় না। চিরকালের পরাধীন তোমরা হাতে রাইফেল পেয়ে তা' উচিয়ে ধরবে সেই মেয়েদের সাম্‌নে, অবিলম্বে তোমাদের পাপেচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ কর্ব্বার জন্য। ঘরে ব'সে স্বাধীনভাবে লাঠি ঘুরাবার যাদের স্বাধীনতা নেই, তারাই যখন চরিত্রের নামে এত ক্ষেপে ওঠে, তখন কামান-বন্দুক হাতে পেয়ে কি আর তোমাদের মাথা ঠিক থাকবে? যে রমণী সতীত্ব





দিতে চাইবে না, পায়ের বুট-জুতার ঘায়ে তার হয় দেবে তোমরা গালের চোয়াল ভেঙ্গে, নয় দেবে তার কুক্ষি বিদীর্ণ ক'রে প্লীহা ফাটিয়ে। শেষে হয়ত দিব্যি কৈফিয়ৎ রচনা কর্ব্বে যে, এই মেয়েগুলি বিদ্রোহীদের আশ্রয় দিয়েছিল। চরিত্র-আন্দোলনের প্রতি তোমাদের যে রকম অনাদর, তাতে তোমাদের হাতে ক্ষমতা এলে পশুবলের দাপটে তোমরা জগতের সকল ধার্ম্মিকের হৃৎকম্প উপস্থিত কর্ব্বে। রাবণ হবে তোমাদের আদর্শ, নরকাসুর হবে তোমাদের দৃষ্টান্ত, পরপীড়ক ধর্ম্মদ্বেষী কংস হবে তোমাদের উপাস্য। তখন আবার তোমাদের মত অসুরগুলির নিপাতের জন্য রামচন্দ্রের আবির্ভাবের প্রয়োজন হবে, শ্রীকৃষ্ণের অবতরণের আবশ্যকতা হবে। তারই জন্যে এই চরিত্রের আন্দোলন বাবারা, তারই জন্যে এই সংযম-প্রচার। দেবতা হ'তে না পার, অন্ততঃ মানুষ থাক, অসুর হ'য়ে তোমরা জগৎকে পীড়ন না কর, তারই জন্য আমার এই নির্ম্মল অভিযান। দলাদলির মদিরা পান ক'রে তোমরা হিতাহিতজ্ঞান হারিয়েছ, লঘুগুরু-বিচারে জলাঞ্জলি দিয়েছ, লজ্জা-সরমের মাথা খেয়েছ। তোমাদের এই অবাঞ্ছনীয় আচরণে তোমরা সর্ব্বপ্রাণীর ভীতির স্থল হ'য়ে দাঁড়িয়েছ। নিজেদেরই গ্রামটী খুজে দেখ, তোমাদের প্রতি একটী প্রাণীরও কোনো স্নেহ-শ্রদ্ধা নেই। সকলেই অস্থির এই ভেবে যে, কার ঘরে কবে তোমরা আগুন লাগাও, কার ক্ষেতের ফসল রাগ ক'রে কবে কেটে নষ্ট কর, কার ছেলেটীকে ধ'রে রাস্তায় বেদম প্রহার কর। তোমাদের এই অসুরত্ব দূর করার জন্যই আমার এই চরিত্র-আন্দোলন।



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

মাঝিয়ারা, (ত্রিপুরা),
৮ই আশ্বিন, ১৩৩৮

## বয়স্ক পুত্রকন্যার পিতামাতার দায়িত্ব

অদ্য প্রাতে দর্শনার্থীর বিশেষ ভিড়। কেহ ধর্ম্ম বিষয়ে, কেহ সামাজিক বিষয়ে, কেহ ব্যক্তিগত বিষয়ে নানা উপদেশ গ্রহণ করিলেন।

একটী বয়স্ক ব্যক্তিকে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—যে গৃহে বয়স্ক পুত্রকন্যা আছে, বিশেষ ভাবে বয়স্কা কুমারী কন্যা রয়েছে, সে গৃহে প্রত্যেক পিতামাতার সংযতেন্দ্রিয় হ'য়ে বাস করা দরকার। শুধু দরকার বলি কেন, এটা তাদের পরম কর্ত্তব্য। নইলে তাদের পুত্রকন্যার মনকে তারা নিজেদের অসতর্ক আচরণ দিয়েই যে ভোগমুখীন ক'রে দেবে!

## নামই একমাত্র সত্য

অপর একজনকে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—যে নাম তুমি জপ ক'রে যাচ্ছ, জানবে, এই নাম ছাড়া নিখিল-ব্রহ্মাণ্ডে আর কোনও বস্তু নেই। এই নামই একমাত্র সত্য, অপর সকল বস্তু মিথ্যা। এই নাম দিয়েই ব্রহ্মার ব্রহ্মত্ব, শিবের শিবত্ব, বিষ্ণুর বিষ্ণুত্ব। এই নামেই দেবতার দেবত্ব, ঋষির ঋষিত্ব। এই নামেই আত্মারাম পুরুষের পরিপূর্ণত্ব। আর সব ছেড়ে দাও, আর সব ভুলে যাও, একমাত্র এরই সঙ্গে করাও আত্মার মিলন, একমাত্র এরই কর সঙ্গ। নামকেই জান বন্ধু, স্বজন, মাতা, পিতা প্রভু এবং পতি। নামকেই জান গুরু এবং আশ্রয়দাতা। সকল আশ্রয় ত্যাগ ক'রে একেবারে নিরাশ্রয় হও আর, মায়ের কোলের





শিশুর মত নির্ভয় হ'য়ে নামের আশ্রয়ে ব'সে নামের অবিরাম সেবা কর।

## মাঝিয়ারা মহিলা-সভায় বক্তৃতা

অপরাহ্নে মাঝিয়ারা উচ্চপ্রাথমিক বিদ্যালয় গৃহে পল্লীর দ্বিশতাধিক মহিলা সমবেত হইলেন। শ্রীশ্রীবাবামণি একটি চিত্তাকর্ষক বক্তৃতা দ্বারা তাঁহাদিগকে উপদেশ দিতে লাগিলেন।

## রমণীদের উপর ভারতের দাবী

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—জননীগণ, এই ভারতের রমণী একদিন ঋষিমহর্ষিদিগকে প্রসব কর্ত্তেন, ত্যাগী, কর্ম্মী আর জ্ঞানীদের জননী হতেন,—তোমরা তাঁদেরই বংশবাহিনী। পুনরায় কি ভারত এই আশা কর্ত্তে পারে না জননীরা যে, আবার ভারত-রমণী ঋষিমহর্ষিদের জন্ম দেবে, মহাত্যাগী দধীচি, মহাসত্ত্ব বুদ্ধ, মহাবীর্য্য শঙ্করকে স্তন্যরস দানে পরিপূর্ণ কর্ব্বে? অতীত ভারতের রমণীর কাছে যা আশা করা যেত, বর্ত্তমান ভারতের রমণীদের নিকটে কি সে আশা করা অনুচিত? বর্ত্তমান ভারত কি ভারত-রমণীর নিকটে এ দাবী কর্ত্তে পারে না মা?

## পাপের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হও

অতঃপর শ্রীশ্রীবাবামণি প্রায় এক ঘণ্টা কাল বসিয়া প্রাচীন ভারতের অনেক মহীয়সী মহিলার জীবনের পুণ্যদা কাহিনী বর্ণনা করিয়া বলিলেন,—কিসের বলে এঁরা জগৎকে জ্ঞানে, গুণে, সৌন্দর্য্যে, আদর্শে ও মহিমায় অতুলনীয় শিক্ষা প্রদান কর্ত্তে পেরেছিলেন, তা' জানো মা? ধর্ম্মের বলে মা, ধর্ম্মের



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

বলে, অপধর্ম্মের বলে নয়। আজ নারীজীবনকে অপধর্ম্ম এসে আশ্রয় করেছে, পুণ্যের নামে পাপ আজ নারীর উপরে প্রভাব বিস্তার কচ্ছে, তথাকথিত গুরু আজ নারীর পবিত্রতার রক্ষক না হ'য়ে ভক্ষক হচ্ছে। প্রাচীন ভারতের মহীয়সী নারী অপধর্ম্মের এই প্রভুত্বকে স্বীকার করেন নি, ধর্ম্মের নামে লাম্পট্যকে পূজা করেন নি, ইন্দ্রিয়-বৃত্তির চরিতার্থতার সঙ্গে আপোষ-রফা করার প্রবৃত্তিকে প্রশ্রয় দেন নি। তাই ভারতে এক মহাভারতীয় পূণ্য প্রতিভার প্রকাশ ঘটেছিল! তোমাদের শ্যামল-কোমল পল্লীর প্রাণ কূটবুদ্ধি তথাকথিত ধর্ম্ম-প্রচারকদের কলাকৌশলের কুহকে প'ড়ে যেন ধর্ম্মের নামে গুপ্ত পাপকে সমর্থন না করে, জননীগণ। পাপের বিরুদ্ধে তোমরা খড়্গহস্ত হও, দুশ্চরিত্রতার তোমরা বিদ্বেষিণী হও, একমাত্র পবিত্রতার হও তোমরা উপাসিকা, সংযমের হও তোমরা সাধিকা। পল্লীর জীবন পাপাভিনয়ের লীলানিকেতন হ'তে ক্ষান্ত হোক্। তোমাদের জীবন হোক্ মধুময়, তোমাদের পরিচয় হোক্ মধুময়, তোমাদের প্রজ্ঞা হোক্ মধুময়।

রামকৃষ্ণপুর, (ত্রিপুরা),
৯ই আশ্বিন, ১৩৩৮

মাঝিয়ারা হইতে নৌকাযোগে বেলা একটার সময় রওনা হইয়া শ্রীশ্রীবাবামণি অপরাহ্ন পাঁচ ঘটিকায় রামকৃষ্ণপুর পৌঁছিলেন। দৈব এবং পুরুষকারের কথা উঠিল।

## ভগবদ্দত্ত শক্তির সদ্ব্যবহার কর

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—দৈব এবং পুরুষকার নিয়ে বহু সহস্র বৎসর ধ'রে পণ্ডিতে পণ্ডিতে লড়াই হচ্ছে। তোমাদের





সে লড়াইতে যোগ দিয়ে শক্তিক্ষয় করার দরকার নেই। দৈবই বড় হোক্ আর পুরুষকারই বড় হোক্, তোমরা যে শক্তিটুকু ভগবানের কাছে পেয়েছ, সেইটুকুকে আত্মোন্নতিতে, গ্রামোন্নতিতে, সমাজোন্নতিতে, দেশোন্নতিতে এবং সর্ব্বজীবের উন্নতিতে প্রয়োগ ক'রে খালাস হও। ভগবান্ তোমাদের যে শক্তি যেদিক দিয়ে প্রদান করেছেন, জানবে, সে যেন ঋণের টাকা, শোধ করার দায়িত্ব তোমাদের র'য়েই গেছে। সেই শক্তিকে নিজেদের এবং পরের উন্নতিকল্পে নিঃশেষে প্রয়োগ ক'রে শোধ কর। চেষ্টায় যদি বিফলতা আসে, পুনরায় চেষ্টা কর্ব্বে। কিন্তু অদৃষ্টের দোহাই দিয়ে গালে হাত দিয়ে ব'সে থাক্‌বে কেন? পরোপকারই হোক্ আর ধর্ম্মসাধনাই হোক্, তোমাদের প্রত্যেক চেষ্টাতেই দৈব ও পুরুষকারের মধ্যে কে প্রধান, কে অপ্রধান, সেই বিচারের স্থান হবে অল্প, নিজেদিগকে নিঃশেষ ক'রে সৎকার্য্যে অর্পণ ক'রে দেওয়া হয়েছে কি না, সেই বিচারেরই স্থান হবে সুপ্রচুর। একথা কখনও ভুলে যেও না।

## তুমি শক্তিহীন নও

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তোমার যদি এমন ধারণা হ'য়ে থাকে যে, ভগবান্ তোমাকে কোন কাজেরই উপযুক্ত শক্তি দেন নি, তবে জান্‌বে, সত্যি তিনি তোমাকে একেবারে শক্তিহীন ক'রেই সৃষ্টি করেছেন কি না, তার একটা পরখ্ নেওয়া প্রয়োজন। বিনা পরীক্ষায় তুমি এ' কথার সত্যতা বা মিথ্যাত্ব নির্দ্ধারণ কর্ত্তে পার না। কঠিন কাজে ভয় পাও, সহজ সহজ কাজেই হাত দিয়ে দেখ। দু'মণ বোঝা তুলতে পারবে না ব'লে সন্দেহ হচ্ছে,



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

দু'সের বোঝা তুলেই একবার দেখ না ! তবু তোমার কোন্ দিকে যে কতখানি শক্তি আছে তার পরীক্ষা ক'রে তোমাকে দেখ্‌তেই হবে। একবার যে পরীক্ষায় ফেল মেরেছ, আবার চেষ্টা ক'রে দেখ্‌তে হবে যে, তাতে পাস করার শক্তি সত্যি তোমার একেবারেই নাই কি না। এ ভাবে দিনের পর দিন নিজেকে সহজ সহজ সৎকাজের মধ্যে ফেলে নিজের শক্তির সন্ধান নিতে হবে। ফলে, কিছুদিন পরে স্পষ্টভাবে দেখ্‌তে পাবে যে, তুমি নিতান্তই শক্তিহীন নও,—এক দিকে হয় ত' তোমার শক্তি ভাল ক'রে খেল্‌ছিল না, অপর দিকে তুমি নিজেকে তার শতগুণ তেজে পরিচালিত কত্তে পাচ্ছ। সুতরাং তুমি শক্তিহীন নও।

রাত্রি ১১টার সময় চন্দ্রগ্রহণ আরম্ভ হইল। এই সময়ে ভক্তরাজ শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী দীক্ষিত হইলেন।

১০ই আশ্বিন, ১৩৩৮

অদ্য শ্রীশ্রীবাবামণি অপরাহ্ন সাত ঘটিকার সময়ে রামকৃষ্ণপুর হইতে নৌকাযোগে মোচাগড়া পৌঁছিলেন। মোচাগড়ার আবালবৃদ্ধবনিতা শ্রীশ্রীবাবামণির অমৃতমধুর কথা শুনিবার জন্য চতুর্দ্দিক ঘিরিয়া বসিলেন।

## অপধর্ম্ম ও অপকর্ম্ম

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিতে লাগিলেন,—ধর্ম্মজীবন আর কর্ম্মজীবন, এই দুই জীবনে সামঞ্জস্য স্থাপন ক'রে নাও। নিজের এবং পরের ঐহিক উন্নতির জন্য কর্ম্ম কর, নিজের এবং পরের পারমার্থিক উন্নতির জন্য ধর্ম্ম কর। ধর্ম্মকে আর কর্ম্মকে যমজ ভ্রাতার মত একসঙ্গে বেঁধে নাও। ধর্ম্ম যদি তোমাকে দুর্ব্বল





করে, তবে সে ধর্ম্ম ধর্ম্মই নয়। কর্ম্ম যদি তোমাকে মলিনতাগ্রস্ত করে, তবে সে কর্ম্ম, অপকর্ম্ম। অপধর্ম্ম আর অপকর্ম্ম হ'তে নিজেদের রক্ষা কর। সদ্ধর্ম্ম আর সৎকর্ম্মে নিজেদিগকে নিয়োজিত কর। যেখানে প্রয়োজন, একাই কর; যেখানে সম্ভব, সবাইকে সঙ্গে নিয়ে কর। মোট কথা, কর সেই কর্ম্ম, পাল সেই ধর্ম্ম, যা সত্য, যা সৎ, যা অবিনশ্বরের অভিমুখী।

আহারান্তে রাত্রি বারো ঘটিকার সময়ে শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এবং শ্রীযুক্ত শশাঙ্কমোহন রায় সমভিব্যাহারে শ্রীশ্রীবাবামণি রহিমপুর আশ্রমে পৌঁছিলেন।

রহিমপুর আশ্রম,
১১ই আশ্বিন, ১৩৩৮

শ্রীশ্রীবাবামণি কয়েকদিন রহিমপুরে ছিলেন না। কিন্তু গতরাত্রেই যে বারোটার সময়ে তিনি আশ্রমে শুভাগমন করিয়াছেন, এ সংবাদ সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই গ্রামের বালক ও যুবকদের মধ্যে প্রচারিত হইয়া গিয়াছে, কারণ শ্রীযুক্ত গিরীশ এবং শ্রীযুক্ত শশাঙ্ক উভয়েই প্রাতরুত্থানাভ্যাসী। একদল বালক ব্যাকুল ভাবে আসিয়াছে, শ্রীশ্রীবাবামণির শ্রীপাদপদ্মে প্রণাম জানাইতে। একজন এক অঞ্জলি ফুল নিয়া আসিয়াছেন।

## বালকেরাই দেশের ভবিষ্যৎ

শ্রীশ্রীবাবামণি গদ্‌গদকণ্ঠে বলিলেন,—আয় আমার প্রভাত-গগনের প্রথম সূর্য্যরশ্মিদল, আয় আজ পবিত্রতার দীপ্তি দিগ্‌বিদিকে ছড়িয়ে, ধন্য হ'য়ে নিজেরা আর ধন্য ক'রে জগৎকে। তোরাই দেশের ভবিষ্যৎ। তোদের দেখেই জান্‌তে পারি, ভবিষ্যতের



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

গতি কি হবে। তোরাই আমার ধ্যানের ধন। তোদের ভিতর দিয়েই আমি ভবিষ্যতের আলেখ্য দর্শন করি।

রহিমপুর আশ্রম,
১২ই আশ্বিন, ১৩৩৮

## অখণ্ড-নামের অর্থ

শেষরাত্রে উঠিয়া শ্রীশ্রীবাবামণি কতকগুলি পত্র লিখিলেন। একটী জিজ্ঞাসুকে লিখিলেন,—

"যে অমৃতময় একাক্ষর অখণ্ড-নাম তোমাকে শুনাইয়াছি, তাহার অর্থ জানিতে চাহিয়াছ। তাহার অর্থ তেজ, তাহার অর্থ বল, তাহার অর্থ বীর্য্য। তাহার অর্থ সর্ব্বকল্যাণের মূল, আত্মশক্তির আশ্রয়। অথবা, আরও সংক্ষেপে বলিতে হইলে, তাহার অর্থ 'তুমি', যাহার সহিত সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-বিধাতার অভেদত্ব সর্ব্বদাই স্বরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে কিন্তু লীলায় ভেদ প্রতীয়মান হইয়া প্রেমরসের সঞ্জনন ঘটাইতেছে। তুমিই সেই অমৃতমধুর সত্তা, যিনি নামরূপে নামীর সহিত অভেদ, ভক্তরূপে ভগবানের সহিত অভেদ।"

## অখণ্ড-নাম কি বস্তু

অপর একটী যুবককে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"কি বস্তু এই অখণ্ড-নাম? ইহাই ত' তোমার জিজ্ঞাসা? It is the source of all strength that you need on your long, lonely and tedious journey towards perfection. But what is perfection? It is the ability to sacrifice





oneself at any moment for any ideal, high and noble. [পূর্ণতার সুদীর্ঘ, জনবিরল, ক্লান্তিপ্রদ পথে পাদচারণ করিতে যে শক্তির তোমার প্রয়োজন, অখণ্ড নাম তাহার মূল উৎস। কিন্তু পূর্ণতা কাহাকে বলে? যে-কোনও মুহূর্ত্তে যে-কোনও উচ্চ ও মহৎ আদর্শের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করিয়া দেওয়ার সামর্থ্যই পূর্ণতা।"]

১৩ই আশ্বিন, ১৩৩৮

অপরাহ্নে শ্রীশ্রীবাবামণি নগরপাড় হইতে নৌকাযোগে নয়ানপুর যাইতেছেন। একজন ভদ্রলোক আসিয়া শ্রীশ্রীবাবামণির নৌকায় নয়ানপুর যাইবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিলেন। শ্রীশ্রীবাবামণি তাঁহাকে নিজের নৌকায় তুলিয়া লইলেন। নয়ানপুর পৌঁছিতে রাত্রি নয়টা বাজিল। পথে নানা কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল।

## যৌবন বিষম কাল

ভদ্রলোক আধুনিক কালের যুবক-যুবতীদের ধর্ম্মভ্রষ্টতার কথা তুলিলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কেবল আধুনিক কালের যুবক-যুবতীরাই ধর্ম্মভ্রষ্ট, একথা সত্য নয়। যৌবন এমনি একটা বিষম সময়, যে সময় সকল কালের যুবক-যুবতীদের ভিতরেই আংশিক উচ্ছৃঙ্খলতা অবশ্যম্ভাবী। এইজন্য সকল কালের মানব-জাতির হিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিরা যুবক-যুবতীদের চরিত্র-নিষ্ঠা, ধর্ম্মপ্রবণতা ও সদাদর্শপ্রিয়তা বর্দ্ধনের জন্য চেষ্টা ক'রে থাকেন। এই চেষ্টা কোথাও সমালোচনা-রূপে, কোথাও পাপাচারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা-রূপে, কোথাও সদাদর্শ-প্রদর্শন-রূপে, কোথাও



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

মহদাদর্শের প্রতি উৎসাহ-বর্দ্ধন-রূপে, কোথাও হাতে ধ'রে যুবক-যুবতীগুলিকে মানুষ করা-রূপে আত্মপ্রকাশ করে।

## অভিভাবকদের আত্মসংশোধনের আবশ্যকতা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু বালক-বালিকা আর যুবক-যুবতীদিগকে ধর্ম্মপ্রাণ ও নীতিনিষ্ঠ করার আগে যে তাদের অভিভাবকদের নীতির মূল্য, ধর্ম্মের মূল্য শিখতে হবে। নিজেরা নীতিকে, ধর্ম্মকে, সংযমকে, সদাচারকে পদে পদে অবহেলা ক'রে ছেলে-মেয়েদের মধ্যে এই জিনিষগুলিকে আদৃত দেখার আশা করা অন্যায়। কিন্তু আমি ত' আর বৃদ্ধদের উপদেশ দেবার দায়িত্ব নিয়ে আসিনি। কচি ঘাস আমি ভালবাসি, তাই আমি ছেলেদেরই সেবক হ'য়ে এসেছি।

## ছেলেদের ঠাকুর

ভদ্রলোক বলিলেন,—ছেলেদের সেবক নয়, আপনি হচ্ছেন ছেলেদের ঠাকুর। যেখানে যাই, সেখানেই শুনি, আপনি বৃদ্ধদের নন, স্থবিরদের নন, আপনি নাকি ছেলেদেরই ঠাকুর।

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিলেন,—হাঁ, ঠাকুর শব্দের অনেক মানে হয়। ঠাকুর মানে দেববিগ্রহ, ঠাকুর মানে পিতা। আবার ঠাকুর মানে পূজক ব্রাহ্মণ, ঠাকুর মানে পাচক ব্রাহ্মণ অর্থাৎ চাকরেরই প্রকার-ভেদ। মন্দিরে ব'সে দেববিগ্রহ ভক্তের পূজা গ্রহণ করেন এবং ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূরণ করেন। কিন্তু আমি পূজা গ্রহণের জন্য আসিনি, মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হবার জন্যও আসিনি, আমি দুয়ারে দুয়ারে ঘু'রে ঘু'রে বেড়াতে এসেছি। যে মহাজাতির জন্মদান কত্তে আমার প্রাণে অনুক্ষণ ব্যাকুলতা হচ্ছে, হয়ত সে





জাতিকে জন্ম দিয়ে যেতে আমি পারব না, তাই সেই অর্থেও আমাকে ঠাকুর বলা চল্‌বে না। যাঁরা নবমহাজাতির জন্মদান কর্ব্বেন, তাঁদের পূজা করার প্রয়াস নিয়েই উল্কার মত ছুটে বেড়াচ্ছি, সুতরাং ছেলেদের পূজক-হিসাবে আমাকে ছেলেদের ঠাকুর বলা চলে বৈ কি? চাল, ডাল, আলু, পটল, লঙ্কা, লবণ হলুদ, ঘৃত এসব কোনো পাচক ব্রাহ্মণ নিজে সৃষ্টি করেন না। অপরের সৃষ্ট জিনিষ নিয়ে এসে যত্ন ক'রে রেঁধে যিনি লোককে পরিবেশন করেন, তিনিও ঠাকুর। আমি সেই প্রকারের ঠাকুর অর্থাৎ আমি ভৃত্য। আমি সেবক। নিজের জিনিষ দিয়ে নয়, শত মতের শত পথের মহৎ ব্যক্তিদের উপদেশগুলি সংগ্রহ ক'রে এনে আমার সেবা-পাত্র যুবকদের কাছে হজম করার যোগ্য ক'রে পরিবেশন কচ্ছি। পরের জিনিষ নিয়ে এসে আমি আমার মনিবকে আহারীয় তৈরী ক'রে দিচ্ছি। তবে, এইটুকু তফাৎ আছে যে, ব্রাহ্মণ পাচক কাউকে নিজের উচ্ছিষ্ট পরিবেশন করেন না, কিন্তু আমি মুসলমান বাবুর্চ্চির মত সবগুলি আহারীয় নিজের জিভে আস্বাদন ক'রে ক'রে তার পরে পরিবেশন কচ্ছি।

শুনিয়া ভদ্রলোক হাসিতে লাগিলেন।

রাত্রি দশটার সময়ে শ্রীশ্রীবাবামণি নয়ানপুর ষ্টেশনে গাড়ী ধরিলেন এবং রাত্রি বারোটায় লাকসাম পৌঁছিলেন।

লাকসাম, ত্রিপুরা,
১৪ই আশ্বিন, ১৩৩৮

## অনিত্য জীবনকে নিত্য কর

অদ্য প্রাতে চারিটী যুবক শ্রীশ্রীবাবামণির নিকটে ব্যক্তিগত উপদেশ গ্রহণ করিলেন।



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

তাঁহারা চলিয়া যাইবার পূর্ব্বে শ্রীশ্রীবাবামণি তাঁহাদিগকে বলিলেন,—ক্ষণভঙ্গুর মানব-জীবনকে নিত্যতা দান করার শ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে, নিত্য যিনি, সত্য যিনি, সেই পরম-পুরুষের সঙ্গে জীবনের সকল কার্য্য, বাক্য ও চিন্তাকে যুক্ত ক'রে দেওয়া। তোমার কোনো কাজ তাঁকে ছেড়ে হবে না, কোন কথা তাঁকে বাদ দেবে না, কোনো চিন্তা তাঁর স্পর্শকে অতিক্রম কর্ব্বে না, —এই হোক্ তোমাদের জিদ্। অনিত্য জীবনকে এইভাবেই নিত্য ক'রে তোল। ক্ষণস্থায়ী অস্তিত্বকে এইভাবেই চিরস্থায়ী কর।

## তত্ত্বজ্ঞান ও কর্ম্মফল

দ্বিপ্রহরে শ্রীশ্রীবাবামণি লাকসাম হাইস্কুলে গমন করিলেন। একজন শিক্ষক প্রশ্ন করিলেন,—কর্ম্মফল ভোগ করি, কিন্তু কোন্ আইনের ধারাতে যে অপরাধ হ'ল, জান্‌তে পারি না কেন?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আসামীর কাণে খইল থাক্‌লে সে জজের রায় শুনতে পায় না। কিন্তু জল্লাদের বেত যখন পাছায় পড়তে থাকে, তখন ব্যথাটা পায় পূরা মাত্রায়। মন ব্রহ্মনিষ্ঠ নয় ব'লে আমরা, আমাদের উপরে যে সব শাসন হচ্ছে, তার কারণ বুঝ্‌তে পারি না কিন্তু শাসনের চোট পূরা মাত্রায়ই অনুভব করি। মনকে ব্রহ্মনিষ্ঠ করুন। কি দুঃখ পাচ্ছেন, আর কেন দুঃখ পাচ্ছেন, তা জেনেই বা লাভ হবে আর কত? মনকে ব্রহ্মনিষ্ঠ করুন, বিষয়-প্রপঞ্চের সকল জটিলতা থেকে তুলে এনে সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে তাকে ব্রহ্মপদ-প্রবেশের জন্য





জাগরূক কত্তে থাকুন। এতেই সব কর্ম্মফল খণ্ডিত হ'য়ে যাবে। তত্ত্বজ্ঞান জন্মালে আর কর্ম্মফলের দায় ভুগ্‌তে হয় না। জীবন্মুক্তি হ'য়ে গেলে আর দুঃখের ঝাপ্‌টা সইতে হয় না।

## কোন্ কর্ম্মের কোন্ দুঃখ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কোন্ কর্ম্মের জন্য কোন্ দুঃখ তা জানা যায় না, তা নয়। জানা যায়, কিন্তু তার জন্য অবিরাম চিত্তশুদ্ধি ক'রে যেতে হয়। পুকুরের মধ্যে গলার সোণার হার প'ড়ে গেলে সাধারণতঃ যেমন তা দেখা যায় না, কিন্তু খুব ফুটফুটে পরিষ্কার হ'লে জলের তলায় কাদার উপরে সোণার হার ঝক্‌ঝক্ কচ্ছে দেখা যায়। ঠিক্ তেমনি, মনকে পরিষ্কার করা চাই, শত প্রকারের মলিন বাসনা আর কামনা যে তাকে পঙ্কিল করেছে, সেই পঙ্কিলতাকে দূর করা চাই। একজন তার একশ টাকার একখানা নোট ট্রাঙ্কের নীচে রেখে উপরে তালাবন্ধ ক'রে দিয়ে বিদেশে চ'লে গিয়েছিল। অনেক দিন পরে যখন ফিরে এল, তখন আর তার মনে নেই যে, ট্রাঙ্কে কোথায় কি আছে। ট্রাঙ্কের ডালা খুলে সে দেখ্‌ল যে, একখানা সুজ্‌নি রয়েছে। তখন তার মনে পড়্‌ল যে, সত্যই সে সকলের উপরে একখানা সুজ্‌নিই রেখেছিল। সুজ্‌নিথানা তুলে নিয়ে সে দেখ্‌লে যে, একটা নেটের মশারী রয়েছে। তখন তার মনে পড়্‌ল যে, সত্যিই সে একটা জালের মশারি রেখেছিল। মশারিটা তুলে নিয়ে দেখ্‌লে তার নীচে একটা কম্বল রয়েছে। এই ভাবে একটা একটা ক'রে জিনিষ তু'লে সে ট্রাঙ্কের বোঝা কমায় আর একটা একটা ক'রে নূতন জিনিষ দেখ্‌তে পায় আর বুঝ্‌তে পারে যে,



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

সত্যি সে এই জিনিষটা ঐখানে রেখেছিল। সকলের নীচে সে পেল ঐ একশত টাকার নোট এবং তখন ঐ নোটের কথা তার স্মরণও হ'ল। ঠিক্ তেমনি আমরা আমাদের বহু শত বর্ষ সহস্র বর্ষ পূর্ব্বেকার কৃতকর্ম্মকে এই ভাবে চিত্তশুদ্ধি ক'রে দেখতে পারি। আমি বা আপনি ব'লে কোনও ইতর বা বিশেষ নেই, জগতের যে-কেউ পারেন। চাই চিত্তশুদ্ধি। মনের ভিতরের কামনা, বাসনা, লোলুপতা, চপলতা, কুটিলতা, জটিলতা এই সব দূর ক'রে তাকে যদি সরল, অনাড়ম্বর, নিষ্কাম, নিঃস্বার্থ করবার চেষ্টা করেন, তাহ'লে নিজেই দেখতে পাবেন, অতীতের কোন্ কর্ম্ম কোন্ দুঃখরূপে প্রতিশোধ নেবার জন্য শনিগ্রহের মত আপনার পিছনে ছুটে ছুটে বেড়াচ্ছে।

## চিত্তশুদ্ধির উপায়

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু চিত্তশুদ্ধির শ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে, যিনি শুদ্ধ, তাঁর সঙ্গে নিজেকে বারংবার যুক্ত করার চেষ্টা করা। তাতেই চিত্তশুদ্ধি হয়। একখানা ভাল চুম্বকের সাথে ঘর্ষণ কত্তে কত্তে যেমন একখানা লোহাও চুম্বকে পরিণত হ'য়ে যায়। শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ, নিত্য পবিত্রতা-স্বরূপ শ্রীভগবানের সাথে নিজেকে জোর ক'রে যুক্ত করার চেষ্টা কত্তে হয়। মন হয়ত চাইবে না, তবু কত্তে হয়। এভাবেই চিত্তশুদ্ধি আসে।

## পবিত্রতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার উপায়

অপরাহ্ণে শ্রীশ্রীবাবামণি লাকসাম হাইস্কুলে ছাত্রদের সমক্ষে "স্ত্রীজাতিতে মাতৃভাব" সম্বন্ধে প্রায় তিনঘণ্টাব্যাপী একটী বক্তৃতা দিলেন।





বহু উপদেশপূর্ণ কাহিনী এবং মহজ্জনের জীবন-বৃত্তান্ত বলিবার পরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—প্রলোভন যার সমক্ষে আসে নি, এমন মানব জন্মে নি। যীশু বল, বুদ্ধ বল, আরো আরো ত্রিলোকপূজিত মহাপুরুষ বল, মানুষের দেহ নিয়ে মানুষের ঘরে যাঁরা আবির্ভূত হয়েছেন, প্রলোভন তাঁদের প্রত্যেকের সমক্ষে এসে দাঁড়িয়েছে। নারীর নিকটে প্রলোভন এসে দাঁড়িয়েছে পুরুষের মনোমোহন রূপটী ধ'রে, পুরুষের নিকট প্রলোভন এসে দাঁড়িয়েছে, নারীর চিত্তোন্মাদিনী মূর্ত্তি নিয়ে। কিন্তু বিচার, বিবেক, ধীরতা, সঙ্কল্প, দৃঢ়তা এবং বিশ্বাস এই কয়টী জিনিষের জোরেই তাঁরা নিজেদের পবিত্রতাকে অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। তোমরাও তা পার, এ কথা আজ বিশ্বাস কর। তোমরাও বিচার ক'রো, কোন্‌টী তোমাদের পন্থা আর কোন্‌টী বিপথ। তোমরাও হিসাব ক'রো, যে দিকে চিত্ত উদ্দাম বেগে আকৃষ্ট হচ্ছে, সে দিকে তোমাদের নিত্য সুখকে পাবে কি না। তোমরা ধৈর্য্য ধারণ ক'রে অপেক্ষা করো এবং চিত্তের দুর্ব্বলতা প্রশমিত না হওয়া পর্য্যন্ত কঠোর সহ্যশক্তির আশ্রয় নাও, কোনও অবস্থাতেই কোনও অন্যায় কামনার পদতলে নিজেদের ব্যক্তিত্বকে বিসর্জ্জন দিয়ে দিও না। তোমারাও জিদ্ করো যে, অযশস্কর, অনুচিত, অসঙ্গত, অহিতপ্রদ আকাঙ্ক্ষার অনলে প্রাণান্তেও ঝাঁপ দিয়ে পড়বে না। তোমরাও দৃঢ় হ'য়ে মৃত্যুঞ্জয়ী নিষ্ঠায় পবিত্রতার সঙ্কল্পে দাঁড়িয়ে থেকো। তোমরাও বিশ্বাস করো,—তোমরা আর তোমাদের পিতা এক—'I and my Father are one', 'ব্রহ্মাস্মি', 'পুণ্যোঽহহং'-'নিত্যোঽহং'—অনিত্যের কাছে নিজেকে বলি দিতে পারি না। যীশু-বুদ্ধ যা' কত্তে পেরেছেন, তোমরাও তা' কত্তে পার্ব্বে। তোমরা তাদের চাইতে ছোট নও।



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

চাঁদপুর,
১৫ই আশ্বিন, ১৩৩৮

প্রাতে আট ঘটিকায় ট্রেণযোগে লাকসাম হইতে রওনা হইয়া এগার ঘটিকায় শ্রীশ্রীবাবামণি চাঁদপুর পৌঁছিলেন। রাত্রিতে সহরের জনৈক ভদ্রব্যক্তি শ্রীশ্রীবাবামণির সহিত দেখা করিয়া কতকগুলি সমাজের কতকগুলি লজ্জাজনক ব্যাপার নিবেদন করিলেন।

## কুমারী মেয়ের প্রতি সতর্কতা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—যে সব পরিবারে আশ্রিত যুবক প্রতিপালিত হচ্ছে, সেই সব পরিবারের জননীদের উচিত নয়, নিজের কুমারী কন্যাটীকে নিজের সঙ্গে ছাড়া অন্যত্র ঘুমুতে দেওয়া। মেয়ে আপনার খুবই সৎ হ'তে পারে, কিন্তু যতক্ষণ সে বিবাহিত না হচ্ছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সে যাতে কারো সঙ্গে প্রেমে প'ড়ে না যায়, তারই স্বার্থের দিক্ থেকে সেটা আপনার দেখা দরকার। স্ত্রী-স্বাধীনতার নাম ক'রে কুমারী মেয়েকে লোকের গুপ্ত প্রভাব থেকে রক্ষা করার চেষ্টায় যারা বিরত থাকে, তারা মেয়েদের দুঃখ এবং পরাধীনতাকেই চিরস্থায়ী করে। কুমারী মেয়েকে চ'খে চ'খে রাখা দোষের কথা মোটেই নয়। বিবাহিতা মেয়েকেও অনেকস্থলে চ'খে চ'খে রাখার দরকার হয়। মেয়েরা জীবনে যত ভুল করে, তার অধিকাংশের জন্যই দায়ী তাদের পিতামাতার নিশ্চিন্ততা।

## সদা-সন্দিগ্ধতার দোষ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তা' ব'লে নিজের মেয়ের প্রতি সদাসন্দিগ্ধ ভাব পোষণ করাও ঠিক্ নয়। সন্দিগ্ধতা পাপকে





বিপরীত-ভাবে আহ্বান করে। সাধুকে চোর ব'লে মনে কর্ল্লে, অনেক সময় জিদ্ ক'রে সে চুরি করে। সে ভাবে,—চুরি না ক'রেও যখন লোকের কাছে চোরই হয়েছি, তখন আর চুরি কর্ল্লে কি দোষ হবে? চুরি না করায় যে কৃতিত্ব, তার জন্যই লোকে সাধু থাকে, তা ত' নয়। অনেকেই সাধু থাকে, লোকের নিকট নিন্দিত না হবার জন্য। এই রকম সাধুদের সংখ্যা জগতে খুব কম নয়, বরং এদের সংখ্যাই খুব বেশী। সুতরাং সাধু থেকেও যখন অসাধুর অপবাদই পেতে হল, তখন আর অসাধু কাজ কর্ব্বার বাধা কি? এইরূপ মনোভাবের দ্বারা পরিচালিত হ'য়ে অনেকে জিদ্ ক'রে পাপ করে, অন্যায় করে। অতএব ছেলেমেয়েদের প্রতি কোনো পিতামাতারই সন্দিগ্ধ ভাব রাখা উচিত নয়। এমন কি, কোনো ব্যাপারে সন্দেহের কারণ আছে ব'লে মনে কর্ল্লেও সন্দেহের ভাব বাইরে প্রকাশ করা আদৌ উচিত নয়। কিন্তু দৃষ্টি রাখতে হবে খুব সজাগ। চ'খ বুজে নিশ্চিন্ত থাক্‌লে চল্‌বে না। চ'খ বুজে যারা থাকে, দুঃখ তাদের পেতে হয়।

## নারীর পতনে সমাজের ক্ষতি

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—একটী মেয়ের অধঃপতনে শুধু যে তার পিতামাতারই দুঃখ বা লজ্জার কারণ ঘট্‌ল, তা ত' নয়। তার পিতামাতার চেয়ে ক্ষতি হ'ল তার নিজেরই বেশী। কিন্তু এর চেয়েও বেশী হ'ল তার, যে ভবিষ্যতে এই অধঃপতিতা মেয়েটীর পেটে জন্মাবে। এরই জন্য কোনো সমাজ তার মেয়েদের



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

পতন সহ্য কত্তে চায় না। অবশ্য ছেলেদেরও পতন রুদ্ধ কত্তে হবে, কিন্তু মেয়েদের পতনকে চিরকালই এই একটী সঙ্গত কারণেই আমরা অধিকতর অবাঞ্ছনীয় ব'লে গণনা কর্ব্ব যে, মেয়েদের পেটেই আমাদের জন্ম নিতে হয় এবং তাদের স্তন্যপান ক'রেই আমরা মানুষ হই।

চাঁদপুর,
১৬ই আশ্বিন, ১৩৩৮

## গ্রাম্য যোগী ভিক্ষা পায় না

অদ্য দশটী যুবক শ্রীশ্রীবাবামণির নিকটে আধ্যাত্মিক দীক্ষা গ্রহণ করিলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি তাঁহাদের একজনকে হাসিতে হাসিতে বলিলেন, —চল্‌তি কথায় বলে,—''বাড়ীর গরু ঘাটার ঘাস খায় না'', মানে ''গ্রাম্য যোগী ভিক্ষা পায় না।'' সে কথা আর যার পক্ষেই সত্য হোক, আমার পক্ষে সত্য হয় নি। এই চাঁদপুরেই পৌষ মাসের এক মঙ্গলবার আমার পাঞ্চভৌতিক দেহ ভূমিষ্ঠ হয়, এইখানেই আমি এই দেহে আমার প্রথম মাতৃস্তন্য পান করি, কিন্তু তোমরা আমাকে ভিক্ষা দেবেই দেবে ব'লে বদ্ধপরিকর হয়েছ। তাতেই বুঝ্‌তে পাচ্ছি, ভিক্ষা আমার আরও অনেক জায়গায় মিল্‌বে।

## শ্রীশ্রীস্বরূপানন্দের জীবন-চরিত

শ্রীশ্রীবাবামণির জনৈক প্রিয় কর্ম্মী দ্বারভাঙ্গা হইতে শ্রীশ্রীবাবামণিকে লিখিয়াছেন, যেন তিনি তাঁহার জীবন-কাহিনী





লিখিবার উপাদান উক্ত কর্ম্মীর নিকটে প্রেরণ করেন। কেন না, তিনি শ্রীশ্রীবাবামণির জীবন-চরিত রচনা করিয়া প্রচার করিতে ইচ্ছা করেন।

উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

''আমার জীবন-কাহিনী সংগ্রহের জন্য শ্রীমান প্র—অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিতেছিল। কিন্তু আমি মনে করি, তোমাদের আমৃত্যু সাধনাই আমার জীবনের যথার্থ কাহিনী। আমার জীবনের অন্য কোনও পৃথক্ কাহিনী সংগ্রহ করা নিষ্প্রয়োজনীয় মনে হয়। অলৌকিক শক্তির লীলা-প্রকাশই মহাপুরুষের জীবনের সব নয়, এমন কি একটা যথার্থ জীবনের, একটা জাগ্রত জীবনের কোনও উল্লেখযোগ্য অংশও নয়। খুঁজিলে তোমার আমার মত শত শত লোকের জীবনে অনেক আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য অলৌকিক কাহিনী পাইতে পারিবে, কিন্তু এই অলৌকিকত্ব সমগ্র জগতের লাভালাভের সহিত কোনও কল্যাণপ্রদ সংশ্রব রক্ষা করে না। অলৌকিকত্বের ভিতর দিয়া নহে, লৌকিক আচরণের মধ্য দিয়াই আমি আমার বৈশিষ্ট্যের ছাপ তোমাদের জীবনব্যাপী তুমুল কর্ম্মের প্রচণ্ড সাধনার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া যাইতে চাহি।''

ঢাকা,
১৭ই আশ্বিন, ১৩৩৮

## স্বপ্ন, বাস্তব ও কল্পনা

অদ্য শ্রীশ্রীবাবামণি প্রাতে দশটায় ঢাকা আসিয়া পৌছিয়াছেন। ষ্টেশনে একটী যুবক আসিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন, যিনি



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

গতরাত্রে স্বপ্ন দেখিয়াছেন যে, শ্রীশ্রীবাবামণি আসিয়াছেন এবং তাঁহাকে দীক্ষা দিতেছেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—তোর স্বপ্ন সত্যই হবে। আমিও জীবনে অনেক স্বপ্ন দেখেছি, যা সত্য হয়েছে।

ত্রিপুরা-মান্দারপুরের শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র চন্দ্র দাস লালবাগে তাঁর শ্বশুরালয়ে থাকিয়া ডাক্তারি পড়িতেছেন। শ্রীশ্রীবাবামণি সেই বাড়ীতেই উঠিলেন। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন,—স্বপ্ন জিনিষটা কি ?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন—স্বপ্ন আর বাস্তব একই জিনিষ। এখন যা' বাস্তব, কাল দেখ্‌বে তা' স্বপ্ন। এখন যা' স্বপ্ন, কাল দেখ্‌বে তা' বাস্তব। এক জিনিষকেই দুই রকম চ'খে দেখতে পাচ্ছি বই আর কিছু নয়। স্বপ্নে আর বাস্তবে পার্থক্য নেই। স্বপ্নে যা' দেখছ, সেটা তোমার বাস্তব পরিচয়। বাস্তবে যা কচ্ছ, সেটা তোমার স্বপ্নের পরিণতি। জাগ্রতে যে স্বপ্ন দেখ, তাকে বলে কল্পনা। শরীর কাজ করে না, মন কাজ করে, একে বলে নিদ্রা। সেই নিদ্রায় যে বাস্তবকে দর্শন কর, তাকে বলে স্বপ্ন।

## নিজেকে বিশ্বাস কর

অপরাহ্নে শ্রীশ্রীবাবামণি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটী বি-এস সি ক্লাসের ছাত্রের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। ছাত্রটী এক সময়ে শ্রীশ্রীবাবামণির জীবনাদর্শের প্রতি অত্যন্ত অনুরাগী ছিলেন। কিন্তু বর্ত্তমানে অনুরাগ হ্রাস পাইয়াছে। ছেলেটী ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন,—আপনার উপরে আমার সব সময়ে বিশ্বাস থাকে না।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—হতভাগা কোথাকার ! আমাকে





বিশ্বাস কর্‌বি কেন ? বিশ্বাস কর নিজেকে। তোকে তুই যেদিন বিশ্বাস কর্ব্বি, দেখ্‌বি, সেদিনই তোর সকল বিশ্বাস আমাতে এসেছে। তুই আর আমি কি দুই ? তুই আর জগদ্‌ব্রহ্মাণ্ড কি দুই? তুই আর তোর স্রষ্টা কি দুই? তুই দেখ্‌ছিস ভ্রমে, আর ভ্রম আস্‌ছে নিজেকে বিশ্বাস না করার দরুণ। আমাকে বিশ্বাস কত্তে পারিস্ না ত' ? বিশ্বাস করিস্ না। যাকে বিশ্বাস কত্তে পারিস্, তাকেই বিশ্বাস কর্। সেই বিশ্বাসই আমি পাব। আমাকে ছেড়ে জগতের সব স্থানে যিনি আছেন, আর যাঁরা আছেন, তাঁদের সবার মধ্যে আমিই আছি।

১৮ই আশ্বিন, ১৩৩৮

## সংযমই ভগবানকে পাইবার সহজ পথ

ঢাকা লালবাগে একটী সধবা মহিলা শ্রীশ্রীবাবামণির নিকটে দীক্ষা গ্রহণ করিলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—দেখ্‌তে যারা জানে, তারা ভগবান্‌কে উচ্ছৃঙ্খলতার ভিতরেও দেখ্‌তে পায়, অসংযমের ভিতরেও দেখ্‌তে পায়। কিন্তু সংযমের ভিতর দিয়ে ভগবানকে যত সহজে লাভ করা যায়, স্বেচ্ছাচারিতার ভিতর দিয়ে তত সহজে লাভ করা যায় না। এই জন্যই দেখ সকল শাস্ত্র, সকল ধর্ম্ম সংযমের এত প্রশংসা কচ্ছেন। তোমরাও সাধ্যমত সংযমী হও। কারণ, সংযমই তাঁকে পাবার সহজ পথ।

## গায়ের জোরে সংযম হয় না

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু গায়ের জোরে সংযম হয় না। ভগবান্‌কে ভালবাসলে সহজে সংযম হয়। পৃথিবীর সব ভালবাসার বস্তুর চেয়েও তাঁকে বেশী ভালবাসার জিনিষ ব'লে



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

জান্‌লে আপনি সংযম প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে যায়। তাই, প্রাণ দিয়ে তাঁকেই ভালোবাসো। তাঁকে ভালবেসেই জীবের পূর্ণতা, তাঁকে প্রেম ক'রেই শিবত্ব।

## মন ও ভ্রূমধ্য

দ্বিপ্রহরে ঢাকা হইতে রওনা হইয়া সূর্য্যাস্তের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে শ্রীশ্রীবাবামণি ঢাকেশ্বরী কটন মিলের নিকটস্থ ধামঘর শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের ভবনে পৌঁছিলেন। কথা চলিল।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ভ্রূমধ্য হচ্ছে মনটার বিশ্রামের স্থান। শিশুটা স্থির হ'লেই যেমন বিছানায় শু'য়ে পড়ে, ঠিক্ তেমনি মনটা স্থির হ'লেই ভ্রূমধ্যে গিয়ে বিশ্রাম নেয়। ব্যাঘটা যেমন সারারাত বনে বনে শিকারের অন্বেষণে ভ্রমণ ক'রে ক্লান্ত হ'য়ে শেষে ঘুমায় তার গুহায় এসে, মনটাও তেমন ব্রহ্মাণ্ডের সকল বিষয়ের পশ্চাদ্ধাবন ক'রে ক্লান্ত হ'য়ে বিশ্রাম নেয় এই ভ্রূমধ্যে। কিন্তু শুধু বিশ্রামেরই নয়, সঞ্জীবনের স্থানও এই ভ্রূমধ্য। এখানেই মনের সাত্ত্বিক প্রকাশ। এখানেই মনের নির্ম্মল বিকাশ। এখানেই এসে মন রাজসিক তাড়না আর তামসিক কালিমার হাত থেকে মুক্তি পেয়ে ভূমার অনুসন্ধানে বে'র হবার শক্তি অর্জ্জন করে। এইজন্যেই যোগীরা মনকে ভ্রূমধ্যসেবী ক'রে সাধন করার জন্য এত উপদেশ দেন।

## প্রাণহীন নামজপ

নামজপের কথা উঠিল। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ভগবানকে পাওয়ার শ্রেষ্ঠ উপায় নামজপ। অবিরাম তাঁর নাম ধ'রে তাঁকে





ডাক্‌তে হয়। নিমিষের জন্যও তাঁকে না ভুলে প্রাণপণে তাঁকে ডাক্‌তে হয়। তাঁকে আর তাঁর নামকে অভেদ বস্তু জেনে ডাক্‌তে হয়। তাঁর নাম ছাড়া জগতে আর দ্বিতীয় বস্তু কিছু নেই, দ্বিতীয় সত্য কিছু নেই, এই জ্ঞানে তাঁকে ডাক্‌তে হয়। নামকে নিজের প্রাণের চেয়ে অধিক জেনে নাম জপতে হয়। এরই নাম হচ্ছে প্রাণবন্ত নামজপ। প্রাণ যদি ছাড়ি, তাতেও ক্ষতি নেই, কিন্তু নাম যদি ছাড়ি, তবেই ম'লাম, এই রূপ বোধ নিয়ে যে নামজপ, তাকে বলে প্রাণময় জপ। প্রাণহীন বৃক্ষ-মূলে জলসিঞ্চন কর্ল্লে তাতে ফল মিলে না। তাই সকল অনুরাগ দিয়ে, সকল ভালবাসা দিয়ে, সকল নিষ্ঠা দিয়ে, সকল বিশ্বাস দিয়ে, সকল দৃঢ়তা দিয়ে আর সকল নির্ভর দিয়ে নামকে প্রাণবান্ ক'রে নিতে হয়।

## নামকে প্রাণবান্ করিবার উপায়

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—নাম কত্তে কত্তেই নামে প্রাণ আসে। ঠোকাঠুকি কত্তে কত্তে যেমন পাষাণ থেকে আগুন বেরোয়, জপতে জপতে তেমন নামের ভিতরে প্রাণের সঞ্চার হয়। তাই জপ ছাড়তে নেই। ভক্তি না এলেও ছাড়তে নেই, বিশ্বাস না এলেও ছাড়তে নেই, প্রত্যক্ষ কোন ফল না দেখতে পেলেও ছাড়তে নেই, দীর্ঘকাল জ'পে জ'পে ক্লান্ত বা হতশ্রদ্ধ হ'য়েও ছাড়তে নেই। লেগে থাক্‌তে হয়, জোঁকের মতন। প্রাপ্য আমার পাই আর না পাই, দেনদারের দুয়ার ছাড়ব না, এই জিদ্ নিয়ে সুদখোর কাবলীওয়ালার মত লেগে থাক্‌তে হয়। লেগে যে থাকে, সে মেগে খায় না, পাষাণ ফেটে তার জন্য অমৃতনির্ঝর বইতে থাকে।



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

## প্রাণবন্ত নামের লক্ষণ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—নামে যখন প্রাণ জাগে, তখন আর চেষ্টা ক'রে নাম জপ্‌তে হয় না। দেহে, মনে, প্রাণে, চিত্তে, বুদ্ধিতে, আত্মায় শুধু নামের হিল্লোল চল্‌তে থাকে, আকাশে, বাতাসে, জলস্রোতে, নামের ঝঙ্কার বাজতে থাকে। গতিতে, স্থিতিতে, জাগরণে আর নিদ্রায় সমভাবে নামের প্রবাহ বইতে থাকে। নামময় তখন জগৎ, জগন্ময় তখন নাম। অর্থাৎ প্রেমময় তখন জগৎ আর জগন্ময় তখন প্রেম। অর্থাৎ পরমাত্মায় তখন জগৎ, আর জগন্ময় তখন পরমাত্মা।

ঢাকা,
১৯শে আশ্বিন, ১৩৩৮

## ভগবানই ভালবাসার পাত্র

বেলা দশটার সময়ে শ্রীশ্রীবাবামণি কলিকাতা যাইবার জন্য নারায়ণগঞ্জ রওনা হইলেন। শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয় শ্রীশ্রীবাবামণিকে নৌকাঘাট পর্য্যন্ত আগাইয়া দিলেন। কথা চলিল।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ক্ষুদ্র এই জগৎ, আর বিশাল আমার এই ভালবাসা। এই বিশাল বস্তুকে রাখব কোথায় ? তাই মানুষ স্ত্রী ছাড়ে, পুত্র ছাড়ে, বিষয় ছাড়ে, সম্পদ ছাড়ে সংসার ছাড়ে, প্রতিষ্ঠা ছাড়ে এবং ভালবাসার শ্রেষ্ঠ পাত্র ভগবানকে তা' অর্পণ ক'রে কৃতার্থ হয়। মানে, ভগবানকে সব দিয়ে মানব ভগবানই হ'য়ে যায়।

## ভালবাসা সঞ্চারের উপায়

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আমি কি ভগবানকে ভালবাসি ? তাঁকে ভালবাসা বড় কঠিন কথা। নিজে জোর ক'রে কি তাঁকে





ভালবাসা যায় ? তিনি বাসালেই বাসা যায়, তা নইলে নয়। তিনি যদি প্রয়োজন বোধ করেন, তবে আমাকে ভালবাসতে শেখাবেন, এই বিশ্বাস নিয়ে তাঁর প্রতি উন্মুখ হ'য়ে থাকাই হচ্ছে ভালবাসার উপায়। ভালবাসব ব'লে ভালবাসা যায় না। আমি তাঁরই হ'য়ে রইলুম, তিনি নিজ খুশীমত আমার প্রাণে সর্ব্বস্ব-উজাড়-করা প্রেম সঞ্চারিত করুন,—এই ভাব নিয়ে নিজেকে তাঁর পায়ে অনুক্ষণ সমর্পণ কত্তে কত্তে হঠাৎ ভালবাসা অজানিতে এসে যায়। ঝড়ের বাতাস যেমন পাঁজি দেখে বয় না, ভালবাসাও তেমন হিসেব ক'রে আসে না। "আমি তাঁর, আমি তাঁর, আমি তাঁর,"—ভাব্‌তে ভাব্‌তে আপনি হঠাৎ বিনা নোটিশে প্রাণটা বল্‌তে থাকে, "সে আমার, সে আমার, সে আমার"। এই হ'ল ভালবাসার সূচনা।

কলিকাতা,
২০শে আশ্বিন, ১৩৩৮

## আশ্রমজীবন কাহার পক্ষে গ্রহণীয়

ময়মনসিংহ নান্দাইল থানার সহকারী দারোগা শ্রীচিন্তাহরণ মুখোপাধ্যায় তাঁহার চাকুরী ছাড়িয়া দিয়া আশ্রমে যোগদান করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন। শ্রীশ্রীবাবামণি তাঁহাকে অদ্য নিম্নলিখিত পত্রখানা লিখিলেন।

"আশ্রম-জীবন গ্রহণের বাধা অফুরন্ত। সর্ব্বপ্রধান বাধা তোমার মনেরই মধ্যে। অন্তরের শত শত প্রচ্ছন্ন সংস্কার যতক্ষণ পর্য্যন্ত না হাসিমুখে অনুমোদন করিতেছে, ততক্ষণ আবার কিসের



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

আশ্রম-জীবন ? আশ্রম-জীবনের অপরিহার্য্য দুঃখ-কষ্ট, বিশেষতঃ অযাচকবৃত্তিধারীর আশ্রমের অতুলনীয় ক্লেশ-পরম্পরা আশ্রম-জীবন-গ্রহণের পরম বাধা। কিন্তু জীবনের আদর্শকে যে আশ্রম-জীবনের মধ্যে সত্যসত্যই মূর্ত্ত দেখিতে পাইয়াছে, তাহার পক্ষে এই বাধা সহজেই অতিক্রমণীয়। কিন্তু জীবনাদর্শকে যদি আশ্রম-জীবনের মধ্যে মূর্ত্তিমান্ হইতে দেখিয়া না থাক, তবে আবার কিসের জন্য আশ্রম-জীবন ? যাহারা আশ্রম-জীবনযাপন করে, সত্যই অনেক লোক তাহাদিগকে বেকার, অশিক্ষিত, অপদার্থ ও অলস বলিয়া মনে করে। এমনকি, যাহাদের পক্ষে ভিক্ষাটন নিষেধ, চাঁদা-সংগ্রহ অবৈধ, স্বাবলম্বনই ব্রত, তাহাদিগকেও লোকে এইরূপ মনে করিতে দ্বিধা বোধ করে না। কিন্তু আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা যাহার গভীর হয়, তাহার পক্ষে লোকমত, লোকাপবাদ বা নিন্দাগ্লানি উপেক্ষা করা কঠিন হয় না। কিন্তু যাহার আদর্শবাদ আশ্রম-জীবনকে ঘেরিয়া অঙ্কুরিত ও পল্লবিত হয় না, তাহার পক্ষে আশ্রম-জীবনযাপনের প্রতি শ্রদ্ধাবর্দ্ধনের প্রয়াসই যে অস্বাভাবিক।"

কলিকাতা,
২১শে আশ্বিন, ১৩৩৮

শ্রীশ্রীবাবামণি কলিকাতা আসিলে তাঁহার চরণদর্শনাভিলাষী আত্মগঠনেচ্ছু যুবকেরা ভিড় জমাইয়া থাকেন। শ্রীশ্রীবাবামণি আসিয়াছেন সংবাদে অপরাহ্নে ৩৬নং কৈলাশ বসু ষ্ট্রীট ভবনে বহু যুবক আসিয়াছেন। শ্রীশ্রীবাবামণি তাঁহাদিগকে নানা সদুপদেশ দিলেন।





## পাপীরও উদ্ধারের পথ আছে

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—পাপে, অপরাধে, অনুতাপে, আত্মগ্লানিতে কোটি কোটি লোকের চিত্ত মুহ্যমান হ'য়ে রয়েছে। তাদের সবাইকে তোমরা শুনাও যে, তাদেরও উদ্ধারের উপায় আছে। পাপের মালিন্য, দুষ্প্রবৃত্তির তাড়না, অপকার্য্যের কলুষ থেকে রক্ষা পাবার পথ তাদের জন্য রয়েছে। শুনাও তাদের, ধার্ম্মিকদের উন্নতির জন্যই যুগে যুগে ঈশ্বরকল্প মহাপুরুষেরা প্রাণপাত করেন নি, পাপী-তাপী দুষ্কৃত দুর্গত অসহায় অশরণকে বল দেবার জন্য, ভরসা দেবার জন্য, উত্থানের পথ দেখাবার জন্যও তাঁরা এসেছেন।

## সন্দিগ্ধকে বিশ্বাস দাও

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—"আমার মত নরাধমের কি উদ্ধার আছে?"—এই সন্দেহে, এই সংশয়ে ম্রিয়মাণ হ'য়ে রয়েছে কত মানবের আত্মা। তাদের প্রাণে তোমরা বিশ্বাস দাও, তাদের হৃদয়ে তোমরা আস্থা যোগাও। শুনাও তাদের,—"যত মহাপাপীই হোক্ না কেন, প্রেমময়ের রাজ্যে বঞ্চিত কেউ হবে না, উপেক্ষিত কেউ থাক্‌বে না।"

## ভগবানের দীনবন্ধু-মূর্ত্তি

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—শত শত বার ভগবান্ অনাথশরণ, পতিত-পাবন, দীনবন্ধুরূপে আত্মপ্রকাশ করেছেন। দুঃখীর দুঃখ দূর করবার জন্য, ব্যথিতের ব্যথা অপসারণের জন্য, আর্ত্তের শোকাশ্রু অপনোদনের জন্য আরো শতকোটি বার তিনি দীনবন্ধু মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হবেন। সবাইকে বল "মাভৈঃ", সবাইকে





Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

বিলাও অভয়বাণী, সবাইকে দাও আশার আলো, ভরসার বল।

## বিশ্বাসের মৃতসঞ্জীবনী শক্তি

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বিশ্বাসের মৃতসঞ্জীবনী প্রভাবে তাদের শুষ্ক, শীর্ণ, জীর্ণ হৃদয় নবযৌবনের শুভাগমন অনুভব করুক। বিশ্বাস তাদের প্রাণের পরতে পরতে দুঃখ সইবার, বোঝা বইবার শক্তিকে সঞ্চারিত করুক। দুঃখ পেয়ে যে নিস্তেজতা এসেছিল, বিশ্বাস তাকে দূরীভূত করুক। দুঃখের ভিতর দিয়েই যে সুখ-স্বরূপের কাছে পৌঁছুতে হয়, এই প্রত্যয় তাদের দৃঢ় হোক্ এবং দুঃখকে শত্রু ব'লে দূরে সরিয়ে নয়, বন্ধু ব'লে আলিঙ্গন ক'রে সহায়তার পরম সুখকে তারা লাভ করুক।

## অতীতকে অতীতের গর্ভেই থাকিতে দাও

সমাগত যুবকেরা সকলে প্রস্থান করিলেও ডায়মণ্ডহারবারের নিকটবর্ত্তী কোনও গ্রাম হইতে আগত জনৈক যুবক কোনও বিশেষ কথা নিবেদন করিবার জন্য বসিয়া রহিল।

শ্রীশ্রীবাবামণি তাহাকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল যে, পূর্ব্বে তাহার ঘোরতর চরিত্রগত অবনতি ঘটিয়াছিল এবং শ্রীশ্রীবাবামণিই হিতোপদেশ এবং দীক্ষা দ্বারা শক্তিসঞ্চারণা করিয়া তাহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন। সম্প্রতি একটী সরলস্বভাবা কুমারীকে সে বিবাহ করিয়াছে। সেকি তার স্ত্রীর নিকটে অতীত চরিত্র উদ্ঘাটিত করিবে?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—অতীতকে অতীতের গর্ভেই থাক্‌তে





দাও। নিজের চরিত্র সংশোধনের জন্য যখন অতীতের আলোচনা প্রয়োজন, তখন ছাড়া অন্য সময়ে অতীত নিয়ে ঘাটাঘাটি না করাই ভাল। রামই বল আর রাবণই বল, বাল্যকালে মলমূত্র দিয়ে শয্যা অপবিত্র করেছিলেন প্রত্যেকেই, কিন্তু এদের জীবনী-গ্রন্থে সে কথার ত' উল্লেখ নেই! অতীতের নিন্দনীয় ব্যাপার অতীতের গহ্বরেই ডুবে যাক্।

## ভবিষ্যতের দিকে তাকাও

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তাকাবে ত' ভবিষ্যতের দিকে তাকাও, বল্‌বে ত' ভবিষ্যতের কথা বল, ভাব্‌বে ত' ভবিষ্যতের কথা ভাব। লোভনীয় শোভনীয় রমণীয় ভবিষ্যৎ, পাপহীন তাপহীন কলঙ্কলেশহীন ভবিষ্যৎ। সেই ভবিষ্যতের সুখস্বপ্নকে কর তোমাদের দৈনন্দিন ঘর-কন্নার উপজীব্য।

## সাম্‌নের দিকেই চল

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এগিয়ে চল সামনের দিকে। অতীতের পাপ আর গ্লানি,—তার দিকে তাকিও না। চ'খ দুটো ভগবান্ তোমাকে সাম্‌নের দিকেই দিয়েছেন। সম্মুখের অগ্রগতি বাড়াবার জন্য যখন প্রয়োজন, মাত্র তখনই দু'একবার ঘাড় ফিরিয়ে অতীতের শিক্ষাকে স্বীকার কর্‌বে। নতুবা নয়।

কলিকাতা,
২২শে আশ্বিন, ১৩৩৮

ত্রিপুরা চান্দলা-নিবাসী জনৈক যুবক শ্রীশ্রীবাবামণির চরণ দর্শন করিয়া আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন।



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

## তত্ত্বমসি

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আশ্রয় চাস্ আমার ? আমি কে? আশ্রয় নিবি তোর নিজের। তুই না সেই সর্ব্বদেবদেব পরমাত্মা, যাঁকে পূজা ক'রে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর কৃতার্থ! তুই-ই না কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডরূপে প্রকাশ পেয়েছিস্! তুই-ই না অপরূপ বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে নিজের স্বরূপকে, নিজের চৈতন্যকে, নিজের আনন্দকে, নিজের প্রেমকে, নিজের লীলাকে বিকশিত কচ্ছিস্ ? আশ্রয় নে তোর নিজের। নিজ মানে আত্মা, আশ্রয় নে তাঁর। আত্মা মানে আপন, আশ্রয় নে তাঁর।

যুবক বলিলেন,—আপনিই আমার আত্মা।

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—তাই যদি হয়, তবে আমার আশ্রয় নিলেও চল্‌বে।

কলিকাতা,
২৩শে আশ্বিন, ১৩৩৮

খুলনা জেলা-নিবাসী জনৈক যুবক উপদেশ-প্রার্থী হইয়া শ্রীশ্রীবাবামণির শ্রীচরণে জীবনের অনেক দুঃখকর সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন।

## অনুতাপের পাপত্ব ও পুণ্যত্ব

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—অনুতাপ কচ্ছ ? কর, যদি তাতে তুমি ভগবানের সন্নিহিত হও। যে অনুতাপে মানুষ ভগবানের দিকে এগোয় না কিন্তু নিজেকে হীন আর জঘন্য ব'লে মনে করে, সে অনুতাপ পাপ। আর যে অনুতাপ দুঃখ-বেদনার ভিতর দিয়েও সত্য-স্বরূপ, পবিত্রতা-স্বরূপ, নিত্যানন্দ-স্বরূপ, পরমসুখ-





স্বরূপ ভগবানের দিকে তোমার কণামাত্র হ'লেও অগ্রগতি বৃদ্ধি করে, সে অনুতাপই যথার্থ ধর্ম্ম। চ'খের জল কি ভগবানের দিকে যাবার পথ তোমার সুগম ক'রে দিচ্ছে ? তবে এ চোখের জল শুধু জল নয়, এ হচ্ছে সর্ব্বপাপ-তাপহারিণী মন্দাকিনীর পতিতপাবনী ধারা। এ জলে তুমি শুদ্ধ হবে, পুণ্য হবে।

দ্বারভাঙ্গা,
২৪শে আশ্বিন, ১৩৩৮

গতকল্য রাত্রি নয়টায় কলিকাতা হইতে রওনা হইয়া শ্রীশ্রীবাবামণি অদ্য দ্বিপ্রহরে দ্বারভাঙ্গা পৌঁছিয়াছেন। একজন ভক্ত শ্রীশ্রীবাবামণিকে বারৌণী হইতে প্রত্যুদ্গমন করিয়া আনিয়াছেন।

## মহদাদর্শের শক্তি

শ্রীশ্রীবাবামণি দ্বারভাঙ্গার যুবকদের বিষয়ে জানিতে চাহিলে ভক্ত বলিলেন,—মৃত, অসাড়, যেন চেতন নাই।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বড় আদর্শ তাদের চোখের সাম্‌নে ধর, মরা তাতে প্রাণ পাবে, অসাড়ের সাড়া আস্‌বে, অচেতন সচেতন হবে।

শ্রীশ্রীবাবামণি বাংলাগড়ের শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের আতিথ্য গ্রহণ করিলেন।

২৭শে আশ্বিন, ১৩৩৮

## ভারতের নবজন্ম

অপরাহ্নে পাঁচ ঘটিকায় বারাণসী হইতে হাওড়া-বেনারস এক্সপ্রেসে শ্রীশ্রীবাবামণি ধানবাদ রওনা হইয়াছেন। বেনারস



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ইঞ্জিনিয়ারিং' বিভাগের ছাত্রেরাও অনেকে ঐ একই কামরায় উঠিয়াছেন। সকলেই ছুটীতে বাড়ী যাইতেছেন। তাহাদের উৎসাহ ও উদ্দীপনায় গাড়ীখানা যেন টলমল করিতে লাগিল।

গাড়ী মোগলসরাইতে পৌঁছিতেই একজন নাথপন্থী যোগী গাড়ীতে উঠিলেন। তিনি ঠিক শ্রীশ্রীবাবামণির পাশখানেই কম্বল পাতিয়া বসিলেন। প্রশান্ত সুন্দর মুখে একটা সৌম্য জ্যোতি ফুটিয়া উঠিতেছিল।

হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে একটী যুবক শ্রীশ্রীবাবামণির প্রতি একান্ত ভক্তিমান্। শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিতে হাসিতে তাহাকে বলিলেন,—যুবকদের এই উৎসাহ-তারল্য, আর এই যোগী-পুরুষের ধ্যান-সৌম্যতা, এই দুইটীর সামঞ্জস্য নিয়েই ভারতের নবজন্ম হবে।

রাত্রি দুই ঘটিকায় শ্রীশ্রীবাবামণি ধানবাদ নামিলেন।

পুপুন্‌কী,
২৮শে আশ্বিন, ১৩৩৮

অদ্য প্রাতে শ্রীশ্রীবাবামণি ধানবাদ হইতে পুপুন্‌কীর মিশ্র-ভবনে সমাগত হইয়াছেন। অপরাহ্নে কয়েকজন গ্রামবাসীকে লইয়া আশ্রম দেখিতে গেলেন। বিগত সম্বৎসরব্যাপী মৌনব্রত আরম্ভ হইলে শ্রীশ্রীবাবামণি এই আশ্রম ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। আজ প্রায় দেড় বৎসর পরে ফিরিয়া আসিয়াছেন। আশ্রমের অসমাপ্ত দালান-খানার (যাহা গান্ধার শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মিশ্র মহাশয়গণ প্রস্তুত করাইতেছিলেন) ছাদ ফেলিয়া এবং





দেয়াল ভাঙ্গিয়া জানালা, কবাট, কড়ি ও বরগা চোরে লইয়া গিয়াছে। আশ্রমে যে সব লেবু, পেয়ারা, বেল প্রভৃতির গাছ লাগান হইয়াছিল, তাহা কতক গো-মহিষে নষ্ট করিয়াছে, কতক চোরে তুলিয়া লইয়া গিয়াছে।

## আত্মদানের দৃঢ়তা

মিশ্র-পরিবারের শ্রীমান্ সুখেন্দুশেখর এই বিষয় নিয়া গভীর দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিল। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—না বাবা, দুঃখ ক'রো না, ধৈর্য্যই বড় কাজ কর্ব্বার প্রধান উপাদান। কঠোর কষ্ট স্বীকার ক'রে, দুরন্ত শ্রম দিয়ে, এইখানে যেটুকু যা ক'রেছি, তা একেবারে নষ্ট হ'য়েছে ব'লে দুঃখ করা ঠিক্ নয়। এমন দিন হয়ত শীঘ্রই আস্‌বে, যখন আর এত শ্রম না ক'রেও আশ্রমের পুনর্গঠন সম্ভব হবে।

শ্রীমান্ সুখেন্দু খুব উৎসাহিত হইলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আবার এমন দিনও হয়ত আস্‌বে, যখন নন্দনপুরী নির্ম্মাণ ক'রে দিয়ে ফলাফলের দিকে না তাকিয়ে ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে আমি পালাব।

শ্রীমান্ সুখেন্দু নিরুৎসাহ বোধ করিলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—গড়া আর ভাঙ্গা, এর উপরে কারো কর্ম্মের সাফল্য নির্ভর করে না। রাণা প্রতাপ বনে পাহাড়ে নির্ব্বাসিত অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হ'য়েও জীবনে যতখানি সফল, সম্রাট ঔরংজেব দিগ্বিজয়ী বীররূপে সমগ্র ভারত জয় ক'রেও তার অর্দ্ধেক সফল নন। ভাঙ্গা আর গড়ার উপরে



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

তোমার কৃতার্থতা নয়, তোমার কৃতার্থতা তোমার আত্মদানের দৃঢ়তার উপরে।

## সকামতাই দুঃখের মূল

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সকামতা থেকেই দুঃখ আসে। কাজ কর, কিন্তু নিষ্কাম হ'য়ে। অবশ্য, নিষ্কাম হওয়া খুব শক্ত। কিন্তু শক্ত ব'লেই ত' আর হাল ছেড়ে দেওয়া চল্‌বে না। সর্ব্বজীবের হিতবুদ্ধিতে কাজ ক'রে যাও, কিন্তু নিজের গড়া জিনিষের ধ্বংস যদি নিজের চ'খেও দেখ্‌তে হয়, তবে ব্যথিত হ'য়ো না। কারণ, যার জন্ম আছে, তার মরণ থাকবেই। মরণ যার আছে, তার অকালমৃত্যু নিবারণ করার জন্য চেষ্টা তুমি কর্ব্বেই, কিন্তু মৃত্যু যদি ঘ'টেই যায়, শোক কত্তে পার না।

পুপুন্‌কী,
৩০শে আশ্বিন, ১৩৩৮

## অনাসক্ত শ্রম

অদ্য শ্রীশ্রীবাবামণি প্রাতঃকাল হইতে মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত পুপুন্‌কী আশ্রমে থাকিয়া মৈত্রীভবন নামক কুটীরের ভিত্তির ইট গাঁথিলেন। গ্রামের কয়েকটী যুবক শ্রীশ্রীবাবামণিকে সাহায্য করিতেছেন।

কাজ শেষ হইলে শ্রান্ত ক্লান্ত শরীরে একটা পলাশ গাছের ছায়ায় বসিয়া শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—জানি আমি, গ'ড়ে তুলে একদিন এ আশ্রমটা আমাকে ছেড়ে দিতে হবে। তবু শ্রম কচ্ছি। না জেনে শ্রম কল্লে আসক্তি থেকে যেত। তাই জেনে শ্রম কচ্ছি।

অপরাহ্ণে শ্রীশ্রীবাবামণি কলিকাতা রওনা হইলেন।





কলিকাতা,
১লা কার্ত্তিক, ১৩৩৮

প্রত্যুষেই শ্রীশ্রীবাবামণি কলিকাতা পৌঁছিয়াছেন। দ্বিপ্রহরে হাওড়া হইতে আগত একদল যুবক নানাবিষয়ে আলোচনা তুলিলেন।

## পাপ হইতে উদ্ধারের পথ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—অবিরাম ধ্যান কর, তোমরা জরামরণাতীত। অবিরাম ধ্যান কর, তোমরা শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ, নিত্য-পবিত্র। এই ধ্যানের জোরেই জীবন সকল পাপের অতীত হবে। "আমি পাপী", "আমি পাপী", বলে অনুক্ষণ মনকে দুর্ব্বল ক'রো না। "আমি সত্যস্বরূপ, প্রেমস্বরূপ, আমি জ্ঞানস্বরূপ, শক্তি-স্বরূপ, মুক্তিস্বরূপ, আমি নিত্যস্বরূপ, সুখস্বরূপ, পূর্ণতাস্বরূপ",—এইরূপ ধ্যান ক'রে ক'রে প্রাণের বল বাড়াও।

## পাপ-দমনের কোমল পন্থা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এইটী হচ্ছে তেজস্বীর পন্থা, বীর্য্যবানের পন্থা, সাহসীর পন্থা। কিন্তু কোমল পথও আছে। আত্মাকে পরমাত্মা ব'লে, নিজেকে পরব্রহ্ম ব'লে ভাবতে যে পারে না, তার পথ আত্মসমর্পণের। আমি তাঁর, যিনি পবিত্রতাস্বরূপ। আমি তাঁর, যিনি শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ। আমি তাঁর, যিনি অমৃতস্বরূপ। আমি তাঁর, যিনি প্রতিক্রিয়ারহিত। আমি তাঁর, যিনি শান্তিস্বরূপ। আমি তাঁর, যিনি ভ্রান্তির অতীত। আমি তাঁর, যিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ। আমি তাঁর, যাঁর বিকার নেই।



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

এই ধ্যান কর। এই ধ্যানে আপনি সকল দুর্ব্বলতা, সকল পাপ পলায়ন করে।

## হয় ভগবান্ হও, নয় ভগবানের হও

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—যার যেমন মনের গঠন, তেমন ক'রে সফল হও, কৃতকৃতার্থ হও। হয় ভগবান্ হও, নয় ভগবানের হও। পাপও হ'য়ো না, পাপেরও হ'য়ো না। যে ভগবান্, পাপ-তাপ তার পদানত। যে ভগবানের, পাপের প্রভুত্ব তার উপরে খাটে না। তোমরা পাপের অতীত হও।

কলিকাতা,
৪ঠা কার্ত্তিক, ১৩৩৮

জনৈক ভক্ত, যিনি পূর্ব্বে একবার কলিকাতা আসিলেও সহরের দর্শনীয় কিছুই দেখেন নাই এবং যিনি গতকল্য মাত্র দ্বিতীয় বারের জন্য কলিকাতা আসিয়াছেন, শ্রীশ্রীবাবামণির সঙ্গে কলিকাতা সহর দেখিতে বাহির হইয়াছেন।

## কলিকাতা বলিতে কি বুঝায়

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কল্‌কাতা সহর দেখ্‌বি ত ? কল্‌কাতা বল্‌তে বুঝায়, কালীঘাট, দক্ষিণেশ্বর, বেলুড়, পরেশনাথ, মৌলালী। এ হ'ল সাত্ত্বিক হিসাব। কল্‌কাতা বলতে বুঝায়, যাদুঘর, পশুশালা, গড়ের মাঠ, বোটানিক্যাল গার্ডেন, বিশ্ববিদ্যালয়। এ হ'ল অর্দ্ধ-সাত্ত্বিক হিসাব। কল্‌কাতা বল্‌তে বুঝায়, বড়লাটের বাড়ী, লালদীঘি, চৌরঙ্গী, মনুমেন্ট। এ হ'ল রাজসিক হিসাব। কল্‌কাতা বল্‌তে বুঝায়, মাতালের পল্লী, নোংরা গলি, জুয়ার আড্ডা, ঘোড়দৌড়ের মাঠ, বড়-বাজারের





গুণ্ডা। এ হ'ল তামসিক হিসাব। কোন্ কল্‌কাতা দেখবি ?

কলিকাতা সহরের বিবরণ শুনিয়া ভক্ত হাসিয়া উঠিলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আজ আর নির্দ্দিষ্ট কিছু দেখবার দরকার নেই। যেদিকে ট্রাম পাব, সে দিকেই চল্। বিজয়া দশমীর দিন, যে দিকে যাবি, দেখ্‌বার জিনিষ পাবিই।

## স্ত্রী-শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি ও স্রষ্টা

নানাস্থানে ঘুরিয়া শ্রীশ্রীবাবামণি অপরাহ্ণে আসিয়া গড়ের মাঠে একটা ছায়াযুক্ত স্থানে বসিলেন। স্ত্রী-শিক্ষাশ্রম সম্পর্কে আলোচনা হইতে লাগিল।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—মহৎ সঙ্কল্প নিয়ে অনেকেই মেয়েদের জন্য অনেক প্রতিষ্ঠান গড়্‌ছেন, কিন্তু যা চাচ্ছেন, তা হচ্ছে না শুধু এইজন্য যে, যাঁরা প্রতিষ্ঠান গড়্‌ছেন, আবাল্য তাঁরা এই স্বপ্নই দেখে আসেন নি। জীবনের শ্রেষ্ঠ অংশ সুখদুঃখময় নানা আবেষ্টনে কাটিয়ে এসে যে সকল মনস্বিনী মহিলারা পরবর্ত্তী কালে স্ত্রী-শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান গড়্‌ছেন, তাঁরা জিনিষটাকে আবাল্য ত' আর ধ্যান ক'রে আসেন নি। এই হচ্ছে গোড়াকার গলদ। আমি চাচ্ছি এমন প্রতিষ্ঠান, যে প্রতিষ্ঠান গঠিত হবে আবাল্য ধ্যানের শক্তিতে। আমি চাচ্ছি এমন মেয়ে, যে মেয়ে বাল্যকাল থেকেই কল্পনা কর্ব্বে, কেমন প্রতিষ্ঠানটীর জগতের বুকে মাথা তুলে দাঁড়ান প্রয়োজন।

## স্ত্রী-শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের প্রাণ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—অন্নার্জ্জনের ক্ষমতা দান বা বিদ্যাশিক্ষা দেওয়া প্রভৃতিকেই স্ত্রী-শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের অঙ্গ ব'লে



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

আমি মনে করি না। নিজ নিজ জীবনের অমোঘ প্রভাব দিয়ে এক একটা মেয়ে যে জগতের জন্য এক একটা সুবিশাল সম্ভাবনার সৃষ্টি কর্ব্বেই কর্ব্বে, এই দৃঢ় বিশ্বাসটাকে অন্তরে প্রতিষ্ঠিত ক'রে দেওয়াই ত' হবে প্রধান কাজ। সূচীশিল্প একটু কমই হোক্, গান একটু অল্পই হোক্, পুঁথি দুইখানা কমই পড়া হোক্, তাতে কিছু যায় আসে না, নবসৃষ্টির উন্মাদনা যদি মেয়েগুলির প্রাণে জাগিয়ে দেওয়া যায়। উজ্জ্বল-ভবিষ্যতে বিশ্বাস এবং উজ্জ্বল-ভবিষ্যৎ সৃষ্টি করার আগ্রহ সঞ্চারণা, এই হবে প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত প্রাণ।

কলিকাতা,
৫ই কার্ত্তিক, ১৩৩৮

ভবানীপুরে শ্রীশ্রীবাবামণির প্রিয় সন্তান শ্রীযুক্ত কালিদাস চৌধুরীর বাড়ীতে শ্রীশ্রীবাবামণি তাঁহার সঙ্গীয় ভক্তটীকে নিয়া আসিয়াছেন। গুরুগতপ্রাণা সহধর্ম্মিণী শ্রীযুক্তা সরলা দেবী সহ কালিদাস-দা সেবা-পূজার আয়োজন করিতেছেন।

প্রসঙ্গক্রমে একটী মেয়ের চিরকৌমার্য্যের কথা উঠিল।

## চিরকৌমার্য্য কখন সহজ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কি পুরুষ কি স্ত্রীলোক, চির-কৌমার্য্যটা কারো পক্ষে সোজা নয়। বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের পক্ষে। আবাল্য যে স্বপ্ন দেখছে সুমহৎ কর্ত্তব্যরাশির, আজন্ম যে ধ্যান কচ্ছে জগন্মঙ্গল কর্ম্মে নিঃশেষে আত্মদানের অথবা নিতান্তই ভগবৎকৃপা যার পক্ষে সুপ্রতুল, একমাত্র তার পক্ষেই চিরকৌমার্য্য রক্ষা সহজ। সুতরাং ছেলেই হোক্ আর মেয়েই হোক্,





চিরকৌমার্য্য-ব্রত কারো ঘাড়েই জোর ক'রে চাপান ঠিক্ নয়। মহৎ জীবনের প্রতি সকলের দৃষ্টিকে আকৃষ্ট কর, বুদ্ধ, যীশু, শঙ্কর, গার্গী, আত্রেয়ী, সঙ্ঘমিত্রা, এঁদের দিকে সবাইকে চ'খ তাকাতে শিখাও, কিন্তু এঁদের জীবনকে নিজেদের জীবনরূপে কে গ্রহণ কর্ব্বে আর না কর্ব্বে, তার নিয়ামক যেন তাদের নিজেদেরই অন্তর হয়। ক্ষণিক আগ্রহ নয়, অনির্ব্বাণ দীপশিখার মত জ্বলবে যার অন্তরের উচ্চাকাঙ্ক্ষার আলো, চিরকৌমার্য্যে তারই অধিকার।

## জোর করিয়া চাপান চিরকৌমার্য্য

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—জোর করিয়া চাপান চিরকৌমার্য্য কারোই কল্যাণ করে না, না করে নিজের, না করে জগতের। হৃদয়ের সহস্র কামনা তুষের আগুনের মত ধিক্‌ধিক্ ক'রে জ্বলতে থাকে, আর বাইরে শুধু ত্যাগের অভিনয় চলতে থাকে। কৌমার্য্যের রুচিবৃদ্ধির সাহায্য সবাইকে দিতে পার। কারণ, সংসারীর আবিলতা-প্রমুক্ত স্বচ্ছন্দচেতা কতকগুলি নরনারীর সেবার জগতের প্রয়োজন বাস্তবিকই আছে। কিন্তু কৌমার্য্যের ব্রত তুমি হঠাৎ কাউকে দিয়ে দিতে পার না, যদি তার কৌমার্য্যের সঙ্কল্পটী কঠোর পরীক্ষার মধ্য দিয়ে বারংবার সত্য ব'লে প্রমাণিত না হ'য়ে থাকে।

## সন্ন্যাসীর সংখ্যা বৃদ্ধির কারণ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—চিরকৌমার্য্যের ব্রতকে শাস্ত্রীয় পরিভাষায় বলা হয় নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্যে আর সন্ন্যাসে পার্থক্য অতি সামান্য। সুতরাং সাধারণ দৃষ্টিতে আমরা



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীকে আর সন্ন্যাসীকে অভেদ ব'লে জ্ঞান ক'রে থাকি। ফলে, চিরকৌমার্য্য-ব্রত-ধারী মাত্রকেই সন্ন্যাসী ব'লে মনে করা যেতে পারে। এই সন্ন্যাসীর পূজা ভারতবর্ষে বহুকাল ধ'রে হচ্ছে এবং অনন্তকাল হবে। লোকে যাঁর পূজা দেখে, তাঁরই মত হ'তে চায়। একজন রায়বাহাদুরকে পাড়ার লোকে খুব মানে দে'খে, সবাই ইচ্ছা করে যেন নিজেরা এক একজন রায়বাহাদুর হ'তে পারে। ঠিক তেমনি একজন শঙ্করাচার্য্য, চৈতন্যদেব বা রামানুজ লোকের পূজা পান দেখে, অনেকেই তাঁদের দেবদুর্ল্লভ চরিত্রের অনুসরণ কর্তে ইচ্ছুক হন। তাই থেকে সন্ন্যাসীর সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটেছে। আবার ত্যাগীরা কিরূপ নিশ্চিন্তে নির্ভয়ে শান্তিপূর্ণ জীবন কাটান, তা দেখেও অনেক শান্তিকামী ব্যক্তি সন্ন্যাসী হন। এটা সন্ন্যাসীর সংখ্যাবৃদ্ধির অন্যতম কারণ। কিন্তু সন্ন্যাসীদের দারুণ সংখ্যাবৃদ্ধির কারণ হ'ল গৃহি-জীবনের পঙ্কিলতা, দুর্নীতি ও ব্রহ্মবিরোধিতা। যখনই কোনও সমাজের গৃহীদের জীবন খুব বেশী পঙ্কিল হয়েছে, তখনই দলে দলে লোক গার্হস্থ্যাশ্রম ত্যাগ ক'রে সন্ন্যাসীর জীবন গ্রহণ করেছেন। কারণ, তখন সন্ন্যাসের আদর্শ ও ভাবের প্রাধান্য না ঘট্‌লে গৃহীর জীবন আত্মস্থতার দিকে আর অগ্রসর হ'তে পার্‌বে না।

## কলিতে কি সন্ন্যাস নাই

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু যখন তালে-বেতালে লোকে সন্ন্যাসী হ'তে থাকে, তখন আবার তাতেও পঙ্কিলতা ঢোকে। যেমন উৎসব-বাড়ীর পাচক ব্রাহ্মণ শত সতর্ক থেকেও নাকের





মুখের ঘাম দু-চার বিন্দু হ'লেও অন্ন-ব্যঞ্জনের হাঁড়িতে না ঝেড়ে পারেন না। তখন আবার সন্ন্যাসের নিন্দা চল্‌তে থাকে এবং গার্হস্থ্যাশ্রম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশ্রম ব'লে বর্ণিত হয়। তখন শাস্ত্র কর্ত্তারা উপদেশ করেন,—"কলিতে সন্ন্যাস নেই।" কিন্তু "কলিতে সন্ন্যাস নেই," কথাটি বুদ্ধ মানেন নি, শঙ্কর মানেন নি, চৈতন্য মানেন নি, মীননাথ মানেন নি, গোরক্ষনাথ মানেন নি, শ্রীচন্দ্র মানেন নি। এঁরা প্রত্যেকেই সন্ন্যাসীর রাজা এবং এঁদের প্রত্যেকের জীবনাদর্শের অনুকরণ করেছেন লক্ষ লক্ষ বীরচেতা ধীরবুদ্ধি দৃঢ়সঙ্কল্প লোকেরা। এঁরা সবাই কলিযুগেই জন্মেছেন। সুতরাং এই দৃষ্টিতে কলিতে সন্ন্যাস নেই, কথাটার কোনো মানেই হয় না। কথাটার প্রকৃত মানে এই যে, কলির প্রাধান্যকালে অর্থাৎ কারো চিত্তবৃত্তির উপরে নীচতার প্রাধান্য থাক্‌লে, তারপক্ষে সন্ন্যাস-গ্রহণ বিপজ্জনক, তাই নিষিদ্ধ। চিত্তবৃত্তি যার ঊর্দ্ধমুখ ও সাত্ত্বিকতাপূর্ণ, সন্ন্যাস তারপক্ষেই গ্রহণীয় ও শোভনীয়।

## সন্ন্যাস-সংস্কারের আবশ্যকতা কি

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—মোহ এক অদ্ভুত বস্তু। কেমন ক'রে যে বলবান্ ব্যক্তির চিত্তকে সে অভিভূত ক'রে দেয়, তার নির্ণয় নেই। এই মোহাকর্ষণের ঊর্দ্ধজগতে যাওয়ার নামই সন্ন্যাস। সন্ন্যাস সর্ব্ব-সংস্কারের অতীত এক নিত্যানন্দময় অবস্থা। এই অবস্থায় পৌঁছুবার জন্য আবার সংস্কার গ্রহণের প্রয়োজনও আছে। এই সংস্কার গ্রহণকেই প্রচলিত কথায় বলা হয় সন্ন্যাস-গ্রহণ। যেমন ব্রহ্মকে জানাই হচ্ছে ব্রাহ্মণ হওয়া। ব্রাহ্মণত্ব এক



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

ব্রহ্মনিষ্ঠ পরমমঙ্গলময় অনির্ব্বচনীয় উচ্চাবস্থা। কিন্তু এই অবস্থায় পৌঁছুবার জন্যই যজ্ঞোপনয়নের সংস্কার গ্রহণ আবশ্যক হয়। তারই জন্য প্রাচীনকালে স্ত্রীলোকদেরও পর্য্যন্ত যজ্ঞোপনয়নের সংস্কার হ'ত। আজ আমাদের নারীরা সেই সংস্কার হারিয়েছেন, আর অমনি আমরা স্ত্রীলোকদিগকে বেদে ও ব্রহ্মমন্ত্রে অনধিকারিণী ব'লে ঘোষণা করেছি। কলিযুগে নিষিদ্ধ হ'লেও সন্ন্যাসের সংস্কার অনেক ব্রহ্মকল্প পুরুষেরা গ্রহণ করেছেন। সুতরাং কলিতে সন্ন্যাস নেই, একথাটা বল্লেই তা মেনে নেওয়া চলে না।

## সন্ন্যাসের অবস্থা-লাভে চেষ্টিত হওয়া দরকার

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু শুধু সন্ন্যাসের সংস্কারটী গ্রহণ কর্ল্লেই ত' হ'ল না, সন্ন্যাসের অবস্থাটী আসা চাই। বহুজনে সন্ন্যাসের সংস্কার গ্রহণ কচ্ছেন কিন্তু সন্ন্যাসের অবস্থাটী লাভের জন্য চেষ্টা কচ্ছেন না। এই দেখে একদল গৃহস্থ-সাধক সন্ন্যাসকে অনাবশ্যক, অশাস্ত্রীয় বা নিষিদ্ধ ব'লে প্রমাণ কত্তে চেষ্টা করেন। কিন্তু সন্ন্যাস-সংস্কারটী গ্রহণ কর্ব্ব, অথচ সন্ন্যাসের অপূর্ব্ব অবস্থাটী আমি লাভ কত্তে পার্ব্ব না, এরূপ কেন হয়? কখন এরূপ হয়? যখন আমি গৈরিক পরিধানের অধিকারটী পেয়েই মনে করি যে, আর কিছু কর্ব্বার নেই, তখনই এরূপ হয়। সন্ন্যাস-সংস্কার গ্রহণ করার পর থেকে যদি তোমার অন্তরে এই প্রত্যয় দৃঢ়রূপে থাকে যে, সন্ন্যাসের পরমশ্লাঘ্য অবস্থাটী না লাভ করা পর্য্যন্ত তোমার আর বিশ্রাম করার অধিকার নেই, তবেই তোমার সন্ন্যাস গ্রহণ সার্থক হবে। অনেকে সন্ন্যাস গ্রহণ ক'রেও সন্ন্যাসী হন না, তাই চতুর্দ্দিকে এত সন্ন্যাস-গর্হণ, এত সন্ন্যাস-জুগুপ্সা, এত সন্ন্যাস-বিদ্বেষ।





## প্রেমিক ও সন্ন্যাসী

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—জগতের প্রত্যেকটী পরমাণুর প্রতি প্রত্যেকটী পরমাণুর আকর্ষণ আছে। এ'কে বলা চলে প্রেম। বিশ্বভুবন প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ। চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, উপগ্রহ পরস্পরের সাথে প্রেমের খেলা খেল্‌ছে। চারিদিক দিয়ে প্রত্যেকের জন্য প্রত্যেকের প্রেমের আকর্ষণ। এ প্রেম বিশ্বব্যাপী, কাউকে বাদ দিয়ে নয়, কারো সংস্পর্শ ছেড়ে নয়, কারো প্রভাব অতিক্রম ক'রে নয়, সকলকে নিয়ে, সকলকে দিয়ে, সকলকে সাথে ক'রে। চল্‌তি ভাষায় আমরা হৃদয়ের সাথে হৃদয়ের আকর্ষণকে প্রেম বলি, বহির্জগৎ আর অর্ন্তজগৎ সকল জগতের সব-কিছুর সাথে পরস্পরের এই ব্যাপক সম্বন্ধের কথা চিন্তাই ত' করি না। কিন্তু হৃদয়ের সাথে হৃদয়ের আকর্ষণ, তাও যে জগতের কোটি কোটি হৃদয়ের স্পর্শ, প্রভাব ও ঘনিষ্ঠতাকে বর্জ্জন ক'রে নয়, তা' ত' বুঝে দেখি না। তাই অনেক সময়ে একটা দিকের আকর্ষণেই ঝুঁকে পড়ি, সকলের সাথে যে আমাদের সমান যোগ, তা' ভুলে যাই। একেই বলে মোহ। সব আকর্ষণ যে দেখে, তার আর, মোহ থাকে না। এ'কেই বলে প্রেমিক। আর কোনো দিকের কোনো আকর্ষণই যে দেখে না, সেই হ'ল সন্ন্যাসী। প্রেমিকেরও পতন নেই, সন্ন্যাসীরও পতন নেই।

## প্রেমিক-সন্ন্যাসী

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ভাব্‌তে গেলে প্রেমিকের অবস্থা আর সন্ন্যাসীর অবস্থা যেন পরস্পর বিপরীত। রামকেও ভালবাসি, শ্যামকেও ভালবাসি, যদুকেও ভালবাসি, মধুকেও





Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

ভালবাসি, লতাকেও ভালবাসি, শাখাকেও ভালবাসি, সরোজিনীকেও ভালবাসি মনোরমাকেও ভালবাসি, তোমাকেও ভালবাসি, আমাকেও ভালবাসি, কাউকে একটু কম বাসি না, কাউকে একটু বেশী বাসি না, ভালবাসা আমার সকলের প্রতি এক, সকলের প্রতি সমান,—এই হ'ল প্রেমিকের অবস্থা। ননীকেও ভালবাসি না, ফণীকেও ভালবাসি না, সুধাংশুকেও ভালবাসি না, হিমাংশুকেও ভালবাসি না, সীতাকেও ভালবাসি না, শান্তাকেও ভালবাসি না, তোমাকেও ভালবাসি না, আমাকেও ভালবাসি না, ভালবাসা নেই কারো উপরে, কারো প্রতি অপেক্ষা নেই, কারো উপরে নির্ভর নেই, সকলের সাথে সর্ব্বসম্পর্কবিরহিত এই যে অদ্বিতীয় অবস্থা,—হ'ল সন্ন্যাসীর অবস্থা। সুতরাং এ দুটো অবস্থা পরস্পর বিপরীত ব'লেই মনে হবে। কিন্তু সন্ন্যাসীও প্রেমিক হন, প্রেমিকও সন্ন্যাসী হন। ভালবাসি, অথচ বাসি না, ভালবাসি না, অথচ বাসি, প্রেম আছে অথচ নাই, প্রেম নাই অথচ আছে, এই যে অনির্ব্বচনীয় অবস্থা, এইটী হ'ল প্রেমিক-সন্ন্যাসীর।

## নামের ধ্যান

দ্বিপ্রহরে শ্রীশ্রীবাবামণি কালীঘাট সেবক বৈদ্য ষ্ট্রীটে এক ভক্তের গৃহে পদধূলি প্রদান করিলেন। শ্রীশ্রীবাবামণির আগমন-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া কয়েকটী যুবক এবং একটী বিধবা মহিলা আসিয়াছেন।

বিধবা মহিলাটীর জিজ্ঞাসার উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আনন্দ-স্বরূপ নামের অবিরাম ধ্যান কর। এমন ধ্যান জমাও,





যেন যেদিকে তাকাও, শুধু নামই দেখ্‌তে পাও। বৃক্ষে, লতায়, মাঠে, ঘাটে, জলে, পর্ব্বতে, গৃহে, অরণ্যে সবস্থানে যেন নামই তার দিব্যজ্যোতিতে ফুটে ওঠে। নামকেই অবিরাম ধ্যান কর। এমন ধ্যান কর, যেন চ'খ বুজ্‌লে তোমার হৃদয়ে নাম দেদীপ্যমান হ'য়ে জ্বলে ওঠে। এমন ধ্যান জমাও, যেন, তোমার পৃথক্ অস্তিত্ব পর্য্যন্ত আর না থাক্‌তে পারে। তুমি নামময় হ'য়ে যাও, নাম তোমাময় হ'য়ে যাক্, তোমাতে আর নামে মিলে অখণ্ড এক পরমসত্তা হোক্।

## জীবনের প্রধান কাজ

অপরাহ্নে শ্রীশ্রীবাবামণি ৩৬নং কৈলাস বসু ষ্ট্রীট ভবনে আসিয়াছেন। কয়েকটী যুবক আসিয়াছে। শ্রীশ্রীবাবামণি তাহাদিগকে উপদেশ দিলেন,—বিশ্বাস কর, ভগবানকে ডাকাই তোমাদের জীবনের প্রধান কাজ। অন্য সব কাজকে এ কাজটীর অধীন ক'রে নেবে। আপনা থেকে সকল কাজ তোমাকে না ছেড়ে দিলে জোর ক'রে কাজ ছেড়ো না। কিন্তু কুলির কাজই কর আর ছুতোরের কাজই কর, কামারের কাজই কর আর কুমারের কাজই কর, ভগবানকে ডাকার কাজটী রাখ প্রধান। যেমন, খাদ্যের মধ্যে অন্নই প্রধান, ব্যঞ্জনাদি অপ্রধান, তেমন কাজের মধ্যে ভগবৎ-স্মরণই প্রধান, অর্থোর্জ্জন বা জীবসেবাদি অপ্রধান। যেখানে ব্যঞ্জন নইলে অন্ন চলে না, সেখানে জোর ক'রে ব্যঞ্জন ত্যাগ ক'রো না। যেখানে অন্য কাজ না কর্লে ভগবানকে ডাক্‌বার বিঘ্ন হয়, সেখানে অন্য কাজ জোর ক'রে পরিত্যাগ ক'রো না। শরীরযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য শ্রম না কর্লে



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

ভগবান্‌কে ডাক্‌বার সামর্থ্য থাকে না। তাই শরীরযাত্রা নির্ব্বাহের জন্যও শ্রম অবশ্যই কর্ব্বে! কিন্তু সব সময় স্মরণ রাখ্‌তে হবে যে, তোমার প্রধান কাজটী কি।

## দাম্পত্য পবিত্রতার দৃষ্টান্ত

রাত্রে শ্রীশ্রীবাবামণি পুনরায় সেবক বৈদ্য ষ্ট্রীটস্থ ভক্তগৃহে ফিরিয়া আসিয়াছেন। ভক্ত বিবাহের পূর্ব্বেই শ্রীশ্রীবাবামণির শ্রীপদাশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। বিবাহের পরে তরুণী পত্নীসহ পূর্ণ দাম্পত্য ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতেছেন। যদিও ইঁহারা পৃথক্ শয্যাসহ শয়ন করিতেছেন, তথাপি পৃথক্ শয্যায় শয়ন আর প্রয়োজনীয় বলিয়া অনুভূত হইতেছে না। কারণ, নানা চিত্ত-বিপ্লবের মধ্য দিয়াও ইঁহারা দুইজনে এমন সুন্দর ভাবে জীবনকে পরিচালনা করিয়া আসিতেছেন, যাহার ফলে এখন এক নির্ব্বিরোধ নির্ব্বিঘ্ন সংযত জীবন ইহাদের লাভ হইয়াছে। ভক্ত আরও তিন বৎসরের জন্য সংযমের ব্রত গ্রহণের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিলেন।

কথা-প্রসঙ্গে ভক্ত বলিলেন,—আগে মনে হ'ত স্ত্রীসংসর্গ না ক'রে থাকা অসম্ভব ব্যাপার। মন অনুক্ষণ সংসর্গ-কামনায় অধীর চপল থাক্‌ত। কিন্তু এখন মনে হয় যেন স্ত্রীর প্রতি আসক্তিটাই একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার। যেমন গীতাখানা বুকে ক'রে ঘুমালে কামোত্তেজনা অসম্ভব, আমার এখন মনে হয় যেন স্ত্রীকে বুকে নিয়ে ঘুমালেও তেমন কামোত্তেজনা অসম্ভব।

শ্রীশ্রীবাবামণি আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিলেন,—জড়কে সত্য ব'লে জ্ঞান করাই কামের হেতু। চৈতন্যকে সত্য ব'লে





জ্ঞান করাই প্রেমের সেতু। চৈতন্যস্বরূপকে আরও অন্তরের জিনিষ কর, প্রাণ দিয়ে তাঁর সাথে প্রাণবিনিময় কর, কামলেশবর্জ্জিত নিষ্কলুষ জীবনের তোমরা অধিকারী হবে।

ভক্তের পত্নীকে শ্রীশ্রীবাবামণি জিজ্ঞাসা করিলেন,—কেমন রে বেটি, ব্রত নিবি, আরো তিন বৎসরের? না এখানেই খতম হবে?

ভক্তের পত্নী বলিলেন,—না বাবা, আমরা ব্রহ্মচর্য্য আরো তিন বৎসর পালন কর্ব্ব।

প্র।—কষ্ট হবে না?

উ।—কষ্ট কিসের হবে বাবা? সংযমে আমরা আনন্দ পাচ্ছি।

শ্রীশ্রীবাবামণি ইঁহাদিগকে পুনরায় তিন বৎসরের জন্য সংযম-ব্রত প্রদান করিলেন।

কলিকাতা,
৬ই কার্ত্তিক, ১৩৩৮

## অনাথের আশ্রয়

প্রাতে আট ঘটিকার সময় শ্রীশ্রীবাবামণি শালকিয়া আসিলেন। এখানে কোনও বড়লোকের বাড়ীতে একটী বিধবা ব্রাহ্মণকন্যা মেয়েদিগকে সেলাই শিক্ষা দিবার চাকুরী লইয়া কাশী হইতে আসিয়াছেন। শ্রীশ্রীবাবামণির যখন মৌনব্রত চলিতেছিল, তখন তিনি কাশীতে নিজ শয়ন-ঘরে রাত্রিকালে নাকি শ্রীশ্রীবাবামণিকে দেখিতে পাইয়াছেন। সেই অবধি ইনি শ্রীশ্রীবাবামণির পাদপদ্মের আশ্রয় পাইবার জন্য ব্যাকুল ভাবে প্রতীক্ষা করিতেছেন।



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

শ্রীশ্রীবাবামণি তাঁহাকে দীক্ষা দিয়া বলিলেন,—নিরাশ্রয়ের আশ্রয় যে ভগবানের নাম, সেই নামকেই জান্‌বে তোমার সকল সম্পদ, সকল অবলম্বন। নামকেই জান্‌বে, তোমার স্বামী, নামকেই জান্‌বে তোমার পিতা, নামকেই জান্‌বে তোমার গুরু।

## সংযমী গৃহস্থের গৃহই দেবশালা

দ্বিপ্রহরে শ্রীশ্রীবাবামণি ভবানীপুরে শ্রীযুক্ত কালিদাসের ভবনে ফিরিয়া আসিলেন এবং সেইখানেই প্রসাদ দান করিলেন। আহারান্তে শ্রীশ্রীবাবামণি তাঁহার ভক্তটীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, —কাল দেখেছিস্ গড়ের মাঠ, আজ কি দেখ্‌বি বল?

ভক্ত পশুশালা দেখিবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—পশুশালা যখন দেখ্‌বার ইচ্ছা হয়েছে, তখন পশুশালাও দেখাব। কিন্তু আমার মতলব রয়েছে, দেবশালা দেখাবার।

ভক্ত।—কোন্ দেবশালা বাবা?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—যেখানে যুবক-স্বামী যুবতী-পত্নীকে ঈশ্বরের অংশ জ্ঞান করে, যেখানে যুবতী-পত্নী যুবক-স্বামীকে ঈশ্বরের প্রকাশ ব'লে বিশ্বাস করে, যেখানে প্রলোভনের কারণ থাকা সত্ত্বেও একজনের প্রতি আর একজন নির্লিপ্ত, যেখানে প্রেম থাকা সত্ত্বেও কাম নেই, তেমন গৃহস্থের গৃহই দেবশালা।

## দ্বিবিধ দেবী-প্রতিমা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আমার নয়ন দ্বিবিধ দেবী-প্রতিমা দেখ্‌বার জন্য সর্ব্বদা লালায়িত। এক দেবী-প্রতিমা হচ্ছেন তিনি, যিনি আবাল্য কৌমার্য্যের ধ্যান ক'রে এসেছেন এবং





সর্ব্বস্ব দিয়ে পবিত্রতারই অর্চ্চনা কচ্ছেন। আর এক দেবী-প্রতিমা হচ্ছেন তিনি, যিনি বিবাহের পূর্ব্বে পর্য্যন্ত সাধারণ গৃহস্থ কন্যাদেরই মত শিক্ষা ও উপদেশ পেয়েছেন কিন্তু বিবাহের পরেই সংযমী স্বামীর সঙ্গ এবং ত্যাগী গুরুর উপদেশ পেয়ে অপ্রত্যাশিত সংযম-ব্রতে সিদ্ধি অর্জ্জন করেছেন। এই দুই দেবী-প্রতিমার ভিতর কে বড় কে ছোট, বিচার করার প্রয়োজন নেই। বিচার করা সম্ভবও নয়। কিন্তু যে আত্মসংযমের পূজা ক'রে এঁরা এত সুন্দর, এই সংযমের জ্যোতি এঁদের মুখে দেখ, এঁদের চ'খে দেখ, আর ভক্তি-বিনীত নম্রতায় এঁদের চরণে প্রণত হও।

কলিকাতা,
৭ই কার্ত্তিক, ১৩৩৮

সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীবাবামণি কৈলাস বসু ষ্ট্রীটে আসিলেন। আজ দর্শনার্থীর ভিড় নাই। সুতরাং কয়েকখানা পত্র লিখিবার অবসর হইল।

## আত্মগঠনের আবশ্যকতা

ত্রিপুরা-শ্যামগ্রাম-নিবাসী একটী যুবককে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—"ব্যক্তিগত জীবনের বিশেষ উৎকর্ষ সাধনের দিকে যদি প্রত্যেকটী নরনারী দৃষ্টি রাখে, তাহা হইলে দেশের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধিত হইতে কতদিন লাগিবে? ব্যক্তিকে লইয়াই জাতি হয়, ব্যষ্টিকে লইয়াই সমষ্টি হয়। এই একটা ছোট কথাকেই আজ অতি বড় কথা বলিয়া মনে করা সঙ্গত। একটী ব্যক্তি যখন সুন্দর হইবে, সবল হইবে, তখন অপর দশটী ব্যক্তি ত' তাহাকে দেখিয়াই সুন্দর ও সবল হইতে চেষ্টা করিবে! নিজে



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

আগে সমাজের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় ব্যক্তিটী হও, তখন অনেককেই অতি সহজে সমাজের পক্ষে প্রয়োজনীয় করিয়া তুলিতে পারিবে। আত্মগঠনই জগতের সবচেয়ে বড় কথা।"

১০ই কার্ত্তিক, ১৩৩৮

শ্রীশ্রীবাবামণি চট্টগ্রাম যাইতেছেন। মেদিনীপুর বাঘাস্তি-নিবাসী শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় জানা শিয়ালদহ ষ্টেশনে শ্রীশ্রীবাবামণির পাদপদ্ম-দর্শনে আসিয়াছেন।

## স্ত্রী-শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও সর্ব্বজনীন আগ্রহ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—স্ত্রী, পুরুষ, বিবাহিত, অবিবাহিত, বিধবা, বিপত্নীক সবাই মিলে যখন স্ত্রী-শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠার জন্য আগ্রহান্বিত হবেন, তখনই সত্যিকারের প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি সম্ভব হবে। কেমন শিক্ষা চাই, কারা শিক্ষা দেবেন, শিক্ষার লক্ষণই বা হবে কি, লক্ষ্যই বা হবে কি, এই বিষয়ে তীব্র আলোড়ন হওয়া চাই। শুধু একটী বা দু'টী মেয়ের মুখপানে অসহায় ভাবে তাকিয়ে থাক্‌লেই চলবে না।

## আধুনিক স্ত্রী-শিক্ষার ব্যর্থতা

গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিতে লাগিলেন,—একটী দু'টী সদাত্মা যুবক আদর্শ নারীজীবনের বিকাশকে সম্ভব করার মত স্ত্রী-শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কল্পনা কচ্ছেন। কিন্তু দেশে সহস্র সহস্র লোক এই বিষয়ে ঘোরতর উদাসীন। এতে কি কখনো সত্যিকারের প্রতিষ্ঠানের জন্মগ্রহণ সম্ভব হয়? এই যে মেয়েদের শত শত স্কুল আর গুটিকতক কলেজ হচ্ছে, তার পশ্চাতের প্রেরণা কি নারীকে





তার পূর্ণ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করা, পরিপূর্ণ লাবণ্যে বিকশিত করা? নিশ্চয়ই নয়। অন্ধের মত চলেছে দেশের চিন্তাহীন মনগুলি। নারীর শিক্ষা দরকার, তাই নারীর শিক্ষা দিচ্ছে, কিন্তু শিক্ষা কেন দরকার, শিক্ষা কেমন দরকার, সে কথা ভাব্‌বার অবসর কারো নেই। এই জায়গায় হচ্ছে আধুনিক স্ত্রী-শিক্ষার ব্যর্থতা।

## মেয়ে-বিবাহের তাড়না ও স্ত্রী-শিক্ষা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এই যে আধুনিক মেয়েদের শিক্ষা দেবার জন্য এত আয়োজন, তার পশ্চাতে কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার বরপণভীত আতঙ্কগ্রস্ত মনের বিকার ও বিক্ষেপ ছাড়া আর কিছুই নেই। নাচ শেখালে যদি বিয়ে দেওয়া সহজ হয়, তবে এরা নাচও শেখাবে। মেয়েটাকে মানুষ করার জন্য নয়, মেয়েটাকে পাত্রস্থা করার জন্যই এদের যত প্রাণের তাগিদ। মেয়ে মানে একটা আপদ, এই আপদটাকে কি ক'রে বিদায় করা যায়, আধুনিক স্ত্রী-শিক্ষার প্রসারের পশ্চাতে রয়েছে সুপ্রধান হ'য়ে সেই একটীমাত্র মনোবৃত্তির দুর্নিবার তাড়না।

## যথার্থ স্ত্রী-শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান সৃষ্টির প্রেরণা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু সত্যিকারের স্ত্রী-শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান এই তাড়না থেকে উদ্ভূত হবে না। তার উদ্ভব হবে, নারীকে মানুষ করার জন্য। তার মানব-দেহ-ধারণাকে সার্থক করার জন্য, শক্তিশালী, বীর্য্যশালী, বলবিক্রমশালী, মহিমান্বিত জাতির পত্তন করার জন্য। তার উদ্ভব হবে, নারীকে কেন্দ্র ক'রে যাতে মনুষ্যত্ব-সাধনার শ্রেষ্ঠ তপস্বীরা সমাজবদ্ধভাবে দলে দলে আবির্ভূত হ'য়ে অতীতের পাপ, বর্ত্তমানের আত্মপ্রবঞ্চনা



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

ও ভবিষ্যতের নিশ্চিহ্নতাকে লুপ্ত ক'রে দিয়ে বলদৃর্দ্ধর্ষ, বীর্য্যবরীয়ান্, আত্মস্থ এক মহাজাতির আবির্ভাবকে সম্ভব কত্তে পারে, তার জন্য। স্ত্রী-শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব হবে, কয়েকটা পরগলগ্রহ মেয়েকে কোনো রকমে সেলাইয়ের কাজ ক'রে, মাষ্টারী ক'রে, কেরাণীর কাজ ক'রে বা বীমা কোম্পানীর দালালী ক'রে অন্নার্জ্জন করাবার জন্যে নয়, পরন্তু এক ত্রিলোক-বিস্ময়কারী মহাজাতি সৃষ্টির মহাঋক্ রচনা কর্ব্বার জন্যে, পুরাতনের ধ্বংসাবশেষের উপরে নূতন জীবনের গৌরব-রশ্মি-দীপ্ত কালজয়ী আশোকস্তম্ভ নির্ম্মাণ কত্তে।

পাথরঘাটা আশ্রম, চট্টগ্রাম,
১১ই কার্ত্তিক, ১৩৩৮

কয়েকটী যবুক শ্রীশ্রীবাবামণির শ্রীচরণদর্শনার্থী হইয়া আসিয়াছেন। শ্রীশ্রীবাবামণি তাঁহাদিগকে মঙ্গলময় উপদেশসমূহ দিতেছেন।

## জীব-কল্যাণের দুইটী পন্থা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—জীব-কল্যাণের দুইটী পন্থা আছে। একটী পন্থা সঙ্কল্পপূর্ব্বক জীব-কল্যাণ করা। অপর পন্থা সঙ্কল্প-বর্জ্জিতভাবে জীব-কল্যাণ করা। প্রথম পন্থায় তুমিই কর্ত্তা, তোমার পুরুষকারই প্রধান, বিনা পুরুষকারে তুমি জীবের কোনো হিতসাধন কত্তে পার না। দ্বিতীয় পন্থায়, তুমি কর্ত্তাও নও, অকর্ত্তাও নও, তুমি নিরপেক্ষ উদাসীন, তুমি নিজেকে অবিরাম পরব্রহ্মে লগ্ন কচ্ছ, ব্রহ্মসাগরের গভীর অমৃতে ডুবে যাচ্ছ, তার ফলে আপনা-আপনি তোমার অজ্ঞাতসারে জগতের অপরিসীম





হিতসমূহ সাধিত হ'য়ে যাচ্ছে,—এক্ষেত্রে জীবকল্যাণের জন্য তোমার পুরুষকারের কোনো প্রয়োজন নেই, তোমার পুরুষকার প্রয়োজন শুধু ব্রহ্মে ডুবে যাওয়ার জন্য, তারপরে বাকী যা হবার আপনি হচ্ছে। শেষোক্ত জীব-কল্যাণের পন্থাটীই হচ্ছে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ব্রহ্মনিষ্ঠ সিদ্ধপুরুষদের এইটীই পন্থা। তাই বাইরের লোকেরা সমাজের পক্ষে তাঁদিগকে নিস্প্রয়োজন ব'লে মনে করে, হয়ত তাচ্ছিল্যও করে।

## সঙ্কল্পপূর্ব্বক জীব-কল্যাণের ক্ষেত্র ও পাত্র

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু সঙ্কল্পপূর্ব্বক জীব-কল্যাণ করারও ক্ষেত্র আছে, পাত্র আছে। জীবের দুঃখ দেখ্‌লে প্রাণ আমার কাঁদে, আমি কি চুপ ক'রে ব'সে থাক্‌ব? নিশ্চয়ই নয়। আমি জীবের দুঃখ দূর করার জন্য নিশ্চতই চেষ্টা পাব। দুঃখী যেখানে কাঁদে, রুগ্ন যেখানে কাতর, নিরন্ন যেখানে ক্ষুধার্ত্ত, আমি কি আমার সান্ত্বনা, আমার শুশ্রূষা, আমার অন্নথালিকা নিয়ে যাব না?

## স-সঙ্কল্প জীব-কল্যাণের উদ্দেশ্য

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—যাব, কিন্তু তার উদ্দেশ্য সম্বন্ধেও আমাকে সচেতন থাক্‌তে হবে। জীব-কল্যাণ কর্‌ব, এই সঙ্কল্প যখন করেছি, তখন এই সঙ্কল্প করার উদ্দেশ্য কি, তা আমাকে ভুলে গেলে চল্‌বে না। জীবের দুঃখ দূর করাই যদি তার উদ্দেশ্য হয়, তবে এও বিচার ক'রে দেখ্‌তে হবে যে, জীবের দুঃখ



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

কতটুকু আমি দূর কত্তে পারি, কতদিনের জন্যই বা পারি, আর, ক'জনের দুঃখ দূর কর্ব্বারই বা ক্ষমতা আমার আছে। সকলের দুঃখ দূর কত্তে আমি পারব না, সকল দুঃখও দূর কত্তে পার্ব্ব না, চিরকালের মত দুঃখকে দূর করাও হয়ত হবে না, তবু আমি চেষ্টা কর্ব্ব। কেন কর্ব্ব? সেই চিন্তা আমাকে কত্তে হবে। কর্ব্ব, আমার চিত্তশুদ্ধির জন্য। নিঃস্বার্থ হ'য়ে পরোপকার কর্ল্লে চিত্তের ময়লা কেটে যায়, মন ভগবানে সহজে বসে, আনন্দস্বরূপকে লাভ কত্তে ইচ্ছে যায়। তাই আমার জীবসেবা। চিত্তশুদ্ধিই জীবসেবার প্রধানতম উদ্দেশ্য। এই কথা ভুললে চলবে না।

## উদ্দেশ্য-বিস্মৃতির কুফল

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু অনেকে একথা ভুলে যান, জীবসেবা কত্তে গিয়ে অহঙ্কারের সেবা, বৃথা দর্পের সেবা, আত্মকৃতিত্বের সেবা করেন। অনেকে জীবসেবা কত্তে গিয়ে জীবের অকল্যাণও করেন। উদ্দেশ্য যদি ভুল হ'য়ে যায়, তবে সেবারও অপপ্রয়োগ হ'তে পারে। জয়লাভই উদ্দেশ্য, একথা যদি ভুলে যাই, তা হ'লে মাটি চ'ষে হয়ত ধূলো ক'রে দেব, কিন্তু পুকুর খনন হবে না। দেশলাই দিয়ে প্রদীপ না ধরিয়ে উদ্দেশ্য-বিস্মৃতিহেতু কেউ কেউ নিজের গায়ের কাপড়ে-চোপড়েও আগুন ধরিয়ে দেয়। জীবসেবা অনেকে অনেক রকমে করেন। কেউ শরীর খাটিয়ে, কেউ মনকে খাটিয়ে, কেউ অর্থবলে, কেউ বাক্যবলে, কেউ যোগবলে। কিন্তু যিনিই যেভাবে করুন, মনে রাখতেই হবে যে, চিত্তশুদ্ধিই এর প্রধান উদ্দেশ্য, আর সব





উদ্দেশ্য গৌণ। মনে না রাখলেই বিপদ, পতন এবং নৈতিক ও আধ্যাত্মিক পরম দুর্গতিভোগ।

চট্টগ্রাম,
১২ই কার্ত্তিক, ১৩৩৮

অপরাহ্নে যুবক ভক্তেরা কেহ কেহ আসিয়াছেন। একজন বলিলেন যে, চট্টগ্রামের কয়েকজন বিশিষ্ট মহাপুরুষ রহিয়াছেন যাঁহারা অকাতরে ধর্ম্মপথের নিরাশ্রয় পথিককে দীক্ষাদানের দ্বারা আশ্রয় প্রদান করেন। এই সংবাদ শ্রবণে শ্রীশ্রীবাবামণি অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

## দলবৃদ্ধির অনিষ্টকারিতা

মহাপুরুষ-শিষ্যগণের দলবৃদ্ধির চেষ্টা সম্বন্ধে কথা হইলে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—দল ত' আপনিই বৃদ্ধি হবে, তার জন্য আবার একটা বুদ্ধিকে পোষণ করার কি দরকার? দলবৃদ্ধি কপটতা আনে, ভাণ আনে, পরকে প্রবঞ্চনা কত্তে প্ররোচনা দেয়। দলবৃদ্ধি ছল এবং চাতুরীর প্রশ্রয় দেয়। তাই যথার্থ সাধক-সমাজে দলবৃদ্ধি অত্যন্ত নিন্দিত।

## দলবৃদ্ধির নির্দ্দোষ উপায়

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তোরা দলবৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি দিস্ না। নিজেরা প্রাণপণে সাধন কর, তার ফলে সহস্র সহস্র লোক স্বভাবতই তোদের চরিত্রে আকৃষ্ট হ'য়ে ছুটে আসবে। এইটাই হচ্ছে দলবৃদ্ধির নির্দ্দোষতম উপায়।



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

কুমিল্লা,
১৩ই কার্ত্তিক, ১৩৩৮

## সঙ্ঘবদ্ধ সাধু ও একক ধ্যানী সাধুর জনসেবায় পার্থক্য

বেলা ১০ ঘটিকায় শ্রীশ্রীবাবামণি কান্দিরপাড় শ্রীযুক্ত বামাচরণ ভট্টাচার্য্যের গৃহে উঠিয়াছেন। নেত্রকোণার উকিল শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী জিজ্ঞাসা করিলেন,—সঙ্ঘবদ্ধ সাধুদের জনসেবা আর একক ধ্যানী সাধুদের জনসেবায় তফাৎ কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—হালের চাষে আর কোদালের চাষে যে তফাৎ। প্রথমটাতে চাষ হয় extensive (বহুব্যাপক), আর দ্বিতীয়টীতে চাষ হয় penetrative (সুগভীর)।

## সনাতন ধর্ম্ম ও সনাতন জীবন

অপরাহ্ণ তিন ঘটিকার সময়ে শ্রীশ্রীবাবামণি একখানা ট্যাক্সিযোগে রহিমপুর রওনা হইলেন। ঐ ট্যাক্সিতেই রাঁচী-প্রবাসী একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক কোম্পানিগঞ্জ যাইতেছেন। তিনি শ্রীশ্রীবাবামণির পরিচয় পাইয়াই বলিলেন যে, তিনি রাঁচি থাকিতে শ্রীশ্রীবাবামণির পবিত্র নাম শুনিয়াছেন।

নানা কথাবার্তা চলিতে লাগিল। ধর্ম্ম, দর্শন, সমাজসেবা প্রভৃতি প্রসঙ্গ হইতে লাগিল।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সনাতন ধর্ম্মকে প্রচারের জন্য বক্তৃতার প্রয়োজন নেই। তার জন্য চাই শাশ্বত-সনাতন, মৃত্যুহীন জীবন। যাঁরা ক্ষণে মরে আর ক্ষণে বাঁচে, প্রতিক্ষণে যাঁদের উত্থান আর পতন, কটাক্ষে কটাক্ষে যাঁদের নিকট সত্য হয়





মিথ্যা, মিথ্যা হয় সত্য, তাঁরা কখনো সনাতন ধর্ম্মের প্রচার কত্তে পারেন না। সনাতন জীবন নেই, তাই আজ সনাতন ধর্ম্মও নেই।

রহিমপুর আশ্রম,
১৪ই কার্ত্তিক, ১৩৩৮

অদ্য প্রাতে শ্রীশ্রীবাবামণি রহিমপুরের বাড়ীতে বাড়ীতে যাইয়া সকলের সহিত দেখাশুনা করিতেছেন এবং সকলকে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন।

## ভগবানই তোমাদের সব

একজন গ্রামবাসী বলিলেন,—কৃষ্ণ বিনা গোকুল অন্ধকার। এতদিন আপনি ছিলেন না, রহিমপুর যেন অন্ধকার হ'য়ে ছিল।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কথাটা বেশ বলেছ। কিন্তু মানেটার দিকে একটু খেয়াল রে'খ। রহিমপুর হচ্ছে গোকুল। তোমরা হচ্ছ গোকুলের অধিবাসী ভগবদ্‌ভক্তের দল। ভগবানই তোমাদের প্রাণের প্রাণ, সর্ব্বস্ব ধন। ভগবানই তোমাদের সখা, তোমাদের সহচর, তোমাদের সন্তান, তোমাদের দয়িত। প্রাণপ্রিয় ভগবানকে ছাড়া আর কিছু তোমরা জান না। তাই তোমরা কামক্রোধবর্জ্জিত, রাগদ্বেষ-বিরহিত, সন্তুষ্ট ও সানন্দ। মনে কিন্তু রেখো, রহিমপুরটা গোকুল হ'লেই হ'ল না। তোমরাও কিন্তু ব্রজবাসী প্রেমিক নরনারী,—কামুক নও, লম্পট নও, স্বার্থদাস নও, আত্মসুখী নও। তোমাদের সবকিছু ভগবানের জন্য, ভগবানই তোমাদের সব।



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

## স্বামি-পরিত্যক্তা সধবার জীবন-সমস্যা

এবার চট্টগ্রাম থাকিতে একটি স্বামি-পরিত্যক্তা যুবতী এবং গুণশালিনী সধবার সহিত শ্রীশ্রীবাবামণির সাক্ষাৎকার ঘটিয়াছিল। মেয়েটীকে তার স্বামী ঘরের কড়িকাঠের সঙ্গে বাঁধিয়া বেত্রাঘাত করিতেন এবং তাহাতে সন্তোষলাভ না করিয়া মেয়েটির নামের সহিত অতি কদর্য্য অপবাদ সংযোজিত করিয়া বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিয়াছেন। মেয়েটী শ্রীশ্রীবাবামণির নিকটে নিজ অভিশপ্ত জীবনের দুঃখ-কাহিনী নিবেদন করিয়া আশ্রয় চাহিয়াছিল।

অদ্য দ্বিপ্রহরে বসিয়া শ্রীশ্রীবাবামণি এই মেয়েটীকে পত্র লিখিলেন,—

"বর্ত্তমান যুগে নরনারীর সম্বন্ধ যে সকল উদ্ভট সমস্যার উৎপাদন করিয়াছে, তোমার জীবনটা তাহাদেরই একটা জাজ্জ্বল্যমান দৃষ্টান্ত। পতিভক্তি, পতিসেবা, শ্বশুরকুলের পরিচর্য্যা প্রভৃতির সহিত আত্মোৎকর্ষ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার যে সঙ্ঘর্ষ আজ সহস্র সহস্র নারীর জীবনে অস্পষ্টভাবেই মাত্র উপলব্ধ হইতেছে, তোমার জীবনে তাহা অতিশয় জ্বালাপ্রদ দাবানলরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। অপরে এই সঙ্ঘর্ষকে একটা উপেক্ষণীয় ব্যাপার বা তুচ্ছ ঘটনা বলিয়া তুড়ি মারিয়া উড়াইয়া দিতে পারে, কিন্তু তোমার সমগ্র অস্তিত্বটা এই সঙ্ঘর্ষের চাপে পড়িয়া পরিত্রাণের জন্য তীব্র আর্ত্তনাদ করিতেছে। তোমার এই বিরাট্ সমস্যার সমাধানকল্পে আমি মা তোমাকে আমার সমস্ত শক্তি লইয়া সাহায্য করিব বলিয়া মনস্থ করিয়াছি।

"কিন্তু মা, আমার অপেক্ষাও বড় সাহায্যকারী তোমার রহিয়াছেন, যাঁহার কথা হয়ত তুমি এতদিন তেমনভাবে ভাবিয়াও





দেখ নাই। আমি শ্রীভগবানের কথা বলিতেছি। তাঁর সেবার মধ্য দিয়া তুমি যে সত্যজ্ঞানকে লাভ করিবে, তার তুলনা নাই। তাঁর পূজার মধ্য দিয়া তুমি যে শক্তি লাভ করিবে, তার তুলনা নাই। তাঁর পূজার মধ্য দিয়া তুমি যে শক্তি লাভ করিবে, তাহা ত্রি-জগতে অতি দুর্ল্লভ। তুমি ভগবৎ সাধনার মধ্য দিয়া নিজের পূর্ণতাকে আহরণ করিয়া লইও মা, উহাই তোমার সকল সহায়ের শ্রেষ্ঠ সহায় হইবে।"

## গীতা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সর্ব্বজনীন ধর্ম্মগ্রন্থ

অপরাহ্নে শ্রীশ্রীবাবামণি গীতাব্যাখ্যা করিতে বসিয়াছেন। গ্রামবাসী বালক ও বৃদ্ধ প্রায় ত্রিশ পঁয়ত্রিশ জন সজ্জনের সমাগম হইয়াছে।

ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—গীতাকে একটা নির্দ্দিষ্ট মতের বা নির্দ্দিষ্ট পথের ধর্ম্মশাস্ত্র ব'লে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা হয়েছে। এ চেষ্টা স্বাভাবিক। কারণ, জগতে মাত্র এই একখানা গ্রন্থই আছে, যার ভিতরে সকল মতের সকল পথের সন্ধান আছে ব'লে, সকল মতেই ব্যাখ্যা করা চলে। এ'কে একটা নির্দ্দিষ্ট মতের গ্রন্থ ব'লে মনে করা চলে না। সমুদ্রে যেমন সকল জল এসে মিশেছে, গীতাতে তেমন সকল মত এসে মিশেছে, গীতা জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সর্ব্বজনীন ধর্ম্মগ্রন্থ।

## জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্ম পরস্পর বিরোধী নহে

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, কর্ম্মযোগ, যোগ তিনটা আলাদা আলাদাই বটে। কিন্তু একটা মানুষের জীবনেই এই তিনটা যোগ এসে সামঞ্জস্য লাভ করে। যোগ





Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

তিনটা আলাদা হ'লেও যোগী তিনজন আলাদা হতে পারেন না। জ্ঞানযোগী ভক্তি আর কর্ম্মকে বাদ দিতে পারেন না। ভক্তিযোগী জ্ঞান আর কর্ম্মকে বাদ দিতে পারেন না। কর্ম্মযোগী ভক্তি আর জ্ঞানকে বাদ দিতে পারেন না। তপস্যার ভঙ্গীতে কারো জ্ঞান, কারো ভক্তি, কারো বা কর্ম্মের প্রাধান্য,—তাই একজনকে আমরা জ্ঞানযোগী, অপরকে ভক্তিযোগী, অপরকে কর্ম্মযোগী ব'লে থাকি। কিন্তু দুগ্ধে, ইক্ষুরসে আর খর্জ্জুররসে যেমন জল আর শর্করা সর্ব্বদাই আছে, তেমনি জ্ঞানযোগী, ভক্তিযোগী ও কর্ম্মযোগী এই তিনজনের ভিতরেই যোগ আর শান্তি নিরন্তরই রয়েছে। মূল লক্ষ্যে আর প্রাপ্তিতে তফাৎ নেই। তফাৎ শুধু বাহ্য ভঙ্গিমায়। যোগ কাকে বলে? পরাৎপর পরমসুন্দরে লেগে যাওয়া। লগ্ন হওয়াই বড় কথা, কে কেমন ভাবে লগ্ন হ'লেন, তা বড় কথা নয়। পরমান্ন কেউ রোমাঞ্চিত-কলেবরে ভক্তি-ব্যাকুলিত চিত্তে ভোজন করেন, কেউ প্রশান্ত হৃদয়ে নিরবচ্ছিন্ন ধ্যানস্থতার ভিতর দিয়ে গ্রহণ করেন, কেউ কেমন ক'রে ভাত মাখা হ'ল, প্রতি মুষ্টি অন্ন কতবার চর্ব্বণ করা হ'ল, সেই সবগুলিকে শৃঙ্খলামত চালিয়ে ভোজন করেন। কিন্তু ফল এক পরমানন্দকেই লাভ করা। সুতরাং জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তি পরস্পর বিরোধী পন্থা নয়।

## জ্ঞানী, ভক্ত ও কর্ম্মীর পার্থক্য কোথায়

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—জ্ঞানীরা বলেন,—তিনি আর তুমি এক, উভয়ে ভেদ নাই, নানাত্বকল্পনা মিথ্যার খেলামাত্র, একই আছেন, বহুর অস্তিত্ব মিথ্যা, সেই একই তুমি, তুমি আর তিনি





অভিন্ন, সেই অভিন্নসত্তার ধ্যান কর। ভক্তরা বলেন,—তিনি সাধ্য, তুমি সাধক, তিনি উপাস্য, তুমি উপাসক, তিনি প্রভু, তুমি দাস, তাঁকে ছাড়া অন্যের উপাসনা দুঃখমূল। কর্ম্মীরা বলেন,—শরীর ধারণ কর্ল্লেই কাজ কত্তে হয়, কাজ না কর্ল্লে শরীরপালন পর্য্যন্ত সম্ভব হয় না, সুতরাং কাজ করো, ব'সে থেকো না, কিন্তু সব কাজই করণীয় নয়, সে কাজ করো, যে কাজে বন্ধন ঘোচে, মোহ নাশ পায়, যে কাজে পরমপুরুষে ভক্তি হয়, কিম্বা তাঁর সাথে তোমার অভেদত্ব প্রতিষ্ঠা হয়। মোট কথা জ্ঞানী, ভক্ত বা কর্ম্মী ব'লে যিনি নিজেকে যেই নামেই পরিচিত করুন, তাঁদের সকল অনুশীলন সেই আনন্দকল্প নিত্যসুখস্বরূপকে নিয়েই।

## সত্যের নির্দ্ধারণ অনুভূতিতে

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—দ্বৈতবাদ আর অদ্বৈতবাদ নিয়ে লড়াই ত' চলেছে খামাখা। দ্বৈতবাদ সত্য, না অদ্বৈতবাদ সত্য, তার মীমাংসা কি হবে তলোয়ারের মুখে, না অনুভূতির পথে? মাথা ফাটাফাটি ক'রে কখনো দ্বৈতবাদ আর অদ্বৈতবাদের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদিত হবে না। ক্ষুরধার যুক্তির মুখেই কি এর শেষ নির্দ্ধারণ সম্ভব? নির্দ্ধারণ আস্‌বে অনুভূতির অতলস্পর্শ সমুদ্রের তলদেশ থেকে।

## দল বাঁধিয়া অনুভূতি হয় না

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু দল বেঁধে অনুভূতি হয় না। দল বেঁধে ভোজে বসা চলে, কিন্তু আস্বাদন গ্রহণ যার যার জিহ্বায়, যার যার অনুভব-শক্তির স্থূলতা সূক্ষ্মতার উপরে নির্ভর



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

করবে। মতামত-গ্রহণ দলের ব্যাপার হ'তে পারে, কিন্তু আস্বাদ-গ্রহণ ব্যক্তির ব্যাপার। আস্বাদগ্রহণে যখন মন মজে, তখন উৎসব-কলরোলের উচ্চতম কোলাহলও কাণে পৌঁছে না, সবগুলি ইন্দ্রিয় সমগ্র শক্তি নিয়ে সেই আস্বাদনীয় পরম বস্তুতেই আত্মহারা হ'য়ে যায়। উৎসবের ভোজ অনেকেই খায়, কিন্তু আস্বাদনীয় পরম বস্তুতে আত্মহারা একজন দু'জনই হয়।

## তর্কের মরুক্ষেত্র ও যুক্তির যুদ্ধ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তুমি বল্‌বে, দ্বৈতবাদ সত্য, কারণ, প্রকাশানন্দ সরস্বতী মস্ত বড় অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসী হ'য়েও শ্রীগৌরাঙ্গের স্পর্শ পেয়ে দ্বৈতবাদী হ'য়েছিলেন। অমনি আবার ইনি বল্‌বেন, অদ্বৈতবাদই সত্য, কারণ, স্বামী রামতীর্থ আজন্ম দ্বৈতবাদী থেকেও পরমজ্ঞান লাভমাত্র কোটি ব্রহ্মাণ্ড খুঁজেও একজনকে ছাড়া দু'জনকে পেলেন না। প্রকাশানন্দ যদি প্রামাণ্য হ'য়ে থাকেন, রামতীর্থও অপ্রামাণ্যও নন। সুতরাং তর্কের মরুক্ষেত্র আর যুক্তির যুদ্ধ ছাড়তে হবে, আস্‌তে হবে, অনুভূতির সুজলা-সুফলা মলয়জশীতলা শস্যশ্যামলা ভূমিতে। ঋষি শ্রীকৃষ্ণ অনুভূতির সমুদ্র-মন্থন ক'রেই অর্জ্জুনকে উপদেশ দিয়েছিলেন, যেমন ক'রে বর্ত্তমান যুগের ঋষি রামকৃষ্ণ অনুভূতির ভাণ্ডার উজাড় ক'রেই বিবেকানন্দকে উপদেশ দিয়েছিলেন। গীতার উপদেশ বাদ-বিতণ্ডার ফল নয়, অনুভূতিরই ফল। একটী লোকের জীবনেই জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্ম সময় বিশেষে প্রবলতর হচ্ছে, একে তার অধঃপতন ব'লে ব্যাখ্যা করা ভুল। জ্ঞান, ভক্তি বা কর্ম্মের লক্ষ্যবস্তু সেই আনন্দস্বরূপ যদি থাকেন ঠিক, তবে জ্ঞান, ভক্তি আর কর্ম্মের ওলট-পালটে কি আসে যায়? তোমার





জীবন আঁকা-বাঁকা সরু নদীর মতন। এই নদী-পথেই যদি তোমাকে নৌকা চালাতে হয়, তবে সমুদ্রে গিয়ে পৌঁছুতে হ'লে ত' নৌকা একবার পূর্ব্বে, একবার পশ্চিমে, একবার উত্তরে, একবার দক্ষিণে এবং বারংবার ভিন্ন ভিন্ন কোণে মুখ ক'রে চালাতে হ'তেই পারে! লক্ষ্যটা ত' সমুদ্রেই,—উত্তর পশ্চিমাদি দিক্‌গুলি বা ঈশানাদি কোণগুলি ত' আর লক্ষ্য নয়!

রহিমপুর আশ্রম,
১৫ই কার্ত্তিক, ১৩৩৮

অদ্য শেষ রাত্রে উঠিয়া শ্রীশ্রীবাবামণি কয়েকখানা পত্র লিখিলেন,—

## কলহ-প্রবৃত্তি ও চরিত্র-গঠন

ত্রিপুরা-শ্যামগ্রাম-নিবাসী জনৈক যুবককে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"কলহ-প্রবৃত্তি চরিত্র-গঠনের এক প্রবল অন্তরায়। ক্ষমা, সহিষ্ণুতা কালাপেক্ষা এবং ঈশ্বর-নির্ভর না থাকিলে কেহ সুগঠিত চরিত্রের অধিকারী হইতে পারে না। মতামতের দ্বন্দ্বের মধ্যে নিজেকে হারাইয়া ফেলিও না। অপরের মতের উপরে তোমার মতকে প্রতিষ্ঠিত করা বা না করার মধ্যেই তোমার পৌরুষ নিহিত নহে, তোমার পৌরুষ নির্ভর করে অপরের মতামত-নিরপেক্ষ ভাবে নিজের চরিত্রকে সুগঠিত করণে। তাহা তুমি করিও এবং অধুনা-উদ্ভূত নানা কলহ-সঙ্কুল হট্টগোল হইতে দূরে সরিয়া যাইও।"



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

## অধ্যবসায় ও ব্রহ্মচর্য্য-প্রতিষ্ঠা

ত্রিপুরা-রহিমানগর-নিবাসী জনৈক যুবককে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"একবার চেষ্টা বিফল হইলে শতবার তাহা করিবে, শতবার বিফল হইলে সহস্রবার করিবে, সহস্রবার বিফল হইলে লক্ষবার করিবে, লক্ষবার বিফল হইলে কোটিবার করিবে এবং কোটিবার বিফল হইলেও হাল ছাড়িয়া না দিয়া আমৃত্যু তীব্র সঙ্কল্প লইয়া কাজ করিয়া যাইতে থাকিবে। এইরূপ দৃঢ়তা, এইরূপ নিষ্ঠা এবং এইরূপ অধ্যবসায়ই ব্রহ্মচর্য্য-প্রতিষ্ঠার পন্থা।"

রহিমপুর আশ্রম,
১৬ই কার্ত্তিক, ১৩৩৮

## শিষ্যের স্বাধীনতা ও গুরু

অদ্য শ্রীশ্রীবাবামণি ত্রিপুরা-মূলগ্রাম-নিবাসী জনৈক যুবক ভক্তের নিকট লিখিলেন,—

"তোমাদের যে-কাহারও যে-কোনও কর্ম্মপাশ ছিন্ন করিবার শক্তি আমার আছে। কিন্তু আমি কাহারও রুচি-প্রকৃতির বিরুদ্ধে নিজ প্রভাব বা প্রভুত্বকে পরিচালিত করিতে ইচ্ছুক নহি। আমি মনে মনে যার সম্বন্ধে যে ইচ্ছা পোষণ করিতেছি, ইচ্ছায় হৌক, অনিচ্ছায় হৌক, তোমাদিগকে বাধ্য হইয়াই তাহা হইতে হইবে। কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমার সংগুপ্ত ইচ্ছার সহিত তোমাদের প্রকাশ্য কর্ম্মোদ্যমের ঐক্য না দেখিতে পাইতেছি, ততদিন আমার ইচ্ছা আমার অন্তরের নিভৃতে থাকিয়াই তোমাদের উপরে সূক্ষ্ম ক্রিয়া বিস্তার করিতে থাকিবে। প্রকাশ্যভাবে আমি আমি কোনও





আদেশ দিয়া তোমাদের লৌকিক স্বাধীনতার সম্মান ক্ষুণ্ণ কিছুতেই করিব না।

"তোমার পক্ষে তোমার বর্ত্তমান কর্ম্মধারা পরিত্যাগ অতিশয় কষ্টকর। কারণ, একদিকে চিন্তা-শক্তির আড়ষ্টতা, অপর দিকে প্রতিষ্ঠালোপের আশঙ্কা, দায়িত্ব-জ্ঞান নামক এক বস্তুও কিছু আছে। কিন্তু তোমার পক্ষে প্রকৃত সঙ্কট যাহাই হইয়া থাকুক না কেন, আমি ইচ্ছা করিলেই তোমাকে সকল সঙ্কট হইতে উদ্ধার করিয়া আমার কাছে টানিয়া আনিতে পারি। কিন্তু আমি আনিব কিনা, তাহা আমার উপরে নির্ভরে করিবে না,—করিবে তোমারই উপরে।"

রহিমপুর আশ্রম,
১৭ই কার্ত্তিক, ১৩৩৮

অদ্য শেষ রাত্রে উঠিয়া শ্রীশ্রীবাবামণি অনেকগুলি পত্র লিখিলেন।

## অসংযত পূর্ব্ব-সংস্কারের কর্ত্তৃত্ব-দমনে ভগবৎ-সাধনের শক্তি

নোয়াখালি জয়াগ-নিবাসী জনৈক শিক্ষিত যুবককে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"অসংযমকে দুঃখের আকর জানিয়াও তুমি স্বেচ্ছায় অসংযমী হইতেছ। ইহাতে প্রমাণিত হইতেছে যে, তোমার পূর্ব্ব-সংস্কারই তোমার উপরে কর্ত্তৃত্ব করিতেছে। এই কর্ত্তৃত্ব ঘুচাইবার প্রধানতম পন্থা ভগবৎ-সাধন।

"ঈশ্বরীয় চিন্তা ও ঈশ্বরীয় চর্চ্চাকেই সাধন বলে না। তাহা



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

দ্বারা সাধনে রুচিমাত্র বর্দ্ধিত হইতে পারে, এজন্য উহাদিগকে সাধন-সহায় বলা চলে। একটী নির্দ্দিষ্ট প্রণালীর মধ্য দিয়া একটী নির্দ্দিষ্ট ভঙ্গীতে প্রত্যহ নিয়মিত ভাবে একই সময়ে কোনও নির্দ্দিষ্ট ঈশ্বরীয় কর্ত্তব্য পালনের অধ্যবসায়ের নাম সাধন।

"সাধনের দ্বারাই সঙ্কল্পের শক্তি বর্দ্ধিত হয়, এজন্য প্রত্যেক আত্মরক্ষার্থীর ও আত্মোৎকর্ষ-প্রার্থীর পক্ষে সাধনই প্রধানতম অবলম্বন।

"ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে গ্রন্থাদি পাঠ ও নিজের দেহের ক্ষতি-বৃদ্ধির পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব রক্ষার দ্বারা সংযম-রক্ষার অনুরাগ-বৃদ্ধি হইতে পারে সত্য, কিন্তু সাধন ব্যতীত বিরুদ্ধ সংস্কারের সহিত সংগ্রাম করিবার পূর্ণ সাহস ও উপযুক্ত শক্তি জাগরিত হয় না। এজন্য তোমার প্রধান অবলম্বনীয় হইতেছে সাধন।

"স্ত্রীলোকের মূর্ত্তি চিন্তা করিতে করিতে কাল্পনিক মিলন-সুখ ভাবনা করিয়া যেমন তোমরা ইচ্ছাপূর্ব্বক বীর্য্যক্ষয় করিতেছ, বর্ত্তমান ভারতের স্ত্রীজাতির পক্ষেও অনেক ক্ষেত্রে ব্যাপার হয়ত তাহার প্রায় অনুরূপ। স্ত্রীজাতির মধ্যে বাল্যবিবাহ এখনও অত্যধিক প্রচলিত বলিয়া অনেক স্থলে কাল্পনিক মিলন-সুখের ধ্যান নিষ্প্রয়োজনীয় হইয়া থাকে। অকাল-সঙ্গমের দ্বারাই তাহাদের ইন্দ্রিয়-চরিতার্থতা চলিতে থাকে। কিন্তু কালবশে স্ত্রীলোকদের মধ্যে যৌবন-বিবাহের বিশেষ প্রচলন হইয়া উঠিলে ইহাদিগকে অনেক স্থলে ঠিক তোমাদেরই মত কঠোর নৈতিক সংগ্রামের সম্মুখীন হইতে হইবে এবং অনেক ক্ষেত্রে বর্ত্তমানেই যে অনেককে তাহা হইতে হইতেছে না, তাহা নহে। এই অবস্থাতে তাহাদেরও আত্মরক্ষার উপায় ভগবৎ-সাধন ও সাধনজনিত





ভগবৎপ্রেম। কারণ, ভগবৎ-সাধন সঙ্কল্পরক্ষার শক্তি অকৃপণ-হস্তে বিতরণ করে। স্ত্রীলোকের দিকে চাহিলেই তোমার মনে কুভাব উপস্থিত হয় এবং তাহাদের বক্ষ-প্রদেশের প্রতি চাহিয়া থাকিতে ইচ্ছা করে,—এই কথা শুনিয়াও আমি তোমার সম্বন্ধে হতাশ হই নাই। যাহাকে দেখিলে কিছুতেই তুমি কদর্য্য ভাবকে ঠেকাইয়া রাখিতে পার না, ভগবৎ-সাধন করিতে করিতে দেখিও তাহাকেই পবিত্র চিত্তে মাতৃসম্বোধন করিতে সমর্থ হইবে। যাহার পীনপয়োধর তোমার মনে অকথনীয় কামলালসা সৃষ্টি করে, ভগবৎ-সাধনার বলে তাহার পয়োধরের প্রতি দৃষ্টি পড়িবামাত্র তোমার শিশু-কালের সেই সুখ-স্মৃতি মনে জাগিবে, যখন তোমার গর্ভধারিণী সদ্যোজাত তোমাকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া স্তন্যামৃত পান করাইয়া সঞ্জীবিত করিয়াছিলেন। ভগবৎ-সাধন অসাধ্য সাধন করে।"

## চিত্তের প্রচ্ছন্ন বাসনা দমনে ভগবৎ-সাধনের শক্তি

নোয়াখালী জয়াগ-নিবাসী অপর একটী যুবককে শ্রীশ্রীবাবামণি পত্র লিখিলেন,—

"যদিও তুমি মনে করিতেছ যে, তুমি কোনও কুচিন্তা কর না, তথাপি প্রকৃত প্রস্তাবে তোমার মন তোমার অলক্ষিতে নিশ্চয়ই কুচিন্তার সাধনা কোনও না কোনও সময় করিতেছে। নতুবা স্বপ্নযোগে কি করিয়া কুচিন্তার বিষয়ীভূত কদর্য্য সুখানুভূতি-সমূহ সত্যবস্তুর ন্যায় প্রত্যক্ষ বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারে? মন যাহা গোপনে গোপনে অতি সন্তর্পণে ধ্যান করিতেছে,



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

নিদ্রাবস্থায় তাহাই সাড়ম্বরে প্রকাশিত হইয়া নেত্রবক্ত্র ও জিহ্বোপস্থের বিকার সৃষ্টি করিয়া শারীরিক দুর্দ্দৈব ঘটাইতেছে।

"জাগ্রত অবস্থাতে মন যে এ ভাবে গোপনে অতি ঘৃণ্য বিষয়-সমূহের প্রতি নিজেকে প্রতিনিয়তই আসক্ত ও সংলগ্ন করিতেছে, তাহা অযোগীর পক্ষে দর্শন করা অতি দুঃসাধ্য। এই জন্যই অনেক সময়ে তুমি অজ্ঞাতসারে কামবিষয়িণী চর্চ্চা করিয়াও জানিতে পার না যে, এতক্ষণ প্রকৃত প্রস্তাবে কি করিয়াছ। এইজন্যই তোমাকে সর্ব্বাগ্রে সজাগ প্রহরীর মত সতর্ক হইতে হইবে এবং এই সতর্কতা একমাত্র ভগবৎ-সাধনা হইতেই উপজাত হয়।

"বিচার-বিতর্কের দ্বারা যখন তুমি স্থির করিলে যে, ইন্দ্রিয়ের সুখ যুবতীর দেহ হইতে লভ্য নহে, লভ্য তোমার নিজ দেহ হইতে এবং নির্বীর্য্য অবস্থায় তোমার দেহও তোমার সুখ-সম্পাদনে অসমর্থ হয়, সুতরাং প্রকৃত সুখের গোড়াই হইল তোমার শরীরস্থ প্রাণরূপী মহাধাতু শুক্র, তখন যুক্তির ধাক্কায় প্রকাশ্যতঃ মনের উদ্দাম গতিকে কোনও যুবতীর দেহের প্রতি ধাবিত হইতে না দেখা যাইতে পারে, কিন্তু চিত্ত হইতে সুখলুব্ধতার সংস্কার 'সাধনের' বলে নির্ম্মূল না হওয়া পর্য্যন্ত গোপনে গোপনেও মন যুবতী-দেহেরই সংসর্গ করিয়া বেড়াইবে। এই জন্যই তোমার প্রয়োজন সর্ব্বাগ্রে অতি তীব্র অধ্যবসায় সহকারে ভগবৎ-সাধনে ব্রতী হওয়া। কারণ, একমাত্র ভগবৎ-সাধনাই তোমার চিত্তের অতি সঙ্গোপনে লুক্কায়িত কামানুচর-সমূহকে সবংশে ধ্বংস করিতে সমর্থ।"





## ভগবৎ-সাধন ও দাম্পত্য জীবনে সংযম

অপর একজনকে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"খ—ও র—নামক তোমারই দুই পরমার্থ-ভ্রাতা ও ভগ্নী বিবাহিত হইয়াও এ যৌবনের প্রচণ্ড প্লাবনের মধ্যে যে ভাবে কঠোর ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত পালন করিয়া চলিতেছে, তাহা স্মরণ করিলে ভগবৎ-সাধনার শক্তি যে কিরূপ অব্যর্থ ও কিরূপ আশ্চর্য্য, তাহাই অনুভূত হয়। তোমাকে তাহাদের জীবনের এই শিক্ষাকে নিজ জীবনে দৃঢ়-ভাবে গ্রহণ করিতে হইবে। যৌবনাবস্থায় উপনীত পুরুষের দেহ যুবতী নারীর পক্ষে এক ভীষণ প্রলোভনের বস্তু, আবার যৌবন-বিভায় দীপ্ত রমণীর দেহ পুরুষের পক্ষে এক প্রচণ্ড আকর্ষণের জিনিষ। এই আকর্ষণ কোনও যুক্তি-তর্কের দ্বারা ঠেকাইয়া রাখা যায় না, এ আকর্ষণ জগতে লক্ষ লক্ষ মানব-মানবীর মধ্যে মাত্র একজন দুইজনের পক্ষেই অতি সহজে পরাজেয়। ভাবিয়া দেখ, তথাপি উল্লিখিত দম্পতী সম্পূর্ণরূপে সংযত থাকিতে পারিয়াছে। যদিও ইহারা পৃথক্ শয্যা গ্রহণ করিয়াছে, তথাপি পরস্পরের প্রতি পরস্পরের প্রীতির গভীরতা সম্পূর্ণরূপে বজায় রাখিয়া একই গৃহমধ্যে বাস করিয়াও ইহারা একদিনের জন্য সংযম-ভ্রষ্ট হয় নাই।

"কাল্পনিক নহে, এই সকল সজীব এবং প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দেখিবার পরে আর তোমাদের পক্ষে ভগবৎ-সাধনের শক্তিকে অস্বীকার বা তাহাতে অবিশ্বাস করা উচিত নহে। তীব্র সঙ্কল্প লইয়া তোমরা ভগবৎ-সাধনে ব্রতী হও এবং সাধনের প্রভাবে যে দিব্য সংযম আপনিই চরিত্র মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে, তাহার অধিকারী হও।"



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

## কাজ করিতে করিতে উপদেশ-দান

বেলা আটটার সময়ে শ্রীশ্রীবাবামণি মাটি কাটিতেছেন। গ্রামের কতিপয় যুবক এবং আশ্রমের ব্রহ্মচারীরা শ্রীশ্রীবাবামণির সহকারিতা করিতেছেন। এই সময় কাজ করিতে করিতে শ্রীশ্রীবাবামণির সঙ্গিগণকে নানা উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীবাবামণির উপদেশদানের একটা বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি তাঁহার অধিকাংশ উপদেশই কোনও না কোনও একটা কাজ করিবার সঙ্গে সঙ্গে প্রদান করিয়াছেন। সাধারণতঃ মৌনীভাবে নিবিষ্টচিত্তে থাকিয়াই তিনি অধিকাংশ সময়ে কাজ করেন, কিন্তু যখন কথা বলিতে বলিতে কাজ করেন, তখন উচ্চাঙ্গের উপদেশ-সমূহ দিতে থাকেন। প্লাটফর্ম্মে দাঁড়াইয়া বক্তৃতাপ্রসঙ্গে কিংবা সমবেত উপদেশপ্রার্থীর সম্মুখে বসিয়া উপদেশ তিনি যত দিয়াছেন, কোদাল-চালান, মাটি-ফেলা, ইট-কাটা প্রভৃতি কাজ করিতে করিতে সহকর্ম্মীদিগকে উপদেশ দিয়াছেন তার চেয়ে শতগুণ। এবার শ্রীশ্রীবাবামণি আশ্রমে আসিয়াই প্রত্যহ প্রাতে স্বহস্তে একশত ঝুড়ি করিয়া মাটি কাটিতেছেন।

## উপবাসের উপকারিতা

মাটি কাটিতে কাটিতে উপবাসের কথা উঠিল।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—পরিমিত উপবাসে শরীর ও মন উভয়েরই প্রভূত কল্যাণ হয়। রসস্থ শরীর এতে হয় ঝর্‌ঝরে, আর পাপাসক্ত মন এতে হয় অনাসক্ত। এজন্যই উপবাসের





এত মহিমা। কিন্তু উপবাস দ্বারা উপবাসের পূর্ণ ফলটা যাতে লাভ করা যায়, তার দিকেও লক্ষ্য রেখে চলা উচিত।

## অসফল উপবাস

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—একাদশীর উপবাস যিনি কচ্ছেন, তিনি অন্ততঃ সেই দিনটাও যদি মিথ্যা, ছলনা, পরানিষ্ট-চিন্তা, ইন্দ্রিয়াসক্তি, গ্রাম্যালাপ প্রভৃতি হ'তে নিজেকে দূরে না রাখেন, তবে উপবাসের দ্বারা তাঁর আধ্যাত্মিক কল্যাণ আর কতটুকু হবে? আজ উপবাস ক'রে কালই যদি আবার অপরিচিত আহার করি, তবে উপবাসের সুফল ত' আমি নিজের হাতেই নষ্ট ক'রে দিলুম।

## লোভসংযম ও বাক্‌সংযম

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—উপবাস এক প্রকারের রসনা-সংযম, মানে খাদ্য-পানীয়ের প্রতি যে লোভ, সেই লোভের সংযম। কিন্তু এই জাতীয় সংযমের সাথে যখন বাচিক সংযম যুক্ত হয়, তখন রসনা-সংযমটী হয় পূরা। বাক্ সংযম আর লোভ-সংযম এদুটীর একত্র মিলনে সর্ব্বপ্রকার ইন্দ্রিয়-সংযমের শক্তি বর্দ্ধিত হয়।

## বাক্-সংযম ও চিন্তা-সংযম

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু শুধু বাক্য বন্ধ কল্লেই বাক্-সংযম পূরা হ'ল না। বাক্যের সংযমের সাথে সাথে যখন চিন্তাকে সংযত করার চেষ্টা হচ্ছে, বাক্‌সংযম তখনই তার সম্পূর্ণ সুফল প্রদান করে।



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

## চিন্তা-সংযমের উপায়

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—চিন্তা-সংযমের উপায় দ্বিবিধ। এক উপায় অভিনিবেশ, অপর উপায় প্রত্যাহার। জগতের সব চিন্তাকে বাদ দিয়ে মাত্র একটী তত্ত্বের মধ্যে মনকে ডুবিয়ে দেবার যে চেষ্টা, সেইটী হচ্ছে অভিনিবেশ। আর, মনের অবলম্বনরূপে একটী চিন্তাকেও রাখলুম না, পরন্তু যে চিন্তাটীই আসে, তাকেই সঙ্গে সঙ্গে বিতাড়িত কল্লুম, এর নাম প্রত্যাহার।

## উপবাসকে পূর্ণফলদায়ী করিবার উপায়

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—উপবাসকে আধ্যাত্মিক দিক্ দিয়ে পূর্ণ-ফলপ্রদ কত্তে হ'লে তার সঙ্গে বাচিক সংযম ও চিন্তা-সংযমের ব্যবস্থা থাকা দরকার। উপবাসকে শারীরিক ভাবে পূর্ণফলপ্রদ কত্তে হ'লে তার সঙ্গে শারীরিক শুচিতা, মনের প্রফুল্লতা এবং উপবাসের পরবর্ত্তী কালে মিতাচারী থাকার ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন।

রহিমপুর আশ্রম,
১৮ই কার্ত্তিক, ১৩৩৮

## ভগবানের কাজে আত্মদান কর

শেষ রাত্রে উঠিয়া শ্রীশ্রীবাবামণি মুঙ্গের-নিবাসী জনৈক ভক্তকে পত্র লিখিলেন,—

"পরমেশ্বরের কৃপা অপার ও অপরিসীম। তিনি তাঁর কৃপার শক্তিতে একটী ক্ষুদ্র ধূলিকণাকে পর্ব্বতশিখরে পরিণত করিতে পারেন, একটী শুষ্ক তৃণখণ্ডকে বজ্রের বীর্য্য দান করিতে পারেন। তাঁর কৃপায় নির্ভর করিয়া ভুলিয়া যাও তোমার সহস্র সীমাবদ্ধতার





কথা এবং তাঁর ধ্যানে মন মজাইয়া একেবারে তাঁরই হইয়া যাও এবং তাঁরই কাজে নিজেকে সহস্র-খণ্ডে টুকরা টুকরা করিয়া সমগ্র বিশ্বময় ছড়াইয়া দাও।"

## তপস্বী হও, দুঃখ দূরে যাইবে

ত্রিপুরা বিদ্যাকূট-নিবাসী জনৈক ভক্তকে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"সাধন না করিয়া কেহ শান্তি পায় নাই। তপস্বী হও, দুঃখ তোমাকে দেখিয়া দূরে পলাইবে।"

## প্রেমিক হও, দুঃখ দূরে যাইবে

ফেণী-নিবাসী জনৈক ভক্তকে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"এইমাত্র একজনকে পত্র লিখিলাম, তপস্বী হও, দুঃখ দূরে যাইবে। কিন্তু তোমাকে লিখিতে চাহি, প্রেমিক হও, দুঃখ দূরে যাইবে। তপস্যার ফলে মানুষ যে অপার্থিব প্রেমের অধিকারী হয়, তুমি সেই প্রেমের মূরতি হও।"

## কোদাল মারিয়াও ধ্যান-ভজন চলে

রৌদ্র না উঠিতেই শ্রীশ্রীবাবামণি মাটিকাটা শুরু করিয়াছেন। মাটি-কাটা শেষ হইতে বেশ রৌদ্র উঠিল। সকলেই শ্রান্ত শরীরে একটা গাছের ছায়ায় বসিলে জনৈক পথচারী ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিলেন শ্রীশ্রীবাবামণি সাধু হইয়াও মাটি কাটিতেছেন কেন?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ভবিষ্যতে যে লাখ লাখ সাধুরা নিজহাতে মাটি কাট্‌বেন, সেই সংবাদটা দেবার জন্যই আমি মাটি কাট্‌ছি।



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

পথচারী।—না স্বামীজী, সাধুরা চিরকালই ধ্যান-ভজন কর্ব্বেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি।—তা কর্ব্বেন বৈ কি, কিন্তু কোদাল মেরেও ধ্যান-ভজন চলে। কথাটা এখনকার সাধুরাও জানেন, কিন্তু তদনুযায়ী কাজ করেন না। ভবিষ্যতের সাধুরা তদনুযায়ী কাজ কর্ব্বেন। আমি কোদাল মেরে মাত্র তার সংবাদ প্রচার কচ্ছি।

## কর্ম্মীর যোগিমূর্ত্তি ও যোগীর কর্ম্মিমূর্ত্তি

পথচারী চলিয়া গেলে শ্রীশ্রীবাবামণি সহচরদিগকে কহিলেন,—দেখ, আমি যখন আশ্রম গড়ি, তখন আমার মনটা আমারই এক ধ্যান-প্রশান্ত সুন্দর মূর্ত্তির ধ্যান করে। এক এক কোদাল মাটি কাটি আর দেখতে পাই যেন সর্ব্ব-সংস্কার-বিরহিত, কামনা-কলুষ-বর্জ্জিত, পরমতত্ত্বনিমজ্জিত এক মহাযোগিরূপে ঐ কুটীরখানাতে ব'সে ব'সে সর্ব্বজীবের আমি কল্যাণ-সাধন কচ্ছি। আমার যেন দুটা অস্তিত্ব। এক আস্তিত্বে আমি সব-কিছু বহির্ম্মুখ কর্ম্মের দ্বারা ধ্যান-স্তিমিত-লোচন যোগিরাজের যোগ-সাধনের আনুকূল্য সৃষ্টি কচ্ছি, অপর অস্তিত্বে আমি যেন নির্ব্বিকল্প হ'য়ে কর্ম্মরত আমারই সর্ব্বতোভদ্র সেবা গ্রহণ কচ্ছি। পুপুন্‌কীতে দালান গেঁথে চল্‌লাম মৌনী হ'য়ে তাতে একটা বছর নিশ্চিন্তে তপস্যা কর্‌ব ব'লে,—কর্ম্মে আমার কত উদ্যম, শ্রমে আমার কি ক্লান্তিহীন আত্মনিয়োগ, কিন্তু মৌনব্রতের সময় চ'লে এল, অথচ দালানখানা তৈরীই হ'ল না। সব ফেলে ফুলে অন্য জায়গায় চলে এলাম। কিন্তু যতক্ষণ ইট গেঁথেছিলাম, যতগুলি ইট গেঁথেছিলাম, ততক্ষণ আর ততবার নিজের ধ্যান-সৌম্য মূর্ত্তিই নিজে অবিরাম ধ্যান করেছি। আজ সেখানে গেলে আমার সেই মূর্ত্তিই স্মরণ হয়। কোদাল মারছি, মানে আমারই শান্ত-স্নিগ্ধ-সুন্দর রূপটিকে ঘরের ভিতরে ফুটিয়ে তুলছি।





## মৌনব্রতকে পূর্ণফলদায়ী করিবার উপায়

প্রসঙ্গক্রমে কথাটা মৌনব্রতের দিকে চলিল।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—মৌনকালে কায়িক শ্রম, দুশ্চিন্তা, কাম, ক্রোধ, ভয় ও বিদ্বেষকে দূরে সরিয়ে দিতে হয়। এইজন্যই মৌনব্রত অবলম্বন ক'রে দীর্ঘ তপস্যায় নিরত হবার আগে সকল দিকে আত্মপ্রস্তুতি প্রয়োজন। দুরন্ত কায়িক শ্রমের প্রয়োজন কমিয়ে দাও, দারুণ দুশ্চিন্তার কারণগুলি দূর ক'রে দাও, ইন্দ্রিয়-তাড়নার অবাধ্য উচ্ছ্বাসকে আংশিক হ'লেও দমন কর্ব্বার ক্ষমতা অর্জ্জন কর, সকলের প্রতি ক্রোধহীন, দ্বেষহীন, হিংসাহীন, ঈর্ষ্যাহীন হও, মিত্রের প্রতি হও অনাসক্ত, শত্রুর প্রতি হও উদাসীন, নিন্দাভয়, নির্য্যাতন-ভয়, মৃত্যুভয় পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দাও। এই রকম ক'রে এবং এই রকম হ'য়ে যদি কেউ মৌন তপস্যায় ডুবে যায়, তবে তার তপস্যা সমগ্র জগৎকে মঙ্গল বিতরণ করে।

রহিমপুর আশ্রম,
১৯শে কার্ত্তিক, ১৩৩৮

প্রত্যহই অপরাহ্নে শ্রীশ্রীবাবামণি গীতার ব্যাখ্যা করিতেছেন। অদ্য বৃহস্পতিবার বলিয়া কোম্পানীগঞ্জের হাটেই বাজার করিবার জন্য অধিকাংশ শ্রোতা চলিয়া গিয়াছেন। দুইটী কি তিনটী যুবক মাত্র আসিয়াছেন।



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

## ওঁ জগন্মঙ্গলোঽহং

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—যে সময়টায় গীতার ব্যাখ্যা হ'ত, আয় আমরা সেই সময়টা অবিরাম জগতের মঙ্গল চিন্তা করি। সকল প্রাণীর মঙ্গল হোক্, সকল জাতির মঙ্গল হোক্, সকল দেশবাসীর মঙ্গল হোক্, সকল মতাবলম্বীর মঙ্গল হোক্। আয় আমরা ধ্যান করি, হিন্দুর মঙ্গল হোক্, অহিন্দুর মঙ্গল হোক্, ভারতবাসীর মঙ্গল হোক্, অভারতীয়ের মঙ্গল হোক্, উদারচেতার মঙ্গল হোক্, ধর্ম্মান্ধেরও মঙ্গল হোক্, নির্য্যাতিতের মঙ্গল হোক্, অত্যাচারীরও মঙ্গল হোক্, দেবতার মঙ্গল হোক্, দানবেরও মঙ্গল হোক্,—আয় আমরা এই ধ্যান করি। মঙ্গল হোক্ পুরুষের, মঙ্গল হোক্ রমণীর, মঙ্গল হোক্ শিশুর, মঙ্গল হোক্ বৃদ্ধের, মঙ্গল হোক্ সবলের, মঙ্গল হোক্, দুর্ব্বলের,—আয় আমরা এই ধ্যান করি। মঙ্গল হোক্ পুণ্যবানের, মঙ্গল হোক্ পাপিষ্ঠের, মঙ্গল হোক সাহসীর, মঙ্গল হোক্ কাপুরুষের, মঙ্গল হোক্ স্বার্থত্যাগীর, মঙ্গল হোক্ আত্মপরায়ণের, মঙ্গল হোক্ সদাচারীর, মঙ্গল হোক্ কদভ্যাসীর, মঙ্গল হোক্ পবিত্রচেতার, মঙ্গল হোক্ ব্যভিচারীর, মঙ্গল হোক্ আত্মদাতার, মঙ্গল হোক্ পরস্বাপহারীর। পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ সকলের মঙ্গল হোক্, জ্ঞাত অজ্ঞাত অবজ্ঞাত সকলের মঙ্গল হোক্, ছোট-মাঝারী-বড়-বৃহত্তম সকলের মঙ্গল হোক্, মৃত-জীবিত, জাত-অজাত সকলের মঙ্গল হোক্, দৃষ্ট-অদৃষ্ট, শ্রুত-অশ্রুত সকলের মঙ্গল হোক্। শিরায় শিরায় রক্তপ্রবাহ ছুটতে থাকুক, আর আমরা তার তালে তালে বলতে থাকি,—ওঁ জগন্মঙ্গলোঽহং, ওঁজগন্মঙ্গলোঽহং।





রহিমপুর আশ্রম,
২০শে কার্ত্তিক, ১৩৩৮

## শ্বাস-প্রশ্বাসে ইষ্টস্মরণ

অদ্য রাত্রে জনৈক জিজ্ঞাসুর সহিত আলাপ-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—অহর্নিশ অবিরাম তাঁকে স্মরণ করাই হচ্ছে জীবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তপস্যা। স্মরণ যাতে অবিচ্ছেদই চলে, তারই পক্ষে সহায়ক হচ্ছে শ্বাস-প্রশ্বাসে ইষ্টস্মরণ। প্রশ্বাসটী ছাড়বার সময়ে মনে মনে ভাব, তোমার ভাণ্ডারের সব কিছু নিয়ে মঙ্গলময়ের আনন্দময় নামের হুঙ্কার ক'রে এ প্রশ্বাসবায়ু যাচ্ছে তার প্রেমের অভিসারে, ভগবানের দিকে। আবার শ্বাসটী টানবার সময়ে ভাব, প্রেমময়ের প্রেমমধুর স্পর্শ নিয়ে সে ফিরে আসছে নামের ঝঙ্কার তুলে তোমার সকল রিক্ততার পূর্ণতা বিধান করার জন্য। এ যেন অবিচ্ছেদ তাঁর আর তোমার প্রেমের খেলা।

## শ্বাস-প্রশ্বাসের দৌত্য

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—দুই প্রেমিকের মিলন-সাধনের ব্যাপারে এ যেন শ্বাস আর প্রশ্বাসের দূতিয়ালী। শ্বাস যেন তাঁর দূত, তাঁর বার্ত্তা নিয়ে আসে তোমার কাছে, তোমাকে আকুল অধীর ক'রে তু'লে তাঁর কাছে যাবার জন্য ব্যগ্র কত্তে। প্রশ্বাস যেন তোমার দূত, তোমার বার্ত্তা নিয়ে ছুটে যায় তাঁর কাছে, তাঁর হৃদয় গলিয়ে, মন গলিয়ে তোমার দিকে টেনে আনতে। কিন্তু শ্বাস-প্রশ্বাসের এই দৌত্য শুধু বিরহের স্থায়িত্বের উপরেই দাঁড়িয়ে আছে। বিরহ আছে, দ্বৈত আছে, ভেদ আছে, দূরত্ব



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

আছে, তাই দূতের প্রয়োজন। দূরত্ব ক'মে এলে তুমি নিজেই তোমার দূত, তুমি নিজেই নিজের দূত। প্রশ্বাস তখন তোমার স্বরূপ, শ্বাস তখন তাঁর স্বরূপ। তখন শ্বাস আর তোমার কাছে তাঁর বার্ত্তা ব'য়ে আনে না, তখন শ্বাসের রূপে তিনিই আসেন; প্রশ্বাস তখন আর তাঁর কাছে তোমার বার্ত্তা বহন ক'রে নিয়ে যায় না, তখন প্রশ্বাস-রূপে তুমিই যাও। এতক্ষণ ছিল নাম আর তুমি দুইটী জিনিষ, নাম আর তিনি দুইটী জিনিষ। এখন হয়েছে নাম আর তুমি এক, নাম আর তিনি এক, কিন্তু তিনি আর তুমি ত' এক হতে পারনি!

## শ্বাস-প্রশ্বাসের বিরতি

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এই সময়ে শ্বাস আর প্রশ্বাসের পৃথক্ অস্তিত্ব ভগবানের সঙ্গে একেবারে মিশে যাওয়ার পরম বিঘ্ন, মহাশত্রু। ''তুমি আমি দুইজন রহিতে নারি, বিরহের ব্যবধানে বেদনা ভারী।'' এক হওয়া চাই। এক হওয়ার জন্য যে ব্যাকুলতা, তারই নাম না ভালবাসা! এক হওয়ার জন্য যে চেষ্টা, তারই নাম না সাধন-ভজন! সম্পূর্ণরূপে এক হ'য়ে যাওয়াই না আত্মসমর্পণ। তাই, তখন বিঘ্নরূপী শ্বাস-প্রশ্বাসকে তুমি উপেক্ষা ক'রে তত্ত্বরূপী প্রাণ-দয়িতের সাথে মন দিয়ে অবিরাম যোগ-সাধন কত্তে লাগ্‌লে। এই অবস্থা শ্বাস-প্রশ্বাস বিরতির পূর্ব্ব লক্ষণ।

রহিমপুর আশ্রম,
২১শে কার্ত্তিক, ১৩৩৮

অদ্য কয়েকটী মুসলমান-মহিলা শ্রীশ্রীবাবামণির শ্রীচরণ-দর্শন করিতে আসিলেন। দেখিয়া মুসলমান-মহিলা বলিয়া মনে





হয় না, কারণ সিঁথিতে সিন্দূর আছে দেখা গেল। গ্রামের জনৈক ভদ্রলোক বলিলেন,—ইঁহারা মুরাদনগর থানার দারোগা সাহেবের পরিবারভুক্তা।

মুসলমান-মহিলাদের ভক্তি ও বিনয় দর্শনে শ্রীশ্রীবাবামণি অত্যন্ত প্রীত হইলেন।

মহিলাগণ চলিয়া গেলে কেহ কেহ আলোচনা তুলিলেন যে, মুসলমান মহিলার পক্ষে সিন্দূর ব্যবহার উচিত কি না।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সে প্রশ্নের জবাব দেবেন, শরিয়তে অভিজ্ঞ মৌলানা-সাহেবেরা। এ প্রশ্নের উত্তর আমার কাছে পাবে না। যদি জিজ্ঞাসা কর যে, হিন্দুর সধবা মেয়ে সিন্দূর ধারণ করবেন কি না, তবে তার জবাব আমি দিতে পারি।

## সধবার সিন্দূর ধারণের উপযোগিতা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—একটী মেয়ে কুমারী, সধবা, না বিধবা, তা চিন্‌বার উপায় অনেক সমাজেই আছে, থাকা সঙ্গতও। কারণ, সমাজের লোকের পক্ষে এই তিনজনের সম্পর্কে কর্ত্তব্য ত্রিবিধ। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা এই যে, নিজেকে সর্ব্বদা স্বামি-সৌভাগ্যবতী ব'লে মনে করার দ্বারা নারীর দাম্পত্য একনিষ্ঠার গভীরতা বাড়ে। কিন্তু সিন্দূর ধারণের দ্বারা আরও এক উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। মনটা শরীরের ঊর্দ্ধদেশে থাকে, তাতে চিত্তের পবিত্রতা রক্ষণে সাহায্য হয়। সিন্দূর পারদেরই প্রকারভেদ। বিধিমত প্রস্তুত হ'লে সিন্দূর শরীরের স্রোতঃ-সমূহের সংশোধন করে, শরীরকে রোগমুক্ত করে। এজন্যও হয়ত সিন্দূর ধারণের প্রথা প্রবর্ত্তিত হ'য়ে থাকবে।



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

## ভগবানই তোমার গুরু

রাত্রে মুরাদনগর স্কুলের দুই তিনটী ছাত্র শ্রীশ্রীবাবামণির পাদপদ্ম সন্দর্শনে আসিয়াছেন। গুরুবাদ সম্বন্ধে কথা উঠিল।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—মন্ত্র নেবে যাঁর কাছে, নামে রুচি আস্‌বে তাঁরই কাছ থেকে। কিন্তু গুরু ব'লে জান্‌বে একমাত্র ভগবানকে। শিষ্য গুরুর বীর্য্য পায়। ভগবানকে গুরু বলে মান্‌লে তোমরা ভগবানের বীর্য্য পাবে, তেজ পাবে, মহিমা পাবে। যে যাঁকে মানে, সে তাঁর মত হ'য়ে যায়। ভগবানকে মেনে তোমরা ভগবানের মত হ'য়ে যাও। আমি যে তোমাদের উপদেশ দেই, তার কারণ, আমি চাই, তোমাদের মধ্যে ভগবানের শক্তি ফুটুক, তোমরা ভগবান্ হও। তোমরা ভগবান্ হবে, এই আশাতেই আমি তোমাদের পূজা করি। বল,—ভগবানই তোমাদের গুরু। ধ্যান কর,—ভগবানই তোমাদের গুরু। অনুভব কর,—ভগবানই তোমাদের গুরু। ভগবানকে গুরুর আসনে বসিয়ে ভগবানের যে-কোনও ভক্তের উপদেশ নিয়ে সাধন-ভজন কর, তাতেই মুক্তি হবে, তাতেই শান্তি হবে। ভগবানকে গুরুর আসনে বসিয়ে তারপর যদি পুরাপুরি নিজের সাধারণ জ্ঞানের উপরে নির্ভর ক'রে কারো কাছে দীক্ষা না নিয়েও সাধন-ভজন ক'রে যাও, তাতেও তোমার কল্যাণই হবে এবং কালক্রমে তিনি নিজেই তোমার সাধন-নিষ্ঠা বর্দ্ধনের বা সাধন-কৌশল শিক্ষণের উপযুক্ত আনুকূল্য সৃষ্টি ক'রে দেবেন।

## দীক্ষা দিবার রোগ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—অনেক ব্যক্তির দীক্ষা দেবার রোগ আছে। এ রোগ কতকদিন আমারও ছিল। এই রোগগ্রস্ত ব্যক্তিরা





কেউ দীক্ষা দেন পরকল্যাণের উদ্দেশ্যে, কেউ দেন নিজের স্বার্থে, কেউ দেন অভ্যাসবশে। কিন্তু যিনি যে প্রয়োজনেই দিন, দীক্ষাদাতার চরিত্রের কোনও অসম্পূর্ণতা থাক্‌লে, সেই অসম্পূর্ণতা পারিশেষে দীক্ষিতকে বড়ই ব্যতিব্যস্ত করে।

## দীক্ষাদাতাকে গুরু মনে করা নিষ্প্রয়োজনীয়

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সুতরাং দীক্ষাদাতাকে গুরু ব'লে মনে করা নিষ্প্রয়োজনীয়। যাঁর পবিত্র নামে তোমাকে দীক্ষা দেওয়া হ'ল, সেই নিখিলপ্রভু, নিখিলগুরু, নিখিলমঙ্গলনিলয় পরমাত্মাই তোমার গুরু, এই ভাব নিয়ে দৃঢ় নিষ্ঠায়, দৃঢ় অধ্যবসায়ে নামের সাধন ক'রে যাও। প্রত্যক্ষ ফল এতেই পাবে।

দুইরা,
২২শে কার্ত্তিক, ১৩৩৮

অদ্য শ্রীশ্রীবাবামণি দুইরা গ্রামে শ্রীযুক্ত অগ্নিকুমার রায়ের বাড়ীতে আসিয়াছেন। পল্লীর যুবকদের মধ্যে যেন এক উৎসব-কোলাহল পড়িয়াছে। বহু জনে বহু প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, প্রসন্ন মনে শ্রীশ্রীবাবামণি তাহার জবাব দিতে লাগিলেন।

## ভয় নিবারণের উপায়

একজনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—যিনি অভয়স্বরূপ, তাঁকে আত্মসমর্পণ কর্লে আর ভয় থাকে না। চৌর-ভয়, নিন্দা-ভয়, অপমান-ভয়, রোগ-ভয় বা মৃত্যু-ভয় কিছুই থাকে না। সর্ব্বতোভাবে নিজেকে একেবারে তাঁর ক'রে দাও, তখন তোমার সাথে সাথে তোমার ভয়ভাবনাগুলিও তিনিই নিয়ে নেবেন।



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

## প্রশম্য ভয় ও অপ্রশম্য ভয়

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বিপদ যে হবে, এই অনুমান করার নাম ভয়। ভয় মানুষের অতি-সাহসিকতাকে দমিয়ে দেয়, হঠ ক'রে একটা কাজ ক'রে ফেল্‌তে নিবৃত্ত করে, অনিষ্ট নিবারণের জন্য যত্নবান্ ও উদ্যত করে। এই হিসাবে ভয়ের প্রয়োজনীয়তাও আছে। কিন্তু ভয় যখন তোমাকে আড়ষ্ট ক'রে মুহ্যমান করে, কর্ত্তব্যপালনে অক্ষম করে, এমন কি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ক'রে দেয়, বুদ্ধিলোপ ঘটায়, ভয় তখন তোমার সর্ব্বস্বাপহারী কৃতান্তস্বরূপ। ভগবানে আত্মসমর্পণ সেই ভয়কে নিবারণ কর্ব্বে।

## বহুরূপী ভগবান্

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—অথবা তাঁকে অভয়-স্বরূপই বা বলি কেন? যিনি ভয়-স্বরূপ, তিনিই অভয়-স্বরূপ! যিনি অমৃতস্বরূপ, তিনিই ত' মৃত্যুস্বরূপ! যিনি প্রকাশস্বরূপ, তিনিই ত' প্রলয়-স্বরূপ! তবে আবার অপ্রার্থনীয় কে ? ভয় যখন আসে, তিনিই ত' ভয়ের রূপ ধ'রে আসেন। রোগ যখন হয়, তিনিই ত' রোগের মূর্ত্তিতে প্রকাশ পান! মৃত্যু যখন ঘটে, তিনিই ত' মৃত্যুর বেশ পরিধান করেন! একবার আসেন তিনি প্রিয়জন-বিচ্ছেদের সুগভীর শোকরূপে, আবার তিনিই আসেন শোকের সুশীতল সান্ত্বনারূপে। বহুরূপী ভগবান্ বহুরূপে নিজেকে প্রকটিত কচ্ছেন, —এই ধ্যান জমাতে পার্লেও ভয় দূরে যায়।

## এক ছাড়া দুই নাই

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ভয় কর্ব্বে কাকে ? এক ছাড়া কোটি ব্রহ্মাণ্ডেও কি দুই বস্তু আছে ? একং সৎ। যা বহু, তা





নেই, নাস্তি নানেহ কিঞ্চন। শোক নেই, শোকের কারণও নেই। ভয় নেই, ভয়ের কারণও নেই। আছেন যিনি, তিনিই এক। আছেন যিনি, তাঁর সাথে তোমার কোনও ভেদ নেই। চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহম্ শিবোঽহম্।

রহিমপুর আশ্রম,
২৩শে কার্ত্তিক, ১৩৩৮

## নিষ্কাম কর্ম্ম ও তপঃকাম কর্ম্ম

দ্বিপ্রহরে শ্রীশ্রীবাবামণি দুইরা হইতে ফিরিয়াছেন। অপরাহ্নে মাটিকাটার কাজ করিতে করিতে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—গীতার উপদেশ হচ্ছে নিষ্কাম কর্ম্ম। নৈষ্কর্ম্ম্য সহজ কথা নয়। কিন্তু নিষ্কাম কর্ম্মই কি সহজ কথা? কোনো কামনাই কর্ব্ব না, অথচ কাজ কর্ব্ব, একি সামান্য কথা? কামনাই যদি কর্ব্ব না, তবে কাজ কর্ব্বই বা কেন? ক্ষুধার নিবারণ কামনা করে, তাই লোকে রাঁধে। তৃষ্ণানিবারণ কামনা করে, তাই লোকে জল আনে। আর যদি কোনও কামনাই না থাকে, ভাতই বা রাঁধ্‌ব কেন, জলই বা তুল্‌ব কেন? ফলে, কর্ম্ম-মাত্রেরই সাথে কামনা একটা না একটা এসে যায়। সুতরাং এই মুস্কিলের আসানের জন্য সদুপায় হচ্ছে, তপঃকাম হ'য়ে কর্ম্ম কর। মেয়ে বিয়ে দিচ্ছ, মনে মনে কামনা কর, মেয়ে বিয়ে দিয়ে সংসারীতে পাত্‌লা হ'য়ে ভগবানের নাম-সাধনা কর্ব্বে ব'লে। এর ফলে কখনো না কখনো সত্যি তুমি নাম-সাধনার সুযোগ এবং প্রবল রুচি পাবে।



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

রহিমপুর আশ্রম,
২৪শে কার্ত্তিক, ১৩৩৮

প্রাতে শ্রীশ্রীবাবামণি মাটী কাটিতেছেন। এমন সময়ে আকুবপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রচন্দ্র সিংহ এবং শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র দে আসিয়াছেন। তাঁহারাও শ্রীশ্রীবাবামণির সহিত কোদাল লইয়া কাজে লাগিয়া গেলেন।

## এক সঙ্গে চল

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—সংগচ্ছধ্বং, সংবদধ্বং, ঋগ্বেদের কথা। এক সঙ্গে চল, এক সঙ্গে বল। কিন্তু এক সঙ্গে বল্‌বে কোন কথা? ব্রহ্মবাণী। এক সঙ্গে চল্‌বে কোন্ পথে? ভগবানের পথে।

রহিমপুর আশ্রম,
২৫শে কার্ত্তিক, ১৩৩৮

## স্বামী ও স্ত্রীর প্রকৃত সম্বন্ধ

অদ্য অপরাহ্নে রহিমপুর ও নবীপুর গ্রামের প্রায় ত্রিশ চল্লিশ জন মহিলা ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণের জন্য আশ্রমে সমবেত হইয়াছেন।

একটী শাস্ত্রীয় উপাখ্যান বর্ণনা করিয়া শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,— জননীগণ, ভগবানই তোমাদের প্রকৃত স্বামী, তাঁর সেবাই প্রকৃত স্বামি-সেবা। তিনি অমৃতস্বরূপ, তাই তাঁর সেবা করাই অমৃতত্ব-লাভের পথ। অন্তরে বাইরে অনুক্ষণ তাঁরই অর্চ্চনা কর, আর যার সেবা করলে তাঁকে পাওয়া যায় না, তার সেবা বর্জ্জন কর। যাঁর সাথে তোমাদের সামাজিক ভাবে বিবাহ হয়েছে





এবং শারীরিক ভাবে যাঁকে তোমরা স্বামী ব'লে মেনে আস্‌ছ, চিন্তা কর জননীগণ, তাঁর প্রকৃত স্বরূপ কি, তাঁর সঙ্গে প্রকৃত সম্বন্ধ তোমার কিরূপ? একটু চিন্তা কর্ল্লেই বুঝতে পার্ব্বে যে, স্বামী এবং স্ত্রীর সম্বন্ধে দেহের সম্বন্ধ নয়, সম্বন্ধটা আত্মার। তোমার ঐ স্বামীটীর ভিতরে মনকে এককেন্দ্রক ক'রে তুমি তোমার জীবনারাধ্যের স্বরূপ অন্বেষণ করবে, তোমার ভিতরে মনকে কেন্দ্রীভূত ক'রে তোমার স্বামী তাঁর জীবনারাধ্যের স্বরূপ খুঁজে বের কর্ব্বেন,—এরই জন্য বিবাহ।

## তোমরা দেবী হও

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তোমাদের অনেকের স্বামী হয়ত অত কথা ভাবতে রাজি নন। তোমরা তাদের ভাবতে বাধ্য কর। এমন দেবীত্বের সুষমা নিজ নিজ চরিত্রের মধ্যে প্রকাশিত কর, যেন তোমার স্বামী তোমাকে সামান্য মানবী ব'লে জ্ঞান কত্তে অক্ষম হন। ত্যাগে, সংযমে, সদাচারে, সৎপ্রবৃত্তিতে অতুলনীয়া হও। তোমাদের স্বামীরা তোমাদের আটপৌরে রূপ দেখ্‌তে দেখ্‌তে তোমাদের প্রতি হয়ত শ্রদ্ধাহীন হয়েছেন, আজ তোমাদের অপূর্ব্ব মহিমশালিনী দীপ্তিময়ী মূর্ত্তি দেখে দেবীজ্ঞানে ভক্তিনম্র হউন। তোমাদের দেবী-প্রতিভার বিকাশ ঘটাও, দেখ্‌বে স্বামীরা আর পশুর মত জীবন যাপন কত্তে পাচ্ছেন না, পশুত্বে তারা লজ্জা বোধ কচ্ছেন এবং দেবত্ব অর্জ্জনে চেষ্টা কচ্ছেন।

## যথার্থ স্বামিসেবা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—মানুষটীর ভিতরে যে দেবতা, তিনিই তোমার স্বামী। ঐ দেবতার দেবত্বকে রক্ষা ক'রে চলাই স্ত্রীর



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

একমাত্র কর্ত্তব্য। তাঁর দেবত্বকে প্রবর্দ্ধিত করা, পরিপুষ্ট করা, প্রসারিত হবার আনুকূল্য দেওয়াই হচ্ছে প্রকৃত স্বামিসেবা। এই স্বামিসেবা তোমরা ক'রো। পার্ব্বতী স্বামিসেবা কত্তেন, কিন্তু শিবের শিবত্বকে তিনি নষ্ট করেন নি, বর্দ্ধিত করেছেন। সীতা স্বামিসেবা কত্তেন, কিন্তু রামের রামত্ব তিনি নষ্ট করেন নি, বর্দ্ধিত করেছেন। এই জন্যই পার্ব্বতীর স্বামী জগদ্গুরু, সীতার স্বামী ঈশ্বরাবতার। তোমাদের স্বামীদের তোমরা এমনি ক'রে সেবা ক'রো। তাঁদের দেবত্বের বিকাশকে খর্ব্ব ক'রে নয়, তাঁদের সহস্র চপলতাকে উত্তেজিত ক'রে নয়, তাঁদের ভিতরের ব্রহ্মকে সিংহগর্জ্জনে আত্মপ্রকাশের সুযোগ দিয়ে তোমরা তাঁদের সেবা ক'রো।

## একনিষ্ঠা ও সমন্বয়ের রূপ-বৈচিত্র্য

মোচাগড়া ও পূর্ব্বধেরের দুইটী যুবক আশ্রম দর্শনে আসিয়াছেন। শ্রীশ্রীবাবামণি কি একটা কাজ করিতেছিলেন। সকল রকমের কাজেই শ্রীশ্রীবাবামণির পারদর্শিতা দর্শনে তাঁহারা বিস্ময় প্রকাশ করিলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—Jack of all trade,—না? জ্ঞানীর কাছে জ্ঞানী, কর্ম্মীর কাছে কর্ম্মী, ভক্তের কাছে ভক্ত। অর্থাৎ চোরের কাছে চোর, ডাকাতের কাছে ডাকাত, গাঁটকাটার কাছে গাঁটকাটা।

সবাই হাসিয়া উঠিলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সাধন কত্তে হয় একটাকে, ফলে রূপ-বৈচিত্র্যময় সমন্বয় আপনি প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে যায়।





অদ্য বৃহস্পতিবার বলিয়া সম্মিলিত উপাসনা হইল। উপাসনান্তে শ্রীশ্রীবাবামণি উপদেশ দিতে লাগিলেন।

## মহাভাবে ডুবিয়া যাও

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—পবিত্রতা-স্বরূপের ভিতরে নিজেকে এমন ভাবে নিমজ্জিত ক'রে দাও, যেন তোমার ভিতরে আর অপবিত্র কিছু না থাকতে পারে। প্রেমস্বরূপকে তুমি এমন ক'রে আত্মদান কর, যেন অপ্রেম, তা দ্বেষই হোক, আর কামই হোক,—তোমার মধ্যে আর না রইতে পারে। আনন্দস্বরূপকে আলিঙ্গন দাও, তাঁতে আর তোমাতে মিলে এক হ'য়ে যাও, নিরানন্দ অন্ধকার চিরতরে দূর হ'য়ে যাক, আনন্দের লহরী এসে তোমার গায়ে লাগুক, প্রাণে লাগুক, সর্ব্বাঙ্গ স্নিগ্ধ করুক, সম্পূর্ণ অস্তিত্বকে শীতল করুক। ডোব তাঁর মহাভাবে, যাতে তোমার প্রভাব আবার জগৎকে প্রেমরসে ডুবাতে পারে।

## প্রভাব কি ভাবে সৃষ্ট হয়

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—প্রকৃত যাঁর ভাব, তাঁরই ভিতরে প্রভাবের সৃষ্টি হয়। সেই প্রভাব দিকে দিকে বিস্তার পায়। সেই প্রভাব দিকে দিকে অগণিত নরনারীকে আনন্দের স্বরূপাস্বাদনে প্রেরণা দেয়, সাহস দেয়। সেই প্রভাব জড়ের জাড্য, অবিশ্বাসীর অনাস্থা দূর করে। সেই প্রভাব কামুককে প্রেমিক করে, কপটকে সরল করে, নীচবুদ্ধিকে উচ্চচেতা করে। ডুব দাও জগতের প্রকৃষ্টতম মহাভাবে, তোমার ভিতরে প্রভাবের জন্ম হবে, অজ্ঞাতবাসে দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণের শ্রীবৃদ্ধির মত সকলের



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

অগোচরে সে বৃদ্ধি পাবে এবং সকলের প্রত্যাশার অতীতে থেকে অমঙ্গলরূপী কংসকে ধ্বংস কত্তে অভিযান কর্ব্বে।

## ব্রহ্মানন্দ আস্বাদন ও ব্রহ্মানন্দ বিতরণ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ব্রহ্মানন্দ আস্বাদন ক'রে তাতেই অনন্ত অনাদি কাল ডুবে থাকা এক কথা আর ব্রহ্মানন্দ লাভ ক'রে জীব-কল্যাণৈকলক্ষ্য হয়ে তাকে জগন্ময় বিতরণ ক'রে বেড়ান আর এক কথা। যাঁরা নিজেরা ডুবে যান, জীব তাঁদের খোঁজও রাখে না। যাঁরা বিতরণ করেন, জীব তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতায় নিত্যকাল নতকন্ধর হ'য়ে থাকে। যেমন বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈতন্য, যীশু, নানক, রামকৃষ্ণ। কেউ এঁদের ভুলবে না, ভুল্‌তে কখনো পারে না, কারণ, পরমামৃতকে আস্বাদন ক'রে এঁরা একাই তা' নিয়ে ম'জে থাকেন নি, জগৎকে ডেকেছেন, এস এস ব'লে অভয় দিয়ে কাছে টেনে এনেছেন, অমৃতের মধুরাস্বাদের বর্ণনা ক'রে সকলের রস-লিপ্সুতা সৃষ্টি করেছেন, সবাইকে অমৃত বিতরণ ক'রে পান করিয়ে অমর ক'রে ছেড়েছেন। এঁদের কথা ভোল্‌বার উপায় আছে?

## ব্রহ্মানন্দী আত্মভোলাদের প্রতি কৃতজ্ঞ হও

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তোমার আমার যদুর মধুর আবির্ভাব এই বুদ্ধ-শঙ্করের প্রভাব থেকে। আবার বুদ্ধ শঙ্কর যীশু নানকের আবির্ভাব তাঁদের প্রভাব থেকে যাঁরা অমৃতের সাগরে নেমে গিয়েছেন, জীবের কল্যাণের বুদ্ধি নিয়েও আর উপরে উঠে আসেন নি। সুতরাং হিমালয়-গুহাবাসী বহুনন্দিত তপস্বীর দল আমাদের নমস্যেরও নমস্য। সমতলে নেমে তাঁরা কিচ্ছু করেন





নি ব'লে কিছু যায় আসে না, সূক্ষ্ম-প্রভাব ছড়িয়ে তাঁরা অনেককে দিয়ে স্থূল কাজ করিয়ে নিয়েছেন। সুতরাং কৃতজ্ঞ হও সেই সব ব্রহ্মানন্দী আত্মভোলাদের প্রতি। তাঁরা যে ছিলেন এবং আছেন, এইটুকুই জগতের পক্ষে অপরিসীম উপকার ব'লে মে'নো।

## ভাবকে জমাট করিয়া প্রভাব সৃষ্টি কর

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তোমরা এঁদের আশ্চর্য্য প্রভাবের কথা চিন্তা কর আর পথ খোঁজ, কি ক'রে ভাবকে জমাট বাঁধিয়ে তোমরাও এক একটা প্রভাবের খনি হবে। কয়লা যেমন জমাট বেঁধে হীরকে পরিণত হয়, তোমাদের ভাবও তেমন জমাট বেঁধে প্রভাব সৃষ্টি করুক। সেই প্রভাব জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের কোটি-কল্পকাল-ব্যাপী অবর্ণনীয় উপকার সাধন করুক।

রহিমপুর আশ্রম,
২৭শে কার্ত্তিক, ১৩৩৮

## নিষ্কাম জীব-হিতৈষণা

অদ্য শ্রীশ্রীবাবামণি অন্যস্থানবর্ত্তী জনৈক কর্ম্মীকে পত্র লিখিলেন,—

"আমি চাহি আমরণ তোমরা তোমাদের সৌভ্রাত্র্য দিয়া জগতে আদর্শ-স্থানীয় হইয়া থাক। আমি তোমাদের নিষ্কাম জীবহিতৈষণা চাই,—তোমাদের সৌভ্রাত্র্য তোমাদের নিষ্কামতারই প্রমাণ, ইহা মনে রাখিও। পুপুন্‌কী ছাড়িয়া আসিয়া আজ মোচাগড়া ও রহিমপুর আশ্রম রচনা করিতেছি, কাল হয়ত এসব ছাড়িয়া আর একস্থানে চলিয়া যাইব। আমি যে-কোনও



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

মুহূর্ত্তে যে-কোনও বস্তু বিনা আয়াসে বিনা ক্লেশে ত্যাগ করিতে পারি।''

## উপদেশ-দাতা ও উপদেশ-শ্রোতা

একটী চরিত্রবান্ যুবক শ্রীশ্রীবাবামণির উপদেশক্রমে স্থানীয় ছাত্রদের মধ্যে উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও সদাচারের প্রসারের জন্য চেষ্টা করিতেছেন। তিনি ছাত্রদের মধ্যে উপদেশ দেওয়া সম্পর্কে কতগুলি সুবিধা ও অসুবিধার কথা বর্ণনা করিলে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—উপদেশ দানের ব্যাপারে শ্রোতাই আসল, বক্তা শ্রোতার সেবক মাত্র। যে কথা বল্‌লে শ্রোতার বেশী লাভ হবে, তোমাকে সেই কথাই বল্‌তে হবে। নিজের মর্জ্জি চালাবার তোমার অধিকার নেই। জগদ্ধিতার্থে যিনি উপদেষ্টা, তাঁর উপদেশ-দানের ভিতরে স্বার্থপরতা বা প্রভুত্বলিপ্সার স্থান থাক্‌তে পারে না। নিজের জিদ্ নয়, উপদিষ্ট ব্যক্তির মঙ্গল-ই তোমার একমাত্র লক্ষ্য হোক্।

## নিজের মত চালাইতে চেষ্টা করিও না

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—উপদিষ্ট ব্যক্তির উপরে নিজের মত চালাতে চেষ্টা ক'রো না। তারও যে বোঝবার একটা শক্তি রয়েছে, এইটী তুমি আগে বিশ্বাস কর এবং বোধশক্তি তার যত অল্পই হোক্, সেই বোধশক্তির কাছেই বারবার তোমার বক্তব্যকে নিয়ে ধর। সে তার নিজের বোধশক্তি দিয়েই তোমার বক্তব্যের যেটুকু গ্রহণ কর্‌বার করুক। যেটুকু সে নিজ বুদ্ধির সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পাচ্ছে না, সেইটুকু তুমি জোর ক'রে গলাধঃকরণ করাবার চেষ্টা ক'রো না। সেইটুকু বরং এখন সে নাই গ্রহণ কর্ল্ল। সে কি





গ্রহণ কচ্ছে, না কচ্ছে সে বিষয়ের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা তার উপরেই অর্পণ কর। বন্ধুর মত প্রেম নিয়ে কথা বল, বৃথা তর্ক-বিতর্ক বাদ দিয়ে সহজ সরল আপোষের পথে কথা শুনাও। তার যদি মঙ্গল কত্তে চাও, তবে এইটী হচ্ছে সর্ব্বোৎকৃষ্ট পন্থা।

## পরমতে বিদ্বেষ করিও না

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—নিজের মত প্রচার কর্‌বার কালে লক্ষ্য রে'খ যেন অপরের প্রতি বিদ্বেষ-প্রচার ক'রে ব'স না। তোমার মতটা তাকে সুন্দর রূপে আগাগোড়া ধৈর্য্যের সহিত ধীরে ধীরে জানিয়ে দেওয়াই তোমার প্রধান কর্ত্তব্য। তুমি যখন সংযম প্রচার কচ্ছ, তখন সংযমের প্রতি তার প্রেম সৃষ্টি করাই হবে তোমার প্রধান লক্ষ্য,—অসংযমের প্রতি বিদ্বেষ সৃষ্টির চেষ্টা যেমন নিষ্প্রয়োজন, তেমনি নিরর্থক। ইন্দ্রিয়পরায়ণতার সমর্থনেও অনেক মত আছে। সেই সব মত যে ভ্রান্ত, তা' যেন উপদিষ্ট ব্যক্তি নিজের বিচারশক্তির দ্বারাই বুঝে নিতে পারে। সংযমের শ্রেষ্ঠতা তুমি দেখিয়ে যাও, অসংযমের নিকৃষ্ঠতা আপনি সে বুঝ্‌তে পার্ব্বে।

## ধমক দিয়া স্বমতে আনয়ন

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তোমার কোনও কথা সে বুঝ্‌তে পারেনি ব'লে তাকে ধম্‌কি দিও না। ধমক্ দিয়ে কাউকে স্বমতে আনার প্রকৃত মানে হ'ল নিজের সদ্‌যুক্তির অভাবকে হতাশ ভাবে স্বীকার ক'রে নেওয়া। তাকে সৎপথের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত ক'রে তুল্‌তে দেরী হ'তে পারে, কিন্তু হতাশ হবার দরকার নেই। আস্তে আস্তে তার বুদ্ধিবৃত্তিকে এমন ভাবে বিকশিত





Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

ক'রে তোল, যেন তোমার আদেশ বা অনুরোধ ছাড়া সে নিজেই নিজের মঙ্গল বুঝ্‌তে পারে। উপদেষ্টাকে অসম্ভব রকমের প্রেমিক হ'তে হয়, কারণ প্রেম ছাড়া কেউ কারো হৃদয় জয় কত্তে পারে না। আর, হৃদয়-জয় যে করেনি, তার কথা ধৈর্য্য ধ'রে ছেলেরা বা মেয়েরা শুন্‌বে কেন?

রহিমপুর আশ্রম,
২৮শে কার্ত্তিক, ১৩৩৮

অদ্য অপরাহ্নে মুরাদনগরের জনৈক বিখ্যাত মৌলভী সাহেবের পুত্র শ্রীশ্রীবাবামণির সাক্ষাৎ মানসে আসিয়াছেন। নানা কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল।

## সাম্প্রদায়িক বিরোধ দূরের উপায়

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—একটা গ্রামেই অনেকগুলি পরিবার বাস করে। প্রত্যেকের হাঁড়ীও ভিন্ন, বাড়ীও ভিন্ন। কিন্তু যে বস্তুই যার খাদ্য হোক্, তারা এক হাটেই বাজার ক'রে আহার সংগ্রহ করে, এক নদীতেই স্নান ক'রে তাপদগ্ধ শরীরকে শীতল করে। জগতে শত শত সম্প্রদায়গুলির অবস্থাও ঠিক তাই। একই জগতে শত শত সম্প্রদায় আছে, কিন্তু যে যে-ভাবেই ভজন ক'রে সুখ পাক্, উপাস্য তাদের ঐ একই পরমেশ্বর। এই জ্ঞানটা যদি থাকে, তবে আর সাম্প্রদায়িক বিরোধের সৃষ্টি হ'তে পারে না। শুধু মুখে বললেই হবে না, বিশ্বাস করা চাই যে, আমি যেই পরমেশ্বরের ভজনা কচ্ছি, অপরেও প্রকারান্তরে সেই পরমেশ্বরেরই ভজনা কচ্ছে ; শুধু অনুষ্ঠানেরই পার্থক্য, কিন্তু মূল লক্ষ্যে পার্থক্য নেই। তা' হ'লেই জগৎ থেকে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ দূর হ'য়ে যেতে পারে।





২৯শে কার্ত্তিক, ১৩৩৮

## সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ

প্রাতেই শ্রীশ্রীবাবামণি আকুবপুর রওনা হইতেছেন। হঠাৎ ভক্ত শ্রেষ্ঠ শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় আসিয়া পথি-মধ্যে কাঁদিয়া পড়িলেন। শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র যে ভূমি শ্রীশ্রীবাবামণিকে দান করিয়াছেন, তাহার এক প্রান্তে পূর্ব্বপ্রতিষ্ঠিত একটী শিবমন্দির রহিয়াছে। শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র সেই বিগ্রহের নিত্য-সেবাপূজা করেন। গত রাত্রিতে কে বা কাহারা আসিয়া শিবলিঙ্গ অপহরণ করিয়াছে এবং গৌরীপীঠের উপরে একটী গোমুণ্ড রাখিয়া গিয়াছে। এই বিররণ কহিয়া শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র কাঁদিতে লাগিলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি কিয়ৎকাল চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—গিরীশ, এই যে শিবলিঙ্গ পূজা কর, তুমি কার পূজা কর? ঐ পাথরটুকুর?

শ্রীযুক্ত গিরীশ অধীর ভাবে বলিলেন,—না, না, আমি পাথর-পূজা করি না, আমি তোমার পূজা করি। তুমি ঐ পাথরে রয়েছ, ঐ পাথরের ভিতর দিয়ে আমি তোমাকে দেখ্‌তে পাই।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—হ্যাঁ বাবা, আমি ঐ গোমুণ্ডেও রয়েছি। যারা ঐ গোমুণ্ড রেখেছে, আমি তাদের হাতেও রয়েছি। মূর্খ ধর্ম্মান্ধ ব্যক্তিগুলিকে যে চালবাজ পরধর্ম্মদ্বেষী ব্যক্তিরা কুবুদ্ধি দিয়েছে, আমি তাদের মস্তিষ্কেও রয়েছি। আমারই যদি ভজনা কর গিরীশ, তবে এ সবারই পূজা কত্তে হবে। যাঁ থেকে সব কিছুর উৎপত্তি, যাঁতে সব কিছুর স্থিতি, যাঁতে সব কিছুর



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

বিলয়, এই গোমুণ্ড তাঁকে ছাড়া নয়। সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ। তুমি ব্রহ্মোপাসক, অখণ্ডের সাধক, এই গোমুণ্ডের ভিতরেও ব্রহ্মেরই উপাসনা কর, এই লাঞ্ছিত গৌরীপীঠের উপরেও অখণ্ডকেই দর্শন কর। বল গিরীশ,—"বিধি-বিষ্ণু-শিব-স্তুত-পাদযুগং, প্রণমামি শিবং শিব-কল্পতরুম্।"

শ্রীযুক্ত গিরীশ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া শিব-স্তোত্র পাঠ করিয়া কহিলেন,—প্রভো আমার অজ্ঞান তমসা ঘুচিয়ে দাও, তুমিই যে সব, তা আমাকে বুঝিয়ে দাও।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—যাও, এখন তোমার মন্দিরে ঢুকে সর্ব্বাগ্রে ঐ গোমুণ্ডটাকে নদীতে নিক্ষেপ কর। সবই ভগবানের বিভূতি, কিন্তু যে বিভূতির যেভাবে প্রকাশ, তার প্রতি তদুচিত অর্চ্চনার ব্যবস্থা হবে। বিভূতি যখন আবর্জ্জনারূপে প্রকাশ পায়, তখন দূরে নিক্ষেপ কর্লেই তার পূজা হ'ল। কিন্তু দূরে নিক্ষেপ করার সময় মনে রে'খ, যাকে নিক্ষেপ কচ্ছ, সেও ব্রহ্ম।

## দীক্ষার মানে

প্রায় দশ ঘটিকার সময়ে শ্রীশ্রীবাবামণি আসিয়া আকুবপুর পৌঁছিলেন। একটী ভদ্রলোক এবং তাঁহার পত্নী সম্প্রতি পুত্রশোকে কাতর, তাই তাঁহারা শ্রীশ্রীবাবামণির শ্রীচরণে দীক্ষাপ্রার্থী।

একজন জিজ্ঞাসা করিলেন,—দীক্ষা নিলে কি শোকের জ্বালা দূর হয়?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—নিশ্চয় হয়। দীক্ষার মানে কি ছেলে-খেলা? দীক্ষার মানে নবজন্মলাভ। দীক্ষা নিয়েও যদি





কারো শোক না যায়, তবে বুঝতে হবে দীক্ষাই হয়নি, একটা তামাসাই মাত্র হ'য়েছে।

ইহার পরে শ্রীশ্রীবাবামণি প্রায় চারি ঘণ্টাকাল ধরিয়া ভগবানে আত্মসমর্পণ সম্বন্ধে নানা প্রাণমনোহারী উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন।

আকুবপুর,
৩০শে কার্ত্তিক, ১৩৩৮

## সকল আত্মার আত্মীয় হও

পুত্রশোকার্ত্ত দম্পতী আজ অখণ্ড-দীক্ষায় দীক্ষিত হইলেন।

দীক্ষান্তে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ভুলে যাও তোমাদের অতীত শোক। জানো, ও-সব পূর্ব্বজন্মের স্বপ্ন-কাহিনী। অখণ্ড-মহামন্ত্রে আত্মনিমজ্জন কর, এর ভিতর দিয়ে জগতের সকল আত্মার আত্মীয় হও, সকল প্রাণের প্রাণাধিক হও, সকল পুত্রকন্যার পিতামাতা হও, সকল পিতামাতার পুত্রকন্যা হও, সকলের সর্ব্বস্বকে লাভ কর, সকলের তোমরা সর্ব্বস্ব হও।

## বিশ্বাসের শক্তি

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বিশ্বাস কর, অমৃতময় অখণ্ড-নামে, আর বিশ্বাস কর পরম-প্রভুর পরমমঙ্গল স্নেহাশিসে। বিশ্বাস তোমাকে পবিত্র নির্ম্মল কর্বে, সুন্দর কর্বে। বিশ্বাস তোমার হৃদয়কে পরিশোধিত কর্বে, তোমার জটিল প্রবৃত্তিকে সরল কর্বে, তোমার পাপবুদ্ধিকে ধর্ম্মবুদ্ধিতে পরিণত কর্বে, তোমার বাসনা-কামনাকে প্রেমে রূপান্তরিত কর্বে। বিশ্বাস কর, আর বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে ভগবানকে দর্শন কর, বিশ্বাসের



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

বলে তাঁকে অনুভব কর, বিশ্বাসের বলে তাঁকে আপনার আপনরূপে লাভ কর। বিশ্বাসের ভিতর দিয়ে তোমার কর্ম্মের তেজ, সাধনের উদ্দীপনা, জ্ঞানের প্রভা, উপলব্ধির গভীরতা বর্দ্ধিত কর। বিশ্বাস করার মানেই হ'ল নিঃশঙ্ক হওয়া, নির্ভীক হওয়া, বলবান্ হওয়া।

১ লা অগ্রহায়ণ, ১৩৩৮

অদ্য প্রাতে শ্রীশ্রীবাবামণি মেটংঘর পৌঁছিয়াছেন। সমাগত জনমণ্ডলীকে শ্রীশ্রীবাবামণি নানা সদুপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন।

## পবিত্রতা ও ঈশ্বর-বিশ্বাস

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—শান্তিলাভ যার কাম্য হবে, তাকে ভগবদ্-বিশ্বাসী হ'তেই হবে। তাঁকে বিশ্বাস ছাড়া প্রাণে কখনো শান্তি আস্‌তে পারে না। বিশ্বাসীই যথার্থ সুখী। কিন্তু ভগবদ্‌বিশ্বাস কি গায়ের জোরে আসে? ভালবাসা আর বিশ্বাস, দুটি জিনিষ আপনা থেকেই আসে, যদি মনটাকে নির্ম্মল রাখ্‌বার চেষ্টা কর। জোর ক'রে বিশ্বাস আনা যায় না, কিন্তু জোর ক'রে চিত্তকে নির্ম্মল করা যায়। সুতরাং অনুক্ষণ মনকে পাপ থেকে, কদর্য্যতা থেকে, লালসা থেকে প্রাণপণে দূরে রাখ। এর ফলে সময় মত বিশ্বাসের জোয়ার আপনি আসবে।

## ঈশ্বরবিশ্বাস ও আত্মবিশ্বাস

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ঈশ্বরবিশ্বাস আর আত্মবিশ্বাস এই দুইটিকে জানবে যমজ ভ্রাতা। তুমি তাঁর, তিনি তোমার। সুতরাং





আত্মবিশ্বাস বাড়্‌লে ঈশ্বরবিশ্বাস বাড়্‌বে, ঈশ্বরবিশ্বাস বাড়্‌লে আত্মবিশ্বাস বাড়্‌বে। তুমিই তিনি, তিনিই তুমি, সুতরাং তাঁতে বিশ্বাস করা আর নিজেতে বিশ্বাস করা একই কথা।

## বিশ্বাসই যথার্থ বল

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—শরীরের বলও বল নয়, বাগ্মিতার বলও বল নয়, বিশ্বাসই মানবের যথার্থ বল। বিশ্বাসের শক্তিতেই মানুষ বিশ্ববিঘ্ন পদাহত করে। বিশ্বাসের বলেই ধ্রুব বনে ব'সে নির্ভয়ে তপস্যা কর্‌লেন, প্রহ্লাদ হস্তিপদতলেও নির্ব্বিকল্প রইলেন, কত দেশে কত যুগে কত মহাত্মারা অগ্নিদগ্ধ হ'য়ে মরণকে আস্বাদন কত্তে কত্তেও ধর্ম্মের মহিমাকে প্রচার ক'রে গেলেন। বিশ্বাসই শক্তির কারণ, বিশ্বাসীর পরাজয় নেই।

## বিশ্বাসীর সঙ্গ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বিশ্বাসীর সঙ্গ ক'রো, তাতে বিশ্বাস বাড়্‌বে। যথার্থ বিশ্বাসীকে দর্শন কর্‌লেও অন্তরের সকল কু-যুক্তি কু-তর্ক পলায়ন করে। বিশ্বাসীর নিষ্কলুষ চিত্ত সকলের মনে নিষ্কলুষ অনুরাগ সৃষ্টি করে। বিশ্বাসীর স্নেহসিক্ত মন সমগ্র বিশ্বকে দিয়ে মঙ্গলকর্ম্ম করিয়ে নেয়। বিশ্বাসীর সাহচর্য্যে হৃদয়ের কঠোরতা কমে, স্বার্থপরতা কমে, নিষ্ঠুরতা কমে, পরহিতবুদ্ধি জাগে, সর্ব্বজীবে ঈশ্বরবুদ্ধি ক'রে জনসেবা কর্ত্তে রুচি আসে, নিরহঙ্কার নিরভিমান নির্ম্মৎসর নির্ম্মল জীবন-যাপনের দিকে লোভ জন্মে। সুতরাং বিশ্বাসীর সঙ্গকেই প্রকৃত তীর্থবাস ব'লে জান ক'রো।



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

## বিশ্বাসের কর্ম্মক্ষেত্র

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বিশ্বাস কখনও প্রত্যক্ষের বিরোধী হ'তে পারে না। বিশ্বাস প্রত্যক্ষকে দৃঢ় করে, প্রত্যক্ষ বিশ্বাসকে দৃঢ় করে। প্রত্যক্ষের ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ, বিশ্বাসের ক্ষেত্র অসীম। সীমাবদ্ধ প্রত্যক্ষের উপরে দাঁড়িয়ে অসীম বিশ্বাস নিজেকে বিস্তারিত করে। তোমার জীবনের প্রত্যেকটী প্রত্যক্ষকে হিসাব কর, আর বিচার কর যে, এর ভিতর দিয়ে ভগবানের মঙ্গলময় ইচ্ছা কি ভাবে নিজেকে পূর্ণ করেছে। এই অনুসন্ধানের পথেই তোমার বিশ্বাস ত্রিকালকে ত্রিলোককে নিজের বুকের ভিতর টেনে আনবে।

## অবিশ্বাসীর শান্তি নাই

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—অবিশ্বাসীর শান্তি কোথায়? দুইটী অবিশ্বাস মানবজীবনের পরম দুঃখের মূল। ভগবানে অবিশ্বাস আর স্ত্রীলোকে অবিশ্বাস। স্ত্রীলোকের চরিত্রে অবিশ্বাস ক'রে জগতে যত লোক আত্মহত্যা করেছে, এত বোধ হয় আর কোনও কারণে করেনি। ভগবানের উপরে অবিশ্বাস ক'রে যত লোক জীবনে অসফল হ'য়েছে, এত বোধ হয় আর কোনও কারণে হয়নি। অবিশ্বাসকে দূর ক'রে দাও, বিশ্বাস আসবার পথ প্রশস্ত হবে। যেমন, অপ্রেমকে দূর ক'রে দিলে চিত্তে প্রেম-সঞ্চারের পথ খুলে যায়।

## ঈশ্বর আছেন

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সবাই বল্‌ছে 'ঈশ্বর নাই',—কিন্তু তাতে তোমার ক্ষতি কি? তারা যা বল্‌বার বলুক, কিন্তু তুমি





জানো, তিনি আছেন। সত্যি সত্যি তিনি নাও যদি থাকেন, তবু জানো তিনি আছেন। তিনি আছেন জেনে তুমি নির্ভয় হও, নিশ্চিন্ত হও। সবাই বলে—'ঈশ্বর মঙ্গলময় নন',—তা সবাইকে বল্‌তে দাও। কিন্তু তুমি জানো, তিনি নিশ্চিতই মঙ্গলময়, এবং একথা জেনে বুকের বল বাড়াও, জীবন-ব্রতে আত্মদান কর্ব্বার সাহস বাড়াও, উৎসাহ বাড়াও, ধৈর্য্য বাড়াও, শৌর্য্য বাড়াও। সবাই বলে, তাঁর কখনো দেখা পাওয়া যায় না,'—সবাইকে তা' বল্‌তে দাও। কিন্তু তুমি জানো, তাঁকে দেখতে পাওয়া যায়, তাঁর বাণী শুন্‌তে পাওয়া যায়, তাঁকে স্পর্শ করা যায়, তাঁকে ভালবাসা যায়, তাঁর ভালবাসা অনুভব করা যায়,—স্ত্রীলোকের ভালবাসার চেয়ে সে ভালবাসা অধিকতর, মধুরতর, গভীরতর। একথা জে'নে তুমি নিজের ব্রতে দৃঢ় হও, নিজের লক্ষ্যে একাগ্র হও।

## ঈশ্বরবিশ্বাস ও জগৎ-কল্যাণ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—জগতের হিতের দিকেও যদি তাকাও, তবু তোমাকে ঈশ্বর-বিশ্বাসের জয়-গানই কত্তে হবে। ঈশ্বর-বিশ্বাসহীনতা স্বার্থপরতার সৃষ্টি করে, নিজের উদর, নিজের স্বার্থ, নিজের দাবী, নিজের অধিকার, নিজের প্রতিষ্ঠা, নিজের দুঃখ বিদূরণকে উপলক্ষ্য ক'রে অনুরূপ ব্যক্তিদের সঙ্গে সঙ্ঘপত্তন করায়। আর, যথার্থ ঈশ্বর-বিশ্বাস নিজের স্বার্থকে ছোট ক'রে পরের স্বার্থকে বড় করে, নিজের সুখের চেষ্টার চেয়ে পরের সুখের চেষ্টাকে প্রবলতর করে, নিজের স্বার্থকে কেন্দ্র ক'রে



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

সঙ্ঘকে গঠন না করিয়ে পরের স্বার্থকে কেন্দ্র ক'রে সঙ্ঘ গঠন করায়। জগৎ-কল্যাণের গোড়ার কথা ঈশ্বর-বিশ্বাস।

অপরাহ্ণ ছয় ঘটিকায় শ্রীশ্রীবাবামণি পাণ্ডুঘর গমন করিলেন।

## অতিথি-সেবা

শ্রীযুক্ত রাসবিহারী সরকার নামক শ্রীশ্রীবাবামণির এক প্রিয় ভক্ত শ্রীশ্রীবাবামণির খোঁজে বাঙ্গরা গিয়াছিলেন। বাঙ্গরায় শ্রীশ্রীবাবামণিকে না পাইয়া সেখান হইতে আকুবপুর যান। আকুবপুরে শুনিলেন শ্রীশ্রীবাবামণি পাণ্ডুঘরে। তখন তিনি পাণ্ডুঘরে আসিয়া শ্রীশ্রীবাবামণির শ্রীচরণ দর্শন করিয়া আনন্দ সহকারে বাঙ্গরার জমিদার রূপবাবুর আতিথেয়তার প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—দরিদ্রের মধ্যে যখন আতিথেয়তা দেখ্‌বি তখন জান্‌বি, তিনি ঈশ্বর-বিশ্বাসী ; ধনীর মধ্যে যখন দেখ্‌বি, তখন জান্‌বি, তিনি মহানুভব। অতিথি-সেবার আন্তরিকতা দিয়ে মানুষের মনুষ্যত্বের ওজন করা সহজ হয়। নগণ্য মানুষকে যাঁরা দেবতাজ্ঞানে সেবা করেন, তাঁরাই প্রকৃত আতিথেয় ব্যক্তি।

## পরিশ্রম ও তপস্যা

অন্য একটা কথা-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—পরিশ্রমকে ভয় পেয়ো না। পরিশ্রম কর, আর মনে মনে ধ্যান চালাও যে, এই পরিশ্রম তোমার ভবিষ্যৎ তপস্যার সুযোগ সৃষ্টি কর্ব্বে। একদিন যে গভীর তপস্যায় তোমাকে ডুবে যেতে হবে, তারই





আনুকূল্য হিসাবে প্রত্যেকটী শ্রম করা উচিত। ফলে, শ্রম বিফলে গেলেও মনের উপরে তপস্যা কর্ব্বার একটা পূণ্য আকাঙ্ক্ষা চিরস্থায়ী-রূপে থেকে যায়। এটাই জীবনের সকল পরিশ্রমের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার।

রহিমপুর আশ্রম,
৩রা অগ্রহায়ণ, ১৩৩৮

গতকল্য রাত্রে যখন শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী জগদ্ধাত্রী-পূজা করিতে করিতে শ্রীশ্রীবাবামণিকে অনুপস্থিত দেখিয়া কাঁদিতেছিলেন, ঠিক্ সেই সময়েই শ্রীশ্রীবাবামণি অপ্রত্যাশিতভাবে পূজামণ্ডপে আসিয়া পৌঁছাতে সকলের ভক্তিঅশ্রুধারার মধ্যে যে অলৌকিক আনন্দোচ্ছ্বাস প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহা গভীর রাত্রের পূর্ব্বে কাহারও শান্ত হয় নাই। একারণে অদ্য শ্রীশ্রীবাবামণি অনেক বেলায় নিদ্রোত্থিত হইয়াছেন। শ্রীশ্রীবাবামণি ঘুম হইতে উঠিয়া আশ্রমকুটীরের বাহিরে আসা মাত্রই শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী স্তোত্রপাঠ করিতে করিতে এক অঞ্জলি পুষ্প লইয়া শ্রীশ্রীবাবামণির শ্রীচরণ বন্দনা করিলেন।

## সসীম উপাসনার নিন্দা কেন

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—গিরীশ, কাল ব'সেছিলে মাটীর প্রতিমা পূজা কত্তে, ফলে এসে গেল জীবন্ত প্রতিমা। আজ আবার জীবন্ত প্রতিমা পূজা কত্তে এসেছ, এর ফলে যদি এসে যান নিরাকার নির্ব্বিকার অসীম অনন্ত জ্ঞানস্বরূপ আনন্দপ্রতিমা, তবে তোমার পূজা সার্থক। অসংখ্য লোকে



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

সসীমেই আটক প'ড়ে থাকে, আর এগিয়ে যেতে পারে না, তাই প্রতীকোপাসনার এত নিন্দা।

## নামে ডুবিয়া যাও

অদ্য বৃহস্পতিবার বলিয়া অপরাহ্নে সমবেত উপাসনা হইল। উপাসনান্তে শ্রীশ্রীবাবামণি উপদেশ-প্রসঙ্গে বলিতে লাগিলেন,—ডুবিয়ে দাও নিজের সকল সত্তাকে ভগবানের অমৃতমধুর অখণ্ড-নামের ভিতরে। নিজের নিজত্ববোধ ভুলে যাও। নামই সত্য, নামই অমৃত, নামই পূর্ণত্ব, এই জানো। আর এই অখণ্ডসত্যরূপ নামের ভিতরে নিজেকে নিমজ্জিত ক'রে দাও।

## আদর্শের পূজায় দুঃখবরণ

রাত্রিতে শ্রীশ্রীবাবামণি আশ্রমান্তরে জনৈক কর্ম্মীকে পত্র লিখিলেন,—

"সমাজের দুর্গতি দূর করিবার জন্য আত্মাহুতি দিবার দিন আসিতেছে। সেই সময়ে তোমাকে, আমাকে এবং প্রত্যেক সত্যব্রতীকে নিজ সর্ব্বস্ব দিয়া আদর্শের পূজা করিতে হইবে। আশীর্ব্বাদ করি, তপস্যার দ্বারা তাহার যোগ্য হও। সমগ্র জীবনের উৎসর্গ দিয়া দেশের জড় প্রাণে তারুণ্যের তরঙ্গ সৃষ্টি করিবার জন্যই তোমার জন্ম। আশ্রমের আর্থিক অবস্থা দেখিয়া এক মুহূর্ত্তের জন্যও ঈশ্বরের অনির্ব্বচনীয় মহিমায় আস্থাহীন হইও না। আর্থিক অবস্থা এখানেও শোচনীয়। অর্দ্ধোদর কোনও ক্রমে চলিয়া যাইতেছে। অভিক্ষা রাক্ষসী দেবতা। তার পূজায় আত্মবলি ছাড়া বলি নাই।"





রহিমপুর আশ্রম,
৪ঠা অগ্রহায়ণ, ১৩৩৮

শেষরাত্রে উঠিয়া শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিতে বসিলেন।

## অগ্রসর হও পুত্র

দ্বারভাঙ্গা রাজহাইস্কুলের একটী ছেলের কাছে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"কল্যাণীয়েষু ঃ—

শত বাধা শত বিঘ্ন করুক গর্জ্জন,
সিংহ ব্যাঘ্র করুক না তীব্র আক্রমণ,
তথাপি নির্ভীক প্রাণে
আপন লক্ষ্যের পানে
উল্কার মতন বেগে করহ গমন,
ভয়ে ভুলিও না চির-সাধনার ধন।

লাঞ্ছনা, গঞ্জনা আর শত অপমান,
নির্য্যাতন, অত্যাচার পর্ব্বত-প্রমাণ,
সব দলি' পদতলে
আত্মবিশ্বাসের বলে
আপন অভীষ্ট পথে হও আগুয়ান,
—তিমির-নিবিড় নিশা হোক্ অবসান।

সম্মুখে চাহিয়া দেখ, তব ভবিষ্যৎ
কি সুন্দর, কি উজ্জ্বল, কেমন বৃহৎ,
ধ্যানমগ্ন বিধাতার
অপরূপ সৃষ্টি কার



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

রচিছে বৈচিত্র্যময় মূরতি মহৎ!
অগ্রসর হও পুত্র, এ তোমারি পথ।

আশীর্ব্বাদক
—স্বরূপানন্দ—"

## দীক্ষার অপব্যবহার

স্থানান্তরে অবস্থিত জনৈক কর্ম্মীকে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"যে দেশে মৃতবৎসা নিবারণের জন্য, প্রমেহ-উপদংশ রোগ সারাইবার জন্য, পুত্রসন্তান লাভের জন্য, পরীক্ষায় পাশ করিবার জন্য, মোকদ্দমায় জিতিবার জন্য, লটারীর টাকা পাইবার জন্য এবং প্রণয়িনী বশ করিবার জন্য লোকে মন্ত্রগ্রহণ করিয়া থাকে, সেই দেশে গুরুর পদবী লাভ করা কি বিড়ম্বনাজনক! এই দেশে কাজ করিতে হইলে তোমাদিগকে একদিকে যেমন এসব ভণ্ড গুরুর শক্তির বিরুদ্ধে তপোলব্ধ ব্রহ্মবীর্য্য পরিচালনা করিতে হইবে, তেমনি আবার যার তার কাছে মাথা নোয়াইবার দাসসুলভ হীনতা হইতে এদেশের নরনারীকে রক্ষা করিবার জন্য বেদান্তের রুদ্রগম্ভীর বজ্রগর্জ্জনে বসুন্ধরা কাঁপাইতে হইবে।"

## সংসার শুধু সং-ই নহে

অপরাহ্ণে রহিমপুরের মহিলাগণ শ্রীশ্রীবাবামণির উপদেশ শ্রবণের জন্য আশ্রমে সমবেত হইয়াছেন। শ্রীশ্রীবাবামণি তাঁহাদিগকে সংসারে থাকিয়াও যে ঈশ্বরলাভ করা যায়, তদ্বিষয়ক উপদেশ দিতে লাগিলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সংসারটা কেবলই সং নয়, এর মধ্যে সারও আছে, এই বিশ্বাসটা আগে কর। শুধু ফক্কিকারী





নয়, কেবলই কপট ধাঁধা নয়, এর ভিতরে মাল আছে, সেই কথাটা আগে মানো। তারপরে সেই মালের, সেই সারের খোঁজ কর। পাথর-কাঁকরের মধ্যেই মানুষ হীরা-জহরতের অনুসন্ধান করে, ফাঁকা আস্‌মানের মধ্যে নয়।

## সার অন্বেষণ কর

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু শুধু সং নিয়ে মজে থেকো না, সারটুকুর জন্য উদ্‌গ্রীব হও। দুধ খায় লোকে কি তার জলটুকুর জন্য, না, যে সারটুকু শরীরে গিয়ে তাকে পোষণ কর্ব্বে, সেই সারটুকুর জন্য? তোমরাও সংসারী ক'রো সং-টুকুর জন্য নয়, সার-টুকুরই জন্য। অবিরাম অন্বেষণ কর সার কোথায়, সার কতটুকু। এই পুত্র, এই কন্যা, এই পতি, এই পরিজন, এই আহার, এই বিহার, এই ভ্রমণ, এই শয়ন, এই রন্ধন, এই পরিবেশন—এই সকলের মধ্যে সার কি, তার খোঁজ কর। খোঁজ কত্তে কত্তে ক্লান্ত হ'য়ে যাও, তবু খোঁজ ছেড় না! এই ত' ছেলেকে খেতে দিচ্ছ, মেয়েকে বিয়ে দিচ্ছ, খোঁজ কর, এর ভিতর স্থায়ী কাজ কি করা হচ্ছে। এই ত' পরিজনের সেবা কচ্ছ, স্বামীর সন্তোষ-সাধন কচ্ছ, রান্না কচ্ছ, আহার কচ্ছ, ভ্রমণ কচ্ছ, শয়ন কচ্ছ, ঘুমাচ্ছ বা রাত্রি জাগ্‌ছ, অন্যের সঙ্গে বাস কচ্ছ বা একাকী থাকছ, শেষ ফলে নিত্যলাভ তোমার কি হচ্ছে? অবিরাম এই খেয়াল রাখ, এই হিসাব খোঁজ।

## অনিত্যকে নিত্য কর

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—অবশ্য কতবার হতাশ হ'য়ে পড়্‌বে, কতবার বুদ্ধিবিভ্রম ঘট্‌বে, কতবার সার-অসারের পার্থক্য নির্ণয়ে



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

অক্ষম হ'য়ে পড়্‌বে, তবু অধ্যবসায় ছাড়্‌বে না। কেবল খোঁজ, এই যে পুত্রকে বুকে ধ'রে তৃপ্তি পাও, তার মধ্যে নিত্য জিনিষ কতখানি, সেই তৃপ্তি নিত্যস্থায়ী কি ক'রে হ'তে পারে ? কেবল খোঁজ, এই যে স্বামীকে নিয়ে সোহাগ কচ্ছ, তার ভিতরে নিত্য জিনিষ কতখানি, সেই সোহাগকে নিত্যস্থায়ী কর্‌বার উপায়ই বা কি ? অনিত্যকে নিত্য করা যায়, অস্থায়ীকে চিরস্থায়ী করা যায়, যিনি নিত্য, যিনি শাশ্বত, তাঁকে যদি অনিত্যের ভিতরেও দর্শন করা যায়। যে ভাবে পার মা প্রাণপণ চেষ্টায় অনিত্যকে নিত্য কর।

## ভগবানই একমাত্র নিত্যবস্তু

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ভগবানই একমাত্র নিত্যবস্তু। ভগবানই সত্যিকারের ''তুমি'', সত্যিকারের ''আমি'', সত্যিকারের ''সে''। 'আমি', 'তুমি', 'সে' এদের কোনও পৃথক তাত্ত্বিক সত্যতা নেই, এ সবই সত্যস্বরূপ সারাৎসার ভগবানের বিচিত্র প্রকাশ। নিত্যসত্য ভগবানকে সকলের ভিতরে দর্শন কর। পুত্রকে কোলে নাও, দোষ কি? পুত্রের মধ্যে ভগবান্ যে আছেন, দে'খে নাও। স্বামীকে সোহাগ কত্তে দোষ কি ? স্বামীর ভিতরে যে ভগবান আছেন, তা' দেখে নাও। সকল কাজে সকল ব্যাপারে যখন যার যেটুকু সংশ্রবে আস্‌ছ, তার সম্পর্কে যোগ্য কর্ত্তব্য পালন কর, কিন্তু তার ভিতরে যে ভগবান্ আছেন, তা দেখে নাও। যখন একাকিনী থাক্‌বে, তখনও তোমার নিজের ভিতরে যে ভগবান্ আছেন, তা' দেখে নাও। জেনে নাও, ভগবানই একমাত্র নিত্যবস্তু এবং একমাত্র সত্য।





'আমি' 'আমি' ব'লে যখন পড়শীর সঙ্গে কলহ কর, তখনও জানো যে 'আমি' বলে কেউ নেই, আছেন একমাত্র ভগবান্। 'তুমি' 'তুমি' ব'লে যখন প্রিয়জনের সঙ্গে প্রেম কর, তখনও জানো যে, 'তুমি' ব'লে কেউ নেই, আছেন একমাত্র ভগবান্।

৫ই অগ্রহায়ণ, ১৩৩৮

কাছাড় জেলা হইতে একটী যুবক শ্রীশ্রীবাবামণির পাদপদ্ম দর্শনের জন্য গতকল্য অপরাহ্নে আসিয়াছেন। তাঁহাকে লইয়া শ্রীশ্রীবাবামণি অদ্য প্রাতে মোচাগড়া আশ্রমে চলিলেন। যুবকটী তাঁহার জীবনের কয়েকটী বিষাদপূর্ণ তথ্য জ্ঞাপন করিলেন।

## আশার বাণী

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—হরদম স্ত্রী-সহবাস ক'রে ক'রে মন নরককুণ্ডে পরিণত হয়েছে। তাতে কি হয়েছে ? যৌবনের তাড়নায় বাসনার সেবা ক'রে পশু হয়েছিস্। তাতেই বা কি হয়েছে ? সব পাপ তোর নাশ হবে, সব তাপ তোর দূর হবে। পাপীকেই ত' উদ্ধার কত্তে হয়। রোগীর জন্যই ত' ঔষধ। বিন্দুমাত্র ঘাবড়াবি না। অতীতের সব কলঙ্ক মুছে যাবে। আমি তোকে পবিত্র জীবন দান কর্ব্ব।

## পতিতার উদ্ধার

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কত মেয়েরাও আজকাল ভুল কচ্ছে। ভুল না কর্ল্লেই ভাল ছিল। কিন্তু যে একবার ভুল ক'রে ফেলেছে, তার কি আর উদ্ধারের পথ থাক্‌বে না ? ছেলে হও, মেয়ে হও, যে যেই ভুলই ক'রে থাক না কেন, সকলের জন্য



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

উদ্ধারের পথ খোলা রয়েছে। জগতে আর কেউ উদ্ধার কত্তে না পারে, ত' আমি কর্ব্ব।

## প্রকৃত অনুতাপ চাই

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু প্রকৃত অনুতাপ আসা চাই। মদ খেয়ে মাতাল হ'য়ে বুদ্ধিভ্রংশের সময়ে কি অন্যায় হঠাৎ ক'রে ফেলেছ, তা নিয়ে আমি মাথা ঘামাতে চাই না। কিন্তু আর যে মদ খাবে না, এই শুভবুদ্ধি আসা চাই।

## সাধিয়া প্রলোভনে যাওয়া

মোচাগড়া আসিলে একজন যুবকের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—যৌবনসুলভ স্বাভাবিক দেহধর্ম্ম যুবক কি যুবতীকে নিজের আয়ত্ত কত্তে চাইবেই। তুমি তার সঙ্গে লড়াই দিতে যেতে পার, কিন্তু যতক্ষণ তোমার যৌবন না অতিক্রান্ত হচ্ছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সে তার বিক্রম প্রকাশ কত্তে চেষ্টা কর্ব্বেই। এই যখন অবস্থা, তখন সেধে সেধে প্রলোভনের মধ্যে যাওয়া অতি মারাত্মক রকমের ভুল। এই জন্যই যুবক-যুবতীদের মধ্যে অত্যন্ত মেশামিশিকে শাস্ত্রকারেরা আতঙ্কের দৃষ্টিতে দেখেছেন। আমিও এর সমর্থক এই কারণেই নই।

## প্রলোভন হইতে দূরে থাক

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কারো কারো সংসর্গের এমনই বিশিষ্টতা থাকে যে, এই সংসর্গে কিছুদিন থাক্‌লেই দেহধর্ম্ম নানাপ্রকারের উত্তেজনা সৃষ্টি কত্তে আরম্ভ করে। এ অবস্থায় সময় থাক্‌তে স'রে পড়া ভাল। বীরত্ব সব জায়গায় ভাল, কিন্তু





নিষ্প্রয়োজনে এসব ক্ষেত্রে বীরত্ব প্রদর্শনকে মূর্খতা মনে কত্তে হবে। যীশুর মত বীর জগতে অধিক আসেন নি, কিন্তু তিনিও প্রলোভন থেকে দূরে স'রে থাকাকেই মঙ্গলের শ্রেষ্ঠ পথ ব'লে জ্ঞান কত্তেন।

## যৌবন অতি বিষম কাল

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—যৌবন এমনি কাল যে, ভোগ কর্‌বার বৈধ পন্থা যাদের জন্য উন্মুক্ত রয়েছে, তারাও অনেকে দেহধর্ম্মের তাড়নায় ভোগের অবৈধ পন্থার অনুবর্ত্তন না ক'রে পারেন না। ভরদ্বাজ, পরাশর, অহল্যা, দ্রৌপদী এঁরাও নাকি চঞ্চল হয়েছিলেন। যৌবনের চপলতা যখন এতই স্বাভাবিক, তখন তার উপরে আবার নিজে সেধে প্রলোভনের সঙ্গে একত্র বাস্তব্য করা অতি বিপজ্জনক ব্যাপার! আত্ম-রক্ষা ক'রে যে চল্‌বে এবং নিষ্কলঙ্ক যে নিজেকে রাখ্‌বে, তার যে কতখানি সতর্কতা আর চতুরতা প্রয়োজন, তা ভেবে দে'খো।

## যুবক-যুবতীর দীর্ঘকাল একত্র-বাস

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—যাদের সংসর্গ প্রথম সময়েই দেহধর্ম্মকে উত্তেজিত করে না, এমন যুবক-যুবতীরাও বেশীদিন একত্র থাক্‌তে থাক্‌তে ক্রমশঃ নিজেদের মনের মধ্যে ভোগ-বীজাণুর অবস্থান কর্ব্বার জন্য খোঁজ সৃষ্টি ক'রে নেয়। অলক্ষিতে সেই বীজাণুর সঞ্চার হয়, নানা ঘটনা-পরম্পরায় সেই বীজাণুর বংশ-বিস্তার হয় এবং পরিণামে সর্ব্বনাশ ঘটে। দীর্ঘকাল একত্র অবস্থানের ফলে অনেক সময়ে মানুষের মন এমন অবস্থা প্রাপ্ত হয় যে, জঘন্য ও কদর্য্য লালসাকে উত্তেজিত দেখেও তাকে



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

জঘন্য বা কদর্য্য ব'লে স্বীকার কত্তে চায় না। কখনও তুমি তোমার প্রতিবেশিনীর অতি পবিত্র ও সর্ব্বদোষপ্রমুক্ত ঘনিষ্ঠতাকে মনে মনে যৌনলালসা-প্ররোচিত ব'লে বৃথা কল্পনা ক'রে নিজেরই অজ্ঞাতসারে নিজের পাপ-প্রবৃত্তিকে উত্তেজিত ক'রে তুলতে পার; কখনো বা তোমার অপবিত্র বা নিকৃষ্ট আচরণকে সদর্থ-প্রণোদিত ও মঙ্গলজনক মনে ক'রে হাসিমুখে প্রশ্রয় দিতে দিতে সে তোমার রাক্ষসী লালসার জালে আবদ্ধ হ'য়ে পড়্তে পারে। সুতরাং মেশামেশির বেলায় কি যুবক কি যুবতী উভয়েরই সতর্কতা দরকার, চ'খ খোলা থাকা দরকার।

## কোন্ মন্ত্র জপনীয়

অপরাহ্ণে শ্রীশ্রীবাবামণি রহিমপুর আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন। একটী জিজ্ঞাসুর প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন,—কোন মন্ত্র জপ করবি ? যে মন্ত্র সকল ভেদ, সকল দ্বন্দ্ব ঘুচিয়ে দেয়। যে মন্ত্র সম্প্রদায়-বুদ্ধির উর্দ্ধে। যে মন্ত্র জপলে সব মন্ত্র জপ করা হয়। যে মন্ত্রের মাঝে সব মন্ত্র মিশে আছে।

৬ই অগ্রহায়ণ, ১৩৩৮

## ...ই সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়

...একটার সময়ে শ্রীশ্রীবাবামণি নবীপুর ...াদ্দারের ভবনে সমাগতা মহিলাদিগকে ...িয়াছেন।

...র্ণনার পরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন, ...চেয়ে প্রিয়তর কিছু নেই, থাকতে ...খনো হবে না। কিন্তু অন্ধ ব'লেই





তোমরা ভগবানের পাওয়া ভালবাসা যা' তা' জায়গায় বিলিয়ে দিচ্ছ। আকুল প্রাণে ভগবানকে ডাকো আর প্রার্থনা কর যে, তিনিই যে তোমাদের প্রত্যেকের প্রিয়তম, তার চেয়ে বেশী ভালবাসার যে আর কেউ নেই বা কিছু নেই, সেই কথাটা যেন তিনি তোমাদের বুঝিয়ে দেন।

## নামজপাদির উদ্দেশ্য

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—নামজপই বল, আর পূজার্চ্চনাই বল, ভগবানের চেয়ে প্রিয় যে আর কেউ নেই, এই কথাটা জান্‌বার জন্যেই সব।

## জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দিন

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সেই দিনটিই জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দিন, যেদিন তোমাদের উপলব্ধ হবে যে, জগতের সকল আপন জনের চেয়েও শ্রীভগবান্‌ই বেশী আপন, জগতের সকল অন্তরঙ্গের চেয়েও ভগবানই অন্তরঙ্গতম। সেই দিনটীই জীবনের শ্রেষ্ঠ দিন, যেদিন ভগবানের চেয়ে প্রিয়তর ব'লে আর কেউ অনুভূত হবে না, ভগবৎ-প্রাপ্তির সুখই একমাত্র সত্যসুখ ব'লে প্রত্যক্ষ অনুভূত হবে এবং জগতের অন্য সকল প্রকারের সুখ তার তুলনায় তুচ্ছ, আলুনি ও নিতান্ত নিকৃষ্ট ব'লে জ্ঞান হবে।

## অবিরাম নাম কর

অপরাহ্ণে নবীপুর হইতে শ্রীশ্রীবাবামণি রহিমপুর আশ্রমে ফিরিয়াই কোদালের কাজে আত্মনিয়োগ করিলেন। কাজের সময়ে কর্ম্মীদের মধ্যে সামান্য একটু গোলযোগ হইতেছিল।



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—গোল ক'রো না লক্ষ্মী ছেলেরা, নাম কর। অনুক্ষণ নাম ক'রে যাও। কোদালের তালে তালে, বোঝা নিয়ে চল্‌বার সময়ে পায়ের তালে তালে, ঝুড়ি থেকে মাটি ফেল্‌বার শব্দের সাথে, নামই কর। একেই বলে অজপা-সাধন। শুধু শ্বাসপ্রশ্বাসে জপলেই অজপা-সাধন হয়, তা নয়, অনুক্ষণ অবিরাম যে ভাবেই নামজপ, তাই জেনো অজপা-সাধন। নাম জপ্‌তে জপ্‌তেই যাতে ম'রে যেতে পার, তার জন্য জীবৎকালের প্রত্যেকটী মুহূর্ত্ত নামের সেবায় কাটাবার চেষ্টা কর।

মোচাগড়া,
৭ই অগ্রহায়ণ, ১৩৩৮

## ঢেঁকির শব্দে ভগবানের নাম

অদ্য মোচাগড়ার মহিলাগণকে ধর্ম্মকথা শুনাইবেন বলিয়া প্রাতেই শ্রীশ্রীবাবামণি মোচাগড়া আসিয়াছেন। কিন্তু পল্লীর মেয়েরা ধানভানা নিয়া এত ব্যস্ত রহিয়াছেন যে, বেলা তিন ঘটিকা পর্য্যন্ত কাহারও পক্ষেই অবসর পাওয়া সম্ভব হইল না।

শ্রীশ্রীবাবামণি জনৈক যুবককে বলিলেন,—মাদের বল, ঢেঁকির শব্দের সাথে সাথে যেন তাঁরা অবিরাম ইষ্টনাম জপ করেন। তাহ'লে ঢেঁকির শব্দ শুন্‌লেই সেরা ধর্ম্মকথা শোনা হবে।

## নিদ্রা ও মোহ জয়ের উপায়

আগামী ১৪ই পৌষ মোচাগড়া আশ্রমের উদ্বোধন-উৎসব হইবে। তদুপলক্ষে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ণয়ের জন্য রাত্রি দশ ঘটিকায় গ্রাম-জ্যেষ্ঠেরা সকলে মিলিয়া একটি সভা করিলেন। সভার





কাজ সারিতে সারিতে রাত্রি একটা বাজিয়া গেল। রাত্রি একটায় শ্রীশ্রীবাবামণি সহচর শ্রীমান্ জীবনকে সহ পূর্ব্ব নির্দ্দেশানুযায়ী ভবানীপুর গ্রামে নির্দ্দিষ্ট ভবনে বিশ্রাম লইবার জন্য আসিলেন। কিন্তু পল্লী গভীর নিদ্রায় অচেতন, সামান্য একটু ডাকাডাকি করিয়া কাহাকেও জাগান গেল না দেখিয়া শ্রীশ্রীবাবামণি জীবনকে লইয়া রহিমপুর রওনা হইলেন।

জীবন অল্পবয়স্ক এক আশ্রম-বালক। রাত্রি অধিক হওয়ায় তাহার অত্যন্ত ঘুম পাইতেছিল।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—নিদ্রাজয়ের উপায় জানিস্? বারদীর লোকনাথ ব্রহ্মচারীর মতন বিনিদ্র পুরুষদের কথা ভাবা। মোহজয়ের উপায় জানিস্? মোহজয়ী কামজয়ী নিঃস্পৃহ নির্লিপ্ত সিদ্ধতপা পুরুষদের চরিত্র চিন্তা করা।

রাত্রি প্রায় দুই ঘটিকার সময়ে শ্রীশ্রীবাবামণি আসিয়া রহিমপুর আশ্রমে বিশ্রাম গ্রহণ করিলেন।

রহিমপুর আশ্রম,
৮ই অগ্রহায়ণ, ১৩৩৮

## ব্রতত্যাগ বনাম প্রাণত্যাগ

অদ্য অপরাহ্নে গ্রামান্তর হইতে আগত কয়েকটী যুবকের সহিত আলাপ-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ব্রত গ্রহণ ক'রে তার পরে ব্রতভঙ্গ করা অতি ভয়ঙ্কর কাজ। কারণ, একটি ক্ষেত্রে ব্রতভঙ্গ হ'লে পরে আরও দশটী স্থলে ব্রতভঙ্গ অতি সহজ হ'য়ে পড়ে। এজন্য ব্রত যদি নাও, তবে এমন কঠোর-



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

সঙ্কল্প হ'য়ে নেবে, যেন প্রাণত্যাগ কত্তে হ'লেও ব্রতত্যাগ না কত্তে চাও।

## সংসর্গের ফল ও ব্রতরক্ষা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—জীবনে যাঁরা কখনও ব্রতত্যাগ করেন না, সব জায়গায় যাঁরা কোমল কিন্তু ব্রতনিষ্ঠায় যাঁরা কঠোরভাবে একনিষ্ঠ, তাঁদের সঙ্গ করবে, তাঁদের কথা ভাববে। সংসর্গের ফলেই মানুষ দৃঢ় হয় আর শিথিল হয়।

## ব্রতচ্যুতির উপদেশ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—যাঁদের উপদেশ তোমার ব্রতচ্যুতির প্ররোচক, তাঁরা সৎলোক হ'লেও তাঁদের সংসর্গ ত্যাগ কর্ব্বে, এমনকি তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞতার কারণ থাক্‌লেও এই বিষয়ে অনমনীয় হবে। অনেকে হয়ত স্পষ্ট কথায় তোমাকে ব্রতত্যাগ কত্তে উপদেশ দিতে না পারেন, কিন্তু যে হিতোপদেশ তাঁরা দেন বা যে জীবনাদর্শ তাঁরা প্রদর্শন করেন, তারই পরোক্ষ ফলে তোমার ভিতরে যদি ব্রতনিষ্ঠায় হানি আস্‌বার সম্ভাবনা দেখ, তবে সৎলোকের সংসর্গও তোমার পক্ষে হিতকর নয়, একথা জেনো। যেমন মনে কর, সতীত্বই যার ব্রত, এমন একটি মেয়ের কাছে কোনো ভাললোকও যদি অসতী রমণীদের সমৃদ্ধি ও প্রতাপের প্রশংসায় রত হল, তবে তার পরোক্ষ ফল নিজ ব্রতের প্রতি নিষ্ঠারক্ষার রুচিকে কখনও হয়ত দুর্ব্বল কত্তে পারে জেনে, সতী রমণীর পক্ষে সৎলোক হ'লেও এমন লোকের সংসর্গ ত্যাগ করা উচিত। স্বদেশসেবাই যার ব্রত, এমন একটী লোকের





কাছে কোন ভাললোকও যদি বিদেশীর পদলেহনকারী স্বদেশদ্রোহীদের ঐহিক উন্নতি ও প্রতিপত্তির প্রশংসায় রত হন, তবে তার পরোক্ষ ফলে নিজ স্বাদেশিকতার প্রতি শ্রদ্ধা স্খলিত হ'তে পারে জেনে, এ সংসর্গ বর্জ্জন করাই সঙ্গত।

## ব্রতরক্ষা ও নির্ব্বিদ্বেষ ভাব

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু ব্রতরক্ষায় সচেতন থাক্‌বে ব'লেই যে লোকের প্রতি বিদ্বেষ কত্তে হবে, তা নয়। তুমি স্বদেশ-সেবা কর্ব্বে ব'লেই যে বিদেশীকে বিদ্বেষ কর্ব্বে, তা নয়। তুমি স্বধর্ম্মে লেগে থাক্‌বে ব'লেই যে পরধর্ম্মীর অনিষ্ট সাধনে চেষ্টা কর্ব্বে, তা নয়। তুমি নিজ চরিত্ররক্ষা কর্ব্বে ব'লেই যে দুশ্চরিত্র লোকদের প্রতি হিংসা পোষণ কর্ব্বে, তা নয়। অন্তরকে কর্ব্বে বিদ্বেষ-বর্জ্জিত আর ব্রতপালনের জন্য প্রাণ দিতে সর্ব্বদা থাক্‌বে প্রস্তুত। এই দুইটী গুণ তোমার মধ্যে থাকা চাই-ই চাই।

## পাপব্রত ও পুণ্যব্রত

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—অবশ্য ব্রত গ্রহণের কালে তোমাকে দেখ্‌তে হবে, কেমন ব্রত নিচ্ছ। নরহত্যার ব্রত, পরনারী হরণের ব্রত, লোকের ঘরে আগুন লাগাবার ব্রত, মিথ্যা অপবাদ প্রচারের ব্রত, এসব তুমি গ্রহণ কত্তে পার না। বর্ব্বর যুগের লোকে ভাব্‌ত যে, জোর ক'রে পরের মেয়ে ধরে আন্‌লে পুণ্য হয়। কিন্তু সে যুগ এখন নেই। জোর ক'রে বা প্রলোভন দেখিয়ে কাউকে নিজ ধর্ম্মে দীক্ষিত কর্লে এযুগে আর কোন পুণ্যই হবে



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

না। কি ব্রত গ্রহণ কচ্ছ, সেই ব্রতের সঙ্গে তোমার নিজের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মঙ্গল কতটা জড়িত, এ গ্রহণের গৌণফল সমাজের ও মানবজাতির উপরে শুভময় হচ্ছে কিনা, তা বিচার ক'রে দেখো। পুণ্যব্রত হও, পাপব্রত হ'য়ো না।

রহিমপুর আশ্রম,
৯ই অগ্রহায়ণ, ১৩৩৮

অদ্য শেষরাত্রে উঠিয়া শ্রীশ্রীবাবামণি কতকগুলি জরুরী পত্র লেখা শেষ করিলেন।

## নারীর দৃঢ়তার আবশ্যকতা

শ্রীশ্রীবাবামণি তাঁহার এক স্নেহাস্পদা ধর্ম্মকন্যাকে লিখিলেন,—

"তুমি মেয়ে হইয়া জন্মিয়াছ বলিয়াই যে আমি তোমাকে তুচ্ছ মনে করিয়াছি, তাহা নহে। বর্ত্তমান দেশের অবস্থা, অন্ধকারের রাজত্ব এবং তোমাদের উপরে পুরুষদের অত্যাচার করিবার বা অন্যায় সুযোগ গ্রহণের যে প্রবণতা, তাহা ভাবিয়াই আমি দুঃখ করিতেছিলাম। তোমার ভবিষ্যতে আমি বিশ্বাস করি এবং তোমার দৃঢ়তা দর্শনে আমি অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিয়াছি। নিষ্প্রয়োজনে দৃঢ়তা প্রদর্শন দ্বারা নারী কাহারও শ্রদ্ধার পাত্রী হয় না, কিন্তু প্রয়োজন-ক্ষেত্রে দৃঢ়তা প্রদর্শন না করিতে পারিলে তাহার ইহকাল ও পরকাল উভয়ই বিনষ্ট হইতে পারে। সুতরাং তোমার দৃঢ়তাপূর্ণ মনোবৃত্তিকে আমি অভিনন্দিত করিতেছি। রমণীজনোচিত লজ্জাশীলতাকে ক্ষেত্রোপযোগী দৃঢ়তায় সুসজ্জিত





করা যে একান্ত প্রয়োজন, তাহা তুমি আমার উপদেশ ছাড়াই বুঝিতেছ দেখিয়া আমার আনন্দের সীমা নাই।"

ভাণী সেবাশ্রমের বার্ষিকোৎসব-সভায় সভাপতিত্ব করিবার জন্য শ্রীশ্রীবাবামণিকে আজ রাত্রি নয় ঘটিকায় নৌকাযোগে রওনা হইতে হইল। রহিমপুরের শ্রীযুক্ত সূর্য্যমোহন রায় সঙ্গে গেলেন। রাত্রি সাড়ে তিন ঘটিকায় নৌকা ভাণী পৌঁছিল।

ভাণী সেবাশ্রম,
১০ই অগ্রহায়ণ, ১৩৩৮

অদ্য অপরাহ্ণে ভাণী সেবাশ্রমের বার্ষিক উৎসবের সভা উপলক্ষ্যে নানাস্থান হইতে কয়েকজন বক্তা আগমন করিয়াছেন। শ্রীশ্রীবাবামণি সভাপতির পদে বৃত হইবার পরে একে একে বক্তাদিগকে বক্তৃতা প্রদান করিতে অনুরোধ করিলেন। একজন স্থানীয় মৌলভী বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বেশ জোর দিয়াই বলিতে আরম্ভ করিলেন যে, সমগ্র জগৎ ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ না করিলে জগতে কখনও শান্তি আসিবে না। সভাপতি একখানা শ্লিপ লিখিয়া বক্তাকে জানাইলেন যে, সেবাশ্রমের সভায় লোকের সেবাবুদ্ধি ও পরকল্যাণ-প্রেরণা বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করিলেই সমবেত জনমণ্ডলীর প্রার্থনা পূরণ করা হইবে, সুতরাং আজ যেন আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম-সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা আর নিকৃষ্টতা নিয়া বিচার বা আলোচনা স্থগিতই থাকে। কিন্তু বক্তা থামিলেন না বা বক্তৃতার মোড়ও ফিরাইয়া লইলেন না। দেশ সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্পে আচ্ছন্ন এবং এতদঞ্চলে মুসলমানেরা সংখ্যায় অত্যন্ত



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

বেশী, সুতরাং স্থানীয় শান্তি-অশান্তির মুখপানে তাকাইয়া শ্রীশ্রীবাবামণি জোর করিয়া বক্তা মহোদয়কে বসাইয়া দেওয়া অসঙ্গত মনে করিলেন। যাহা হউক, অনেকক্ষণ ব্যাপিয়া সুদীর্ঘ বক্তৃতা দানের পরে উল্লিখিত বক্তা সাহেব আসন গ্রহণ করিলেন। অতঃপর অপরাপর কতিপয় বক্তার বক্তৃতার পরে শ্রীশ্রীবাবামণি বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করিলেন।

## সভাপতির কর্ত্তব্য

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—জননীগণ ও ভদ্রমহোদয়গণ, যদিও এটী সেবাশ্রমের সভা এবং এই জন্যই একমাত্র "সেবাধর্ম্ম কি, সেবাধর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা কি, সেবা কাকে বলে, সেবা কর্ম্মার যোগ্যতা কি ভাবে আসে এবং সেবা কাকে দিতে হয়,"—এই বিষয়ের মধ্যেই আজ আমাদের সকলের আলোচনা সীমাবদ্ধ থাকা উচিত, তথাপি সভাপতির একটী অসুবিধাজনক কর্ত্তব্য আছে, যে কর্ত্তব্য থেকে আমি নিজেকে অব্যাহতি দিতে পারি না। প্রকৃত প্রস্তাবে আলোচ্য বিষয় নিয়ে নিজের চিন্তাধারা ও অভিজ্ঞতার সঙ্গে শ্রোতৃবর্গকে পরিচিত করা এবং তদুচিত একটি আদর্শের প্রতি তাঁদিগকে আকৃষ্ট বা শক্তি থাক্‌লে পরিচালিত করাই সভাপতির একমাত্র কর্ত্তব্য নয়, পরন্তু সভাস্থলে যাঁরা যে বিষয় আলোচনা করেছেন, তাঁদের সকলের মতের মধ্যে যে সকল বাহ্য অসামঞ্জস্য বা আপাত বিরুদ্ধতা রয়েছে, তাকে বেশ সুসমঞ্জসমূর্ত্তিতে আপনাদের নিকটে অপক্ষপাত-ভাবে উপস্থিত করাও সভাপতির কর্ত্তব্য। অথবা বলতে গেলে, এইটীই





সভাপতির সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য। কিন্তু এই কর্ত্তব্যটীর উদ্‌যাপন সহজ নয়।

## ইতিহাসের শিক্ষা

অতঃপর শ্রীশ্রীবাবামণি বিভিন্ন বক্তার বিভিন্ন বক্তৃতাংশের উল্লেখ করিয়া সব বিষয়ের সামঞ্জস্য বিধান করিতে লাগিলেন এবং পরিশেষে বলিলেন,—বন্ধুগণ, আর একটি বিষয়ের প্রতি আপনাদের দৃষ্টিকে একটুখানি আমন্ত্রণ না ক'রে আমি আমার প্রকৃত বক্তব্য বিষয়ের দিকে অগ্রসর হ'তে পাচ্ছি না। আমাদের এক শ্রদ্ধেয় বন্ধু যথেষ্ট পাণ্ডিত্য এবং প্রচুর ভাবপ্রবণতা সহকারে যুক্তির পর যুক্তি দিয়ে শাস্ত্র-বচনের পরে শাস্ত্রবচন উদ্ধৃত ক'রে আপনাদিগকে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, একদিন সমগ্র জগৎকে ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ কত্তে হবে এবং যতক্ষণ সকলে ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ না কচ্ছেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত জগতে শান্তি নেই। আমি আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধুর যুক্তি এবং শাস্ত্র-বচনের প্রমাণগুলিকে অস্বীকার কত্তে বা সেইগুলির কোনও প্রতিবাদ কত্তে চাই না। কিন্তু আমি আপনাদিগকে কয়েকটী কথা বিবেচনা ক'রে দেখ্‌তে অনুরোধ করি। বন্ধুগণ, আপনাদের মধ্যে অধিকাংশই মুসলমান-ধর্ম্মাবলম্বী, সুতরাং আপনারাই সাক্ষ্য প্রদান কত্তে আমার চাইতে অধিকতর অধিকারী যে, জগতের সকলে মুসলমান হ'য়ে গেলেই জগৎ থেকে অশান্তি, বিদ্বেষ, ঈর্ষ্যা, এসব দূর হবে কি না। এই প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর আমার চেয়ে আপনারা বেশী জানেন। খলিফা ওস্‌মানের মৃত্যুর পর যখন হজরত আলি খালিফা



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

হ'লেন, মুসলমান হ'য়েও তাল্‌হা (Talha) ও জোবীর (Zobeir) কেন বিদ্রোহ কর্লেন, মুসলমান হ'য়েও কেন মোয়াভিয়া (Mowa-Viya) খলিফা-পদের জন্য আলির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ কর্লেন? আম্‌রু, মোয়াভিয়া এবং আলিকে যারা গুপ্তভাবে হত্যা করার চেষ্টা কর্ল্ল এবং আম্‌রু ব্যতীত অপর দুইজনকে গুরুতর আঘাত কর্ল্ল, যার ফলে হজরত আলির মৃত্যুই হ'য়ে গেল, তারা মুসলমান হ'য়েও কেন এমন জঘন্য কাজ কর্লে? এজিদ্‌ যখন খলিফা হলেন, তখন মুসলমান হ'য়েও হজরত আলির পুত্র হোসেন কেন তাঁরা বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা কর্লেন এবং মুসলমান হ'য়েও ওবেদুল্লার সৈন্যেরা মহরমের দশম দিনে কারবালার প্রান্তরে নৃশংসভাবে সবংশে হত্যা ক'রে হজরত মহম্মদের পবিত্র বংশবীজের শেষচিহ্ন জগৎ থেকে লোপ ক'রে দিল? হোসেনের যখন এই শোচনীয় মৃত্যু ঘট্‌ল, তখন মক্কায় বা মদিনায় একজনও অমুসলমান ছিলেন না, সবাই সেখানে মুসলমান, সবাই সেখানে ইস্‌লামধর্ম্মী, তবু কেন এজিদ্‌ এসে মদিনা নগরীকে নির্ম্মমভাবে লুণ্ঠন করলেন এবং মক্কারই বা কেন অনুরূপ অবস্থা ঘটাবার চেষ্টা কর্লেন? বন্ধুগণ, হজরত মহম্মদের আবির্ভাবের পূর্ব্বে সমগ্র আরবে একজনও মুসলমান ছিলেন না, তখনো জাতিতে জাতিতে যেমন রক্তারক্তি চলেছে, হজরতের আবির্ভাবের পরে তিনজন খালিফার মৃত্যু হ'তে না হ'তে ঠিক্‌ তেমনি মুসলমানে মুসলমানে লড়াই হয়েছে। এগুলি কি ইতিহাসের কথা নয়? স্থিরভাবে শুনুন বন্ধুগণ, আর চিন্তা করুন। এই ভারতেও একদিন একটী মুসলমান ছিলেন না।





সেদিন একটী মুসলমানও আরব থেকে এদেশে আসেন নি, একটী হিন্দুও পিতৃপুরুষের ধর্ম্মত্যাগ ক'রে মুসলমান হননি! সেই সময়ে হিন্দুতে হিন্দুতে লড়াই হ'ত। চন্দ্রগুপ্ত হিন্দু হ'য়েও মগধের হিন্দুরাজা নন্দের সঙ্গে যুদ্ধ করেন, তাঁকে পরাজিত করেন। রাজা অশোক হিন্দু হ'য়েও কলিঙ্গ দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন এবং লক্ষ লক্ষ হিন্দুকে হত্যা করেন। সমুদ্রগুপ্ত হিন্দু হ'য়েও উত্তরাপথ থেকে আরম্ভ ক'রে মাদ্রাজ পর্য্যন্ত বহু হিন্দুরাজ্যকে আক্রমণ ক'রে পরাজিত করেছিলেন এবং হিন্দু হ'য়েও হিন্দুর রক্তে মেদিনী রঞ্জিত করেছিলেন। মুসলমান বীরেরা যখন ভারতবর্ষ জয় কর্লেন, তার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত হিন্দুতে হিন্দুতে লড়াই চলেছে, ইতিহাস পাঠ করলেই তা দেখতে পাই। কিন্তু ভারতে যখন মুসলমান বীরদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হ'ল, যখন সহস্র সহস্র হিন্দু মুসলমান-ধর্ম্মে দীক্ষিত হলেন, তখনই কি শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল? সুলতানা রাজিয়া ছিলেন মুসলমান, ধর্ম্মান্তরিত মুসলমান নন, একেবারে খাঁটি মুসলমান, যাঁরা ভারতবর্ষের বাইরে থেকে এসেছিলেন, কিন্তু তাঁকে হত্যা কর্‌ল ত' মুসলমানরাই! মুসলমান সুলতান কায়কোবাদকে হত্যা করেছিলেন ত' মুসলমান জালালুদ্দিনই। জালালুদ্দিনের ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা আলাউদ্দিন খিলজি বিধর্ম্মী ছিলেন না, কিন্তু তিনি মুসলমান হ'য়েও নিজ খুল্লতাত ও শ্বশুর সম্রাট-জালালুদ্দিনকে বিশ্বাস-ঘাতকতা ক'রে অতি নৃশংসভাবে হত্যা করালেন এবং তাঁর স্কন্ধচ্যুত মস্তক বর্শায় বিদ্ধ ক'রে শিবিরে শিবিরে ঘুরিয়ে প্রদর্শন করালেন। শুধু তাই নয়, মুসলমান ঐতিহাসিকরাই



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

বল্‌ছেন যে, একদিনে তিনি পনের হ'তে ত্রিশ হাজার মুসলমানের রক্তে দিল্লীর প্রশস্ত রাজপথ ভাসিয়ে দিলেন এবং তাতেও ক্ষান্ত না থেকে এদের নিরপরাধ শিশুপুত্র ও পত্নীগণকে মুসলমান জেনেও কারাগারে নিক্ষেপ ক'রে তাদের উপরে অতি অকথ্য নিষ্ঠুর অত্যাচার করালেন। আর কত দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত কর্ব্ব? ভারতবর্ষে মুসলমান-রাজত্বের ইতিহাস পাঠ করুন। বন্ধুগণ, দেখতে পাবেন যে, মুসলমানেরাই মুসলমানদের প্রতি কত নিষ্ঠুর ব্যবহার করেছে, মুসলমানেরাই মুসলমানের অঙ্গে কত অস্ত্রাঘাত করেছে, মুসলমানেরাই মুসলমান স্বামীকে হত্যা ক'রে তার মুসলমানী পত্নীকে জোর ক'রে কেড়ে নিয়ে নিজের হারেমে রেখেছে, মুসলমানেরাই মুসলমান রমণীর চক্ষে অশ্রু প্রবাহিত করেছে। আজও কি, বন্ধুগণ, মুসলমান হ'য়েও আপনারা ধান ক্ষেতের সীমানা নিয়ে লড়াই করেন না, কলিমদ্দি কি রহিমদ্দির মাথা ফাটায় না, কাদের কি করিম মিয়ার বিরুদ্ধে আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না? আপনারা ত' সকলেই মুসলমান, তবে কেন বন্ধুগণ, শান্তি স্থাপিত হ'ল না? বন্ধুগণ, যদি আপনারা বিরক্ত না হন, তবে খ্রীষ্টান জাতিগুলির দিকেও আপনাদের একটু দৃষ্টি আকৃষ্ট কত্তে চাই। ইংরেজ জাতিও খ্রীষ্টান, জার্ম্মান জাতিও খ্রীষ্টান, ফরাসী জাতিও খ্রীষ্টান, রুশজাতিও খ্রীষ্টান, ইউরোপের প্রায় সব জাতিই খ্রীষ্টান, তবু এরা ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে মহাযুদ্ধে মাত্‌ল কেন, পরস্পর পরস্পরকে ধ্বংস কর্‌ল কেন? খ্রীষ্টান হ'য়েও কেন খ্রীষ্টানের অঙ্গে অস্ত্রাঘাত কত্তে দ্বিধাবোধ কর্ল্ল না? এর কারণটা একবার আপনারা চিন্তা কর্ব্বেন কি?





হিন্দুও যে হিন্দুকে আঘাত করে, খ্রীষ্টানও যে খ্রীষ্টানের ক্ষতিসাধন করে, মুসলমানও যে মুসলমানকে আক্রমণ করে, এ'ত' আমাদের ইতিহাসেরই দৃষ্টান্ত, ইতিহাসেরই কথা।

## ধার্ম্মিক হওয়াই জগতের শান্তির মূল

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কাউকে কোন একটা নির্দ্দিষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বী কর্‌লেই যে সে সত্যি সত্যি ধার্ম্মিক হবে, তার ত' স্থিরতা নেই। গায়ত্রী মন্ত্রে দীক্ষিত হ'য়ে অহিন্দুও হিন্দু হ'তে পারে, কিন্তু ধার্ম্মিক যে সে হবেই, তার স্থিরতা কি? জর্ডন নদীর জল মাথায় দিয়ে হিদেনও খ্রীষ্টান হ'তে পারে, কিন্তু ধার্ম্মিক যে সে হবেই, তার স্থিরতা কি? কল্‌মা পড়্‌লে কাফেরও মুসলমান-ধর্ম্মাবলম্বী হ'তে পারে, ধার্ম্মিক যে সে হবেই, তার স্থিরতা কি? ধার্ম্মিক হওয়াই বড় কথা, ধর্ম্ম-গ্রহণ বড় কথা নয়। ধার্ম্মিক যে হবে না, সে হিন্দু হোক, খ্রীষ্টান হোক, মুসলমান হোক, জগতের অহিত করবেই, জগতের অশান্তির বর্দ্ধন করবেই, পরকে দুঃখদান থেকে তাকে বিরত রাখা যাবে না। হিন্দু হোক, খ্রীষ্টান হোক, মুসলমান হোক, অধার্ম্মিক যে থাকবে, সে পরপীড়ন করবেই, পরস্বাপহরণ করবেই, পরের প্রাণে ব্যথা দেবেই, পরের ন্যায্য অধিকারে হস্তক্ষেপ কর্ব্বেই। অতএব কাউকে হিন্দু বা মুসলমান করার ভিতরে জগতের শান্তি-প্রতিষ্ঠার কোনও সম্ভাবনা নেই, লোককে ধার্ম্মিক করার উপরেই সব নির্ভর করে। ধার্ম্মিক হ'তে হ'লে হিন্দুই হ'তে হবে, তাও নয়, খ্রীষ্টানই হ'তে হবে, তাও নয়, কিম্বা মুসলমানই হ'তে হবে, তাও নয়। হিন্দু, খৃষ্টান



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

বা মুসলমান প্রভৃতি যে-কোনও ধর্ম্মাবলম্বী হ'য়ে মানুষ ধার্ম্মিক হ'তে পারে, অথবা এই সকল ধর্ম্মমতের বাইরে অন্য কোনও ধম্মাবলম্বী হ'য়েও ধার্ম্মিক হতে পারে, কেউ ধার্ম্মিক যদি প্রকৃতই হয়, তবেই তাঁর দ্বারা জগতের শান্তি বর্দ্ধিত হ'তে পারে। নইলে নয়।

## ধার্ম্মিকের লক্ষণ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ধার্ম্মিকের লক্ষণ কি ? লক্ষণ অবশ্য অনেকই হ'তে পারে, কিন্তু ধার্ম্মিকের প্রধান লক্ষণ তার সকলের প্রতি প্রীতিভাব আর সকলের জন্য সেবাবুদ্ধি। কাউকে আমি হিংসা কর্ব্ব না, কারো প্রতি বিদ্বেষ রাখ্ব না, এই তত্ত্বে যে স্থিতি, আর কোন্ দিক্ দিয়ে কার কি উপকার কত্তে পারি, এই যে সন্ধান, তা যিনি রাখেন, তিনিই ধার্ম্মিক। সুতরাং দেখ্‌তে পাচ্ছি বন্ধুগণ, ভাণী-সেবাশ্রম আমাদিগকে ধার্ম্মিক হবার সাহায্য কচ্ছেন, আজকের সভায় আহ্বান ক'রে আমাদের প্রত্যেককে সেবক হবার যোগ্যতা অর্জ্জনে উৎসাহিত কচ্ছেন। আমরা হিন্দু কি মুসলমান, খ্রীষ্টান কি অপর কিছু, সে প্রশ্ন এই সেবাশ্রম আমাদিগকে করেন নি, জাতিধর্ম্মবর্ণ-নির্ব্বিশেষে সেবাধর্ম্ম শিক্ষা ক'রে প্রকৃত ধার্ম্মিক হ'তে আমাদিগকে আহ্বান করেছেন। আসুন আমরা আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা এই সেবাশ্রমের প্রতি কায়মনোবাক্যে প্রকাশ করি।

## সেবকের চক্ষে সম্প্রদায়-ভেদ নাই

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিতে লাগিলেন,—বন্ধুগণ, আসুন আমরা দরিদ্রের দারিদ্র্য দূর কর্ব্বার সঙ্কল্প করি, রুগ্নের রোগ নিবারণে





আমরা বদ্ধ-পরিকর হই, অন্নহীনকে অন্ন, গৃহহীনকে গৃহ, অজ্ঞানকে জ্ঞান, দুর্ব্বলকে সবলতা, কাপুরুষকে সাহস, স্বার্থপরকে নিঃস্বার্থপরতা, নিষ্ঠুরকে কোমলতা, অন্ধকে যষ্টি, অনাথকে আশ্রয় দান কত্তে আমরা অগ্রসর হই। আসুন আমরা হিন্দু বা মুসলমানের ভেদবুদ্ধি সম্পূর্ণ বিস্মৃত হ'য়ে, যে ভগবান্ হিন্দু-মুসলমান উভয়কেই সৃষ্টি করেছেন, সেই ভগবানের প্রত্যেক সন্তানের দরদের দরদী হই, মরমের মরমী হই এবং প্রয়োজন হ'লে নিজের সকল প্রিয় বস্তু সমর্পণ ক'রেও তাঁদের দুঃখ দূর করি। ম্যালেরিয়া আর কলেরা যেমন হিন্দু-মুসলমানের পার্থক্য বিচার করে না, যাকে পায়, তাকেই ধরে এবং শমন-সদনে প্রেরণ করে, আমাদের সেবা, আমাদের শুশ্রূষা, আমাদের ঔষধ যেন তেমনই হিন্দু-মুসলমানের ভেদ অন্বেষণ কত্তে অক্ষম হয় এবং যাকে পায়, তারই কাজে লাগতে চেষ্টা করে। সূর্য্যের রশ্মি ও চন্দ্রের আলো যেমন হিন্দু-মুসলমানের পার্থক্য বিচার করে না, সকলের আঙ্গিনায় গিয়ে পড়ে এবং সকলকেই লাভবান্ কর্ব্বার চেষ্টা করে, ঠিক তেমনি আমাদের সেবাসিদ্ধ বাহুযুগল ও সেবাপরায়ণ মন যেন সম্প্রদায়বুদ্ধি বিস্মৃত হ'য়ে সকলের কল্যাণের জন্য সমভাবে প্রসারিত হয়। নদীর জল আর মলয়-বায়ু যেমন হিন্দু-মুসলমানের ভেদ খোঁজে না, আমাদের সেবাবুদ্ধি ও সেবাপরায়ণতা যেন তেমন কোনও ভেদ ও বিচ্ছেদের ধার না ধারে।

এই ভাবে প্রায় দুই ঘণ্টা কাল ওজস্বিনী বক্তৃতার পরে শ্রীশ্রীবাবামণি তুমুল হর্ষধ্বনির মধ্যে আসন গ্রহণ করিলেন।



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

## জনপ্রিয়তার বিপদ

১১ই অগ্রহায়ণ শ্রীশ্রীবাবামণি ভাণী হইতে রহিমপুর ফিরিয়া আসিয়াছেন। আসা মাত্রই শুনিলেন যে, বিগত রজনীতে মোচাগড়া আশ্রমের কুটীরখানা অজ্ঞাত ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের দ্বারা ভস্মীভূত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—ঘরপোড়া নাকি ভাল রে, কুটীরের স্থানে দালান হয়।

পরদিন শ্রীশ্রীবাবামণি মোচাগড়া গেলেন এবং গৃহদাহের সমগ্র বিবরণ গ্রামবাসীদের মুখে শ্রবণ করিলেন। এই ব্যাপার লইয়া গ্রামবাসীদের মধ্যে উত্তেজনা এবং ভয় দুইই দেখা গিয়াছিল। কেহ কেহ শ্রীশ্রীবাবামণিকে ১৪ই পৌষ তারিখে প্রস্তাবিত উৎসব স্থগিত রাখিতেও বলিলেন। কিন্তু শ্রীশ্রীবাবামণি সে কথা শুনিলেন না। রাত্রি দুই ঘটিকায় সর্ব্ববাদিসম্মত-ভাবে সিদ্ধান্ত হইল যে, উৎসব হইবেই, তার ভবিষ্যৎ ফলাফল যাহাই হউক।

## চিত্র-প্রদর্শনী

১৪ই অগ্রহায়ণ হইতে শ্রীশ্রীবাবামণি ছবি অঙ্কনের কার্য্যে ব্যস্ত রহিলেন। মোচাগড়ার উৎসব উপলক্ষ্যে আশ্রমে একটী প্রদর্শনী হইবে, যাহাতে চিত্রের সাহায্যে আগাগোড়া নীতিতে, ধর্ম্মে ও সমাজ-মঙ্গলে প্রেরণা প্রদান করা হইবে। এই ব্যস্ততার ভিতরে এই সময়ে শ্রীশ্রীবাবামণির অমূল্য উপদেশ কোনও সহচরের পক্ষেই টুকিয়া রাখা সম্ভব হয় নাই।





## সাম্প্রদায়িকতার অট্টহাস্য

এই সময়কার ঘটনাবলীর সবিস্তার বিবৃতি রক্ষা সম্পূর্ণই নিরর্থক। কারণ, সাম্প্রদায়িকতার প্রচণ্ড প্লাবন ত্রিপুরার এতদঞ্চলের এক শ্রেণীর জনগণের বিচার-বুদ্ধি যেন তৃণখণ্ডের মত ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছিল। অকারণ হিংসা ও অমূলক বিদ্বেষের সেই অপ্রীতিকর চিত্রকে লেখনীর মুখে অমর করিয়া রাখিবার কোনও প্রয়োজন আমরা দেখি না। সাম্প্রদায়িকতার অন্ধ যুগে অসাম্প্রদায়িক আদর্শবাদী মহাপুরুষের পক্ষে ব্যাপক ভাবে সর্ব্বজনপ্রিয় হওয়া বাস্তবিকই কি বিড়ম্বনা! এই সময়কার অবাঞ্ছনীয় ঘটনাবলির অধিকাংশই আমরা এই মহাগ্রন্থে অনুল্লিখিত রাখিব। মাত্র, প্রসঙ্গক্রমে যাহা যাহা না লিখিলে চলে না, তাহাই সংক্ষেপে স্পর্শ করিয়া যাইব। হিন্দু-অহিন্দু-নির্ব্বিশেষে সকলের প্রতি সমভাবে যাঁহাদের সেবা-বুদ্ধি প্রসারিত, কোন্ রাহুগ্রহের কবলে পড়িয়া ভারতে তাঁহাদিগকেও গুপ্ত-ঘাতকের ছুরিকার ছায়ার নীচে বাস করিতে হয়, কে বলিতে পারে? কিন্তু শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিতে হাসিতে কবিতায় কহিয়াছিলেন,—

শ্মশান-কালীর মুণ্ড ছিঁড়ে
গেণ্ডুয়া আজ খেল্‌বি কিরে?
মৃত্যু-কুটিল হাস্য হাসে
সর্পেরা ঐ শিবের শিরে।
মিত্রেরে আজ শত্রু ভাবি'
দৈত্যেরা ঐ আসল ঘিরে,
আপন বক্ষে অস্ত্র হানে
উৎপাটিয়া অক্ষিটীরে।



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

দিগ্‌বিদিকে ভয়ঙ্করী
　　মূর্ত্তি,—ছিন্নমস্তা কি রে?
ওষ্ঠ কাঁপে হিংস্র সুখে,
　　তৃপ্তি যে তার নিজ রুধিরে?
হিংসা রে! তুই অন্ধ হ'য়ে
　　ঘুর্‌বি কত পঙ্ক-তীরে?
শান্তি পাবি, আয় রে ফিরে
　　আমার স্নেহের বক্ষ-নীড়ে।

মোচাগড়া আশ্রম,
৩রা পৌষ, ১৩৩৮

মোচাগড়া আশ্রমের উদ্বোধন-উৎসবের জন্য ছবি আঁকার কার্য্যে শ্রীশ্রীবাবামণি অত্যন্ত ব্যস্ত রহিয়াছেন। শ্রীযুক্ত গদাধর দেবের বাড়ীতে বসিয়া ছবি আঁকা হইতেছে। রহিমপুরের শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এবং তাঁহার জামাতা শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়দ্বয় সূর্য্যোদয় হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় রাত্রি বারো ঘটিকা পর্য্যন্ত প্রত্যহ তুলি চালাইতেছেন। ছবি আঁকার সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্রের সহিত শ্রীশ্রীবাবামণি নানা কথাবার্ত্তা বলিতেছেন।

## পার্থিব স্বার্থলোভে মন্ত্রগ্রহণ

শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্রের এক প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—পার্থিব উন্নতির লোভে এক গুরুর কাছ থেকে আর





এক গুরুর কাছে দৌড়াদৌড়ি করার মত মূর্খতা কিছু নেই। ইনি হয়ত স্কুলের মাইনে জোগাবেন, এজন্য এঁর কাছে মন্ত্র নিলাম; উনি হয়ত একটী চাকুরী সংগ্রহ ক'রে দেবেন, এজন্য ওঁর কাছে মন্ত্র নিলাম; আবার আর একজন হয়ত বিলেত যাবার খরচ দেবেন, এজন্য আবার তৃতীয় ব্যক্তির কাছে মন্ত্র নিলাম,—এর চেয়ে বুদ্ধির বিভ্রম আর কিছু হ'তে পারে না।

## স্বার্থলোভে দীক্ষার মনোবৃত্তি

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—দীক্ষা গ্রহণের প্রধান এবং প্রথম উদ্দেশ্যই হবে আত্মিক উন্নতি লাভ। দীক্ষা গ্রহণ ক'রে যদি সঙ্গে সঙ্গে অন্য কোনও উন্নতি হয় হোক্, না হয় না-হোক্, সেই দিকে লক্ষ্যহীনই থাক্‌তে হবে। শীতলা দেবীর কাছে লোকে পাঁঠা মানত করে যে মনোবৃত্তি বশতঃ, ঈশ্বর-প্রেমিকের কাছে দীক্ষা গ্রহণ কখনো সেই মনোবৃত্তি নিয়ে চল্‌তে পারে না। রোগ সারাবার জন্য, মোকদ্দমায় জয়ের জন্য, স্বামী বশীকরণের জন্য,স্ত্রী বাধ্যকরণের জন্য, পরীক্ষায় পাশের জন্য, চাকুরী পাবার জন্য, পুত্র লাভের জন্য প্রভৃতি উদ্দেশ্য নিয়ে দীক্ষা গ্রহণ করার মনোবৃত্তিই দেশ থেকে দূর ক'রে দিতে হবে।

## দীক্ষা-গ্রহণের উদ্দেশ্য

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—দীক্ষার মানে কি? নবজন্ম লাভ। গতজন্মের সব কলুষ-কালিমার হাত থেকে মুক্তি পেয়ে, অতীতের পাপময় সংস্কারগুলির হাত এড়িয়ে, নূতন ক'রে জীবনের পথ চল্‌তে আরম্ভ করা। যে কামুক ছিল, সে কামের সেবা ছাড়্‌বে,



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

যে লম্পট ছিল, সে লাম্পট্য পরিহার কর্ব্বে, যে পরস্বাপহারী ছিল, সে চুরি-জুচ্চোরি ছাড়্বে, যে পরনিন্দুক ছিল, সে পরচর্চ্চা ও পরদোষানুসন্ধান ত্যাগ কর্ব্বে, যে অহঙ্কারী ও দাম্ভিক ছিল, সে বিনয়ী ও বিনম্র হবে,—এই সঙ্কল্প নিয়ে নূতন ক'রে জীবন-যাত্রা আরম্ভ করাই দীক্ষার উদ্দেশ্য। বড়ই যন্ত্রণা বোধ করি তখন, যখন লোকগুলি দলে দলে পার্থিব ছোটখাট প্রয়োজনের দাবী মিটাবার উপায়স্বরূপে দীক্ষার মত অপার্থিব ব্যাপারকে গ্রহণ কত্তে আসে। এ যেন ভগবানের নামকে সাড়ম্বরে উপহাস করা।

## সমদীক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব-বোধ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু সমদীক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে একটা গভীর ভ্রাতৃত্ববোধ অবশ্যম্ভাবী। সত্যি সত্যি যাদের সুদীক্ষা হয়েছে, যোগ্যপাত্রে যেখানে দীক্ষা পড়েছে, সেখানে পরস্পরের প্রতি পরস্পরের যেন সহোদরের ভাব এসে যায়। কোনও কৃত্রিম প্রয়াস দ্বারা সে ভাব সৃষ্টি কত্তে হয় না, আপনি এসে যায়। এর ফলে আধ্যাত্মিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ঐহিক উন্নতিও অবশ্যম্ভাবী হ'য়ে পড়ে। ধর্ম্ম-বন্ধনে যারা সহোদর, পার্থিব জগতের কর্ম্মপ্রসঙ্গেও তারা কেন সহোদরের মত হবে না? ফলে পার্থিব উদ্যমেও পরস্পরের সুপ্রচুর সহযোগ জন্মে এবং তা' থেকে পার্থিব উন্নতি লাভের সূচনা হয়। এর পরে চাই প্রত্যেকের ব্যক্তিগত উৎসাহ, উদ্দীপনা, অধ্যবসায়, নিষ্ঠা, সততা, সচ্চরিত্রতা ও লক্ষ্যলাভের দৃঢ়তা।





## সমদীক্ষিতের ভ্রাতৃত্ববোধের অভাব পঙ্কিলতার লক্ষণ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,---দীক্ষা গ্রহণ কর্লে অথচ সমদীক্ষিতের প্রতি ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্‌ল না, এটা কি বস্তু জানো? এটা একটা মানসিক পঙ্কিলতার লক্ষণ। পবিত্রহৃদয়-ব্যক্তি কি সমদীক্ষিতকে প্রাণের প্রাণ ব'লে জ্ঞান না ক'রে পারে? দীক্ষায় হৃদয় পবিত্র হয় ব'লেই হৃদয়ে প্রেম আসে। দীক্ষার ফলে সকলের প্রতিই প্রেম আসে, কিন্তু বিশেষ ক'রে আসে তাদের প্রতি, যারা এই একই প্রেম-ধর্ম্মে জীবন বিকিয়ে দেবার কৌশল শিক্ষা করেছে। এই প্রেমই ক্রমশঃ শক্তিশালী সমাজ সৃষ্টি করে, শক্তিশালী জাতির পত্তন করে। দৃষ্টি যখন তোমার পরলোকের দিকে, তখন তুমি গুহাবাসীর একক জীবনযাপন ক'রো কিন্তু ইহলোকেও যখন তোমাকে বিচরণ কত্তে হবে, তখন তোমার সমভ্রাতৃত্ব জাগতিক দুঃখ দূর কর্ব্বার ব্যাপারে পরস্পরের বল-বর্দ্ধক হবে।

## ক্রোধ কখন ভাল

একটী মহিলা অপরাহ্নে তাঁহার বয়স্থা বিধবা কন্যাকে নিয়া আসিয়া শ্রীশ্রীবাবামণির নিকটে নালিশ করিলেন যে, এই কন্যার ক্রোধের দরুণ সংসারে দারুণ অশান্তি হইতেছে।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ক্রোধ ত' ভাল জিনিষ। পাপের প্রতি, অনাচারের প্রতি, অবৈধ ব্যবহারের প্রতি, ক্ষতিকর ঘনিষ্ঠতার প্রতি ক্রোধ করা ত' খুব ভাল। তাতে অধর্ম্ম থেকে আত্মরক্ষা করার অনেক সাহায্য হয়।



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

## প্রয়োজন মত ক্রোধ কর

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিতে লাগিলেন,—কিন্তু তাই ব'লে সারাদিন সপ্তমে চ'ড়ে থাকা ঠিক্ নয়। মেজাজ ঠাণ্ডা রাখ্তে হবে। যার প্রতি গরম হওয়া দরকার, তার প্রতি গরম হও। কিন্তু চব্বিশ ঘণ্টা একেবারে ফুটন্ত জল হ'য়ে থেকো না। হিসাব ক'রে দেখ, কোথায় ক্রুদ্ধ হ'লে তোমার দেহের ক্ষতি, মনেরও ক্ষতি, তোমারও শান্তি-ভঙ্গ আর তোমার আত্মীয় প্রতিবেশীদেরও শান্তি-ভঙ্গ। হিসেব ক'রে প্রয়োজন মতন ক্রোধ কর্‌বে।

## ক্রোধ-দমনের উপায়

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ক্রোধ-দমন খুব শক্ত নয়। জগতে যে কাউকে কখনো ভালবেসেছে, তার পক্ষে ক্রোধ-দমন সহজ কথা। পিতাকে বা মাতাকে, স্বামীকে কি গুরুকে, পুত্রকে বা কন্যাকে যে-কোনও একজনকে যে নিঃস্বার্থভাবে নিষ্কলুষ মনে ভালবেসেছে, তার পক্ষে ক্রোধ-দমনের পথ অতি সুগম। বক্ষের ভিতরে তোমার সেই প্রাণপ্রিয়তম প্রিয়জনের কথা চিন্তা কর। তাঁর প্রেমময় মুখখানা তোমার বক্ষের ভিতরে যেন বিরাজ কচ্ছে, এই রকম ধ্যান কর। তোমার হৃদয়ের সমস্ত আবেগ যেন তাঁর মধুময় উপস্থিতিতে ধন্য হ'য়ে যাচ্ছে, এই রকম ভাবনা কর। দেখ্‌বে, ক্রোধ পালাবার পথ পাবে না। ক্রোধের মরুভূমিতে দেখ্‌তে না দেখ্‌তে প্রীতির গঙ্গা-যমুনার শীতল ধারা বইতে থাক্‌বে। সদিচ্ছা, সহৃদয়তা, সহানুভূতি ও স্নেহশীলতার লতা-মঞ্জরী অপূর্ব্ব সাজে আত্মপ্রকাশ কর্ব্বে।





## খাঁটি ভালবাসা লাভ করার উপায়

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু ভালবাস্‌তেও শিখ্‌তে হয়। জগতের ভালবাসা বড় পঙ্কিল। তাতে কাম আছে, স্বার্থ আছে। তোমার ভালবাসা থেকে সেই কাম আর স্বার্থকে তুমি দূর ক'রে দাও। তবে তোমার খাঁটি ভালবাসা আস্‌বে। জগতের যার প্রতি যখন যতটুকু ভালবাসা আসে, পরীক্ষা কর, তাতে তোমার স্বার্থ কতখানি আছে, আর প্রাণপণে সেই ভালবাসা থেকে স্বার্থকে দূর কত্তে চেষ্টা কর। যে ভাবেই যখন যার প্রতি তোমার প্রাণের অনুরাগ ধাবিত হোক্ না, তখন তুমি ভগবানের নামের ফিট্‌কিরি দিয়ে সেই ভালবাসাকে মল-মুক্ত কত্তে চেষ্টা কর। দীর্ঘকাল এই ভাবে চেষ্টা কত্তে কত্তে এমন অপূর্ব্ব অবস্থায় এসে তোমার জীবন পৌঁছুবে যে, জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে তোমার ভালবাসার কখনই আর মলিনতা থাক্‌তে পারবে না। সেই সময় দেখ্‌বে ক্রোধকে আর চেষ্টা ক'রে জয় কত্তে হয় না, তখন ক্রোধরিপু আপনিই পদানত হ'য়ে প'ড়ে থাকে।

## কামদমনের উপায়

দূরবর্ত্তী কোনও গ্রাম হইতে একটী যুবক কতিপয় দিবস দিবারাত্রি শ্রীশ্রীবাবামণির সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেছেন। আশ্রমে যাইবার পথে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—ক্রোধদমনের ত' উপায় ব'লে দিলেন। কাম-দমনের উপায় কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—জগতে পবিত্রতম বস্তুকে ভালবাসা এবং তাঁকে কামেন্দ্রিয়ে ধ্যান করা।



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

## লোভ ও বাচালতা দূর করার উপায়

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিতে হাসিতে আরও বলিলেন,—গাড়ী ঐ এক আসাম মেইল। শুধু ষ্টেশনের তফাৎ। খাবার লোভ ও বাচালতা দূর কত্তে চাও? রসনায় তাঁকে ধ্যান কর। তাঁকে ভালবাস, আর ধ্যান কর। নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতে অয়নায়।

## মাৎসর্য্য জয়ের পথ

যুবক জিজ্ঞাসা করিলেন,—পর-শ্রী-কাতরতা দূরীকরণের উপায় কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—যার শ্রীতে তুমি কাতর, তোমার প্রাণের আরাধ্য ভালবাসার জনটী যে তাকেও ভালবাসেন, এই কথা নিয়ত চিন্তা কর। তা হ'লেই পরশ্রী-কাতরতা ক'মে যাবে। তোমার প্রিয়তম প্রাণের জন যাকে ভালবাসেন, সে তোমার আর অপ্রিয় থাকে কি ক'রে?

৪ঠা পৌষ, ১৩৩৮

রহিমপুরের যুবকেরা মূলিবাঁশ ফাঁড়িয়া স্তূপীকৃত করিয়া রাখিয়াছেন। তাহা আনাইবার জন্য রাত্রি থাকিতেই ভবানীপুর ও মোচাগড়ার যুবকদের লইয়া শ্রীশ্রীবাবামণি রহিমপুর আশ্রমে আসিয়াছেন। হরি-ওঁ কীর্ত্তন করিতে করিতে রহিমপুর ও নবীপুর গ্রামবাসী যুবকেরা সমাগত যুবকদের সহিত বাঁশের ফালিসমূহ স্কন্ধে করিয়া সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই মোচাগড়া আশ্রমে পৌঁছিলেন।

## অনুক্ষণ ভগবানের নাম

নবীপুরের বিধু, যোগেশ এবং অপরাপর অল্পবয়স্ক বালকেরা যখন মোচাগড়া আশ্রমের মাটিতে কোদাল লইয়া কাজ আরম্ভ





করিল, তখন শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—প্রত্যেক কোদালের সাথে সাথে ভগবানের নাম স্মরণ কর। প্রত্যেক উত্থানে প্রত্যেক পতনে ভগবানের নামকে অবলম্বন কর। অনুক্ষণ তাঁর নামকে নিয়েই চল।

মোচাগড়া,
৭ই পৌষ, ১৩৩৮

## নামের মহিমা

শ্রীশ্রীবাবামণি ছবির কাজ নিয়া এত ব্যস্ত যে, কেহ আলাপ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেও আলাপে যোগদান করিতে সমর্থ হইতেছেন না। বহুদূরবর্ত্তী মূলগ্রাম হইতে কয়েকটী যুবক উপদেশপ্রার্থী হইয়া আসিয়াছেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—নামের মহিমায় সত্য জাগ্রত হবে, সত্যের মহিমায় দুঃখ দূর হবে। তোমরা প্রাণপণে ভগবানের নামকে অবলম্বন কর। বাইরের কাজ তোমাদের যার যাই হোক্, ভিতরের কাজ ঐ একটী। নাম কর আর প্রেম কর। নামে প্রেম জাগ্‌বে, প্রেমে নাম ফুট্‌বে।

৮ই পৌষ, ১৩৩৮

## সংসার যদি টানে হে

অদ্য বৃহস্পতিবার ও পূর্ণিমা। রহিমপুর গ্রামবাসী ভক্তযুবকদের আগ্রহে অদ্য অপরাহ্নে রহিমপুর আশ্রমে ক্ষুদ্র একটু উৎসবের মত আয়োজন হইয়াছে। প্রবীণদিগের মধ্যে শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র রায় ও শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর চক্রবর্ত্তী এবং যুবকদের



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

মধ্যে শ্রীযুক্ত সুকুমার ঘোষ ও শ্রীযুক্ত হলধর চক্রবর্ত্তী প্রমুখ এই বিষয়ে নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছেন।

কীর্ত্তন হইল। শ্রীশ্রীবাবামণি আগে গাহিতে লাগিলেন, সকলে দোহারী করিতে লাগিলেন।

সংসার যদি টানে হে, (আমায়)
ভাসাইয়া দিও যত প্রলোভন
তোমার প্রেমের বানে হে।
শ্রবণে পশিলে কামনার বাণী
উচ্চে ধরিও তোমার রাগিণী,
লুব্ধ হৃদয়ে করিও মুগ্ধ
তোমার মধুর গানে হে,
( তোমার মোহন তানে হে )।
মিথ্যা আমারে দাবী যদি করে
তুমি তব বুকে রে'খ মোরে ধ'রে,
চঞ্চল চিত ক'রে নিও জয়
প্রেমালিঙ্গন দানে হে।

কীর্ত্তনান্তে সকলে খিচুড়ী ও পায়স প্রসাদ গ্রহণ করিলেন।

## সংসার-মোহ দূর করার উপায়

জনতা হ্রাস পাইলে একটী যুবক জিজ্ঞাসা করিলেন,—সংসারের মোহ দূর করার পথ কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—প্রথম উপায় সংসার ত্যাগ করা। দ্বিতীয় উপায়, সংসারত্যাগীদের পবিত্র জীবনের ধ্যান করা।





তৃতীয় উপায়, সংসারের মধ্যেও প্রেমস্বরূপ ভগবানই বিরাজ কচ্ছেন, অবিরাম এই বিচার করা।

যুবক।—এর মধ্যে কোনটী শ্রেষ্ঠ উপায়?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—অবস্থা বু'ঝে ব্যবস্থা। কোকেন, এসপাইরিন আর আফিং তিনটিই ত' বেদনানাশক মহৌষধ। কিন্তু একই ঔষধ প্রত্যেকের পক্ষে খাটে না। নিজের ধাত বু'ঝে দাওয়াই নেবে।

মোচাগড়া আশ্রম,
১৪ই পৌষ, ১৩৩৮

## মোচাগড়া আশ্রমের উদ্বোধনোৎসব

অদ্য মোচাগড়া উৎসব। সূর্য্যোদয় হইবার পূর্ব্বেই দিঙ্মণ্ডল নিনাদিত করিয়া সুমধুরকণ্ঠে কীর্ত্তন আরম্ভ হইল—হরি ওঁ, হরি ওঁ, হরি ওঁ, হরি ওম।

সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই সংবাদ পাওয়া গেল, কে বা কাহারা বিগত রজনীতে রহিমপুর আশ্রমের কুটীরখানা ভস্মীভূত করিয়া ফেলিয়াছে।

কিছুকাল পরেই সংবাদ পাওয়া গেল, জনৈক স্বেচ্ছাসেবক যখন অশ্বপৃষ্ঠে গ্রামান্তরে আশ্রমের আবশ্যকীয় সংবাদ বহন করিয়া চলিতেছিলেন, দলবদ্ধ সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা তাঁহার ঘোড়া কাড়িয়া রাখিয়া দিয়াছে।

বেলা আট ঘটিকার সময়ে আশ্রমের চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া সহস্রাধিক সাম্প্রদায়িকতাবাদীর এক জনতা যুদ্ধ-ঘোষক উচ্চধ্বনি করিতে লাগিল।



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

বেলা নয় ঘটিকার সময় রামচন্দ্রপুরের তুফানি আলি খাঁ, দারোরার আবেদ আলি খাঁ এবং গাঙ্গাটিয়ার..........................খাঁ প্রভৃতি বাদ্যকর-প্রধানেরা আসিয়া কাঁদিয়া জানাইলেন যে, পথিমধ্যে তাঁহাদের ব্যাণ্ড পার্টির গতিরোধ করা হইয়াছে বলিয়া উৎসবের আনন্দে তাঁহারা যোগ দিতে পারিতেছেন না।

শিবপুর হইতে আগত ষ্ট্রীংব্যাণ্ডের প্রধান নায়েব আলি খাঁ এবং দুর্গাপুর হইতে আগত ব্যাণ্ডপার্টির প্রধান ময়েন উদ্দিন খাঁ আশ্রম মধ্যে বাজনা আরম্ভ করিয়া কিছুকাল পরেই সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের ভয়-প্রদর্শনের ফলে বাজনা বন্ধ করিলেন।

গ্রামান্তর হইতে আশ্রমে আগত একটী চাউলের বস্তা পথিমধ্যে লুঠ হইতেছিল, দেবীদ্বার থানার দারোগা সশস্ত্র পুলিশ দ্বারা তাহা উদ্ধার করিলেন। মুরাদনগর থানার দারোগা শ্রীআবদুল হামিদ পুলিশ দিয়া আক্রমণোদ্যত জনতাকে দূরে সরাইয়া দিতে লাগিলেন।

এত বিঘ্নের মধ্যেও প্রায় সাত আট হাজার লোক হরিধ্বনি করিতে করিতে খেচরান্ন প্রসাদ গ্রহণ করিলেন।

কুমিল্লার জননেতা শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত চিত্র-প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করিলেন এবং ভাণী সেবাশ্রমের শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী সরকার স্ব-সংগৃহীত স্বেচ্ছাসেবক-সঙ্ঘের সাহায্যে দর্শনার্থীদের বিপুল বেগ প্রশমিত করিয়া কার্য্যের শৃঙ্খলা বজায় রাখিতে লাগিলেন।

কোম্পানীগঞ্জ হইতে এক মাইলব্যাপী এক শোভাযাত্রা করিয়া সভার নির্ব্বাচিত সভাপতি পুপুনকীর শ্রীযুক্ত হরিহর মিশ্র,





শ্রীশ্রীবাবামণির পিতৃব্য পূজনীয় শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, চাঁদপুরের অন্যতম জননেতা শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রভৃতিকে নিয়া স্থানীয় বহু গ্রামের উৎসাহী সজ্জনেরা আসিতেছিলেন। বাঙ্গরার জমিদার রায় সাহেব * রূপেন্দ্র বাবুর হস্তিদ্বয় এবং অপর কয়েকজন ভদ্রলোকের প্রদত্ত অশ্ব শোভাযাত্রার গাম্ভীর্য্য বৃদ্ধি করিতেছিল। কিন্তু পথিমধ্যে বারংবার বাধা পাইয়া শোভাযাত্রা মোচাগড়া পৌঁছিতে প্রায় বেলা দেড়টা বাজিল। রহিমপুরের ব্যাণ্ডপার্টির অধ্যক্ষ সৎসাহসী মনোহর আলী খাঁ সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের সহস্র বাধা সত্ত্বেও বাদ্য বাজাইয়া শেষ পর্য্যন্ত শোভাযাত্রার অনুগমন করিলেন।

অপরাহ্ণে সভার কার্য্য আরম্ভ হইল। নির্ব্বাচিত সভাপতি শ্রীযুক্ত হরিহর মিশ্র মহাশয়ের আহারাদি তখনও হয় নাই বলিয়া শ্রীযুক্ত রূপেন্দ্রলোচন মজুমদার সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। উৎসবে বাধাদানেচ্ছু চারি পাঁচ হাজার লোকের কলরবকে ছাপাইয়া শ্রীশ্রীবাবামণির কম্বুকণ্ঠ যেন গর্জ্জন করিতে লাগিল এবং সেই অপরূপ বাগ্মিতার অপরিসীম মহিমা যেন অজ্ঞাতসারে বিরুদ্ধবাদীদেরও অনেকের হৃদয় গলাইল! যাঁহারা উৎসবের সভায় বাধা দিবার জন্য আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে নিজ নিজ মাথার টুপী পকেটে গুঁজিয়া অলক্ষিতে আসিয়া সভাস্থলে শ্রোতার আসন গ্রহণ করিলেন এবং শেষ পর্য্যন্ত নিঃশব্দে প্রত্যেকটী কথা শ্রবণ করিলেন।

* বর্ত্তমানে রায় বাহাদুর।





Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

## সাম্প্রদায়িক উদারতার আবশ্যকতা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—হিন্দু-মুসলমানের ভেদ নেই। ভেদের কল্পনা যারা করেছে বা কচ্ছে, তারা মানবজাতির বন্ধু নয়, তারা সভ্যতার শত্রু। যে, যে ভাবে আনন্দ পায়, সেই ভাবে নিজের ধর্ম্মের আচরণ সে করুক, তাতে সহিষ্ণু থাকা সভ্যতার পরিচায়ক। মুসলমান আল্লাহো ধ্বনি কর্ল্লে হিন্দুর ধর্ম্ম যায় না, হিন্দু হরি-ওঁ ধ্বনি কর্ল্লে মুসলমানের ধর্ম্ম যাওয়া উচিত নয়। মুসলমান মহরমের বাজনা বাজালে হিন্দুর ধর্ম্ম যায় না, হিন্দু দেবারাধনার বাজনা বাজালে মুসলমানের ধর্ম্ম যাওয়া উচিত নয়। মুসলমান তাঁর আজানের ধ্বনি কর্ল্লে হিন্দুর ধর্ম্ম যায় না, হিন্দু তার স্তোত্রপাঠ কর্ল্লে মুসলমানের ধর্ম্ম যাওয়া উচিত নয়। এইরূপ উদারতার মনোভাব যতকাল না আসবে বন্ধুগণ, ততকাল ভারতের শত শত জননেতা বৃথাই তাঁদের বক্ষরক্ত দেশ এবং সমাজের সেবায় অঞ্জলি ভ'রে দান কর্ব্বেন।

## মানুষ চাই

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিতে লাগিলেন,—আমি হিন্দু চিনি না, মুসলমানও চিনি না, আমি চিনি মানুষকে। তুমি কি পরস্বাপহরণ কর? যদি কর, হিন্দু হ'লেও তুমি নিন্দনীয়, মুসলমান হ'লেও তুমি নিন্দনীয়। তুমি কি পরের দুঃখে ব্যথা অনুভব কর? যদি কর, হিন্দু হ'লেও তুমি বন্দনীয়, মুসলমান হ'লেও তুমি বন্দনীয়। তুমি কি নারীর সতীত্ব-মর্য্যাদায় হস্তক্ষেপ কর? যদি কর, হিন্দু





হ'লেও তুমি অমানুষ, মুসলমান হ'লেও তুমি অমানুষ। তুমি কি নারীর সতীত্ব-মর্য্যাদা রক্ষার জন্য নিজের প্রাণ উৎসর্গ কত্তে পার? যদি পার, হিন্দু হ'লেও তুমি দেবতা, মুসলমান হ'লেও তুমি দেবতা। তুমি কি মিথ্যা, জুয়াচুরী, অন্যায় ও অধর্ম্ম আচরণ কর? যদি কর, হিন্দু হ'লেও তুমি পতিত, মুসলমান হ'লেও তুমি পতিত। তুমি কি প্রাণের বিনিময়েও সত্যপথ ও ধর্ম্মপথ পরিত্যাগ কত্তে অসম্মত? যদি অসম্মত হও, তবে হিন্দু হ'লেও তুমি পূজার পাত্র, মুসলমান হ'লেও তুমি পূজার পাত্র। আমি দেখ্তে চাই না বন্ধু, তুমি কতখানি হিন্দু আর কতখানি মুসলমান। আমি দেখ্তে চাই, তুমি কতখানি মানুষ। আমি জান্তে চাই না, তোমার পৈতাখানা কত লম্বা বা তোমার টার্কি-ফেজের পুচ্ছ কত দীর্ঘ। আমি দেখ্তে চাই, তুমি তোমার বাক্যে, তোমার কার্য্যে, তোমার চিন্তায় কতখানি মানুষ। আমি মানুষ চাই এবং সেই মানুষ যে-সম্প্রদায়ের ভিতরেই দেখ্তে পাই না কেন, তারই আমি পূজা কর্ব্ব।

## হরিহর মিশ্র

প্রায় এক ঘণ্টাকাল বক্তৃতাদানের পরে শ্রীশ্রীবাবামণি আসন পরিগ্রহ করিলে নির্ব্বাচিত সভাপতি শ্রীযুক্ত হরিহর মিশ্র মহাশয় তাঁহার মুদ্রিত অভিভাষণ পাঠ করিলেন। যথা—

"আমি আজ এই বিশাল জনসঙ্ঘের সমক্ষে দাঁড়িয়ে আমার অন্তরের দৈন্য ও বিনয়ের আতিশয্য দিয়েই আপনাদিগকে অভিভূত কত্তে চেষ্টা না ক'রে আপনাদের শ্রদ্ধাভিনন্দনের উত্তরে



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

প্রাণের গভীর একটী অকপট সত্য ঘোষণা কর্ব্ব যে, পরমপূজনীয় শ্রীশ্রীমৎ স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের শ্রীপাদপদ্মে সামান্য এক শত বিঘা ভূমি সমর্পণ করার কারণ-স্বরূপ হ'য়ে সত্যই নিজের আত্মাকে কৃতকৃতার্থ মনে কচ্ছি। * * * আজ শ্রীশ্রীস্বামীজীর কৃপা-কটাক্ষের মহিমায় অখ্যাত, অজ্ঞাত পুপুন্‌কী, দীন নগণ্য পুপুন্‌কী, সমগ্র ভারতবর্ষের নিকট পরিচিত হ'তে চলেছে। অভিক্ষার মহামন্ত্র প্রচার ক'রে স্বাবলম্বনের বজ্রনির্ঘোষে যিনি শত শত পরমুখাপেক্ষীর নিশ্চেষ্ট প্রাণে আত্মশক্তির বহ্নি-মালা জ্বালিয়ে দিলেন, আজ সর্ব্বাগ্রে আমি সেই নিজ-কৃতিত্বে-দীপ্যমান নিজ-মহিমায়-প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের শ্রীচরণে কোটি প্রণিপাত করি। * * * শ্রীশ্রীস্বরূপানন্দের কৃপা-কটাক্ষের লোলুপ আমরা হয়েছিলুম পুণ্যের লোভে নয়, একমাত্র তাঁর অসামান্য জীবনের আশ্চর্য্য জ্যোতি দর্শন ক'রে। এই রকম মানুষ জগতে গণ্ডায় গণ্ডায় আসে না,—নূতন বার্ত্তা, নূতন আদর্শ, নূতন কর্ম্মপন্থা-দানের যোগ্যতা ও দায়িত্ব নিয়ে এ জগতে ক্বচিৎ কদাচিৎ দুই একটী লোকই আবির্ভূত হন।

কত ব্রহ্মজ্ঞ মহর্ষি দেখেছি, কিন্তু তাঁকে দেখি নাই, যিনি পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞানকে করামলকবৎ ধারণ ক'রে জীবহিতার্থে কুলী-মজুরের মত পরিশ্রম-পরায়ণ। কর্ম্মবীর অনেক দেখেছি, কিন্তু এমন একজনও কর্ম্মযোগী দেখি নাই, যিনি ভিক্ষাবৃত্তি পরিহার ক'রে একমাত্র অপরিগ্রহের শক্তিতে জীবহিত সম্পাদন কত্তে পারেন। কারো কাছে কখনো তিনি ভিক্ষা প্রার্থনা করেন নাই, অথচ সমগ্র





ছোটনাগপুর তাঁর দ্বারা উপকৃত হয়েছে। সেখানে তিনি যা করেছেন, একমাত্র তাঁর পক্ষেই তা করা সম্ভব। এমন ধন্য সন্তান বাংলা-জননীর গর্ভে জন্মেছেন,—আমি বঙ্গ-জননীকে ভূয়োভূয় প্রণাম করি।"

## রূপেন্দ্রলোচন মজুমদার

শ্রীযুক্ত রূপেন্দ্রলোচন মজুমদার বলেন,—

"পূজ্যপাদ আচার্য্য স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব অতি অল্প সময়ের মধ্যে মানভূমে কি অসাধ্যসাধন করেছেন, জীবসেবার কি অকৈতব দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেছেন, তার জাজ্জ্বল্যমান বিবরণ তাঁরই মুখে শুনলাম, যিনি আচার্য্য স্বরূপানন্দের মানভূম-গমনের প্রধান হেতু। কিন্তু তারও চেয়ে অতি অল্পতর সময়ের মধ্যে এই অলোকসামান্য গণ-গুরু এই ত্রিপুরা জেলাতেই অসাধ্যতর কাজ করেছেন। সমগ্র ত্রিপুরাব্যাপী এই যে বিরাট চারিত্রিক উন্নতির আন্দোলন আজ প্রায় প্রতি গ্রামে পরিদৃষ্ট হচ্ছে, এ' কার অসামান্য প্রতিভামণ্ডিত গণসেবার ফল? ঘরে ঘরে তরুণদের প্রাণে উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রদীপ্ত অনল জ্বলে উঠেছে, এ' কার অসামান্য কর্ম্মান্দোলনের পরিণতি? জীবে জীবে সেবাহস্ত প্রসারণের জন্য এই যে আজ দিকে দিকে প্রাণের আকূতি, এই অকল্পনীয় বিবর্ত্তন কার আত্মত্যাগের স্বাভাবিক সুফল? চতুর্দ্দিকস্থ ভয়াবহ জাতি-বৈরের মাঝখানেও এই যে শান্ত প্রসন্ন উৎসব, এ' কার স্থিতপ্রজ্ঞ ভয়হীন প্রাণের প্রতিচ্ছবি? আজকের এই ভয়াল দিন তার সুপরিচ্ছন্ন সাত্ত্বিক স্নিগ্ধতার জন্য প্রতিজনের



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

মনে চিরস্মরণীয় হ'য়ে থাক্‌বে। বিপত্তির মাঝেও স্থিরতা, ভয়ের মাঝেও অভয়, আতঙ্কের মধ্যেও স্নিগ্ধসুন্দর সাবলীলতা আজকের উৎসবের এক অবিস্মরণীয় বিশিষ্টতা। প্রাচীন ভারত তার তপঃপ্রজ্ঞা নিয়ে আজ সশরীরে আমাদের মধ্যে বিদ্যমান। এই প্রজ্জ্বলন্ত আদর্শ অনন্তকাল ভবিষ্যতের বংশধরদের পূজার বস্তু হউক। কর্ত্তব্যে অবিচল থাক্‌ব, ক্রোধে বা ভয়ে আত্মহারা হব না, এইটীই ভারতের শাশ্বত মূর্ত্তি।''

## সুরেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

শ্রীশ্রীবাবামণির জ্যেষ্ঠতাত পরমপূজনীয় শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় উৎসব-কমিটীর বিশেষ আমন্ত্রণে কলিকাতা হইতে মোচাগড়া আসিয়াছিলেন। তিনি আবেগাকুল কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন,—

''পুত্র কামনা করে লোকে বংশের বৈশিষ্ট্যবৃদ্ধির জন্য আর পূর্ব্ব-পুরুষগণের অসাধারণত্বকে জগতে বিস্তারিত করার জন্য। এই জন্যই পুত্রলাভকে অশেষ পুণ্য ব'লে গণনা করা হয়। আমি আর সতীশ দুই যমজ ভাই, সতীশ আমার অনুজ। সতীশের পুত্র স্বরূপানন্দ বংশের জ্যেষ্ঠ পুত্র। কেউ ধারণা করে নি বা প্রার্থনা করে নি যে, সে সন্ন্যাসী হ'য়ে গৃহত্যাগ করুক, যদিও যে পরিবারে এই বালকের জন্ম, সে পরিবার সহস্র সহস্র সাধু, মহাপুরুষ, দণ্ডী, পরিব্রাজক ও ধর্ম্মপ্রচারকের নিয়ত শুভাগমনে পবিত্র ও ধন্য। কিন্তু এই বালককে তরুণ কৈশোরেই সর্ব্বত্যাগের আদর্শে অনুপ্রাণিত হ'তে হ'ল। তার পিতার যৌবনে





আগ্রহ ছিল সন্ন্যাসের, কিন্তু তা পূরণ হয় নি। পুত্রকে দিয়ে পিতা সেই আকাঙ্ক্ষার পরিপূরণ কর্ল্ল। পিতামাতার জীবৎকালেই এই পুত্র তার অলোকসামান্য জীবসেবা-সাধনের মহিমায় লক্ষ লোকের পূজনীয় এক বলিষ্ঠ কর্ম্মযোগীতে এবং এক বরিষ্ঠ লোক-গুরুতে পরিণত হয়েছে। এ' দৃশ্য দেখে আমার চাইতে আজ এখানে বোধ হয় আর কেউ বেশী আনন্দিত হবে না। যার হাতে একদিন আমি আর এক দিন আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সতীশ নিজেদের গাঁথা রুদ্রাক্ষমালা জপের জন্য তুলে দিয়েছিলাম, যার বস্ত্রের প্রথম গেরুয়া রংটুকু আমি নিজে কিনে এনেছিলাম বাজার থেকে আর সতীশ নিজে সেই রংয়ে বস্ত্র রঞ্জিত ক'রে পুত্রকে দিয়েছিল ক্ষৌমবাস, তার বর্ত্তমান জীবনের মাত্র দুইটী দিনের কতক সময়ের ঘটনাবলি প্রত্যক্ষ ক'রে আমি আজ এই ধারণায় উপনীত হ'য়েছি যে, যে বংশে এই বালকের জন্ম হয়েছিল, সেই বংশের বহুপুরুষ-ব্যাপী যোগ-ধ্যান-দান-তপস্যার এক কণাও মিথ্যা হয় নি। সাম্প্রদায়িকতার উন্মত্ত তাণ্ডব, বলপূর্ব্বক ভক্তিমান্ নরনারীদের হাত থেকে তণ্ডুলের পাত্র, ডালের বস্তা, উৎসবোপকরণ লুণ্ঠনের দৃশ্য এক দিকে দেখাচ্ছে বিভীষিকা, অন্য দিকে ঈশ্বরে সম্যক্ আত্মসমর্পণকারী নির্ভীক যোগীর আত্মস্থতা ও বিশ্বাস সঞ্চারিত কচ্ছে বিশ্বাসীদের মনে সাহস ও উদ্দীপনা,—এই ঘটনাচাঞ্চল্যের মাঝখানে আজকের এই উৎসব যেন প্রাচীন পুরাণ-কাহিনী-বর্ণিত ঋষি-তপোবনের যজ্ঞবিঘ্ন-সৃজন-চেষ্টার মধ্য দিয়েও পূর্ণাঙ্গ যজ্ঞ-সম্পাদনের প্রতিচ্ছবি। যে বালক একদা মাটির জালার ভিতরে ব'সে জপ কত্ত ঈশ্বরের



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

নাম, বনের মাঝে ঢুকে জম্বুরা গাছের নীচে শেয়ালের গর্ত্তে ব'সে কত্ত জপ-সাধনা, বাঁশ-ঝাড়ের মাঝে গোপন গুহা নির্ম্মাণ ক'রে অনুজনদের নিয়ে কত্ত নাম-যজ্ঞের প্রতিযোগিতা, আজকের ঘটনাবলি তারই জীবনের স্বাভাবিক প্রকাশ। আজকের ঘটনাবলিতে জীবে প্রেম ও বিশ্বমৈত্রী-কামনার যে জয় ঘোষিত হয়েছে, তাই যেন চিরকাল ভারতবাসীর জীবনের আদর্শ হ'য়ে থাকে, এইটাই আমার প্রার্থনা। বালক বল্টু দুটী আর দশটি বালকের নেতৃত্ব ক'রে তরুণ কৈশোরে তার অসাধারণত্বের পরিচয় দিয়েছিল, আজ সে স্বরূপানন্দ-রূপে বিকশিত হ'য়েও তার সেই যোগ্যতার ব্যাপাকতর প্রমাণ দেবে না? ঈশ্বরে যার বিশ্বাস, অভয় তার বিশেষত্ব হবে না? এই অভয়ের বলে ভারতের প্রত্যেক যুবক প্রেমিক হোক্, ভীরুর প্রেম দুর্ব্বলতা মাত্র।"

## উপেন্দ্রনাথ ঘোষ

চাঁদপুরের উকিল শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষ বলিলেন,—

"চাঁদপুরে আমার বাসার একেবারে সংলগ্ন স্থানে জুবিলী স্কুল। স্কুলের মাঠের এক কোণে একটী নিভৃত ছায়ায় টিফিনের ঘণ্টায় একটী কচি কিশোরকে নিত্য দেখা যেত, হয় ধ্যানে মগ্ন, নয়ত বুদ্ধদেবের মত উচ্চাসনে সমাসীন হ'য়ে সমবয়সী আর দশ বিশটী ছেলেকে উপদেশ-দানে রত। বন্ধু ব'লে একে দাবী কর্ব্বার সাহস কারো ছিল না কিন্তু গুরু ব'লে হয়ত একে কেউ বন্দনা করে নি। ক্লাশের প্রতিটি শিক্ষকের উপদেশের প্রতি মনোযোগী, বিনয়ী, আজ্ঞাবহ এবং কঠোর পরিশ্রমী এই ছাত্রটীকে





সবাই ভালবাসত, আর এই কারণেই সকল শিক্ষক ও সকল ছাত্রদের নিকটে এই বালকটী ছিল পরিচিত। অথচ বালক বিদ্যালয়ের নির্দ্দিষ্ট কয়েকজন ছাত্র ছাড়া অন্যদের চিন্‌তই না। এই বালকই আজ স্বরূপানন্দ নামে খ্যাতি লাভ করেছে। আজকের বিপজ্জনক পরিস্থিতির মধ্যে এই আচার্য্যের অসামান্যত্ব এত সহজে সকলের কাছে ধরা পড়েছে যে, আমার বোধ হয় তার ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন হবে না। রাস্তা দিয়ে চল্‌বার সময়ে যার পদভরে মেদিনী কাঁপত কিন্তু যার সঙ্গে আলাপে-আলোচনায় কেউ কখনো দর্প-দম্ভের লেশমাত্রও দেখেনি, স্বভাবতই যে নেতা কিন্তু অপরের উপরে নিজ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য যাকে একদিনের জন্য তার সহপাঠিরা দেখেনি ব্যগ্র হ'তে, নিজেকে প্রকাশ ক'রে ধরার সুযোগকে কাজে আন্‌তে যার এক কণা ছিল না আগ্রহ কিন্তু সকলে যে কাজে অপারগ ও সশঙ্ক, সেই কাজে যে অবহেলে এগিয়ে গিয়ে কার্য্যোদ্ধারের পরমুহূর্ত্তে করেছে ভিড়ের মধ্যে আত্মগোপন, সেই আত্মপ্রচারে অনিচ্ছুক আত্মভোলা কিশোর আজ জগদ্‌গুরুর পবিত্র আসন অলঙ্কৃত করেছেন। এই দৃষ্টান্ত ক্ষুদ্র-বৃহৎ প্রতিটি মানব-সন্তানের প্রাণে প্রেরণার প্রদীপ জ্বালিয়ে দিক্।"

## জননেতা ধীরেন্দ্রচন্দ্র

কুমিল্লার জননেতা শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রচন্দ্র দত্ত উদাত্ত কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন,—

"স্বামী স্বরূপানন্দ নব-ভারতের এক নবচিন্তার ঋষি। আজ



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

আমরা সমগ্র দিনের ঘটনাবলীর মধ্য দিয়ে তাঁর যে অলৌকিক শক্তি, আশ্চর্য্য প্রতিভা এবং অনিন্দ্য আত্মস্থতার পরিচয় পেয়েছি। ভদ্রমণ্ডলী, আমাদিগকে স্বীকার কত্তে হবে যে, একমাত্র সিদ্ধতপা ব্যক্তির মধ্যেই এতটা সম্ভবে। আমরা ধন্য যে তাঁর চরণ দর্শনের সুযোগ আমাদের ঘটেছে। ঋষি-কণ্ঠোচ্চারিত অসাম্প্রদায়িকতার উদারতম বাণী শ্রবণের পর আসুন ভদ্রমহোদয়গণ, আমরা প্রত্যেকে মানুষ হবার জন্য চেষ্টা করি।''

## জননেতা কামিনীকুমার

কুমিল্লার জননেতা এবং অদ্বিতীয় বাগ্মী শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার দত্ত মহাশয় আবেগাকুল কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন,—

''স্বাবলম্বনের সিদ্ধ-সাধক ঋষি-স্বরূপানন্দ ক্লৈব্যনাশক কল্মষাপহ যে মহামৃত দিনের পর দিন দেশ এবং জগৎকে নিজের তপঃপূর্ণ জীবনের তিল তিল উৎসর্গ দিয়ে পরম ধৈর্য্যের সহিত পরিবেশন ক'রে যাচ্ছেন, হে সম্মিলিত সহস্র সহস্র শ্রোতৃগণ, সেই অমৃতের যে আপনারা সত্যই অধিকারী, আজ সেই বিশ্বাসটুকুকে নিজেদের জীবনের এক পরম সঞ্চয় ব'লে জ্ঞান ক'রে, তবে যেন নিজ নিজ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। মানুষ আমাদের হ'তে হবে,—এই হচ্ছে ঋষি স্বরূপানন্দের বাণী, ক্লৈব্য আমাদের পরিহার কত্তে হবে,—এই হচ্ছে আচার্য্য স্বরূপানন্দের দৃষ্টান্ত। দৃষ্টান্ত ও উপদেশের এই মণিকাঞ্চন-সংযোগ কদাচিৎ দুই একটী মহৎ জীবনে ঘটে এবং আমাদের বহু ভাগ্যবশে আমরা স্বচক্ষে সেই মহৎ জীবন প্রত্যক্ষ করেছি।





আসুন বন্ধুগণ, এই আদর্শের আলোকে উৎসাহিত হ'য়ে আমরা প্রতিজ্ঞা করি, মানুষ আমরা হব, ক্লৈব্য আমরা ছাড়ব।''

অতঃপর আরও কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি বক্তৃতা করিলে সায়ংকালে সভাভঙ্গ হইল। রামকৃষ্ণপুরের স্বেচ্ছাসেবকেরা সারারাত্রি জাগিয়া প্রদর্শনীর প্রহরা দিলেন। কিন্তু রাত্রি-জাগরণ তাঁহারা বৃথাই করিলেন না, হরি-নাম করিয়া রাত কাটাইয়া দিলেন। প্রদর্শনী-গৃহে অগ্নি-সংযোগের জন্য অজ্ঞাত ব্যক্তিরা দুই একবার চেষ্টা করিল কিন্তু সেই চেষ্টা সফল হইল না।

রাত্রিতে কত স্থানের কত ব্যক্তি যে শ্রীশ্রীবাবামণির সহিত দেখা করিবার জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করিলেন, বলিবার নহে। রহিমপুরের শ্রীযুক্ত সূর্য্যমোহন রায় কিছুতেই কাহাকেও দেখা করিতে দিলেন না।

মোচাগড়া,
১৫ই পৌষ, ১৩৩৮

## সাম্প্রদায়িকতার মূল কোথায়

আশ্রমের চিত্র-প্রদর্শনী অদ্য মহিলাদের দর্শনের জন্য খোলা রহিয়াছে। যাত্রাপুর, কাশীপুর, ভবানীপুর ও মোচাগড়ার মহিলাগণ দলে দলে প্রদর্শনী দেখিবার জন্য আসিতেছেন। সৌভাগ্যক্রমে অদ্য পথে পথে বিরুদ্ধ জনতার সমাবেশ বা উচ্ছৃঙ্খল গুণ্ডামি নাই। তবু মহিলারা উপযুক্ত রক্ষী নিয়া আগমন করিয়াছেন। চিত্রগুলি এমন ভাবে পরিকল্পিত এবং বিন্যস্ত হইয়াছে যে, একটার পর একটা চিত্র দেখিয়া গেলে তাহারই ফলে একটা সুশৃঙ্খল ও সুবিস্তারিত বক্তৃতা শ্রবণের কাজ হইয়া



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

যায়। জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্ম, সমাজ, পল্লী, স্বাস্থ্য, নীতি ও সদাচার সম্বন্ধে যে সকল চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা দেখিয়া প্রত্যেকই আনন্দিত হইয়াছেন। কেহ কেহ আনন্দ প্রকাশের জন্য পুষ্পাদি দ্বারা শ্রীশ্রীবাবামণির চরণে সাশ্রুনয়নে অঞ্জলি প্রদান করিতেছেন।

এমন সময়ে কয়েকটী মুসলমান দর্শক প্রদর্শনী দেখিতে আসিলেন। শ্রীশ্রীবাবামণি জিজ্ঞাসা করিলেন,—কাল কেন আসেন নি? কাল যে পুরুষদের দিন ছিল।

নবাগতেরা বলিলেন,—কাল দেখ্‌লে গুণাহ্‌ হবে ব'লে মৌলভীরা ব'লেছেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আজ দেখ্‌লে গুণাহ্‌ হবে না?

দর্শনেচ্ছুরা লজ্জিত হইয়া বলিলেন,—দেখুন সদ্বিষয়ে উপদেশ দেবার জন্য প্রদর্শনী করেছেন, এ প্রদর্শনী দেখ্‌লে গুণাহ্‌ হয় না। কিন্তু মৌলভীরা ফতোয়া দিয়েছেন, তা অমান্য কত্তে পারি না ব'লেই কাল আসিনি।

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—আজ এসেছেন, ভালই করেছেন। তবে আজ মহিলাদের দিন। তাঁদের একটু ভীড় কমুক। পরে আপনারা দেখ্‌বেন।

নবাগতেরা সানন্দে সম্মত হইলেন।

মোচাগড়া,
১৬ই পৌষ, ১৩৩৮

## বংশের ছেলের জয়

বেলা দশ ঘটিকার সময়ে পরম পূজনীয় বড়দাদু (শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়) এবং শ্রীযুক্ত হরিহর মিশ্র





প্রভৃতি বাঙ্গরা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। মোচাগড়া গ্রামবাসীদের আগ্রহে শ্রীশ্রীবাবামণিকে সহ তাঁহারা মোচাগড়ার প্রত্যেক বাড়ীতে গমন করিতে লাগিলেন। গৃহে গৃহে শঙ্খঘণ্টা নিনাদিত হইতে লাগিল। ধান্য, দূর্ব্বা, পুষ্প, পত্র, মাল্যাদি দ্বারা সর্ব্বত্র অভিনন্দন হইতে লাগিল। কয়েক জন উচ্চকণ্ঠে ধ্বনি করিলেন,—"সুরেশবাবু কী জয়।"

শ্রীশ্রীবাবামণির পিতৃব্য বড়দাদু (শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়) বলিলেন,—"আমার বংশের ছেলের জয়েই আমার জয়,—পৃথক্ জয়োচ্চারণ কত্তে হবে না।"

## মৃত্যুর জন্য তৈরী থাকাই ভাল

জনান্তিকে শ্রীযুক্ত বড়দাদু শ্রীশ্রীবাবামণিকে বলিলেন যে, রায় সাহেব রূপেন্দ্রলোচন মজুমদার বিশ্বস্তসূত্রে সংবাদ পাইয়াছেন যে, শ্রীশ্রীবাবামণিকে হত্যা করিবার জন্য প্রবল ষড়যন্ত্র চলিতেছে।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—মৃত্যু যখন ধ্রুব, তখন আজ না কাল, সে কথা ভাবা নিরর্থক। সর্ব্বক্ষণ তৈরী হ'য়ে থাকাই ভাল।

## নির্ভয় হও

অপরাহ্নে সকলে রহিমপুর রওনা হইলেন। রহিমপুর গ্রামবাসীগণ কীর্ত্তনাদি সহকারে উপযুক্তভাবে সম্বর্দ্ধনা করিলেন। শ্রীযুক্ত বড়দাদু এবং হরিবাবু শ্রীযুক্ত অশ্বিনী পোদ্দারের গৃহে আমন্ত্রিত হইলেন। রহিমপুর আশ্রমের কুটীর দুইখানার মধ্যে একখানা সম্পূর্ণই ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছিল। অপরখানার



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

বেড়াগুলি পুড়িয়া গিয়াছিল, চালাটা ছিল। শ্রীশ্রীবাবামণি সেইখানেই রাত্রিযাপন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি সঙ্গীয় এক ব্রহ্মচারীকে বলিলেন,—বিঘ্ন-বিপত্তি ভগবানের দান, সুতরাং দগ্ধ গৃহকেই রাজপ্রাসাদ ব'লে জ্ঞান কর। যারা গৃহদাহ ক'রেছে, তারা না বুঝে ক'রেছে,—অজ্ঞানকে ভগবান্ ক্ষমা করুন, এই প্রার্থনাই কর। হিংসা ও বিদ্বেষ বর্জ্জন ক'রে বিপদের মাঝেও নির্ভয় হও। নির্ভীকতাই ঈশ্বর-বিশ্বাসের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ।

রহিমপুর আশ্রম,
১৭ই পৌষ, ১৩৩৮

## নিরুৎসাহ হইও না

অদ্য প্রাতে মোচাগড়া হইতে সংবাদ আসিল যে, গতরাত্রে প্রায় একশত দুষ্ট লোক মোচাগড়া আশ্রম দগ্ধ করিয়াছে এবং আশ্রমের তিনশত কলাগাছ টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া কাটিয়া দিয়াছে।

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিতে হাসিতে লাগিলেন,—ধ্বংস যার স্বভাব, সে ধ্বংস কর্ব্বে। গড়া যার স্বভাব, সে গঠন কর্ব্বে। মহাদেব প্রলয় বিধান করেন ব'লে কি সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা তাঁর সঙ্গে লড়াই কর্ব্বেন? মহেশ্বর ধ্বংস করুন, ব্রহ্মা দ্বিগুণ উৎসাহে সৃষ্টি কর্ব্বেন। তোরা নিরুৎসাহ হোস্ না। উৎসাহই জীবনের লক্ষণ।

## মৃত্যু ও পবিত্র জীবন

অদ্য অপরাহ্নে শ্রীযুক্ত বড়দাদু এবং হরিবাবু চাঁদপুর রওনা হইলেন। কিছুক্ষণ পরেই মুরাদনগর থানার কোনও দারোগা





মোচাগড়া অগ্নিদাহনের তদন্ত করিয়া ফিরিবার পথে রহিমপুর আশ্রমে বসিলেন এবং বলিলেন,—"There may be harm upon your life."

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—"Death is not a dreaded guest to those that know how to live a pure life." ["পবিত্র জীবনযাপনকারীর পক্ষে মৃত্যু মোটেই ভয়ের নয়]"

## মৃত্যুভয়ের কারণ

সায়াংকালে গ্রামের যুবকদের সহিত শ্রীশ্রীবাবামণি জীবন ও মৃত্যু সম্বন্ধে নানাকথা কহিতে লাগিলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—মৃত্যুকে লোকে অত ভয় করে কেন জানিস্? তারা জানে না, মৃত্যু জিনিষটা কি। মৃত্যুতে কি তোমার ধ্বংস হয়, না তুমি নবজীবন পাও? তাতে কি তোমার অবসান ঘটে, না, আরম্ভ হয়? মৃত্যুতে কি তুমি কিছু হারাও, না লাভ কর? মৃত্যুতেই কি তোমার সব কিছু শোধ হ'য়ে যায়, না অখণ্ড-জীবনের দুয়ার খুলে যায়? এই অজ্ঞানতাই মৃত্যুকে ভয়ের জিনিষ ক'রে রেখেছে। যেমন অন্ধকার রাত্রে তোমার পথ চলতে ভয় করে কিন্তু হাতে আলো থাক্‌লেই ভয় দূরে যায়। অজ্ঞানতাই ভয়ের জনক। মৃত্যুর মাঝে ভয়ের কিছু নেই।

## মৃত্যুর স্বরূপ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—চিরকাল বেঁচে থাকাটা অস্বাভাবিক, মৃত্যুটাই স্বাভাবিক। যেমন তোমার ক্ষুধা-তৃষ্ণা স্বাভাবিক, আহার-



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

নিদ্রা স্বাভাবিক, মৃত্যু তেমনি স্বাভাবিক। স্বাভাবিক ব্যাপারকে ভয় করা ভুল। মৃত্যু তোমার প্রয়োজন, নইলে দীর্ঘকাল একটা জীর্ণ, রুগ্ন, অকর্ম্মণ্য দেহের বোঝা বইতে বইতে শেষে তোমার সহিষ্ণুতার সীমা অতিক্রান্ত হ'য়ে যেত। মৃত্যু আছে ব'লেই জরা-ব্যাধির হাত থেকে তুমি রক্ষা পাও। নীরোগ চিরযৌবন যদি না পাওয়া যায়, তা হ'লে অশ্বত্থামা বা হনুমানও প্রত্যহ মৃত্যুকামনা কত্তেন। মৃত্যুর মানে কি? দেহের পরিবর্ত্তন ছাড়া ত' মৃত্যু আর কিছুই নয়! পুস্তকের যেমন একটা মলাট ছিঁড়ল, তুমি আর একটা মলাট পরিয়ে নিলে। পরিধানের একখানা বস্ত্র ছিঁড়ল, তুমি আর একখানা বস্ত্র পরিধান কর্ল্লে। কাপড় পুরাণো হ'লেই তাকে ছেড়ে দেওয়া প্রয়োজন হবে। যা প্রয়োজন, তাতে আপত্তি করা ভুল। ছেঁড়া কাপড় ফেলে দেবার জন্য তৈরী হ'য়ে থাকাই সঙ্গত। মৃত্যু সর্ব্বজনীন। কার মৃত্যু হয় নি? রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, যীশু, সব ঈশ্বরাবতারের সঙ্ঘ, দেহত্যাগ করেন নি? কেউ হয়ত দীর্ঘকাল বাঁচেন, কেউ অল্পকাল বাঁচেন। কিন্তু সবাইকে মরতে হয়েছে। সুতরাং যা সর্ব্বজনীন, তার সঙ্গে মনেই হোক্, আর বাক্যেই হোক্, ঝগড়া করা বিষম ভ্রম। মৃত্যুর মানে ধ্বংস নয়, মৃত্যুর মানে বিবর্ত্তন। শীতকালে অনেক গাছের পাতা প'ড়ে যায়, আবার বসন্তে কচিপাতা গজায়। মৃত্যুতেও তেমন তোমার পুরাণো শরীর ঝ'রে প'ড়ে নূতন কাঁচা কচি সুন্দর শরীর লাভ হয়।

## আত্মহত্যা নিষ্প্রয়োজন

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তাই ব'লে আত্মহত্যার কোনও প্রয়োজন নেই, কিম্বা সেধে গিয়ে মৃত্যুর গ্রাসে গড়িয়ে পড়ারও





কোনো মানে নেই। মৃত্যু এসে যায় ত' উত্তম, না আসে ত' জীবনটাকে মানুষের মত মন নিয়ে মানুষের আচরণ দিয়ে ভোগ ক'রে যাও। "কেউ যার দুঃখ দূর কত্তে পারে না, মৃত্যু তারও শান্তিদাতা, কেউ যার বন্ধনচ্ছেদন কত্তে পারে না, মৃত্যু তার স্বাধীনতা-দাতা, কেউ যার রোগ সারাতে পারে না, মৃত্যু তার মহৌষধ"—এইরূপ সব কথা প্রচার ক'রে মৃত্যুকে জনপ্রিয় কর্ব্বার চেষ্টা অনেকে করেছেন। ফলে আত্মহত্যা করার বাতিক বেড়েছে।

## আত্মহত্যার নিষ্ফলতা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু আত্মহত্যা ক'রে কেউ কর্ম্মফলের হাত এড়িয়ে যেতে পারে না। যেই দুঃখটা এই শরীর নিয়ে পেতে তোমার আপত্তি, সেই দুঃখটা পরবর্ত্তী শরীরেও তোমাকে পেতেই হবে। সুতরাং যতক্ষণ না স্বাভাবিক ভাবে মৃত্যু ঘ'টে যাচ্ছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত নিজে ইচ্ছে ক'রে মরবার চেষ্টা ক'রে লাভ নেই। যে চেষ্টায় উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না, সেই চেষ্টায় ব্রতী হওয়া ভুল।

## জীবন ও মৃত্যুর প্রতি সমভাব

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—জীবন ও মৃত্যুর প্রতি সমভাব রাখ। আসক্তিও নয়, বিতৃষ্ণাও নয়, একেবারে নিরপেক্ষ উদাসীন। জীবৎকালে ভগবান্ তোমার সাথে এক হ'য়ে আছেন, এই বিশ্বাস ক'রে দুঃখকে অগ্রাহ্য কর। মরলে ভগবানের সাথে তুমি এক হ'য়ে যাবে, এই বিশ্বাস ক'রে ভয়কে জয় কর।





Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

বিবাহিত ব্যক্তিরা মরতে ভয় পায়। তার মানে কি? তার মানে হচ্ছে এই যে, সংসারে এরা আসক্ত, আসক্তি এদের অনন্ত জীবনের অনন্ত বিস্তারের কথা বিস্মরণ করাচ্ছে। অবিবাহিত ব্যক্তিরা সহজেই আত্মহত্যা করে। এর মানে কি? এর মানে হচ্ছে, দায়িত্ব-জ্ঞানের এদের অভাব এবং ইহকালের কর্ম্মের ফল যে কর্ম্মক্ষয় না হওয়া পর্য্যন্ত জন্মজন্মান্তরেও তোমাকে অনুসরণ কর্ব্বে, একথায় অবিশ্বাস। কারো জীবনের প্রতি অতিতৃষ্ণা মৃত্যুকে ভয়ের জিনিষ ক'রে রেখেছে। কারো জীবনের প্রতি অতি বিতৃষ্ণা জীবনকে অবাঞ্ছনীয় ক'রে ফেলেছে। কিন্তু তোমরা এই দুই দলের একদলেরও অন্তর্ভুক্ত হ'তে পার না। তোমরা হবে জীবন ও মৃত্যুর প্রতি সম্পূর্ণরূপে সমদৃষ্টি। জীবন থাক্‌বার হয়, থাকুক, তার পূর্ণ সদ্‌ব্যবস্থার কর্ব্বার জন্যই মাত্র তুমি অধিকারী। মরণ আস্‌বার হয়, আসুক, তাকে বীরের মত নির্ভয়ে আলিঙ্গন করারই মাত্র তুমি অধিকারী। কিন্তু কখন তোমার মৃত্যু হবে বা কতদিন তুমি বাঁচবে, সেই হিসাব তোমার করার কোনো প্রয়োজন নেই।

## না জানিয়া প্রতিজ্ঞা করিতে নাই

রাত্রির আহারের পরে শ্রীযুক্ত সূর্য্যমোহন রায় আসিয়া শ্রীশ্রীবাবামণিকে বলিলেন যে, তাঁহার একটী অনুরোধ রাখিতে হইবে।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কি অনুরোধ?

সূর্য্যবাবু।—আগে বলুন, রাখ্‌বেন?





শ্রীশ্রীবাবামণি।—না জেনে প্রতিজ্ঞা কত্তে নেই।

সূর্য্যবাবু।—আমি অন্যায় কোন অনুরোধ কর্ব্ব না।

শ্রীশ্রীবাবামণি।—তা হ'লে রাখ্‌ব।

সূর্য্যবাবু।—আপনি কোন্ দিন রাত্রিতে কোথায় শয়ন কর্ব্বেন, সেই বিষয়ে আপনাকে আমার নির্দ্দেশমত চল্‌তে হবে।

শ্রীশ্রীবাবামণি।—কেন?

সূর্য্যবাবু।—কারণ, আপনাকে আমরা গুপ্তঘাতকের হাতে মরতে দিব না।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বটে?

সূর্য্যবাবু।—এই বিষয়ে আপনাকে কথা রাখ্‌তেই হবে।

শ্রীশ্রীবাবামণি স্বীকৃত হইলেন এবং গভীর রাত্রে সূর্য্যবাবু পোদ্দার-বাড়ীর দোতলায় এমন ভাবে শ্রীশ্রীবাবামণিকে রাখিয়া আসিলেন যে, গৃহস্বামীও জানিতে পারিলেন না যে, কে আজ তাঁহাদের গৃহে নিদ্রাভিভূত হইয়াছেন।

রহিমপুর আশ্রম,
১৮ই পৌষ, ১৩৩৮

## ইষ্টক নির্ম্মাণ আরম্ভ

পুপুন্‌কী হইতে আসিবার কালে পুপুন্‌কী আশ্রমের প্রাক্তন ছাত্র শ্রীমান্ পঞ্চানন হালদারকে লইয়া আসিবার জন্য শ্রীশ্রীবাবামণি হরিবাবুর পাথেয়ের সহিত পঞ্চাননেরও পাথেয় পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। হরিবাবু পুপুন্‌কী রওনা হইয়া গেলেও পঞ্চানন রহিমপুর রহিয়া গেল এবং পোদ্দার বাড়ীর কর্ত্তারা



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

তাহার আহারের ব্যবস্থা নিজেদের গৃহে করিলেন।

পঞ্চানন ইট-কাটায় সুদক্ষ। পুপুন্‌কী আশ্রমের গৃহ-নির্ম্মাণ কালে বহু ইট সে কাটিয়েছে। অদ্য তাহার দ্বারাই ইট কাটান আরম্ভ হইল। গ্রামের যুবকেরা প্রথম প্রথম তাহার কার্য্য দেখিতে লাগিল। পরে প্রত্যেকেই এক একখানা ফর্ম্মা লইয়া কাজ আরম্ভ করিল।

## অস্বস্তিকর জনরব

শ্রীশ্রীবাবামণিকে হত্যা করিয়া শহীদ হইবার জন্য উত্তেজনা দিয়া গ্রামে গ্রামে গুপ্ত-সভা-সমূহের অধিবেশন হইতেছে বলিয়া চতুর্দ্দিক হইতে এত সব চাঞ্চল্যকর জনরব আসিয়া পৌঁছিতেছে যে, গ্রাম-জ্যেষ্ঠ শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র রায় ও শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র রায় মহাশয়দ্বয় শ্রীশ্রীবাবামণির নিকটে আসিয়া ধর্ণা দিয়া পড়িলেন যে, আশ্রমের দগ্ধাবশিষ্ট গৃহটীতে অরক্ষিত অবস্থায় বাস তাঁকে পরিত্যাগ করিতে হইবে এবং তাঁহাদেরই কাহারও বাড়ীতে গিয়া অবস্থান করিতে হইবে।

শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র রায় আগরতলাতে থাকেন, তাঁহার মাটির কোঠাঘর খালি পড়িয়াই থাকে। তিনি অনুরোধ করিলেন যে, আশ্রমের গৃহ পুনর্নির্ম্মিত এবং সুনির্ম্মিত না হওয়া পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীবাবামণি যেন আশ্রম জ্ঞান করিয়া তাঁহার গৃহেই অবস্থান করেন। অন্যান্য বাড়ী হইতে প্রভাত বাবুর বাড়ীখানা সম্পূর্ণ পৃথকভাবে অবস্থিত জানিয়া শ্রীশ্রীবাবামণি সেইখানে অবস্থান করিতে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন।





## জনরবের ধর্ম্ম

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—জনরবের ধর্ম্ম কি জানেন? বহুরূপীর মত সে নিমেষে নিমেষে রং বদলাবে। নদীর জলের মত সে যত এগিয়ে যাবে, নূতন নূতন খালের ঘোলা ময়লা জল মিশিয়ে মিশিয়ে নিজের আয়তন বৃদ্ধি করবে। শেষে এমন হবে যে আসল রূপ তার কি, আর আদিতে সে কি ছিল, তা নির্ণয় করা অসম্ভব হ'য়ে পড়ে। সুতরাং জনরবে বিশ্বাস কত্তে নেই।

## জনরবের প্রতি কর্ত্তব্য

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র বাবু বলিলেন,—যে জনরব বিশ্বাস করলে ক্ষতির কারণ নেই, সেই জনরব বিশ্বাসই করুন না!

শ্রীযুক্ত বিপিনবাবু বলিলেন,—জনরব সত্য হোক্ আর মিথ্যা হোক্ নানা লোকের কাছে নানা কথা শুনে আমরা এত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হ'য়ে পড়েছি যে, আমাদের তৃপ্তির জন্য আপনার সতর্ক থাকা সঙ্গত।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আচ্ছা, তা আমি কর্ব্ব। যদি জনরব রটনা হয় যে, লোকে আমাকে হত্যা কর্ব্বে, তবে সে জনরবে বিশ্বাস না কর্ল্লেও, সতর্কতা অবলম্বন সঙ্গত। যদি জনরব রটনা হয় যে, আমি দুশ্চরিত্র বা অসৎ, তাহ'লে সে জনরব অসত্যমূলক হ'লেও চরিত্রোন্নতি-সাধনের জন্য কঠোরতর দৃষ্টি দেওয়া আমার সঙ্গত। যদি জনরব রটনা হয় যে, আমি ছাড়া অন্য কোনও লোকের গুরুতর কোনও অনিষ্টের ষড়যন্ত্র হচ্ছে, তবে তাকে সাবধান ক'রে দেওয়া সঙ্গত। অবশ্য কুটিল



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

সংসারে এমন অবস্থাও আছে, যেই অবস্থায় কাউকে বিপদের সম্ভাবনা জ্ঞাপন কর্ল্লে নিজেই বিপদে পড়্‌তে হবে। সেই সব অবস্থায় কৌশলে কাজ করা সঙ্গত। যদি জনরব রটনা হয় যে, আমি ছাড়া অন্য কোনও লোকের চরিত্র কলঙ্কিত, তবে সে সব জনরবকে পদাঘাত ক'রে উপেক্ষা করা উচিত।

## নৈশ অভিযান

আশ্রমের ব্রহ্মচারীদিগকে শ্রীশ্রীবাবামণি আজ রাত্রে শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রভৃতির বাড়ীতে শয়নের জন্য পাঠাইয়া দিলেন এবং নিজের বিছানা আশ্রমের দগ্ধাবশিষ্ট কুটীরেই বেশ সুন্দর করিয়া পাতিয়া রাখিলেন। আশ্রমে কেহ কোল বালিশ ব্যবহার করেন না, অতএব দুই তিনটী বালিশকেই কোল-বালিশের মত লম্বা করিয়া পাতিয়া তাহার উপরে লেপ চাপা দিয়া একটু বেশী রাত্রি হইলে পরে প্রস্থান করিলেন।

শ্রীযুক্ত সূর্য্যমোহন রায় মহাশয় সমভিব্যাহারে শ্রীশ্রীবাবামণি গ্রামের অনেকগুলি বিশিষ্ট বাড়ীতে গমন করিলেন কিন্তু কাহারও গৃহেরই দুয়ার খোলা পাইলেন না। শ্রীযুক্ত সূর্য্য বাবুর একখানা বৈঠকখানা ঘর আছে, তাহাতে চাকরেরা থাকে। শয়নের ঘর মাত্র একখানা, তাহাতে সূর্য্য বাবুর সাধ্বী পত্নী পুত্র-কন্যাদি সহ ঘুমাইয়া আছেন। নিঃশব্দে গৃহদ্বার উন্মোচিত করিয়া সূর্য্য বাবু শ্রীশ্রীবাবামণিকে লইয়া ঐ গৃহে প্রবেশ করিলেন। সূর্য্য বাবু নিজের শয্যা শ্রীশ্রীবাবামণিকে ছাড়িয়া দিয়া মাটিতে বিছানা পাতিলেন। ইতঃপূর্ব্বে সূর্য্যবাবুর বাসগৃহের অভ্যন্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি





কখনো প্রবেশ করেন নাই। সুতরাং অসন্দিগ্ধ চিত্তে শয্যাশ্রয় করিলেন।

রহিমপুর,
১৯শে পৌষ, ১৩৩৮

## আপদ্ধর্ম্ম

শয্যাত্যাগ করিয়া শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সূর্য্যবাবু, একাজ অতীব অন্যায় হয়েছে। এ গৃহেই আপনার স্ত্রীও বাস কচ্ছেন।

সূর্য্যবাবু পদতলে পড়িয়া বলিলেন,—বাবা, ইহা আপদ্ধর্ম্ম। আপনি জানেন না যে, কাল সমস্ত রাত্রি সমগ্র গ্রামটিতে আপনাকে কতস্থানে লোকে খুঁজে বেড়িয়েছে। সমস্ত রজনী আমি বিনিদ্র ছিলাম, আমি সব জেনেছি।

বলিতে বলিতে সূর্য্যবাবু কাঁদিয়া ফেলিলেন।

সূর্য্যোদয়ের সামান্য পূর্ব্বেই শ্রীশ্রীবাবামণি আশ্রমে আসিলেন। দুইটী ব্রহ্মচারী শ্রীশ্রীবাবামণির সঙ্গ লইলেন। শ্রীশ্রীবাবামণি আসিয়া দেখিলেন, আশ্রমের বিছানাপত্র লণ্ডভণ্ড হইয়াছে, তীক্ষ্ণ-ধার-বিশিষ্ট অস্ত্রের আঘাত লাগিলে যেমন হয়, লেপ ও বালিশের দুই এক স্থানে তদ্রূপ কাটা দাগ দেখা যাইতেছে। এক স্থানে রক্তের দাগ। বুঝা গেল, অন্ধকারচারী ব্যক্তিরা নৈশ অভিযানে আসিয়াছিলেন এবং আকাশে বাতাসে যে সব জনরব হাত পা ছড়াইয়া বেড়াইতেছে, তাহাদের সহিত এই অভিযানের সম্পর্ক আছে। কিন্তু এই ব্যাপার ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ করিতে শ্রীশ্রীবাবামণি বিশেষ ভাবে নিষেধ করিলেন।



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

## আত্মহত্যা-রোগ ও নরহত্যা রোগ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আত্মহত্যা করা আর নরহত্যা করা দুইটাই এক প্রকারের মস্তিষ্ক-রোগের ফল। প্রকৃতিস্থ অবস্থায় এ দুই কাজ করা অতি কঠিন ব্যাপার। কিন্তু মাথায় রোগের পোকা ঢুক্‌লেই কেউ এ কাজ ক'রে উঠ্‌তে পারে না। রোগের পোকাগুলিকে উৎসাহিত ও বলশালী কর্ব্বার জন্য অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি চাই, তবে ত' দিগ্‌বিদিগ্‌জ্ঞানশূন্য হ'য়ে এমন জঘন্য কাজ করা সম্ভব হবে! কেউ আত্মহত্যা করেছে শুনলে নিজের আত্মহত্যার প্রবৃত্তি প্রবল হয়। যার প্রতি আমার বিদ্বেষ, তাকে হত্যার জন্য কেউ চেষ্টা করেছে, এ সংবাদ কাণে এলে নিজের মাথায় যেন খুন চাপে। এ জন্যই এ সব খবর প্রচার কত্তে নেই।

## আত্মহত্যা ও সংবাদপত্র

আশ্রমে একটী সরল-প্রাণ ব্রহ্মচারী আছেন। তিনি বলিলেন,—আত্মহত্যার সংবাদ খবরের কাগজে প্রকাশ ভাল। তাতে দেশের অবস্থাটা বেশ বুঝা যায়।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তা যায় কিন্তু আমি যদি Censor Officer হ'তাম, তবে সব খবরের-কাগজ থেকে আত্মহত্যার সংবাদগুলি তুলে দিতাম। সংবাদপত্রগুলি দর্শন-শাস্ত্র নয় যে, যত জনেই তা পড়্‌বে, সবাইকেই চিন্তাশীল ও স্থিরবুদ্ধি লোক ব'লে মনে কত্তে হবে। যে সংবাদ থেকে একজন





চিন্তাশীল লোক সংগ্রহ কর্ব্বেন শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা, এই সংবাদ থেকেই একজন সাধারণ ভাব-প্রবণ ব্যক্তি নিজের হয় ত' সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে সংগ্রহ কর্ব্বেন পাপ-কার্য্যের প্রবৃত্তি। যে সাহিত্যের অধিকাংশ পাঠকই লঘুবুদ্ধি, সেই সাহিত্যের পরিবেশকদেরই দায়িত্ব-জ্ঞান বেশী থাকা উচিত।

## সংবাদপত্র ও নারী-ধর্ষণ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—নারীহরণ ও নারীধর্ষণের কথাই ধর। সমাজের গলদ দেখাবার জন্য এই সংবাদ প্রকাশ করার আবশ্যকতা আছে। তাতে সমাজের আত্মরক্ষা-প্রবৃত্তির উন্মেষ ঘট্‌তে পারে। কিন্তু খবর লিখ্‌বার সময়ে লেখক কি ভাষায় এবং কি ভঙ্গীতে তা রচনা কচ্ছেন, তার উপরে এর প্রকৃত ফলাফল নির্ভর কচ্ছে। নারী-হরণের প্রতিকারের দিক্‌টায় জোর না দিয়ে নারী-নির্য্যাতনের অশ্লীল দিক্‌টার প্রতিই যদি সাংবাদিকের লেখনী বেশী লক্ষ্য দেয়, তবে তা দ্বারা সমাজে নারীহরণকারী ও ব্যভিচারী দুর্ব্বৃত্তদেরই সংখ্যা-বর্দ্ধনে পরোক্ষভাবে সাহায্য দান করা হবে।

## শ্রীশ্রীবাবামণির অন্তরে লুক্কায়িত আকাঙ্ক্ষা

শ্রীশ্রীবাবামণি, পঞ্চানন ও আশ্রমের ব্রহ্মচারীত্রয় প্রায় সাত আট ঘণ্টা সময় ব্যাপিয়া ইষ্টক নির্ম্মাণ করিলেন। অপরাহ্নে যখন গ্রামের যুবকেরাও আসিয়া ইটের কাজে লাগিল, তখন শ্রীশ্রীবাবামণি ফর্ম্মা ছাড়িয়া হাত মুখ ধুইয়া নিকটেই ঘাসের উপরে উপবেশন করিয়া তাঁহার কোনও প্রিয় সহকর্ম্মীর নিকটে



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

এক পত্র লিখিলেন। সবখানি পত্র এখানে উল্লেখ করা সম্ভব নহে বলিয়া অংশ মাত্র উদ্ধার করা হইল। যথা,—

''অজ্ঞাত ব্যক্তিদের নৈশ অভিযানের যে বর্ণনা আমি আজ প্রদান করিলাম, ইহা পাঠ করিবার পরেও কি আমার নিকটে থাকিবার সাহস তোমার আছে? যদি ভয় পাও, আমি বিস্মিত হইব না, কারণ, এরূপ ক্ষেত্রে ভয় পাওয়া স্বাভাবিক। যদি ভয় না পাও, তবে তাহাও আমি অস্বাভাবিক বলিয়া মনে করিব না। কারণ, মহৎ লক্ষ্যতে যে প্রাণ সঁপিয়াছে, ভয় বা দ্বিধা তাহার দূর হইয়া যায়। * * * বাক্য বা লিপির মধ্যে আমার প্রতিভার প্রকাশ নহে, আমার প্রতিভার প্রকাশ ঘটিবে নির্লিপ্ত নীরবতায়। আমার প্রতিভার প্রকাশ-ক্ষেত্রকে আমি চিনিয়াছি, তাই অত ব্যাকুল হইয়াছি। সবাই দেখিতেছে, আমি কর্ম্ম-বীর, আমি দেখিতেছি, আমার প্রকৃত কর্ম্ম অবিরাম অপলক তপস্যা। আমার অন্তরের লুক্কায়িত আকাঙ্ক্ষার কথা আমি কাহার নিকটে প্রকাশ করিব? তপঃকামনার একটা বহুবলয়িত অফুরন্ত তরঙ্গ-মেখলা যেন সঙ্গোপনে আমার সমগ্র দেহ-মন বেষ্টন করিয়া ধরিয়াছে।''

অদ্য রাত্রে শ্রীশ্রীবাবামণি সকলের অজ্ঞাতসারে পোদ্দার-বাড়ীর দোতালায় যাইয়া শয়ন করিলেন।

রহিমপুর,
২০শে পৌষ, ১৩৩৮

## চতুর্দ্দিকে গুপ্তঘাতক

প্রাতঃকাল হইতে বেলা এগার ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীবাবামণি, শ্রীযুক্ত প্রেমানন্দ ও শ্রীমান্ জীবন ইষ্টক-নির্ম্মাণ করিলেন।





একজন ব্রহ্মচারী আহারীয় প্রস্তুতের কার্য্যে রহিলেন।

বিগত ১৩ই বৈশাখ শ্রীশ্রীবাবামণি দুইরা স্কুলে গিয়াছিলেন। অদ্য পুনরায় দুইরা গ্রামে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁহার বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে উপদেশ দিবার জন্য একটী সভার আয়োজন করিয়াছেন। শ্রীশ্রীবাবামণি আহারান্তে দুইরা রওনা হইতে উদ্যোগ করিতেছেন, এইরূপ সময়ে শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এবং শ্রীযুক্ত সূর্য্যমোহন রায় পথ আগুলিয়া ধরিলেন,—তাঁহারা শ্রীশ্রীবাবামণিকে এ' সময়ে কোথাও যাইতে দিবেন না।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আমাকে ছেড়ে দাও, বাধা দিও না, সেখানে গেলে কিছু হবে না আমার।

শ্রীযুক্ত গিরিশ কাঁদিতে লাগিলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া ফেলিলেন। বলিলেন,—আচ্ছা যাব না।

শ্রীযুক্ত সূর্য্যবাবু দুইরা স্কুলের প্রধান শিক্ষক নগেন্দ্রবাবুকে পত্র লিখিলেন,—

''চতুর্দ্দিকে গুপ্ত-ঘাতক, আমরা বিশেষ ভাবে সংবাদ পাইয়াছি যে, আপনাদের ঐ অঞ্চলে আজ সভা উপলক্ষ্য করিয়া হিংস্র ব্যক্তিরা একটা বিশেষ পরামর্শ স্থির করিয়া রাখিয়াছে, সুতরাং আমরা স্বামীজীকে অদ্যকার সভায় যাইতে দিব না।''

অদ্যও শ্রীশ্রীবাবামণি গ্রামের কোনও অজ্ঞাত গৃহে রাত্রিযাপন করিলেন।



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

রহিমপুর আশ্রম,
২১শে পৌষ, ১৩৩৮

## মৃত্যু, না নূতন দেশ দেখা

অদ্য ইষ্টক-নির্ম্মাণের কার্য্যে কিছু শিথিলতা আসিয়াছে। শ্রীশ্রীবাবামণি ক্লান্ত, শ্রীযুক্ত প্রেমানন্দ অসুস্থ এবং শ্রীমান্ পঞ্চানন অমনোযোগী। চতুর্দ্দিকে "হত্যা" আর "হত্যা" কথাটা শুনিতে শুনিতে পঞ্চাননের মনে এত ভয় জন্মিয়াছে যে, সে পুপুন্‌কী ফিরিয়া যাইবার জন্য অধীর হইয়াছে।

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—মৃত্যুকে এত ভয় কেন রে? মৃত্যু ত' নূতন দেশ দেখা। পুপুন্‌কী থেকে এসেছিস্ রহিমপুর, কত নূতন কিছু দেখেছিস্ শিখেছিস্। আবার কেউ যদি দয়া ক'রে তোকে হত্যা ক'রে ফেলে, তবে তখন আর একটা নূতন দেশ দেখ্‌বি। ঘাবড়াস্ কেন? রহিমপুর আস্‌তে রেল-ভাড়া লেগেছে, এর পরের দেশটা দেখ্‌তে তা লাগ্‌বে না।

কথাটা শ্রীশ্রীবাবামণি এমন ভঙ্গীতে বলিলেন যে, পঞ্চানন হাসিতে লাগিল এবং সম্ভবতঃ সেই হাসির সাথে সাথে মনের ভয়টাও একটু পাৎলা হইয়া গেল। পঞ্চানন বেশ মনোযোগ দিয়া ইট কাটা সুরু করিল।

## মৃত্যুর জন্য তৈয়ার

অপরাহ্নে মাইল তিনেক দক্ষিণবর্ত্তী কোনও গ্রাম হইতে এক ভদ্রলোক আসিয়া সংবাদ দিলেন যে, ঐ গ্রামের এক সভায় স্থির হইয়াছে যে-কোনও প্রকারেই হউক, "রহিমপুরের





সাধুকে" হত্যা করাই চাই। কারণ, তাহাতে অগাধ পুণ্য-সঞ্চয় হইবে।

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—মারে কৃষ্ণ রাখে কে? আর রাখে কৃষ্ণ মারে কে? আমি সব সময়েই তৈয়ার। দয়া ক'রে মেরে ফেল্লেই হয়।

প্রভাত-ভবন, রহিমপুর,
২২শে পৌষ, ১৩৩৮

## আখেরের কথা ভাব

প্রাতে আশ্রমের ভূমিতে ইটকাটা চলিতেছে, এই সময়ে কয়েকজন মুসলমান পথিক এবং যাত্রাপুর-নিবাসী তিনজন হিন্দু বাদ্যকর আসিয়াছে। কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবামণি হিন্দুপুরাণের এবং মুসলমান-কোরাণের কথিত মৃত্যুর পরবর্ত্তী অবস্থার বর্ণনা উল্লেখ করিয়া বলিলেন,—মুসলমানের আমলনামার আর হিন্দুর চিত্রগুপ্তের মোটের উপরে একই মর্ম্ম। অর্থাৎ, জীবন ভ'রে যে কাজই তুমি কর না কেন, সব-কিছুরই হিসাব-নিকাশ একটা আছে। সুতরাং এখন থেকেই চেষ্টা কর, যাতে হিসাবের খাতায় খারাপ কথা লেখা না হ'তে পারে। সকল ধর্ম্ম-সম্প্রদায়েরই উপদেশ ঐ এক—আখেরের কথা ভাব, ভবিষ্যতের জন্য হুঁসিয়ার হও। আমলনামাটা রূপকই হোক, আর চিত্রগুপ্ত ব্যক্তিটি কাল্পনিকই হোক, তাতে কিছু যায় আসে না। হিসাবের যে শোধবোধ কত্তে হবেই, এইটী হচ্ছে আসল কথা। সুতরাং শেষের কথা ভাব এবং সেইমত কাজ কর। রঙ-তামাসায় দিন



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

কাটালেই চল্‌বে না, ভবিষ্যতের দিকেও তাকাতে হবে। যে বীজ বপন কচ্ছ, সেই বৃক্ষই জন্মাবে, সেই ফসলই তুল্‌তে হবে।

## আসক্তি কমাও

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু ভবিষ্যতের দিকে প্রায় কারো দৃষ্টি থাকে না। কারণ, বর্ত্তমানকেই জগতের একমাত্র সত্য ব'লে তোমরা বিশ্বাস কর। অনিত্য বর্ত্তমানকে চিরস্থায়ী ব'লে তোমরা ভ্রম কর। বর্ত্তমানের ক্ষুদ্র ভালবাসার তুচ্ছ জিনিষগুলিকেই অমর ব'লে জ্ঞান কর। তাই ভুলে যাও যে, বর্ত্তমানটা অতীতেরই ফল, আবার ভবিষ্যৎটা বর্ত্তমানেরই ফল। তাই সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন, বর্ত্তমানের আসক্তির জিনিষগুলিকে ক্ষণস্থায়ী ব'লে উপলব্ধি করার। তাতে ভ্রম দূর হয়, দূরদৃষ্টি বাড়ে, ধীরতা আসে ও আখেরের জন্য তৈরী হ'তে সামর্থ্য জন্মে। আসক্তি কমাও, আসক্তি কমাও, সকল কাজে লিপ্ত হ'য়েও নির্লিপ্ততা অবলম্বন কর, পদ্মপাতায় জলের ন্যায় নির্লিপ্ত হও, কর্ত্তব্য-জ্ঞানে কাজ ক'রে যাও, ভোগের নেশা বর্জ্জন ক'রে শ্রম কর,—ভবিষ্যতের হিসাব এর ফলে আপনা-আপনি ঠিক্ হ'য়ে যাবে।

## প্রভাত-ভবনে আগমন

অদ্য সায়ংকালে প্রভাত-ভবনেই গ্রামের যুবকদের লইয়া শ্রীশ্রীবাবামণি বৃহস্পতি-সম্মিলনীতে বসিলেন। অদ্য তারিখ হইতেই প্রভাত-ভবনে বাস করা আরম্ভ হইয়াছে। আশ্রম-ভূমির ন্যায় উন্মুক্ত স্থানে সন্ধ্যার পরে উপাসনায় বসা অত্যন্ত বিপজ্জনক বলিয়াই গ্রাম-জ্যেষ্ঠদের ঐকান্তিক অনুরোধে বৃহস্পতি-





সম্মিলনীর জন্য সকলে প্রভাত-ভবনে সমবেত হইতেছেন। এই গ্রন্থ সম্পাদনের জন্য সংগৃহীত উপাদান-সমূহে দেখা যাইতেছে যে, 'প্রভাত-ভবনে' আসিবার পরে 'প্রভাত-ভবনকেই' 'রহিমপুর আশ্রম' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। বলা বাহুল্য, কৃষিকার্য্য, ইষ্টক-নির্ম্মাণ, গৃহনির্ম্মাণ প্রভৃতি সকল কার্য্য শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের প্রদত্ত আশ্রম-ভূমিতে করা হইতেছে এবং শ্রীশ্রীবাবামণি ও তাঁর ব্রহ্মচারীগণের রন্ধন এবং অবস্থান প্রভাত-ভবনে হইতেছে। যেদিন উপাসকদের সংখ্যাধিক্য-হেতু স্থানের অসঙ্কুলান হইয়াছে, মাত্র সেইদিনই আশ্রম-ভূমিতে উন্মুক্ত স্থানে সমবেত উপাসনা হইয়াছে।

## নীরব সাধনা

উপাসনান্তে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আমার চিত্ত তাদেরই জন্য ব্যাকুল, যারা তপস্যা কর্ব্বে একান্তে, আর তপস্যার ফলকে ছড়িয়ে দেবে কোটি ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে। তাদের জন্য ব্যাকুল ব'লেই অনুক্ষণ আমার তপশ্চর্য্যা ক'রে নিজের ভাণ্ডার পূর্ণ কত্তে প্রবল বাসনা হয়। চুপ্ ক'রেই আমি সাধন কত্তে চাই, কোলাহল ক'রে নয়, কিন্তু আমার নীরব সাধনা জগতের সবচেয়ে বড় কর্ম্মকোলাহলের জন্মদান কর্ব্বে। ২৭ সালের শ্রাবণ মাসে আমার সেই সঙ্কল্প-বাণী মুদ্রিত হয়েছিল,—* "তেমনি গান গাহিতে চাহি, যে গান শুনিয়া সুপ্তিমগ্ন জাগিয়া উঠিবে, কর্ম্মৈষণার প্রচণ্ড তাড়নে ভাঙ্গিবে, গড়িবে; কিন্তু কে যে কোন্ গোপনপুরে

* কর্ম্মের পথে, প্রথম মুদ্রণ, শ্রাবণ, ১৩২৭।



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

বাসিয়া রাগিণী আলাপ করিয়া গেল, তাহা অনুমানেও না আনিতে পারে।''

## তপস্বী হও, সাধক হও

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কি কথা তোমাদের শুনাব পুত্রগণ? চুপ ক'রে থাকার ভিতর দিয়েই সত্যিকারের বাণী নির্গত হয়। নীরবতার কথা বল্‌ছি না। যে নীরবতায় চিত্ত, আত্মা, প্রাণ সবচেয়ে বেশী কর্ম্মশীল থাকে, সেই পরমনিষ্ঠ নীরবতার কথা বল্‌ছি, যার এক দৃষ্টান্ত দেখিয়ে গেলেন সেইদিন ফরিদপুরের প্রভু জগদ্বন্ধু, আর দেখাচ্ছেন পণ্ডিচেরীতে ঋষি অরবিন্দ। নীরবতা পবিত্রতার জন্মভূমি, শ্রেষ্ঠ অনুভূতির তপঃক্ষেত্র, তাই শ্রেষ্ঠ কর্ম্মের ভিত্তি-প্রস্তর। অপরের সুপ্রযুক্ত বাক্য লোকের চিত্তে যে আলোড়ন উপস্থিত করে, তোমার একলক্ষ্য চিন্তা বাক্যের সাহায্য ব্যতীতই তা কত্তে সমর্থ হোক্। অপরের সুকঠোর কর্ম্ম চতুর্দ্দিকে যে প্রেরণার সৃষ্টি করে, তোমার তপঃপ্রেরিত ক্ষীণ বাক্যটুকু সকল আলঙ্কারিকতা ও বাগ্মিতা ব্যতীতই তা কত্তে সমর্থ হোক্। অপরের আজীবনের আত্মত্যাগ জনগণমধ্যে যে কল্যাণকে সুপ্রতিষ্ঠিত কর্ব্বে, তোমার তপোনিষ্ঠ জীবনের একটী দুইটী কর্ম্ম তার চেয়ে অধিক কত্তে সমর্থ হোক্। নীরব হও, তপস্বী হও, যাতে দৈববাণী শুন্‌তে পাও আর দৈববলে বলীয়ান্ হ'য়ে জগদ্ধিত কত্তে পার। অধরপুট রুদ্ধ কর, যাতে তোমার মৌন ইচ্ছাই জগৎকে জয় ক'রে ফেল্‌তে পারে। তপস্বী হও, সাধক হও।





রহিমপুর,
২৩শে পৌষ, ১৩৩৮

## শেষরাত্রে অধ্যয়ন

অদ্য হইতে শেষরাত্রে অধ্যয়ন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। শ্রীমান্ পঞ্চানন থাকে পোদ্দার বাড়ীতে, অতএব তাহার পক্ষে অধ্যয়নে যোগদান করা সম্ভব হইল না। আশ্রমের জনৈক ব্রহ্মচারী শ্রীযুক্ত প্রেমানন্দ ও শ্রীমান্ জীবনকে অধ্যাপনা করিতে লাগিলেন। একখানা সহজবোধ্য বাংলা ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় পুস্তক পাঠ্যরূপে গৃহীত হইল।

## স্থানত্যাগের অনুরোধ

সূর্য্যোদয়ের পরে ইটকাটার কাজ আরম্ভ হইল। জীবন—২৫০ খানা, শ্রীযুক্ত প্রেমানন্দ ব্রহ্মচারী—৩২৬ খানা, পঞ্চানন—৫০০ খানা ইট কাটিলেন। শ্রীশ্রীবাবামণি ইহাদের সঙ্গে প্রায় এগার ঘণ্টাকাল কঠোর পরিশ্রম করিলেন। একজন ব্রহ্মচারী রন্ধনশালায় রহিলেন।

অদ্য বেলা দশ ঘটিকার সময়ে বাঙ্গরার জমিদার রায় সাহেব রূপেন্দ্রলোচন মজুমদার এক পত্র দিলেন :—

''শ্রীচরণেষু :—

পূজনীয় স্বামীজী, আপনার প্রাণের উপর গুরুতর ষড়যন্ত্র চলিতেছে। আপনি দ্রুত এই স্থান ত্যাগ করুন। এদেশে আপনি অসাধ্য-সাধন করিয়াছেন। ধর্ম্মের মহিমা দেখাইয়াছেন। ধনীর দুলালকে দিয়া মাটি কাটাইয়া শ্রমের মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।





Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

লোককে আত্মশক্তিতে বিশ্বাস-সম্পন্ন করিয়াছেন। এদেশে আপনার যাহা কাজ, তাহা হইয়াছে। এখন আপনি আর বেশী সময় অবস্থান করিয়া গুপ্তঘাতকের উল্লাস-বৃদ্ধি করিবেন না, আপনার পায় পড়িয়া আমাদের সকলের এই সকাতর অনুরোধ জানাইতেছি। প্রণাম গ্রহণ করিবেন। ইতি—

আশীর্ব্বাদাকাঙ্ক্ষী
রূপেন্দ্রলোচন।"

ইট তৈরী করার কর্দ্দমময় হস্তে শ্রীশ্রীবাবামণি উত্তর লিখিলেন,—

"শ্রদ্ধাস্পদেষু—

রূপবাবু, আপনার স্নেহমাখা পত্র পাইলাম এবং আমার প্রতি আপনার প্রেমের গভীরতা দর্শনে পরম প্রীত হইলাম। কিন্তু দেখুন, সঙ্কল্প করিয়া এখানে আসি নাই, সঙ্কল্প করিয়া আশ্রম আরম্ভ করি নাই, সঙ্কল্প করিয়া লোককে ধর্ম্মশিক্ষা দেই নাই, সঙ্কল্প করিয়া উৎসব-সমারোহ করি নাই। সুতরাং সঙ্কল্প করিয়া স্থান ত্যাগ করিব না। যদি এখান হইতে আমার চলিয়া যাওয়া পরমাত্মার অভিপ্রায় হয়, তবে নিশ্চয়ই আমার যাওয়া হইবে। কিন্তু তজ্জন্য পরমাত্মার ঐশী লীলায় অনুষ্ঠিত অপ্রত্যাশিত অবস্থার আবির্ভাব ঘটিবে। * এখানে জোর করিয়া থাকা বা

* সত্যই তাহা ঘটিয়াছিল। ১৩৩৯ এর কার্ত্তিক বাংলা-সরকার এক জরুরী পরোয়ানা দিয়া শ্রীশ্রীবাবামণিকে বিনা বিচারে রাজবন্দিরূপে কারারুদ্ধ করেন। এই দুর্ঘটনা না ঘটিলে শ্রীশ্রীবাবামণির রহিমপুর ত্যাগ করা হইত না।





তাড়াহুড়া করিয়া চলিয়া যাওয়া, এই উভয় ঘটনা সম্পর্কেই আমি একেবারে চিন্তাশূন্য হইয়া কাজ করিতেছি। থাকিতেও ইচ্ছা নাই, যাইতেও আপত্তি নাই, কিন্তু বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে চলিয়া যাওয়া ধর্ম্ম-জনক বলিয়া জ্ঞান করিতে পারিতেছি না। প্রাণভয়ে ভীত ব্যক্তির পক্ষে ঈশ্বরোপলব্ধি লভ্য বস্তু নহে। এজন্য আমি প্রাণভয়ে ভীতও হইতে পারি না, পলায়নও করিতে পারি না। পরমাত্মার কার্য্যে উৎসর্গীকৃত দেহের পতন-বিধান তিনি নিজে যে ভাবে করিয়াছেন, সেই ভাবেই দেহ পতন ঘটিলে আমি নির্ব্বিকার চিত্তে দেহের ধ্বংসকে প্রত্যক্ষ করিব। মৃত্যুচিন্তার সহিত আমার চিত্তের বাঞ্ছা বা অবাঞ্ছার কোনও সংযোগ নাই। কিন্তু আপনাদের ন্যায় প্রিয়কারী ও শুভচিন্তক বন্ধু জগতে দুর্ল্লভ। এই জন্য আপনাদিগকে নিরুদ্বেগ রাখিবার জন্য আমি আমার হস্তে অর্পিত এই শরীর-রূপ ন্যস্ত ধনকে যত্নপূর্ব্বক অকাল ধ্বংস হইতে রক্ষা করিবার জন্য যথোচিত সতর্কতা অবলম্বন করিয়া চলিব, ইহা জানিবেন। আমার প্রীতি-আলিঙ্গন গ্রহণ করিবেন। ইতি—

ভবদীয়
স্বরূপানন্দ।"

রাত্রে শ্রীশ্রীবাবামণি তাঁহার জনৈক প্রিয় ভক্তকে রূপবাবুর পত্রের অনুলিপি পাঠাইয়া সঙ্গে লিখিলেন,—

"কেমন, চতুর্দ্দিকে গুপ্তঘাতকের ছুরিকা, গৃহছাদে জীবন্ত দহনকারীর অগ্নিশলাকা, রন্ধনশালায় পরপ্রাণলিপ্সুর বিষ-মিশ্রিত দুগ্ধ,—এই সবের মধ্যে যদি রহিমপুরের শ্মশানে বা মোচাগড়ার



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

শ্মশানে * দীর্ঘকালের জন্য ব্রতাবলম্বনে অবস্থান করি, তাহা হইলে একা নিঃসহায় অবস্থায় আমার সঙ্গে থাকিতে পারিবে ত'? না, প্রাণে ভয় আসিবে? ভয় যদি আসে, তবে তাহা অস্বাভাবিক হইবে না। কিন্তু ভয় যদি না আসে, তবে বুঝিব যে, তোমাদের নিষ্ঠা, একাগ্রতা ও সেবাপ্রবৃত্তি তাহাদের পরাকাষ্ঠাকে প্রাপ্ত হইয়াছে।''

রহিমপুর,
২৪শে পৌষ, ১৩৩৮

প্রত্যহই দুই একটি করিয়া গ্রামের ছেলে ইট তৈরী করিতে যোগ দেয়। কিন্তু তাহারা এক আধ ঘণ্টার বেশী কাজ করিতে পারে না। কারণ, তাহাদের স্কুল আছে। অদ্য শ্রীযুক্ত প্রেমানন্দ ব্রহ্মচারী কয়েক খানা এবং শ্রীমান্ জীবন ২৮৫ খানা ইষ্টক নির্ম্মাণ করিল। পঞ্চাননের ইট লইয়া প্রায় এক হাজার ইট তৈরী হইল। শ্রীশ্রীবাবামণি আজ সর্ব্বক্ষণই প্রায় কাদা-তৈরীর কষ্টসাধ্য কাজে লাগিয়া রহিলেন।

## উপাসনার বস্তু

সন্ধ্যা-সমাগমে ইট তৈরী ছাড়িয়া গোমতী নদীতে হাত-পা ধুইয়া আসিয়া শ্রীশ্রীবাবামণি ছেলেদের লইয়া বসিলেন। নানা কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল।

* রহিমপুর আশ্রমের এক প্রান্তে শ্মশান, মোচাগড়া আশ্রমের আগাগোড়া সবটাই শ্মশানের উপরে স্থাপিত।





শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সর্ব্বদা খেয়াল রাখ, উপাসনা করিস্ কার? কাঁকে ত্রিভুবন পূজা কচ্ছে? ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর কাঁর ধ্যান করেন? রাম, কৃষ্ণ, গৌরাঙ্গ কাঁর জন্য কাঁদ্‌লেন? বিষ্ণু জন্মে জন্মে কাঁর তপস্যা করেছেন? কাঁকে ভালবাসার জন্য তিনি বারংবার নরতনু ধারণ কর্ল্লেন? কাঁর উপাসনার জন্য তিনি একবার রাম হ'লেন, একবার বুদ্ধ হ'লেন, একবার কল্কী হ'লেন? কাঁর উপাসনার জন্য মহাদেব একবার শঙ্করাচার্য্য হ'লেন, একবার শিবাজী হ'লেন, একবার ভোলাগিরি হ'য়ে আবির্ভূত হলেন? মহাদেব শ্মশানে মশানে ভ্রমণ ক'রে ডাক্‌লেন কাঁকে, শঙ্করাচার্য্য ভূ-ভারত পর্য্যটন ক'রে ডাক্‌লেন কাঁকে, সহস্র সহস্র ভক্তের পূজা গ্রহণ কত্তে কত্তে ভোলাগিরি ডাক্‌লেন কাঁকে? পরমেশ্বর এলেন অবতার হ'য়ে, রামকৃষ্ণ-রূপে, কিন্তু সমগ্র জীবন ভ'রে এঁরা ডাক্‌লেন কাঁকে? এঁরা যাঁকে ডাক্‌লেন, তোরাও তাঁকে ডাক্। উপাসনা কর্ এবং লক্ষ্য রাখ্, তোদের উপাসনার বস্তুটী কি?

## নিত্যের উপাসনা ও নিত্য উপাসনা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তোরা ক্ষণস্থায়ী বস্তুর উপাসনা কর্ব্বি, না ক্ষণস্থায়ী-ভাবে কর্ব্বি? তোদের উপাসনাও নিত্য হোক্, তোদের উপাসনার বস্তুও নিত্য হোক্। ধ্বংসশীল, জরামরণশীল, বিকারশীল বস্তু তোদের উপাস্য নয়,—ধ্বংসাতীত, জন্মমরণরহিত, অবিকারী পরমেশ্বর তোদের উপাস্য। এই প্রত্যয়কে অন্তরে দৃঢ় কর্। এই বিশ্বাসে হৃদয়কে পূর্ণ কর্।



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

এই নিষ্ঠায় জীবনকে সবল কর্। নিত্যের উপাসনা কর্ আর নিত্য উপাসনা কর্।

## উপাসক অনিত্য নহেন

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আগে জেনে নে, তুই অনিত্য নোস্। তুই যে নিত্য, তুই যে শাশ্বত, তোর যে জন্ম নেই, তোর যে মৃত্যু নেই, তোর যে ক্ষয় নেই, তোর যে বৃদ্ধি নেই, তোর যে ব্যাধি নেই, তোর যে জরা নেই, তুই যে অবিকারী পরম সত্য, এইটী আগে বুঝে নে বাপ্। তবে ত' দেখ্‌বি, তোর উপাস্য-বস্তুর স্বরূপ ও লক্ষণ তুই নির্ণয় কত্তে পাচ্ছিস্! নিজেকে জান্, তবে তোর উপাস্যকে জান্‌বি।

## নিত্যের উপাসনায় অনিত্যের সাহায্য গ্রহণ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—নিত্যের উপাসনায় অনিত্যের সাহায্য গ্রহণ প্রয়োজন হ'তে পারে। যেমন, খুব ভারী ঘরের খুঁটী উপরের দিকে তুলতে হ'লে ছোট্ট একটি দশ-মরদার * ব্যবহার দরকার হ'তে পারে। কিন্তু দশমর্দ্দা দশমর্দ্দাই থেকে যায়, সে কখনো খুঁটির কাজ কত্তে পারে না। নিত্যকে উপাসনার জন্য পত্র, পুষ্প, ফল, মূল, চন্দন, সলিল, বিগ্রহ প্রভৃতি অনিত্য জিনিষের প্রয়োজন হ'তে পারে, কিন্তু এগুলি দশমর্দ্দা ছাড়া আর কিছুই নয়,—নৌকা নদী পার ক'রে দিতে পারে, কিন্তু নৌকা নৌকাই থাকে, নৌকা কখনও পরপারের রূপ ধারণ করে না।

* Lever





## চিত্তের পূজামুখিনী প্রবৃত্তি চাই

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সাকার ছাড়া পূজা হয় না, শঙ্খ-ঘণ্টা ছাড়া আরতি হয় না, এসব ভ্রান্ত ধারণা পরিত্যাগ কর্। যিনি অসীম, সীমাহীন-রূপে তাঁর অর্চ্চনা হয়। অর্চ্চনায় বিবেচ্য হস্তপদের প্রবৃত্তি নয়, চিত্তের প্রবৃত্তি। চিত্ত কি সেই নিখিল প্রেমস্বরূপের প্রতি প্রলুব্ধ? এই একটিমাত্র প্রশ্নের জবাব থেকেই সব কথার জবাব হবে। বাহ্যপূজা অধম পূজা, কিন্ত তথাপি সে পূজাই বটে, যদি চিত্তের ভিতরে থাকে পূজার প্রবৃত্তি। আভ্যন্তর পূজা কঠিন পূজা, কিন্ত পূর্ণাঙ্গ যদি নাও হয়, তবু সে পূজাই বটে, চিত্তের পূজামুখিনী প্রবৃত্তি যদি থাকে। সেই পূজাভিমুখিনী প্রবৃত্তিকে জাগাও। সেইটী হচ্ছে আসল কথা। শঙ্খঘণ্টার হট্টগোলে সেই আসল বস্তুকে উপেক্ষা ক'রো না।

রহিমপুর,<br>২৫শে পৌষ, ১৩৩৮

## দেশের কাজ ও চরিত্রগঠন

যে সব ইট তৈরী হইয়াছে, তাহার ধারগুলি ছুরি দিয়া চাছিয়া দেওয়া দরকার হইয়াছে। অদ্য শ্রীশ্রীবাবামণি নিজ হাতে সেই কাজ করিতেছেন। এ কাজে শারীরিক ক্লেশ অল্প। অপরাপরেরা ইষ্টক-নির্ম্মাণ করিতেছেন।

সুরেশ্বরদী হইতে আগত একটি যুবক কতকগুলি বিষয়ে প্রশ্ন আরম্ভ করিলেন। শ্রীশ্রীবাবামণি ইট ছুলিতে ছুলিতে বলিতে লাগিলেন,—বাবা হে, জমিতে বীজ বুনতে হ'লে আগে চাষ



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

দিতে হয়। বীজ কিনে এনেই অমনি শক্ত মাটীতে বপন করা চলে না, কর্ল্লেও তাতে লাভ হয় না। এই দেখ ইটগুলিকে ছুলছি। ইট কাটা হচ্ছে, অথচ মনে ক'রে জমিটাকে সমতল করা হয় নি। এখন তার দুর্ভোগ দেখ! যুবকদের দিয়ে দেশের কাজ করাতে চাও? কাজ হাতে তুলে দিলেই তারা সব কাজ ক'রে ফেল্‌বে, এরূপ অসম্ভব কল্পনাকে মনের ভিতরে স্থান দিও না। কাজ কর্ব্বার মত চরিত্রের বল আগে তাদের মধ্যে বিকশিত কর। তাদের ভাবের ভাণ্ডার পূর্ণ কর। তাদের দৃষ্টিকে দূরপ্রসারিণী কর। তাদের সাহসকে অভ্রভেদী কর। তাদের চরিত্রকে অনমনীয় কর। তাদের চিত্তকে প্রলোভনজয়ী কর। তাদের তৃষ্ণাগুলিকে খর্ব্ব কর, সঙ্কুচিত কর। তারপরে তাদের হাতে কাজ দাও। ক্ষুধা নেই যার, তাকে খাদ্য দিলেই কি খাবে? দাঁত ওঠেনি যার, তাকে খাদ্য দিলেই সে খেতে পারবে? চুষিকাটি চিবিয়ে আগে মাড়ী শক্ত করুক, তারপরে তার অন্নপ্রাশন দিও। হামাগুড়ি দিয়ে আগে হাত-পা শক্ত করুক, তারপরে তাকে দৌড়ুতে শিখিও। চরিত্রের বল তাকে দাও, চরিত্রের সাধনা তাকে দিয়ে করাও, সচ্চরিত্রতার প্রতি শ্রদ্ধা তার সৃষ্টি কর, চরিত্রবান্ ব্যক্তিদের জীবনের উপরে প্রশংসমান দৃষ্টি নিক্ষেপ কর্ত্তে তাকে শেখাও, তারপরে দেশের কাজ, দশের কাজ, সমাজের কাজ, জগতের কাজ—সবই তার দ্বারা হ'তে পার্ব্বে।

## চরিত্রগঠন ও কর্ম্ম-পদ্ধতি

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিতে লাগিলেন,—আমার কাছে কত ছেলে আসে, একজনকেও আমি কর্ম্ম-পদ্ধতি সম্বন্ধে কোনও উপদেশ





দেই না। আমি বলি শুধু চরিত্র-গঠনের কথা। সত্যশীল হও, বীর্য্যবান্ হও, আত্মসংযমী হও,—এই আমার একমাত্র বাণী। একটু আকর্ষণ কর্ল্লে যাকে মূল্যবান্ সহকর্ম্মীতে পরিণত করা যায়, তাকেও আমি টানি না, সঙ্গে রাখ্‌বার গরজ দেখাই না, লোভ আমার যদি তার উপরে আসেও। কারণ, চরিত্র গঠিত হ'লে সে নিজের কর্ম্মক্ষেত্র নিজেই খুঁজে নিতে পার্ব্বে। ভীষ্মের মত জিতকাম, অর্জ্জুনের মত সাহসী, কর্ণের মত সত্যপ্রিয়, ভরতের মত নির্লোভ, আর লক্ষ্মণের মত নিষ্কাম যে ব্যক্তি, সে যখনি কাজে হাত দেবে, তখনি তার জন্য উপযুক্ত ক্ষেত্র তৈরী হ'য়ে যাবে। এই বিশ্বাস তোমাদের নেই। তাই, তোমরা এক একটা কর্ম্ম-পদ্ধতি নিয়ে কতকগুলি অপরিণত-মস্তিষ্ক বালকের কাছে হাজির হচ্ছ, আর জয়ঢক্কার নিনাদ ক'রে তাদের কর্ণকে বধির কচ্ছ। ফলে হচ্ছে, অগঠিত-চরিত্র বালকদের দিয়ে দল পূর্ণ করা এবং প্রকৃত কাজ নষ্ট করা।

## ব্যাধির ভিতরে লুক্কায়িত মঙ্গল

মুরাদনগরের সাব-রেজিষ্ট্রার অফিসের জনৈক কেরাণী প্রাণ-সঙ্কট অবস্থায় গুরুতর পীড়িত। তিনি শ্রীশ্রীবাবামণির দর্শন কামনা করিয়াছেন শুনিয়া শ্রীশ্রীবাবামণি রাত্রি আট ঘটিকার সময়ে তাঁহাকে দেখিতে রওনা হইলেন। পথে কোনও বিপদ ঘটিতে পারে, এই চিন্তা দ্বারা প্রেরিত হইয়া শ্রীযুক্ত সূর্য্যবাবু উপযুক্ত প্রহরণ হস্তে সঙ্গে চলিলেন।

রোগীর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—কেমন হে ছেলে, রোগ হওয়া দুঃখের, না সুখের?



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

শরীরের খুবই কষ্ট হচ্ছে বটে, কিন্তু মনটার দিকে তাকাও। এত নিষ্পাপ, এমন কলুষ-বর্জ্জিত মন তোমার সুস্থ শরীরে ছিল? মানব-জীবনের অনিত্যতা, নশ্বরতা এত স্পষ্ট ক'রে আর কখনো অনুভব করেছ? ভগবানকে পরম আশ্রয় ব'লে আর কখনো জ্ঞান করেছ? তবেই বুঝে দেখ, এই কষ্টকর ব্যাধির ভিতরেও কত মঙ্গল লুক্কায়িত রয়েছে।

শ্রীশ্রীবাবামণি অনেকক্ষণ বসিয়া উপদেশ দিলেন। রোগী যন্ত্রণায় ছট্ ফট্ করিতেছিলেন, শ্রীশ্রীবাবামণির মধুমাখা কথা শুনিয়া শান্তি অনুভব করিতে লাগিলেন।

## অগ্নি-দহন

মুরাদনগর হইতে ফিরিবার পথে দেখা গেল, রহিমপুর গ্রামে কাহারও গৃহে আগুন লাগিয়াছে। শ্রীশ্রীবাবামণি ও সূর্য্যবাবু উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিলেন এবং প্রায় পনের মিনিট দৌড়িবার পরে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলেন। ইতিমধ্যে আশ্রমের ছেলেরা ও গ্রামের যুবকেরাও আসিয়া পড়িল। প্রায় দেড় ঘণ্টাকাল সংগ্রাম করিয়া অগ্নিনির্ব্বাপণ করিয়া শ্রীশ্রীবাবামণি দগ্ধগুম্ফশ্মশ্রু হইয়া এবং দুই চারিস্থানে আঘাত পাইয়া কুটীরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

## জিতেন্দ্রিয় ব্রহ্মচারী হনুমান

শ্রীশ্রীবাবামণির শরীরের অবস্থা দেখিয়া গ্রামস্থ একজন যুবক দুঃখ-প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তবে শোন্। আমি তখন ছোট, আমাদের চাঁদপুরের বাসায় একজন সিলেটী ব্রাহ্মণ আস্তেন। আমার বাবা-মা বিশ্বাস কত্তেন যে, তাঁর অলৌকিক শক্তি আছে।





তিনি মাঝে মাঝে হঠাৎ অজ্ঞান হ'য়ে যেতেন এবং সেই সময়ে তিনি দৈববাণী কত্তেন। একদিন তিনি ঐ ভাবে অজ্ঞান হয়েছেন, অম্‌নি আমি আব্‌দার কর্ল্লাম, আমি পূর্ব্বজন্মে কে ছিলাম, তা বল্‌তেই হবে। তিনি বল্লেন,—তুই বামন অবতার ছিলি। কথাটা শুনে আমার আর আনন্দ ধরে না। সেই সময়টায় আমি 'বিষ্ণু' নামজপ কচ্ছি এবং নামজপ কত্তে কত্তে অনেক সময়ে নিজেকে বিষ্ণু ব'লে জ্ঞান কচ্ছি। সুতরাং নিজেকে বামন-অবতার ব'লে কথিত হ'তে শুনে খুবই আনন্দ হ'ল। কিন্তু এ আনন্দ আমার স্থায়ী হ'ল না। কারণ, পরদিন যখন বিচার আরম্ভ কর্ল্লাম যে, বামন-অবতার কি কি কাজ করেছিলেন, তখন নিজেকে বড় ছোট ব'লে মনে হ'তে লাগল। যে উদ্দেশ্যেই হোক্, বলি রাজাকে ছলনা করাটা কখনো মহৎ কাজ ব'লে মনে করা যায় না। তারপর ত্রিপাদভূমি তপস্যার জন্য চেয়ে নিয়ে পরে আর তপস্যা না করাটাও সত্যবাদিতা হ'তে পারে না। সুতরাং আমি পূর্ব্বজন্মে বামনাবতার ছিলাম, একথা বলাতে আমি সিলেটী ভদ্রলোকের উপরে একটু চটেই গেলাম। কয়েক দিন পরে আর একজন সাধু-লোককে জিজ্ঞাসা কর্ল্লাম যে, পূর্ব্বজন্মে আমি কে ছিলাম। তিনি বল্লেন,—তুমি ছিলে হনুমান। কথাটা শুনতেই চটে গেলাম। কিন্তু বহুদিন পরে বিচার হ'তে লাগ্‌ল যে, হনুমানের চরিত্রটা কি? নারী-মাত্রকেই মাতৃ-বুদ্ধিতে দেখেন, সীতার সন্ধানে রাবণের অন্তঃপুরে নিদ্রিতা অন্তঃপুরিকাদের মধ্যে বিচরণ কত্তে কত্তে বারংবার নিজের মনকে অনুসন্ধান কচ্ছেন যে, তাঁর চিত্ত সম্পূর্ণ পবিত্র রয়েছে কিনা,—জিতেন্দ্রিয়, ব্রহ্মচারী, সৎসাহসী ও আদর্শনিষ্ঠ,—এমন ব্যক্তির মত পূজনীয় এবং প্রশংসনীয়



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

আর কে হ'তে পারে? সেই থেকে অনেকদিন পর্য্যন্ত আমি নিজেকে জিতেন্দ্রিয় হনুমান ব'লে ধ্যান করেছি। তাই আমি আগুন দেখ্‌লেই লাফিয়ে গিয়ে সেখানে পড়ি।

রহিমপুর আশ্রম,
২৬শে পৌষ, ১৩৩৮

## আক্রমণের আশঙ্কা

মোচাগড়া উৎসবের দিনই দেবীদ্বার হাই-স্কুলের শিক্ষকেরা শ্রীশ্রীবাবামণিকে ঐ বিদ্যালয়ে যাইয়া দুইটি বক্তৃতা দিবার জন্য আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। অদ্য এবং আগামী পরশ্ব এই দুইদিন বক্তৃতা হইবে এবং আগামীকল্য শ্রীশ্রীবাবামণি দেবীদ্বারেই বিশ্রাম করিবেন, এইরূপ নির্দ্ধারণ হইয়াছিল। কিন্তু গত রজনীর অগ্নি-নির্ব্বাপণ ব্যাপারে শ্রীশ্রীবাবামণির শরীর এত অসুস্থ হইয়াছে যে, দেবীদ্বার যাইবার বিষয়ে তিনি মোটেই উৎসাহ অনুভব করিতেছেন না। এই বিষয়ে কি কর্ত্তব্য, ইহা নিয়া তিনি আলোচনা করিতেছেন, এমন সময়ে দেবীদ্বার স্কুল হইতে পত্র আসিল,—

"চতুর্দ্দিকে এত উত্তেজনা এবং উন্মাদনা চলিয়াছে যে, পূজ্যপাদ স্বামীজী মহারাজকে আমরা এখানে আহ্বান করিতে সাহসী হইতেছি না। তাঁহার উপরে কোথা হইতে কোন্ আক্রমণ ঘটিয়া যায়, তাহা বলা যায় না"—ইত্যাদি।

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিতে হাসিতে বলিলেন—রাম বল, বাঁচা গেল। কাল্‌কের অগ্নিদাহনের পরে আজ রক্তস্নানটা না হওয়াই ভাল।





অগ্নি-নির্ব্বাপণের ব্যাপারে শ্রীমান্ পঞ্চানন এত ক্লিষ্ট হইয়াছিল যে, আজ সে আর ইষ্টক-নির্ম্মাণে হাত দিল না। শ্রীমান্ জীবনের ১১৫ খানা এবং শ্রীযুক্ত প্রেমানন্দের ১৮০ খানা ইষ্টক নির্ম্মাণ হইল।

## নামই সদ্‌গুরু

লারুচো হইতে আগত জনৈক ভদ্রলোক শ্রীশ্রীবাবামণিকে দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ভগবানের পরম পবিত্র নামই প্রকৃত সদ্‌গুরু। তাঁকে নিয়ে ডুবে যাওয়াই সবচেয়ে পবিত্র কর্ত্তব্য। ঐ নামকেই দীক্ষাগুরু আর ঐ নামকেই শিক্ষাগুরু ব'লে জ্ঞান করা উচিত। নাম কত্তে কত্তে পরমাত্মার সেবায় জীবনোৎসর্গের একনিষ্ঠ সঙ্কল্প যখন এসে গেল, জান্‌তে হবে, তখনই দীক্ষা হল। নাম কত্তে কত্তে নামের গুণেই অন্তরের সহস্র সহস্র সমস্যার সমাধান যখন হ'তে লাগ্‌ল, জান্‌তে হবে, তখনই শিক্ষা হ'ল। একমাত্র নাম ছাড়া অন্য কোনও গুরুর প্রাধান্য স্বীকার করা মূর্খতা-বিশেষ। নাম পবিত্রতম, নিষ্কলুষ, অপাপবিদ্ধ বস্তু। আর মানুষ-গুরুর ভ্রম প্রতিপদে, ত্রুটী ক্ষণে ক্ষণে, দেহাত্মবোধসুলভ নানা প্রমাদ তার অবিরাম। তাকে গুরু মনে না ক'রে নামকেই গুরু ব'লে জ্ঞান করা উচিত। নামকে শক্ত ক'রে ধর, নামকে প্রাণের পরম আরাম ব'লে জান, নামকে জীবনের চরম আশ্রয় ব'লে জ্ঞান কর, নাম-কল্পতরুর শীতল ছায়ায় তাপিত প্রাণ জুড়াও, জীবনের নব-বসন্তে নামের বিহগকাকলী শুনে কর্ণ পরিতৃপ্ত কর, অবিরাম অনুক্ষণ নাম



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

স্মরণ ক'রে মনকে ত্রাণের পথে টেনে নাও, যখনি সুযোগ পাও ভগবানের নামকীর্ত্তন ক'রে রসনা সার্থক কর। আর সব ভুলে যাও।

## গুরু-পরিবর্ত্তনের ভালমন্দ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—পঞ্চাশ বার গুরু বদলাবার বুদ্ধি কোন কাজের বুদ্ধিই নয়। পঞ্চাশবার স্বামী বদলাবার বুদ্ধি কি স্ত্রীলোকের সতীত্ব-গৌরবের বর্দ্ধক হয়? অবশ্য স্বীকার কত্তে হবে যে, এমন স্ত্রীলোক আছে, লোকে যাদের উপর বলাৎকার ক'রে তাদের উপরে স্বামিত্ব-প্রতিষ্ঠা করেছে। সেই স্থলে বলাৎকারের অপমান অসহ্য জ্ঞান ক'রে নারী উপযুক্ত ব্যক্তিকে বরমাল্য দিয়া থাকে, না দিলে তার অসম্মানাহত চিত্ত চিরসঞ্চিত বিক্ষোভের অন্তর্দ্দাহে দগ্ধ হ'য়ে মরে। এসব ক্ষেত্রে পতি মেনেও পতি ত্যাগ করা যায়। ঠিক্ তেমনি মন্ত্রদান যেখানে বলাৎকারের মত এসে পড়েছে, সেখানে অন্তরের বিক্ষোভকে দূর ক'রে প্রশান্ত মন নিয়ে সাধন কর্ব্বার যোগ্যতা সঞ্চয়ের জন্য অন্য গুরুর কাছে নূতন ক'রে মন্ত্র নেওয়া যেতে পারে। অনেক স্থলে নেওয়া উচিত। অনেক স্থলে না নিলে জীবন-তরী বান্চাল হ'য়ে যায়। আমৃত্যু যারা চিরকুমারী থাকত, এমন কত শুদ্ধস্বভাবা নিষ্পাপ মেয়েকে যে অপ্রত্যাশিত বলাৎকারের ফলে বাধ্য হ'য়ে অন্য ব্যক্তিকে স্বামীরূপে গ্রহণ কত্তে হয়েছে, তা বল্‌বার নয়। কারো কাছ থেকে মন্ত্র না নিয়ে যাদের আজন্ম-তপস্যার সুন্দর জীবন শুধু একনিষ্ঠার শক্তিতেই ভগবল্লাভ কত্তে পাত্ত, বলাৎকৃত দীক্ষার ফলে তাদের কতজনকে যে শেষে নিজের মনের মত





ব্যক্তি খুজে নিজের মনের মত মন্ত্র নিয়ে পূর্ব্বমন্ত্র ত্যাগ কত্তে হয়েছে, তারও সংখ্যা নেই।

## নামকেই পরম অবলম্বন কর

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু সব কথার সেরা কথা এই যে, নামই তোমার পরম অবলম্বন, নামটী নিয়ে আনন্দ-সাগরে ডুবে যাও। দীক্ষা যদি কারো কাছে নিয়ে থাক, সে উত্তম কথা। না নিয়ে থাকো, তাও উত্তম। দীক্ষা নিয়েছ, কি না-নিয়েছ, দীক্ষা নিয়েছ কার কাছ থেকে আর কার কাছ থেকে নয়, এই বিষয় নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে, মস্তিষ্কের সব কেন্দ্রগুলিকে ঘামিয়ে ফেল নামের সেবা নিয়ে। ধ্রুবকে দীক্ষা দিলেন দেবর্ষি নারদ, কিন্তু দীক্ষার পরে ধ্রুব ''নারদ-নারদ'' করেন নি, ''হরি-হরি''ই করেছিলেন। কেউ তোমাকে দীক্ষা দিয়ে থাকেন ত' বেশ করেছেন। তিনি তোমার পূজনীয়। কিন্তু ''গুরু-গুরু'' না ক'রে ''হরি-হরি''ই কর। নামের ভিতরেই সত্যগুরুকে উপলব্ধি কর। নামের ভিতরে নিখিল সত্যকে উপলব্ধি কর। নামের ভিতরে নিখিল তত্ত্বকে আস্বাদন কর। নামের ভিতরেই শান্তির আশ্রয় আর অমৃতের উৎস অনুসন্ধান ক'রে বের ক'রে নাও। নামের মধ্য থেকেই নিখিল কুশল আহরণ কর। নামকে জানো সর্ব্বস্ব-ধন, নামকে জানো পরম আপন।

## মধু ও ভ্রমর

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ওঁরা বলেন, মধুলুব্ধ ভ্রমর যেমন এক ফুল থেকে আর এক ফুলে যায়, জ্ঞানলুব্ধ শিষ্য তেমন এক গুরু থেকে আর এক গুরুতে যায়। এই যুক্তি দিয়ে ওঁরা



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

সাধকদের বারংবার গুরু-পরিবর্ত্তনের প্রবৃত্তি বাড়িয়ে দেন, সাধকদের নিষ্ঠার মূল শিথিল ক'রে দেন। এই যুক্তির উপরে যাঁরা জোর দেন, প্রায়ই দেখা যায়, তাঁরা অপরের অস্থায়ী শিষ্যকে নিজ স্থায়ী শিষ্য কর্ব্বার বেলায় বড়ই উদার। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই,—এমন ফুল নেই, যাতে মধু নেই, তবু ভ্রমর ফুলে ফুলে উড়ে বেড়ায় কেন? যেই ফুলে মধু পায়, ভ্রমর কি চিরকাল সেই ফুলেই ব'সে থাকে, না মধুটুকু পেয়েই উধাও হয়? মানব মাত্রেই কারো শিষ্য আবার কারো গুরু। মানব মাত্রেই কারো কাছ থেকে মধু আহরণ করে, আবার কাউকে মধু বিতরণ করে। এই আহরণ আর বিতরণ তার স্বভাব-বিহিত ব্যবসায়। জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে সে তা ক'রে যাচ্ছে। কিন্তু মানুষের জীবন অপূর্ণ জীবন, তাই মানুষের কাছ থেকে মধু-আহরণও অপূর্ণ আহরণ, মানুষের প্রতি শুধু বিতরণও অপূর্ণ বিতরণ। এক্ষেত্রে শিষ্যকে কোনও এক নির্দ্দিষ্ট গুরুর লাঙ্গুলের সাথে আমৃত্যু বেঁধে রাখবার বুদ্ধি একপ্রকারের জুয়াচুরি ছাড়া আর কিছুই নয়। অবশ্য, অনেকে না জে'নে জুয়াচুরি করেন,—ইংরেজীতে যাকে বলে honest swindlers.

## গুরু আর সদ্‌গুরু

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—গুরু আর সদ্‌গুরু এক জিনিষ নয়। যে-কেহ যে-কারো গুরু হ'তে পারেন, কিন্তু যে-কেউ সদ্‌গুরু হ'তে পারেন না। গুরু শুধু তার শিষ্যেরই গুরু, সদ্‌গুরু তাঁর শিষ্য-অশিষ্য নির্ব্বিশেষে "সকলের" গুরু। তপস্যার শক্তিতে সদ্‌গুরুর উচ্চ থাকে যাঁরা ওঠেন, তাঁরা সকলের





শিষ্যকেই নিজ নিজ নিষ্ঠায় রেখে তার উন্নতি বিধান করেন। সদ্‌গুরুরা অনেক ক্ষেত্রে দীক্ষা দেনও না। ঠাকুর রাম-কৃষ্ণ কয়জনের মন্ত্র পাল্‌টে দিয়েছিলেন? প্রভু জগদ্বন্ধু কয়জনকে মন্ত্র দান করেছিলেন? ঋষি-অরবিন্দ কয়জনকে প্রত্যক্ষ ভাবে উপদেশ প্রদান করেছেন? তবু এঁদের প্রভাব-শক্তি শত শত জীবনের উপর আশ্চর্য্য কাজ করেছে। মধুলুব্ধ ভ্রমরের দৃষ্টান্ত দেখিয়ে সাধন-প্রাপ্ত ব্যক্তিদের নিষ্ঠার মূল শিথিল করার চেষ্টা এঁরা করেন নি, কারণ, এরা শুধু গুরু নন, এঁরা সদ্‌গুরু। সদ্‌গুরু পথে ঘাটে মেলে না, তাই অধিকাংশ গুরুদেবরাই মধুলুব্ধ দৃষ্টান্ত দেখিয়ে দেখিয়ে অপরের শিষ্যকে নিজ শিষ্য-সম্প্রদায়ভুক্ত কর্ব্বার জন্য অত প্রতিভা আর অত অধ্যবসায়কে অপব্যয়িত করেন।

## শকুনির চীৎকারে কাণ দিও না

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তুমি যাঁর কাছ থেকেই মন্ত্র নিয়ে থাক না কেন, নাম ক'রে যাও, ওতেই তোমার মুক্তি হবে, ওতেই তোমার শান্তি হবে, ওতেই তোমার ইহ-পর-জীবনের পরমকল্যাণ সাধিত হবে। সুতরাং শকুনির চীৎকারে কর্ণপাত ক'রো না। মন্ত্রদাতা যদি মন্ত্রের সাথে তোমাকে অসংযম আর ব্যভিচারের জীবাণু না দিয়ে থাকেন, পরানিষ্ট আর হিংসাপ্রবৃত্তির ইন্ধন যদি ঐ মন্ত্রের ভিতরেই লুক্কায়িত না থেকে থাকে, তবে জেনো, ঐ মন্ত্রেই তোমার সকল কল্যাণ হবে। শকুনি বল্লাম কেন? ধর্ম্ম-জগতের শকুনি তাঁরা, যাঁরা পচাগরুর মাংস ভালবাসেন। লম্পটেরা যেমন নিজের স্ত্রীর পরিবর্ত্তে পরস্ত্রীর



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

প্রতি একটু বেশী প্রীতি অনুভব করে। যাঁরা পরের শিষ্যকে নিজের শিষ্য করবার জন্য ব্যাকুল, তাঁদের আমি শকুনির মতই দেখি। ঠিক শকুনির মত আকাশের ঊর্দ্ধদেশে বিচরণ ক'রে, তত্ত্বজ্ঞানের কত মধুর আর কত গম্ভীর আলোচনাই করেন, কিন্তু দৃষ্টি থাকে কি ক'রে একটী শিষ্য বাড়াবেন। যেন ব্যাধ তাঁর জাল ছড়িয়ে ব'সে আছেন অন্য লোকের কপোত ধরার জন্য। এঁরা জগতের সব চেয়ে বড় জুয়াচোর। নিঃস্বার্থপরতার ভাণ এঁদের অসম্ভব রকমের, দুবছর সঙ্গে থেকেই হয়ত চালাকী ধ'রে উঠতে পার্ব্বে না। সুকৌশলে এঁরা ধীরে ধীরে তোমার নির্দ্দিষ্ট সাধন-মার্গে ন্যস্ত মনকে টলাতে থাক্‌বেন এবং ঝম্প দিয়ে ঘাড় ভাঙ্গবার জন্য হয়ত মাসের পর মাস প্রতীক্ষা ক'রে বেড়াবেন। রজোমতী রমণীর পরিত্যক্ত অপবিত্র বস্ত্রখণ্ডের ন্যায় অস্পৃশ্য জ্ঞানে এসব ব্যাধদের সংসর্গ পরিত্যাগ কর।

## শিক্ষাগুরু কি শিখাইবেন

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—শিক্ষাগুরু কি শিখাবেন? নূতন একটা মন্ত্র? জেনো, ওটা একটা ধাপ্পাবাজী মাত্র। তোমাকে শিষ্য ক'রে হয় তাঁর অর্থ, নয় তাঁর লোকমান বৃদ্ধির সাহায্য হবে, তাই তিনি মন্ত্র দিয়ে তোমাকে ত্রাণ কত্তে চান। কিন্ত যে মন্ত্রটা তুমি আগেই পেয়েছ, তাতেই ত' তোমার ত্রাণ হ'তে পারে। আবার নূতন মন্ত্র কেন? কুমিল্লা থেকে চন্দ্রনাথ যাবার টিকিট তোমার হাতেই রয়েছে। আবার নূতন টিকিট দিয়ে কি হবে? একটা যাত্রীর কটা টিকিট লাগে? প্রকৃতই শিক্ষাগুরু হ'য়ে যদি কেউ আসেন রে, বাপ্, তিনি মন্ত্রের ঝুলি নিয়ে





তোমার কাণে উজাড় কর্ব্বেন না, তাঁর জীবনের আচরণ দেখে তুমি তাঁর মত ঈশ্বরানুরাগী হবে, প্রেমিক হবে, পবিত্র হবে, সদাচারী হবে, সত্যশীল হবে, জিতেন্দ্রিয় হবে, নিষ্ঠাবান্ হবে, আনন্দময় হবে। জগৎকে খোলা চোখে দেখ বাবা, চ'খ বুঝে অন্ধের মত চ'ল না।

## কুমারীকে বিবাহ দেওয়া কর্ত্তব্য

কথাবার্ত্তা আরম্ভ হইলে পরে শ্রীযুক্ত সুকুমার ঘোষ এবং শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর চক্রবর্ত্তী আসিয়া শ্রোতৃদলে বসিয়াছিলেন। কথা শেষ হইলে তাঁহারা ধর্ষিতা কুমারী মেয়ের সম্পর্কে সমাজের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কুমারী মেয়ে মাত্রকেই বিবাহিত জীবনযাপনের অধিকার সমাজকে দিতে হবে। কন্যার জন্মদাতাদের এইটী একটী সুগভীর দায়িত্ব। সে ধর্ষিতা কি অনাঘ্রাতা, সে সব বিচার পরে। সে যে একটী মেয়ে, এই বিচারই হবে প্রধান। সে যদি বিয়ে কত্তে না চায়, তবে তা' পৃথক্ কথা। কিন্তু বিবাহের বিরুদ্ধে সে যতক্ষণ পর্য্যন্ত প্রবল প্রতিবাদ জ্ঞাপন না কচ্ছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তার বিবাহে সম্মতি আছে ব'লেই জ্ঞান কত্তে হবে এবং তাকে যথাসাধ্য সৎপাত্রে অর্পণ কত্তে হবে। কুমারী মেয়েদের বিবাহিত হওয়ার পথে যে সমাজে বাধা-বিঘ্ন সুপ্রচুর, সেই সব সমাজে স্বেচ্ছাকৃত গোপন ব্যভিচারের পথ রুদ্ধ ক'রে রাখতে পারে না কেউ। সুতরাং মেয়েকে সৎপাত্রস্থা করার পন্থা সুগম করা সর্ব্বাবস্থাতেই প্রত্যেক



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

সমাজসেবীর প্রধান কর্ত্তব্য। কুমারী মেয়েগুলি যেন রাস্তা-বোঝাই সিমেন্ট, বিবাহের জলে গুলে যখন যেখানে লাগিয়ে দেবে, সেখানে সমাজকে দৃঢ় কর্‌বে। আর যদি বিয়ের জল না মিলার দরুণ গুপ্তপ্রেমের জল তার গায়ে লাগে, তা হ'লে সে হবে 'ন-ঘর্‌কা', ন-ঘাট্‌কা', তাকে দিয়ে সমাজ-সংস্থিতির দৃঢ়তা সম্পাদনের পথ থাক্‌বে না, সে হবে বেখাপ্পা এবং কঠিন। তাই কোনও প্রকারে পুরুষস্পৃষ্টা হবার আগেই তার বিবাহ হওয়া উচিত এবং বিবাহের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সে যাতে কোনও পুরুষের ভোগের বস্তুতে পরিণত না হ'য়ে যেতে পারে, তার জন্য প্রখর্ দৃষ্টি থাকা উচিত।

## ধর্ষিতা কুমারীর বিবাহ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু সে যদি বিবাহের পূর্ব্বেই পুরুষের দ্বারা ধর্ষিতা হ'য়ে যায়, তবু তাকে বিবাহ দিতে হবে। ভোগবুদ্ধি আছে, এমন রমণী যদি অবিবাহিত থেকে যেতে বাধ্য হয়, তবে তাতে সমাজের গুরুতর অনিষ্ট হ'তে পারে। কিন্তু সে স্বেচ্ছায় ধর্ষিতা কি অনিচ্ছায় ধর্ষিতা, তার বিবেচনা আবশ্যক।

## স্বেচ্ছায় ধর্ষিতা কুমারীর বিবাহ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—স্বেচ্ছায় ধর্ষিতা কুমারীর বিবাহ হওয়া উচিত তার সাথে, যে তাকে ধর্ষণ ক'রেছে। কিন্তু সমাজকে কু-দৃষ্টান্তের পঙ্কিলতা থেকে রক্ষা কর্ব্বার জন্য উভয়ের শুদ্ধি এবং কঠোর প্রায়শ্চিত্ত করা আবশ্যক। দেশ-কাল-পাত্রের হিসাবে





প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা ভিন্ন ভিন্ন রূপে হ'তে পারে। কিন্তু কঠোর প্রায়শ্চিত্ত ব্যতীত এরূপ বিবাহের অনুমোদন কর্ল্লে পরকন্যালোভী দুর্ব্বৃত্তদিগকে এবং অসংযত-চরিত্রা চপলস্বভাবা কুমারীদিগকে ঘোরতর প্রশ্রয় দেওয়া হবে। তাতে সমাজ ক্রমশঃ অধঃপথে অগ্রসর হবে এবং পরিণামে ধ্বংসমুখে পতিত হবে।

## অনিচ্ছায় ধর্ষিতা কুমারীর বিবাহ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—নিজের অনিচ্ছায় যে ধর্ষিতা হয়েছে, এমন কুমারীকে যে-কোনও সৎপাত্রে সম্প্রদান করা চলে। কিন্ত মেয়েটীর সম্পূর্ণ দৈহিক ও মানসিক শুদ্ধতা সম্পাদন ক'রে, তারপরে তার বিবাহ দেওয়া উচিত। বিবাহ মাত্রেই বর ও কন্যার রক্ত-পরীক্ষা ক'রে তা উপদংশ-বীজাণু থেকে মুক্ত কিনা তার পরীক্ষা করা উচিত এবং উপদংশ-বীজাণু অণুবীক্ষণের মুখে ধরা পড়্‌লে তার যোগ্য প্রতিকার ক'রে নেওয়া উচিত। ধর্ষিতা কন্যার বিবাহ-ব্যাপারে ত' এই নিয়মটুকুকে একটু কঠোরভাবে অনুসরণ করা সঙ্গত। কিন্ত স্বেচ্ছায় ধর্ষিতা কুমারীকে বিবাহ দিয়ে সমাজে স্থান দেওয়া হোক্ আর না হোক্, অনিচ্ছায় ধর্ষিতা কুমারীকে বিবাহ দিতেই হবে, তার জন্য সমাজে সম্মানযোগ্য স্থান রাখ্‌তেই হবে, কারণ, সে ধর্ষিতা হয়েছে, এর ভিতরে তার দোষ মাত্র তার দুর্ব্বলতা বা নির্ব্বুদ্ধিতা, কিন্ত সমাজের দোষ তার রক্ষাবিধানে লজ্জাকর অক্ষমতা। সুতরাং সমাজের দোষের জন্য তাকে শাসন করা যেতে পারে না। স্বেচ্ছায় ধর্ষিতা কুমারীর সম্বন্ধে অতটা উদার হওয়া নাও চলতে



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

পারে। নারীর সতীত্ব-মর্য্যাদাই সমাজের মূল ভিত্তি। যে সব সমাজে নারীর সতীত্বের মূল্য নেই, সেই সব সমাজ মানবের সমাজ নয়, সে সব হচ্ছে দানবের সমাজ। বিবাহ ক'রেই যে কাজ করা চল্‌ত, বিবাহ না ক'রে সেই কাজ ক'রে স্বেচ্ছায় ধর্ষিতা কুমারী সমগ্র সমাজের প্রতি বিদ্রোহ করেছে। স্থল বিশেষে এইরূপ বিদ্রোহ কঠোর শাসনের যোগ্য।

## সমাজের ক্ষমাশীলতা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু অনুক্ষণ শাসন ক'রে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটেরও চলে না,—ক্ষমার, দয়ার, বিবেচনার ও ধীরতার প্রয়োজন হয়। যুদ্ধক্ষেত্রেও সব সময়ই গুলি ছোড়া চলে না,—রাইফেল-ভরা কার্ত্তুজ থাক্‌তেও নিঃশব্দে আক্রমণ সইতে হয়। কুমারী মেয়েদের ভ্রম-ত্রুটীতে সমাজের শাসনেও সেইরূপ ধীরতা ও ক্ষমাশীলতার প্রয়োজন। এই শাসনে প্রতিহিংসার বুদ্ধি সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য।

## সমাজের আত্মবিশ্লেষণ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সমাজকে আরও দেখ্‌তে হবে, এই যে কুমারী মেয়েরা স্বেচ্ছায় নিজেদের দেহকে পুরুষের ধর্ষণের জন্য তুলে ধর্‌ছে, তাদের এই রুচি, এই প্রবৃত্তি, এই লালসা সৃষ্টি কর্‌ল কে? সমাজ এই জন্য দায়ী কি না? সমাজের কর্ত্তব্যচ্যুতিরই পরোক্ষ ফল এগুলি কি না? শুধু শাসন কর্ত্তে শিখলেই হবে না, নিজের ত্রুটীকে খুঁজে বে'র ক'রে তাকে সংশোধন কর্ব্বার শক্তিও সমাজকে অর্জ্জন কর্ত্তে হবে।





## অসবর্ণ বিবাহ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—অসবর্ণ বিবাহটার প্রতি আমার চিত্তের কোনও বিদ্বেষ নেই বরং অসবর্ণ বিবাহকে আমি সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করি। It should be freely encouraged not on the basis of lust but on the basis of education and culture. [কামের ভিত্তিতে নয়, পরন্তু শিক্ষা ও কৃষ্টির ভিত্তিতে অসবর্ণ বিবাহকে নিরঙ্কুশ ভাবে উৎসাহিত করা উচিত।] যেখানে পাত্র এবং পাত্রীর জীবন-সাধনা এক, সেখানে বংশের পার্থক্যকে বিবাহিত জীবন গ্রহণের বিঘ্ন হ'তে দেওয়া উচিত নয়। কিন্তু যেখানে বিবাহটা শুধু ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য, দেহকে অতিক্রম ক'রে উন্নততর কোনও বিশাল সেবা দেশকে বা জগৎকে দেবার জন্য নয়, যেখানে বিবাহের ফল শুধু দেহ-সম্ভোগ আর পুত্রকন্যা লাভ, এর চেয়ে বড় ফল কিছু প্রসবের আশা নেই, সেখানে অসবর্ণ-বিবাহ-নিরোধই বরঞ্চ প্রশংসনীয়। কারণ, জাতিভেদ-প্রথা এখানে পাত্র ও পাত্রীর উদ্দাম কাম-তাড়নাকে তবু একটা গণ্ডীর ভিতরে আটক রাখতে চেষ্টা করে। কিন্তু ধর্ষিতা কন্যার বিবাহ সম্পর্কে সবর্ণ ও অসবর্ণ-বিবাহের বৈধাবৈধতার বিতর্ককে উপস্থিত হ'তে দেওয়াই উচিত নয়। সবর্ণ হোক্ আর অসবর্ণ হোক্, সৎপাত্রে তাকে দিতেই হবে। এর ফলে সমাজের ক্ষতি-বৃদ্ধি যাই হোক্। নিরপরাধা কন্যাকে দৈবের অপরাধে গণিকাবৃত্তি কর্ত্তে বা পরধর্ম্মের আশ্রয়ে যেয়ে ঘর বাঁধতে বাধ্য কর্ত্তে পারি না।



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

## জগতে কেহই পর নাই

এই সময়ে নবীপুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত হরিমোহন পোদ্দার মহাশয় আসিলেন। তিনি আসিয়া আশ্রমের ঘরপোড়া সম্বন্ধে আলাপ তুলিলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—যারা আশ্রমের কুটীর দগ্ধ করেছে, আমি তাদের আশীর্ব্বাদ করি। যারা আমাকে হত্যা কর্ব্বার জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছে, আমি তাদেরও শুভকামনা করি। অবোধ ব্যক্তিরা ভ্রান্ত পথে ঘু'রে বেড়াচ্ছে, আর বৃথা কর্ম্মজালে আবদ্ধ হচ্ছে। দেখে আমার দুঃখ হয়, কিন্তু বিদ্বেষ হয় না। এদের কৃত অন্যায়ের স্মৃতিকে বহন ক'রেই আমি বেড়াব ? নিশ্চয়ই না। এরা কি আমার পর ? জগতের সবাই আমার আপন, আর এরাই থাক্‌বে শত্রু ? আমি তা মনে করি না। গৃহদাহ ক'রেও এরা আমার আপনই রয়েছে; যদি পরমাত্মার ইচ্ছা থাকে, তবে আমার এই দেহকে শত ছুরিকায় বিদ্ধ ক'রেও এরা আমার আপনই থাক্‌বে।

## আত্মার মৃত্যু নাই

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আর এরা হত্যা কর্‌বেই বা কাকে? আমাকে ত ? আমি কে? আমার স্বরূপ কি? আমার জন্ম কবে হয়েছিল? আমার সাক্ষাৎকার কি ক'রে পাওয়া যায়? দেহটাই কি আমি? এই শির স্কন্ধচ্যুত হ'লেই কি আমি মর্‌ব? এই বক্ষে ছুরি বিঁধলেই কি আমার শেষ হবে? এই শরীরের ধ্বংসের সাথে সাথেই কি আমার সব কিছুর পর্য্যবসান? দেখুন হরিমোহন





বাবু, আত্মাকে কেউ মারতে পারে না।

"নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥"

## ব্রহ্মচর্য্যং তপোত্তমম্

শ্রীশ্রীবাবামণি ও শ্রীমান্ পঞ্চানন উভয়েই অপরাহ্নে ইট তৈরীর কাজ আরম্ভ করিয়াছেন, এই সময়ে নবীপুরের শ্রীযুক্ত গুরুচরণ পণ্ডিত মহাশয় আসিলেন। কাজ করিতে করিতেই শ্রীশ্রীবাবামণি তাঁহার সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ভগবানকে ব্যাখ্যা ক'রে বুঝান যায় না। উপলব্ধির ভিতর দিয়েই সেই রস-স্বরূপ নিজের রসকে আস্বাদন করান। তপস্যা ছাড়া উপলব্ধিও জন্মে না। একনিষ্ঠা ছাড়া তপস্যা জমে না। বিশ্বাস ব্যতীত একনিষ্ঠাও আসে না। আবার ব্রহ্মচর্য্য ছাড়া পূর্ণ বিশ্বাসেরও অভ্যুদয় ঘটে না। সুতরাং—"ন তপস্তপ ইত্যাহুর্ব্রহ্মচর্য্যং তপোত্তমম্।"

## ব্রহ্মচর্য্যই সকল আধ্যাত্মিকতার মূল

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আপনারা আমাকে প্রায়ই জিজ্ঞাসা করেন, ছেলেদের ডেকে এনে ধর্ম্মবিষয়ে কেন আমি উপদেশ দিই না। কিন্তু আমার উপদেশ ত' মুখে হবে না, হবে কাজে। ধর্ম্মের মূল ব্রহ্মচর্য্যে, ব্রহ্মচর্য্যের মূল নিয়ত-কর্ম্মশীলতায়। কর্ম্মশীলতার শুদ্ধি নিষ্কাম অভিপ্রায়ে। আর নিষ্কামতার প্রতিষ্ঠা ঈশ্বরানুধ্যান পূর্ব্বক কর্ম্মচর্য্যায়। তাই আমি ছেলেদের বলি, —কাদা ছান্, ইট কাট্, সঙ্গে সঙ্গে ভগবানের নাম কর্। ছেলেদের



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

বলি,—কৌপীন পরিধান কর, মেয়েদের মায়ের মত দেখ্, আর সর্ব্বক্ষণ সৎকাজে ব্যস্ত থাক্। মাঝে মাঝে অষ্টপ্রহর নাম-কীর্ত্তনের ব্যবস্থা কর্ল্লেই যেখানে আমি পায়ের উপর পা তুলে দিব্যি আরামে চর্ব্ব্য-চোষ্য লেহ্য-পেয় ভোগ কত্তে পারি, সেইখানে আমি অত কঠোর কষ্ট সহ্য কচ্ছি যে একটা পশ্চাদ্বর্ত্তী বিরাট প্রেরণায়, তা কি বুঝতে পাচ্ছেন না? জাতিটাকে সংযমী, সদাচারী, ব্রহ্মচর্য্য-পরায়ণ ও কর্ম্মঠ ক'রে গ'ড়ে তোলা চাই। তবে না এ জাতি ভগবানকে ভালবাসতে শিখ্‌বে। ভগবান্‌কে ভালবাসার গোড়াঘরই যে সংযম আর ব্রহ্মচর্য্য! সকল আধ্যাত্মিক সম্পদের খনিই যে জিতেন্দ্রিয়ত্বের প্রতিষ্ঠায়! দুর্ব্বলের, অলসের, পরগলগ্রহের ভগবৎ-প্রেমে অনেক সময়ে লোকবঞ্চনা বা আত্মপ্রতারণা থাকে।

রহিমপুর,<br>২৭শে পৌষ, ১৩৩৮

## কুমারীর সংসারানভিজ্ঞতা

অদ্য জীবন ২০৬, শ্রীযুক্ত প্রেমানন্দ ব্রহ্মচারী ৩০৩, পঞ্চানন ৫০৬ খানা ইষ্টক তৈরী করিলেন। শ্রীশ্রীবাবামণি পূর্ণ নয় ঘণ্টাকাল ইহাদের সহিত শ্রম করিলেন। একাদিক্রমে কাদা-ছানা কষ্টকর বলিয়া শ্রীশ্রীবাবামণি মাঝে মাঝে বিশ্রামব্যপদেশে আসিয়া ইট কাটায় বসিতে লাগিলেন।

সেই সময় ব্রহ্মচারীদের সহিত কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তোমরা সবাই যুবক। ধর্ম্মপথে আসার ফলে সমাজের তোমরা শ্রদ্ধার পাত্র হয়েছ। গৃহে গৃহে তোমাদের সম্মান।





সর্ব্বত্র তোমাদের অবারিত দ্বার। এই কারণেই তোমাদের খুব স্পষ্ট ধারণা থাকা উচিত যে, কুমারী মেয়েদের প্রতি তোমাদের ব্যবহার কিরূপ হবে। সধবা আর বিধবা মেয়েরা নিজেরাই অনেকটা জানে যে, পুরুষদের সাথে কি ভাবে চলা উচিত আর কি ভাবে চলা অনুচিত। সংসারের সুখ-দুঃখ ও অভিজ্ঞতা তাদের অধিকাংশকেই এই বিষয়ে একটু-আধটু সচেতন ক'রে রেখেছে। তাই, তারা শ্রদ্ধা-সম্মান দেখাতে গিয়েও নিজের হিসাব ঠিক রেখে চলে, অবশ্য যদি শিক্ষা-দীক্ষায় বা অভিপ্রায়ে কোনও প্রকার গুরুতর ত্রুটী কারো না থাকে। কিন্তু কুমারীদের তা' নয়। তারা সংসারের নানা বৈচিত্র্যের অতি অল্পই বোঝে, অল্পই জানে, মানব-জীবনের গূঢ় রহস্যগুলি সম্বন্ধে তারা একেবারে অনভিজ্ঞ। তাই, তারা অতিশয় সরলা এবং বিঘ্নবিপদের সম্ভাবনা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিঃশঙ্কা। এই কারণেই কুমারী মেয়েদের প্রতি তোমাদের ব্যবহার কেমন হবে, তা তোমাদের স্পষ্টরূপে জানা থাকা উচিত।

## কুমারীদের প্রতি যুবকদের ব্যবহার

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সবাইকে ভালোবাসো, সকলের প্রতি স্নেহশীল ও দয়াশীল হও, কিন্তু ঘনিষ্ঠতা ক'রো না। নিষ্পাপা কুমারী নির্ভয়ে সকলের সাথে মিশে, কিন্তু তুমি তাকে ঘনিষ্ঠ হ'য়ে মিশতে দিও না। স্নেহবুদ্ধি থাক্‌বে তোমার যত, তার প্রতি পূজাবুদ্ধি থাকে যেন তার দশগুণ। তোমার কোনো কথা, কোনো ইঙ্গিত, তোমার কোনো ব্যবহার, তোমার কোনো দৃষ্টান্ত তার মনকে যাতে পঙ্কিল চিন্তার পথে ধাবিত কত্তে



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

না পারে, তার দিকে রাখ তীক্ষ্ণদৃষ্টি। সদুপদেশ দিয়ে কোনো কুমারীর ভাল কত্তে না পার, নিজের ভুল-ভ্রান্তি দিয়ে তার মন্দ ক'রে না বস, সেই দিকে দাও তীব্র লক্ষ্য। জাতিটার সমগ্র ভবিষ্যৎ লুকিয়ে আছে কুমারীদের পবিত্রতায়, এই কথাটা নিমেষের জন্যও ভুলো না। বর্দ্ধমানের বন্যা, খুলনার দুর্ভিক্ষ, বিক্রমপুরের টর্ণেডো, ৮৩ সনের ভূমিকম্প, আর সুরাটের প্লেগ, এই সব লোক-ক্ষয়কর প্রলয়-তুল্য বিপদে যে ব্যক্তি নিজের জীবন তুচ্ছ ক'রে পরের সেবা করেছে, সে কোটি অশ্বমেধ-যজ্ঞের ফল সঞ্চয় করেছে, বল্‌তে হবে। কিন্তু এত ক'রেও যদি সে এসে নিজের আচরণের দোষে প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে একটী কুমারী মেয়ের মনের ভিতরে কামচিন্তার উত্তেজক হয়, তবে তার সকল পুণ্য ছারখার হ'য়ে গেল, জান্‌তে হবে। কুমারীর পবিত্রতাকে রক্ষা করার মত বড় পুণ্য নেই, তার পবিত্রতাকে নষ্ট করার মত বড় পাপ নেই,—এইকথা সর্ব্বদা মনে রেখো।

## কুমারীদের প্রতি অন্যায় আদর

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—অনেক লোক আছে, তারা ছোট মেয়েদের নিয়ে অসম্ভব আদর দেখায়। কখনো চুমো খায়, কখনো বুকে চেপে ধরে, কখনো ঘাড়ে চড়ায়। অর্থাৎ মেয়েগুলির বক্ষে, জঘনে, অধরে ও স্নায়ুমণ্ডলীর ভিতরে অকালে অস্বাভাবিক উত্তেজনা সৃষ্টি করে। এরা সমাজের পরম শত্রু। এরা মেয়েদের মনের ভিতরে অজ্ঞাত ভাবে জঘন্য চিন্তার বীজ বপন ক'রে দেয়। শুষ্ক বীজের মত এসব চিন্তার প্রচ্ছন্ন কায়া মেয়েগুলির মনের ভিতরে সংস্কার-রূপে বাসা বাঁধে এবং বয়োবিকাশের





সঙ্গে সঙ্গে শাখাপল্লবে উদ্দাম রূপ ধারণ করে। অনেক মেয়ে যে পনের ষোল বছরের সময় আর নিজেকে সাম্‌লাতে পারে না, তার বীজ হয়ত আট বছর বয়সের সময়েই কোনও পাপিষ্ঠ আদরের উপলক্ষ্য ক'রে তার ভিতরে বপন ক'রে রেখেছিল।

## সমগ্র জগৎ পবিত্র হোক্

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—অনুক্ষণ ধ্যান কর,—সমগ্র জগৎ পবিত্র হোক্। ধ্যান কর,—প্রতিক্ষণে তুমি পবিত্রতর হচ্ছ। ধ্যান কর,—তোমার স্পর্শ পেয়ে আকাশ-বাতাস পবিত্র হচ্ছে, জল-স্থল সব পবিত্র হচ্ছে। এই ধ্যানের আবেশ নিয়ে যেখানে যাবার যাবে। তাতে পুরুষ, নারী, কুমারী, সধবা সবাই পবিত্র হবে। তোরা পবিত্রতার সন্তান, তোরা পবিত্রতার বিগ্রহ, তোদের স্পর্শে নিখিল ব্রহ্মাণ্ড পবিত্র হোক্।

রহিমপুর,
২৮শে পৌষ, ১৩৩৮

নবীপুরের শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র চন্দ্র সাহা বি, এল, আজ জীবনে প্রথম ইট কাটিলেন। ইট-কাটিতে কাটিতে কথা হইতে লাগিল।

## অতীতের প্রতিহিংসা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—একজন হিন্দু-সন্ন্যাসীর প্রতিষ্ঠা দর্শনে এই যে মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রায় সর্ব্বজনীন বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে, এর মূল কোথায় জান? একটী মুসলমানের অন্তরে কখনো ব্যথা দেই নাই, ইস্‌লাম ধর্ম্মের প্রবর্ত্তকের সম্পর্কে জীবনে কখনো একটী অশ্রদ্ধার বাণী উচ্চারণ করি নাই, হিন্দু



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

আর মুসলমানের ভিতরে কখনো ভেদজ্ঞান রাখি নাই, তবু এ বিক্ষোভ কেন? আজকালকার ঘটনাবলির ভিতর থেকে যদি কারণ অনুসন্ধান ক'রে বের কত্তে চাও, তবে তোমার শ্রম ব্যর্থ হবে। যেহেতু, বাহ্যতঃ এসব অকারণই হচ্ছে। কিন্তু অতীতের ইতিহাস দেখ। ছোট জাতিগুলিকে কি ভাবে তোমরা নির্য্যাতন করেছিলে, আহত আত্মসম্মান নিয়ে কি ভাবে দলে দলে হিন্দুর সন্তান পৈতৃক ধর্ম্ম ত্যাগ করেছিল, তাদের কাউকে তোমরা প্রবোধ-বচনে ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা কর নাই। রাজনৈতিক নির্য্যাতনে যখন ইচ্ছার বিরুদ্ধে সহস্র সহস্র হিন্দু-সন্তান অহিন্দু-সমাজ পুষ্ট কত্তে বাধ্য হয়েছিল, তখন তোমরা কোল দিয়ে তাদের পুনরায় নিজের ঘরে তুলে নাও নাই। সেই অন্যায়ের প্রতিশোধ আজ এরা এভাবে দিচ্ছে! এই যে সাম্প্রদায়িক উৎপীড়ন, এই যে অকারণ বিদ্বেষ, তাকে আমি অতীতের প্রতিহিংসা ছাড়া আর কিছু ব'লে মনে কত্তে পারি না।

## পাপের প্রায়শ্চিত্ত অবশ্যম্ভাবী

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কথায় বলে, পাপ বাপকেও ছাড়ে না। তোমাদের অতীতের এই অবজ্ঞার পাপ, এ অবহেলার পাপ প্রতিহিংসারূপে এসে নিজের প্রায়শ্চিত্ত বিধান ক'রে নিচ্ছে। কিন্তু মুসলমান সম্প্রদায়েরও সাবধান হওয়ার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। হিন্দুর পাপ যেমন হিন্দুকে ছাড়েনি, মুসলমানের পাপও তেমন মুসলমানকে রেহাই দেবে না। অন্যায়ের জবাবদিহি প্রত্যেককেই দিতে হবে। এজন্য দেশের কথা যাঁরা ভাবেন, তাঁদের উচিত নিজ নিজ সম্প্রদায়ের লোকের ভিতরে





সততা-বৃদ্ধির চেষ্টা কর। কারণ, সততার উপরে যার যত দৃঢ় প্রতিষ্ঠা, তার সমাজের উপরে প্রকৃতির প্রতিশোধ তত কম কঠোর হ'য়ে আত্মপ্রকাশ করে।

## সবার উপরে মানুষ সত্য

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—"আমি হিন্দু" "আমি মুসলমান" এ কথা শুন্‌তে শুন্‌তে কাণ ঝালা-পালা হ'য়ে গেল। কিন্তু "আমি মানুষ" এ কথা ত' কাউকে বল্‌তে শুনি না। যারা "মানুষ" নয়, তার হিন্দুই হোক্ আর মুসলমানই হোক্, তাদের দিয়ে জগতের কোন লাভ নেই। কতকগুলি "অমানুষ" যদি হিন্দু বা মুসলমান হয়; তবে পরপীড়ন আর জাতিবিদ্বেষ চল্‌বেই চল্‌বে। পণ্ডিত আর মৌলভী, পুরোহিত আর মোল্লা, গুরু আর পীর সবাই মিলে হিন্দু আর মুসলমান তৈরী কচ্ছেন, "মানুষ" তৈরী করবার চেষ্টা কচ্ছেন না। তারই জন্য বারংবার সে সব ব্যাপারই ঘট্‌তে পাচ্ছে, যা সভ্য-জাতির পক্ষে কলঙ্ক-জনক, লজ্জাজনক। "সবার উপরে মানুষ সত্য",—এই কথা আমাদের শিখতে হবে, শিখাতে হবে।

## সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের ভবিষ্যৎ

পরিশেষে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এই যে ধূমায়িত সাম্প্রদায়িক হিংসাবুদ্ধি, যা সামান্য ফুৎকারে প্রলয়ঙ্কর অগ্নিদাহন সৃষ্টি কচ্ছে, যা বারংবার নিভেও নিভছে না, যার জ্বালায় শান্তিপ্রিয় ধীরবুদ্ধি ব্যক্তিদেরই বিপদ ও উদ্বেগ বেশী হচ্ছে, আমরা দেখ্‌তে পাই আর না পাই, তার মধ্যেও ভগবানের



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

মঙ্গলহস্ত বিরাজমান। আমরা বুঝতে পারি আর না পারি, এই সব বিঘ্নবিপত্তির মধ্য দিয়েই বিঘ্নলাঞ্ছনের আবির্ভাব হবে। এখন যতই ক্লেশকর হোক, ভবিষ্যৎ সুফলের দিকে তাকিয়ে পূর্ণরূপে ধর্ম্মাশ্রিত থেকেই এসবের প্রতিকার-চেষ্টা কর্ত্তব্য,— অধর্ম্ম এবং বিদ্বেষের পথে নয়।

## অশীতি যৌবনং পুংসাম্

অদ্য ইট কাটার কাজ অল্পই চলিতেছে। যে স্থানে ইট পোড়ান হইবে, প্রধানতঃ সেই স্থানের মাটি সমতল করা হইতেছে। অপরাহ্নে বাঙ্গরা হাইস্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র চন্দ্র রক্ষিত আসিয়া কোদাল ধরিলেন। প্রৌঢ় হইলেও যুবকের ন্যায় তিনি শ্রম করিতে লাগিলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বিখ্যাত বৈদিক পণ্ডিত উমেশ বিদ্যারত্ন কলকাতা কলেজস্কোয়ারে দাঁড়িয়ে বেদ ও হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতেন। লোকজনের গোলমাল, ট্রামের ঘর্ঘরাণি শব্দ, এর ভিতরেও তিনি প্রচণ্ড উৎসাহের সহিত বক্তৃতা চালাতেন। একদিন জিজ্ঞেস করলাম,—"পণ্ডিত মশায়, আপনি বুড়ো মানুষ, এভাবে কাজ কত্তে আপনার কষ্ট হয় না?" তিনি গর্জ্জন ক'রে বল্লেন,—"অশীতি যৌবনং পুংসাম্,—পুরুষের যৌবন আশি বৎসরে।" বাস্তবিক, যাঁরা পুরুষের মত পুরুষ, বার্দ্ধক্যেও তাঁদের যৌবন যায় না, যৌবনের সেই আশাদীপ্ত দৃষ্টি, যৌবনের সেই উৎসাহ-প্রবৃদ্ধ আনন, যৌবনের সেই কর্ম্মোদ্দীপনা বার্দ্ধক্যেও পুরাপুরি বজায় থাকে।





## যৌবনের সদ্ব্যবহার ও বার্দ্ধক্যের উৎসাহ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু যৌবনের সদ্ব্যবহার করা চাই। যৌবনের শক্তিকে যারা অপব্যয়িত করেছে, তাদের কাছে এমন তেজোদৃপ্ত বার্দ্ধক্য আশা করা যায় না। পিতামহ ভীষ্মের চাইতে বৃদ্ধ ব্যক্তি কুরুক্ষেত্র-রণাঙ্গনে আর কেউ ছিলেন না, কিন্তু তাঁর চেয়ে বড় যোদ্ধা আর কে ছিলেন? গ্লাডষ্টোনের চেয়ে বৃদ্ধ ব্যক্তি ইংরেজ জাতির মধ্যেও বেশী ছিলেন না, কিন্তু তাঁর চেয়ে বড় স্বদেশ-হিতৈষী ও রাষ্ট্র-ধুরন্ধর আর কে ছিলেন? এই যে পক্ককেশ যোগেন্দ্র রক্ষিত মশায় অসম্ভব বীর্য্য সহকারে কোদাল নিয়ে কাজ কচ্ছেন, তা দেখে তোমরা শেখ যে, যৌবনের শক্তিকে অপব্যয় থেকে রক্ষা কত্তে হবে। তবেই তোমরা বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত অপূর্ব্ব পৌরুষ নিয়ে নিজের ও সমাজের মঙ্গলকল্পে শ্রম কত্তে সমর্থ হবে।

## মন্ত্র না দিলেও শিষ্য হয়

নিকটবর্ত্তী কোনও মাদ্রাসার প্রধান অধ্যাপক এক মৌলভী সাহেবের পুত্র শ্রীযুক্ত মহম্মদ আ—কঠিন রোগে শয্যাশায়ী। রোগশয্যায় পড়িয়া বারংবার শ্রীশ্রীবাবামণিকে দেখিবার জন্য তিনি ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতেছেন। শ্রীশ্রীবাবামণি শ্রীযুক্ত মহম্মদ আ—কে দেখিবার জন্য অপরাহ্নে সেই গ্রামে রওনা হইলেন। গ্রামবাসী কেহ কেহ শ্রীশ্রীবাবামণিকে যাইতে বাধা দিলেন। তাঁহারা বলিলেন,—মোচাগড়া উৎসবে কোনও মুসলমানকে বা তাঁদের ধর্ম্মকে কোনও প্রকারেই আঘাত করা হয় নাই, বরঞ্চ





Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

এই মৌলভী-সাহেবকে কোরাণ ব্যাখ্যা করিয়া উপদেশ দিবার জন্য সাদর আমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। তিনি নিজে যোগ দেওয়া দূরে থাকুক, আশ্রমের অসাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্যের বিষয় সম্পূর্ণ অবগত থাকিয়াও নিজ সম্প্রদায়ের একটী লোকেরও ভ্রমনিরসন করিতে চেষ্টা করেন নাই। এই বিষয়ে ত' সাধারণ লোকদের মধ্যে কাহারও কোনও মতভেদই নেই। উপরন্তু এক শ্রেণীর লোক তাঁহারই ফতোয়া পাইয়া, সব রাহাজানি করিয়াছে বলিয়া প্রবল জনরব বিদ্যমান। এই অবস্থায় দেশব্যাপী বর্ত্তমান উত্তেজনার সময়ে কিছুতেই শ্রীশ্রীবাবামণির শ্রীযুক্ত মহম্মদ আ—কে দেখিতে যাওয়া সঙ্গত নহে।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আ—আমার ভক্ত এবং আর্ত্ত! তার রোগ-শয্যায় যাব না? বিশেষতঃ জনরব মিথ্যাও হ'তে পারে।

একজন প্রশ্ন করিলেন,—মহম্মদ আ—কি আপনার নিকট দীক্ষিত হয়েছে?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন—দীক্ষিত হয়ও নাই, হবেও না। তার দীক্ষা হয়ত তার নিজ সম্প্রদায়ের পীরের কাছে হবে। কিন্তু সে আমাকে বিশ্বাস করে, আমাকে ভালবাসে, আমার জীবনকে তার ধ্যানের আদর্শ ব'লে জ্ঞান করে। তার ব্যাকুল আহ্বানের পরও আমি মৃত্যুভয়ে সেখানে যাব না? শুধু মন্ত্র দিলেই ভক্ত হয়? শুধু মন্ত্র দিলেই শিষ্য হয়? মন্ত্র না দিয়েও কি কারো সঙ্গে প্রাণের যোগ সৃষ্টি করা যায় না? জীবনাদর্শ-দানের কোনো মূল্য নেই? জীবনাদর্শ-গ্রহণের কোনও সার্থকতা





নেই? তোমরা ভাব্‌ছ আমি মন্ত্র দিয়েই জগতের গুরু হব? না, না, তা নয়, মন্ত্র না দিয়েই আমি সকলের গুরু হব। অগ্নিশলাকার মত আমি সকলের অন্তরে প্রবেশ কর্ব্ব এবং মোহতিমিরাচ্ছন্ন জীবনকে জ্ঞানের আলোতে উদ্ভাসিত কর্ব্ব। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান আর বৌদ্ধ কেউ আমার পর থাকবে না, আমি কারো পর থাক্‌ব না। কারণ, জগতের সকল সম্প্রদায়ই আমার আর আমি জগতের সকল সম্প্রদায়ের।

বলা বাহুল্য, শ্রীশ্রীবাবামণি শ্রীযুক্ত মহম্মদ আ—কে দেখিতে গেলেন এবং শ্রীশ্রীবাবামণির দর্শন পাইয়া আনন্দে শ্রীযুক্ত আ—কাঁদিয়া ফেলিলেন। প্রায় এক ঘণ্টা কাল শ্রীযুক্ত আ—র পিতা বৃদ্ধ মৌলভী সাহেবের সহিত নানা কথাবার্ত্তা হইল এবং মৌলবী-সাহেব স্বয়ং শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্ব্বিশেষে সকল মুসলমানদের অকারণ সাম্প্রদায়িক বিরোধের জন্য দুঃখ এবং ক্ষোভ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

## ভগবানের দৃষ্টিতে সকল ধর্ম্মাবলম্বীই সমান

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—শাস্ত্রবচন যদি বলে যে, শুধু হিন্দু, শুধু মুসলমান বা শুধু খ্রীষ্টানেরই মুক্তি হবে, অপর ধর্ম্মাবলম্বীদের নরকে পচে মরতে হবে, তবে সেই বচনটীকে আমি মানি না। ভগবানের দৃষ্টিতে কে হিন্দু আর কে মুসলমান? ভগবান্ কি টিকী কার টুপীর বিচার ক'রে স্বর্গ-নরক ব্যবস্থা কর্ব্বেন? না, কে পরস্বাপহারী, কে পরোপকারী, কে লম্পট, কে জিতেন্দ্রিয়, কে অসাধু, কে সৎ, কে মিথ্যাবাদী, কে সত্যসন্ধ তার বিচার



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

কর্ব্বেন ? হজরত মহম্মদের দোহাই দিয়ে যে পরগৃহে অগ্নি-সংযোগ করে, তার যে বেহেস্তে স্থান হবে, এ কথা আমি বিশ্বাস করি না। সদাশিব মহাদেবের দোহাই দিয়ে যে মদ্যপান করে, আর পরনারীর সঙ্গ করে, তার যে স্বর্গে জায়গা হবে, এ আমি বিশ্বাস করি না। কে কার দোহাই দিচ্ছে, সেইটে বড় কথা নয়, কে কি রকম জীবন-যাপন কচ্ছে, সেইটাই বড় কথা। যীশু খ্রীষ্টের দোহাই দিয়ে যারা তোপের মুখে নিরপরাধ কৃষ্ণাঙ্গ-জাতিগুলিকে ধ্বংস ক'রে দিচ্ছে ; স্বর্গে তাদের জায়গা হবে? এসব আজগুবি গল্প আমি বিশ্বাস করি না। ভগবান্ বুদ্ধের দোহাই দিয়ে জাপান যদি আজ চীন আক্রমণ করে এবং নিষ্ঠুর অত্যাচারে নারী ও পুরুষের জীবন অতিষ্ঠ ক'রে তোলে, তবে তারা স্বর্গ পাবে, এসব উপন্যাস অতি অশ্রদ্ধেয়। ভগবানের দৃষ্টিতে সব ধর্ম্মাবলম্বীই সমান, কারণ, সব ধর্ম্মেরই উৎপত্তি ভগবান্‌কে আশ্রয় ক'রে হয়েছে। ভগবানের নাম ক'রে কেউ কোনো কুকাজ কর্লে তিনি তা ক্ষমা কর্ব্বেন না।

## উপদেশ দাও,—"মানুষ হও"

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—মৌলভী আর মোল্লা, পণ্ডিত আর পুরোহিত, এদের প্রত্যেকের কর্ত্তব্য, এই কথাটা নিজ নিজ শিষ্য আর যজমানদের বুঝিয়ে দেওয়া। "হিন্দু হও" বা "মুসলমান হও" এই উপদেশ না দিয়ে, উপদেশ দিতে হবে, "মানুষ হও"। মানুষ যে হবে, সে হিন্দু হ'লেও খুব ভাল হিন্দু হবে, মুসলমান হ'লেও খুব ভাল মুসলমান হবে। সুতরাং





আগে মানুষ হবার জন্যই প্রত্যেককে প্রেরণা দিতে হবে। একজন ভালো মুসলমানের চেয়ে একজন খারাপ হিন্দু শ্রেষ্ঠ নয়। একজন ভালো হিন্দুর চাইতে একজন খারাপ মুসলমান শ্রেষ্ঠ নয়। কিন্তু 'মনুষ্যত্ব' যার আছে, সে হিন্দু হোক্, মুসলমান হোক্, খ্রীষ্টান হোক্ বা যাই হোক্, সেই শ্রেষ্ঠ। এই বোধই সকলের ভিতরে জাগিয়ে দেওয়া কর্ত্তব্য।

## মানুষের লক্ষণ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—"মানুষ" যে হবে, সে পরনারী ধর্ষণ কর্ব্বে না, পরের মেয়েকে ফুস্‌লিয়ে ঘরের বের কত্তে চেষ্টা পাবে না, স্ত্রীলোক মাত্রকেই নিজের মা ছাড়া আর অন্য দৃষ্টিতে দেখ্‌বে না। মানুষ যে হবে, সে পরের মনে আঘাত দেবে না, পরস্বাপহরণ করবে না, পরগৃহে অগ্নিপ্রদান কর্ব্বে না, পরের মাথায় লাঠি ভাঙ্গতে চেষ্টা কর্ব্বে না। মানুষ যে হবে, সে মিথ্যার আশ্রয় নেবে না, ছল-চাতুরীর সঙ্গে সহযোগ কর্ব্বে না, নিজের ক্ষুদ্র জিদ্ বা কুসংস্কারের সম্মান বজায় রাখবার জন্য সর্ব্বসাধারণের শান্তিভঙ্গ করবে না। মানুষ যে হবে, সে নিজের সুখের সঙ্গে সঙ্গে অপরের সুখের বিষয় ভাববে, নিজের স্বার্থরক্ষার সময়ে অপরের স্বার্থ বিবেচনা কর্ব্বে, নিজের মঙ্গলামঙ্গলের চিন্তার সঙ্গে বিশ্ব-জগতের **মঙ্গলামঙ্গলের** কথাও ভাব্‌বে।

## কোন্ ধর্ম্ম বড়

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কোন্ ধর্ম্ম বড় আর কোন্ ধর্ম্ম ছোট, এই বিতর্ক নিয়ে লড়াই হ'তে কেন আমরা দিচ্ছি? ধর্ম্মের



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

শ্রেষ্ঠতার পরিচয় হবে কি তলোয়ারের ধার দিয়ে, কামানের গোলার উষ্ণতা দিয়ে, না লাঠির ওজন দিয়ে? কোন্ ধর্ম্ম কেমন মানুষ সৃষ্টি কচ্ছে, তাই দিয়েই হবে ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতার আর নিকৃষ্টতার বিচার। বীজের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ হবে তার ফলকে দিয়ে। ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ হবে সেই ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিদের শ্রেষ্ঠতা দিয়ে। এই বোধ প্রত্যেকের ভিতরে জাগিয়ে দেওয়া আবশ্যক। তবেই এদের প্রতি আপনাদের প্রকৃত কর্ত্তব্য করা হবে। কোনও নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মাবলম্বীরা যদি শত সহস্র সংখ্যায় দেবচরিত্র হয়, মহৎ হয়, উদার হয়, পরোপকারী হয়, স্ত্রীজাতিতে মাতৃবুদ্ধিসম্পন্ন হয়, সহিষ্ণু হয়, ক্ষমাশীল হয়, সদাচারী হয়, সত্যপ্রিয় হয়, তা হ'লে তাদের শাস্ত্রের উপদেশ অধ্যয়ন না ক'রেও জগতের সকল লোকে সেই ধর্ম্মকেই শ্রেষ্ঠ ব'লে মানবে। আর যদি সেই ধর্ম্মাবলম্বীরা দলে দলে পরগৃহে অগ্নিসংযোগ করে, লুণ্ঠন-বৃত্তি হয়, পরের মেয়েকে চুরি কত্তে উল্লসিত হয়, অসহিষ্ণু, অত্যাচারী ও অসত্যাশ্রয়ী হয়, আর সেই সমাজের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা এই সব কাণ্ড দেখেও যদি প্রতিবাদ না করেন বা প্রশ্রয়ই দেন তাহ'লে তাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে যত ভাল ভাল উপদেশই থাকুক না কেন, তাদের স্মৃতিগ্রন্থে যত মঙ্গলময় উপদেশই প্রদান করা হ'য়ে থাকুক না কেন, জগতের লোক তাদের ধর্ম্মকে শ্রেষ্ঠ ব'লে জ্ঞান কর্ব্বে না। এই কথাটী স্বধর্ম্মী মাত্রকেই বুঝিয়ে দেওয়া আমাদের কর্ত্তব্য। তাতেই নিজ ধর্ম্মকে বড় ব'লে প্রমাণ কর্ব্বার সুযোগ এবং অধিকার আমাদের বৃদ্ধি হবে।





বলা বাহুল্য, বৃদ্ধ মৌলভী-সাহেব এই সকল কথার কোনও প্রতিবাদ করিলেন না, বরঞ্চ প্রত্যেকটী কথা সানন্দে সমর্থনই করিলেন।

রহিমপুর,
২৯শে পৌষ, ১৩৩৮

## জীবনকে মহৎ করার উপায়

নবীপুরের শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র সাহা, বি, এল, অদ্য আশ্রমে ৬০ খানা ইষ্টক নির্ম্মাণ করিলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—While shaping the bricks just believe that you are shaping the destiny of India, (ইটকে গড়বার সময়ে বিশ্বাস কর যে, ভারতের ভবিষ্যৎকে গঠন কচ্ছ।) কারণ ক্ষুদ্র কাজের সঙ্গে সুবৃহৎ ধ্যানকে যুক্ত ক'রে নেওয়াই হচ্ছে জীবনকে মহৎ করার উপায়। যত ক্ষুদ্র কাজেই তুমি হাত দাও না কেন, কাজটীর সাথে মহত্তম কল্পনাকে সব সময়ে যুক্ত রাখ।

রহিমপুর,
৫ই মাঘ, ১৩৩৮

অদ্য রহিমপুর গ্রামের ডাক্তার সুকুমার ঘোষ স্বহস্তে ৬০ খানা ইষ্টক-নির্ম্মাণ করিলেন। জীবন ১৩১ খানা এবং পঞ্চানন ৩০০ খানা ইট তৈরী করিল। কয়েকদিনের গুরুতর শ্রমে শ্রীযুক্ত প্রেমানন্দ আজ অসুস্থ।



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

## মৃত্যুর অর্থ জীর্ণ বস্ত্র ত্যাগ

অপরাহ্নে শ্রীযুক্ত হারাই-গিরিশের বাড়ীর কতিপয় মহিলা নাড়ু সন্দেশ প্রভৃতি খাদ্য দ্রব্য নিয়া আশ্রমভূমিতে আসিয়াছেন। শ্রীশ্রীবাবামণির হাত কর্দ্দমাক্ত বলিয়া জননীরা স্নেহভরে শ্রীশ্রীবাবামণিকে স্বহস্তে নাড়ু, সন্দেশ খাওয়াইতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীবাবামণি খুবই ক্ষুধার্ত্ত ছিলেন, সুতরাং সানন্দে সন্দেশ খাইতে লাগিলেন।

জননীরা কাঁদিতেছেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি জিজ্ঞাসা করিলেন,—মা, তোমরা কাঁদো কেন?

জননীরা বলিলেন যে, শ্রীশ্রীবাবামণিকে হত্যা করিবার জন্য নূতন এক ষড়যন্ত্র নাকি নূতন ভাবে হইতেছে। সেই সংবাদ শুনিয়া তাঁহাদের আহার-নিদ্রা ঘুচিয়াছে।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—মা, তোরা ঘাবড়াস্ কেন? মায়ের ছেলের কি মৃত্যু আছে? ছেঁড়া কাপড় আর জীর্ণ দেহ ছাড়া ত' হিন্দুর ছেলের কাছে সমান দরের। আজও প্রাতে আমি একটা ছেঁড়া কৌপীন গোমতীর জলে ফেলে দিয়েছি। দরকার হলে কি এই ছেঁড়া দেহটা ফেলে দিতে পার্ব্ব না? তোরা কাঁদিস্ না মা, তোরা কাঁদিস না। একবার আমি দেহ ছাড়্ব, সঙ্গে সঙ্গে নূতন দেহ ধারণ ক'রে এসে মা ব'লে তোদের ডাকব। কোটি জন্ম তোদের সন্তান হ'য়ে জন্মেছি, আরো কোটি জন্ম তোদের সন্তান হ'য়ে জন্মাব। মা ডাকার যে সুখ, সেই সুখের লোভটী কখনই ত্যাগ কর্ব্ব না। এই দেখ্ না, তোদের মা ডেকেছি ব'লেই কেমন দিব্যি আরাম ক'রে সন্দেশ খাচ্ছি। এই বলিয়া শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিতে লাগিলেন।





রহিমপুর,<br>
৬ই মাঘ, ১৩৩৮

## উচ্চ হওয়া কঠিন কিছুই নয়

শেষরাত্রে উঠিয়া শ্রীশ্রীবাবামণি পত্র লিখিতে বসিলেন। মুঙ্গের জেলান্তর্গত বেগুসরাই হাই স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীর একটী ছাত্রকে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"পরমকল্যাণভাজনেষু,—

নিজের হাতেই গড়্বি রে তুই<br>
নিজের ভবিষ্যৎ,<br>
নিজের চেষ্টাতেই হবি রে<br>
শুদ্ধ, মহৎ, সৎ;<br>
নিজের বুকের সাহস দিয়েই<br>
জিন্‌বি ত্রিজগৎ।<br>
খুঁজ্‌বি কেবল নিজের সত্তা<br>
বিশ্ব-ভুবন মাঝে,<br>
কর্‌বি প্রকাশ নিজের বীর্য্য<br>
সকল শ্রেষ্ঠ কাজে,<br>
যেখানে তুই যাস্ না কেন<br>
চল্‌বি বীরের সাজে।<br>
এই ভাবেতেই সামান্য লোক<br>
জগৎপূজ্য হয়,<br>
ছোট্ট থেকে উচ্চ হওয়া<br>
কঠিন কিছুই নয়,<br>
ধৈর্য্য-বলেই হবি রে তুই<br>
যা তোর ইচ্ছা লয়।



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

কিন্তু শুধু একটী কথা
রাখ্‌তে হবে মনে,
শক্তি বাড়ে ভগবানের
নিত্য অনুধ্যানে,
শক্তি বাড়ে তাঁর চরণে
আত্ম-সমর্পণে।

আশীর্ব্বাদক—
—স্বরূপানন্দ"

## কাজের সময়ে কথা বলা

রহিমপুর আর নবীপুরের প্রায় কুড়িটী যুবক আজ ইট তৈরী এবং তাহার আনুষঙ্গিক কাজে লাগিয়াছে। কেহ কেহ অত্যধিক কথাবার্ত্তা বলিতেছে, ফলে বড়ই হট্টগোল হইতেছে।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—Are you my children? If so, be like me. I don't talk while I work or if I talk, it is always on a sublime theme. [তোরা আমার সন্তান ত' ? যদি তাই হয়, তবে আমার মত হ'। আমি কাজের সময় কথা বলি না। আর যদি বলি, তবে তা উচ্চ বিষয় নিয়ে।]

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ইট কাটাকেও একটা তপস্যা ব'লে জ্ঞান কর্‌। ইট কাট্‌ছিস, না, নিজের চরিত্র গঠন কচ্ছিস ? ইট কাট্‌ছিস্, না, ভারতের ভবিষ্যৎ নির্ম্মাণ কচ্ছিস্ ? আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা প্রাতরুত্থান থেকে শয্যায় শয়ন পর্য্যন্ত প্রত্যেকটী ব্যাপারকে তপস্যায় পরিণত কত্তে চেয়েছিলেন। তাঁদেরই বংশধর তোরা। ইট কাটা, দালান গাঁথা, ঘর ঝাঁট দেওয়া, বন পরিষ্কার





করা, পুকুরের পানা ফেলা, গাছে জল দেওয়া,—সব কিছু কাজের ভিতরে তপশ্চেতনাকে জাগিয়ে রাখ্‌। কুলী দিয়ে যে কাজ হ'তে পারে, সে কাজ তোদের দিয়ে করাই কেন, নিজেই বা করি কেন ? তোরা অনেকেই ধনীর ছেলে। আমিও গাল ফুলিয়ে চ'খ বুজে গাছ-তলায় ব'সে থাক্‌লেই বরং এখনকার চাইতে বেশী মোটা মোটা মালপোয়া খেতে পাব। তবু কেন এ পরিশ্রম স্বীকার ? কারণ, কর্ম্মের ভিতর যোগকে প্রতিষ্ঠিত কত্তে হবে, যোগের সাথে কর্ম্মকে মিলিয়ে নিতে হবে, ধর্ম্ম-জীবনকে অলসতার রাহুগ্রাস এবং পরমুখাপেক্ষিতার অপবাদ থেকে মুক্ত কত্তে হবে। তাই না আমার এত শ্রম, তাই না আমার এত উৎকণ্ঠা! আমার যারা ছেলে, তারা আমার মর্ম্মের কথা বুঝে নাও, স্থির হও, মনকে ঈশ্বরের সাথে যুক্ত কর এবং তারপরে নিঃশব্দে ইট কাট। ইট কাটাও একটা তপস্যা, অন্ততঃ এই কয় ঘণ্টা ইট কাটার চাইতে তোদের বড় তপস্যা আর কিছু নেই।

শ্রীশ্রীবাবামণির কথা শুনিয়া সকলেই নিঃশব্দ হইয়া নিজ কাজে মনোযোগ দিল।

রহিমপুর,
৭ই মাঘ,১৩৩৮

## সাহিত্য ও তপস্যা ; বাঙ্গালী ও অবাঙ্গালীর মিলন

শ্রীশ্রীবাবামণির প্রিয় দুই কর্ম্মী দ্বারভাঙ্গাতে অবস্থান করিতেছেন। তাঁহারা "তপন" নামে হাতে-লেখা একখানি পত্রিকা



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

সম্পাদন করেন। দ্বারভাঙ্গার অনেকগুলি তরুণ কিশোর এই কাগজের ভিতর দিয়া সাহিত্য ও সচ্চিন্তার চর্চ্চা করে। শেষরাত্রে উঠিয়া শ্রীশ্রীবাবামণি এই সকল তরুণদের মধ্যে তিনজনকে সম্বোধন করিয়া একখানা পত্র লিখিলেন,—

"প্রাণের—,

তোমাদের লেখাগুলি 'তপনে' পড়িয়া বড়ই আনন্দ লাভ করিলাম। তোমাদের চিন্তা-ধারার মধ্যে আমার জীবনের আদর্শ একটু একটু করিয়া স্থান লাভ করিতেছে দেখিয়া আরও প্রীত হইলাম। কিন্ত বাবারা, একটা কথা মনে রাখিও যে, তপস্যার শক্তিই তোমাদের মধ্যে সত্যিকার তেজ ও বীর্য্যদান করিবে। তপস্যার মধ্য দিয়া যে সাহিত্যের সৃষ্টি, তাহাই ভারতের মাটিকে বরাহ-দংষ্ট্রায় ওলট-পালট করিতে সমর্থ হইবে। তপস্যার অগ্নিতে পরিশুদ্ধ হইয়া যে ভাবধারা প্রসারিত হইবে, তাহাই বাঙ্গালীর সহিত অবাঙ্গালী প্রদেশ-সমূহকে অচ্ছেদ্য নৈকট্যের পাশে আবদ্ধ করিবে। বাঙ্গালীর জীবন-মধ্যে ত্যাগ-তপস্যার ভিতর দিয়া যে সৌরভময় সত্য-প্রসূন প্রস্ফুটিত হইবে, তাহাই বাঙ্গালী ও বহির্ব্বাঙ্গালীকে আশা-আদর্শের অলঙ্ঘনীয় আত্মীয়তায় ঐক্যবদ্ধ করিয়া লইবে। তাই, তোমাদের সকল সাহিত্যিক প্রয়াসের পশ্চাতে একনিষ্ঠ তপস্যার ভিত্তিকেই সর্ব্বাগ্রে খুব দৃঢ়, খুব শক্ত, খুব কঠিন করিতে হইবে।

"বিশ্বাস করিও, সমগ্র ভারতের শতধা-বিভিন্ন মত-পথকে একীভূত করিয়া বৃহত্তর জগৎকল্যাণে নিয়োজিত করিবার উপযুক্ত উপাদান বাঙ্গালী-চরিত্রের মধ্যে রহিয়াছে। পরমতে সহিষ্ণুতার যে সঞ্চয় বাঙ্গালী-জাতি কপিলাবস্তুর ঋষি গৌতমের কাল হইতে





করিয়া আসিতেছে, তাহাই তাহাকে পরস্পর বিবদমান শত সাধন-পথের সামঞ্জস্য বিধানের সামর্থ্য প্রদান করিবে। কিন্ত নিজের প্রসুপ্ত শক্তিকে পৌরুষ-প্রভায় জাগ্রত ও উদ্যত করিবার জন্য বাঙ্গালী যুবকের আজ তীব্র সাধনা চাই।

"বাঙ্গালার বাহিরে বসিয়া আজ তোমরা বাঙ্গালার ভবিষ্যৎ নির্ম্মাণের আয়োজন করিতেছ। বাঙ্গালার স্নেহক্রোড়ে বসিয়া আরও অনেকে বাঙ্গালার গৌরবমণ্ডিত ভবিষ্যতের সুখস্বপ্ন দর্শন করিতেছে। কিন্তু সকলেরই প্রয়াস পূর্ণ সার্থকতাকে লাভ করিবে অকপট তপস্যার ভিতর দিয়া। কারণ, তপস্যাই নিষ্কলঙ্ক, নিষ্কলুষ চরিত্র-সুষমা সৃজন করে।

"উচ্চ আস্ফালন কোনও জাতিকে বড় করে না, চঞ্চল চীৎকার কাহারও ললাট-দেশে বিজয়ীয় রাজটীকা অঙ্কিত করে না। নীরব, গভীর, একাগ্র তপস্যাই ব্যক্তির বা জাতির ভাগ্য-নির্দ্ধারণ করে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—

—স্বরূপানন্দ"

## মন্ত্র-বাণী লেখা

আশ্রমের ব্যয়-নির্ব্বাহের জন্য কোনও স্থায়ী ব্যবস্থা নাই বলিয়া শ্রীশ্রীবাবামণি প্রতিদিনই ফুলস্কেপ কাগজে শোলার (পাটকাটির) কলম দিয়া নানা রঙ্গে উপদেশপূর্ণ মন্ত্রবাণী বড় বড় হরফে লিপিবদ্ধ করেন এবং স্থানীয় স্কুলের বালকদের মধ্যে বিক্রয়ার্থ প্রেরণ করেন। অদ্যও পত্র লেখা শেষ হইলে



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

শ্রীশ্রীবাবামণি কয়েকখানা মন্ত্রবাণী লিপিবদ্ধ করিলেন। তৎপর বেলা হইলে আশ্রমভূমিতে গিয়া ইটের কাজে লাগিলেন।

## ইটের পাঁজা সাজান

অনেকগুলি ইটই শুকাইয়াছিল। সুতরাং পঞ্চানন ও অপরাপর বালকদের সাহায্যে শ্রীশ্রীবাবামণি পাঁচ হাজার ইটের একটী পরীক্ষামূলক পাঁজা সাজাইলেন। যে সকল ইটের আকৃতি বেখাপ্পা হইয়াছিল, সেইগুলিকে চাছিয়া সুন্দর করিতে এবং কয়লা ও কাঠ যথানিয়মে সাজাইতে প্রায় সন্ধ্যা হইয়া গেল। ইটের পাঁজা সাজানের কার্য্যে অভিজ্ঞ এখানে আর কেহই ছিল না। পুপুন্‌কী আশ্রমে যে ইটের পাঁজা সাজান হইয়াছিল, এক বৎসর মৌনী থাকিবার পরে তাহার গঠন-প্রণালী অনেকটাই শ্রীশ্রীবাবামণি বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিলেন। সুতরাং পাঁজা সাজাইবার কার্য্য অনেকটা কল্পনা ও উদ্ভাবনা-শক্তির উপরে নির্ভর করিয়াই করিতে হইল।

## কর্ম্ম ও তপস্যা

আজ বৃহস্পতিবার, তাই সন্ধ্যা সাড়ে ছয় ঘটিকায় সকলকে লইয়া শ্রীশ্রীবাবামণি সম্মিলিত উপাসনায় বসিলেন এবং উপাসনান্তে উপদেশ দিতে লাগিলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তপস্যা কর, জীবনকে কর্ম্মময় কর্ব্বার জন্য। মনকে বাঁধো প্রেমে আর বাহুকে বাঁধো কর্ম্মে। অনেকে কাজ করে কিন্তু প্রাণ নেই, অনেকের প্রাণ আছে কিন্তু কাজ করে না,—তোমরা কর্ম্মবন্তও হও, প্রাণবন্তও হও। যতটুকু প্রতিদান পাও, মাত্র ততটুকুই কাজ ক'রো না,





কর্ম্ম তোমার অনন্ত হোক্, প্রতিদান তার যত অল্পই হোক্ না কেন। তোমার কাজের ভিতর দিয়ে সমগ্র মানবজাতির মঙ্গলকে স্পর্শ কর। সাফল্যের তাড়না নয়, তপস্যার প্রেরণাই তোমাকে কাজের সাথে লগ্ন করুক। যশের তাড়না নয়, আত্মদানের কামনাই তোমাকে কর্ম্মযজ্ঞের আহুতিতে পরিণত করুক। সাফল্য বা যশের প্ররোচনা-বর্জ্জিত হ'য়ে যদি কাজ কত্তে পার, তবে আমি তোমাদিগকে দেবতা ব'লে মনে করব। কারণ, নিষ্কাম নির্লোভ কর্ম্মই সকল শ্রেষ্ঠ তপস্যার পূর্ণবেদী।

## ভগবৎ-প্রেম ও সাধন

রাত্রি আট ঘটিকার সময় ইটের পাঁজায় আগুন ধরান হইল। আগুন ধরাইবার কালে কয়েকখানা হাত-পাখা লইয়া ক্রমাগত বাতাস ঢালাইতে হইতেছিল।

সেই সময়ে কথা-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ইটের পাঁজার আগুনে যেমন পাখার বাতাস দিচ্ছ, ভগবৎ-প্রেমের আগুনে তেমন সাধনের বাতাস চালাও।

রহিমপুর,
৮ই মাঘ, ১৩৩৮

## যোগই প্রধান, কর্ম্মই অপ্রধান

আশ্রম-জলাশয়ের পশ্চিমপারে এবং রায়েদের দীঘির পূর্ব্বপারে আজ দালানের নেও কাটা হইল। একজন জিজ্ঞাসা করিলেন, —ইটের পাঁজার আগুন ধরাইয়াই নেও কাটা আরম্ভ?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ইটের পাঁজা আর নেও কাটা, দুইই নিতান্ত কাল্পনিক। এই অলীক আর অসার বস্তুতে লক্ষ্য



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

আমার নেই। সমগ্র লক্ষ্য রয়েছে, নিত্যের উপাসনার দিকে। হয়ত এই ইটের পাঁজা এই ভাবেই প'ড়ে থাক্‌বে, হয়ত এই নেও-কাটাতে দালান তোলা শেষ হবে না। যার যখন যেখানে ডাক পড়বে, সে তখন সেখানে বিনা বাক্যব্যয়ে চ'লে যেতে বাধ্য হবে। কর্ম্মযোগীর যোগটাই প্রধান, কর্ম্ম অপ্রধান।

জিজ্ঞাসু প্রশ্ন করিলেন,—তবে এত শ্রম কচ্ছেন কেন?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—যদি দৈবাৎ দালানটা হ'য়ে যায়, তাহ'লে এখানেই ভগবানের নাম নিয়ে পদ্ধতিবদ্ধ তপকর্ম্মে লেগে যাব।

প্রশ্ন—যদি না হ'য়ে যায়?

শ্রীশ্রীবাবামণি—তা হ'লে যতক্ষণ প্রয়োজন, অনুকূল স্থান আর অনুকূল পরিস্থিতির প্রতীক্ষা করব।

রহিমপুর,
৯ই মাঘ, ১৩৩৮

## চুক্তির দান ও ত্যাগী

অদ্য নবীপুরের শ্রীযুক্ত হরিমোহন পোদ্দার ইট পোড়াইবার জন্য পনের মণ কয়লা দিবেন বলিয়া প্রস্তাব করিলেন। রহিমপুরের শ্রীযুক্ত রমণী মোহন চক্রবর্ত্তী ইটের ফর্ম্মা তৈরীর জন্য একখণ্ড কাঠ দিবেন বলিয়া প্রস্তাব করিলেন। শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর চক্রবর্ত্তী দালানের ভিত্তি গড়িবার জন্য কতকগুলি ঝামা দিতে স্বীকৃত হইলেন। প্রত্যেকেই নিজ নিজ প্রাণের সাত্ত্বিক প্রেরণায় অযাচিতভাবে এই প্রস্তাবগুলি করিলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি সানন্দে প্রত্যেকের প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন।





গ্রামের একজন মুখর-প্রকৃতি যুবক বলিল,—এর পরে স্বামীজী যদি দালান তৈরী না ক'রেই এ দেশ ছেড়ে চ'লে যান, তবে দেখা যাবে।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ভগবানের ইচ্ছা হ'লে চ'লে ত' যাবই। তাতে বাধা দেবে কে? কিন্তু চুক্তি ক'রে যারা দান করে, তারা ত' দান-বৈশ্য! সে দান ত্যাগীরা গ্রহণ করেন না। ভ্রমক্রমে গ্রহণ কর্ল্লে তার জন্য কষ্ট পেতে হয়।

## দাতার প্রকার ভেদ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—দাতাদের মধ্যে চারিটী শ্রেণী আছে। যারা দান করে প্রাণের আবেগে এবং দাতৃত্বের সহিত নিজেদের পরিচয় বা কোনও দাবীকে যুক্ত করে না, তারা দান-ব্রাহ্মণ। যারা সৎকার্য্যে দান করে, কিন্ত কীর্ত্তির জন্য, যশের জন্য, তারা দান-ক্ষত্র। যারা দান করে, কিন্ত হিসাবী বুদ্ধি ত্যাগ কত্তে পারে না, তারা দান-বৈশ্য। যারা দান করে এবং তা করে পাপ-কার্য্যে সমর্থন পাওয়ার জন্য, তারা দান-শূদ্র। দান-ব্রাহ্মণের দানই গ্রহণীয়। দান-ক্ষত্রের দান গ্রহণে চিত্তে মালিন্য আসে। দান-বৈশ্যের দান গ্রহণে চিত্তে সঙ্কোচ ও নীচতা আসে। দান-শূদ্রের দান গ্রহণে নরকের রাস্তা পাকা হয়।

রহিমপুর,
১০ই মাঘ, ১৩৩৮

## চট্টগ্রাম অবস্থানের আহ্বান

শ্রীশ্রীবাবামণির "ব্রহ্মচারী বন্ধু" চট্টগ্রাম হইতে পত্র লিখিয়াছেন,—"আপনার পত্র পাইলাম। মোচাগড়া ও রহিমপুর





Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

আশ্রমের বর্ত্তমান অবস্থা যাহা বুঝিতেছি, তাহাতে চট্টগ্রাম আশ্রমে আপনার অবস্থানই সমীচীন বলিয়া আমার বোধ হইতেছে। আপনি যদি কৃপাপূর্ব্বক এই আশ্রমে থাকার মত করেন, তবে তদ্ব্যবস্থার ভার আমি সাদরে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি।''

উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—''আপনার সশ্রদ্ধ আমন্ত্রণ আমি সানন্দে গ্রহণ করিলাম। কিন্তু ঘটনাবলীর আবর্ত্তনে যতক্ষণ না আমাকে মোচাগড়া ও রহিমপুর ত্যাগ করিয়া যাইতে হইতেছে, তাবৎকাল এই দুই স্থানেরই একটীতে অবস্থান করিব বলিয়া কল্পনা রাখিতেছি এবং সেই কল্পনানুযায়ী কাজ করিতেছি। সময় হইলেই আমি চট্টগ্রাম বা অন্যত্র যাইব।''

## বিঘ্নসঙ্কুল পরিস্থিতি ও মৌনব্রত উদ্‌যাপন

শ্রীশ্রীবাবামণি তাঁহার জনৈকা ব্রহ্মচারিণী কন্যাকে লিখিলেন,—

''আগামী মৌনকালে তুমি আমার নিকটে থাকিবার জন্য বারংবার যে সদিচ্ছা প্রকাশ করিতেছ, তাহা তোমার ভক্তি ও পবিত্রতা দিয়া জীবন্ত ও তেজস্বী হউক। তোমার জীবনের শুদ্ধ তপস্যা বর্ত্তমানের পাপপঙ্ক-নিমজ্জিত অসংযম-কলুষিত কোটি কোটি নরনারীর জীবনকে শুদ্ধ ও সংযত করিয়া দিবারই যে নিমিত্ত, একথা আজ আরও শতবার ভাল করিয়া বুঝিয়া লও। আজ তুমি নিজের তপস্যার যে সুযোগ গ্রহণ করিতে চলিয়াছ, তাহা তোমার জীবনকে ভবিষ্যতের বিরাট দায়িত্বপূর্ণ ব্রতেরই যোগ্যতা ও সামর্থ্যের জন্য প্রস্তুত করিতেছে,—এই বিশ্বাস





তুমি হৃদয় জুড়িয়া জাগ্রত ও জ্বলন্ত করিয়া লও। গত এক বৎসর আমাকে বড় ক্লেশ সহিতে হইয়াছিল। * * * এজন্য মৌনকালে লোকের বিরক্তি হইতে মুক্ত থাকিবার জন্য এবার আমি এমন ব্যবস্থা করিতে চাই, যেন আমার তপঃসাধনের কোনও বিঘ্ন না হয়।

''মৌনকালে অনেক অবাঞ্ছনীয় অসুবিধা আসিয়া উপস্থিত হয়। * * * ফরিদপুরের মহাপুরুষ জগদ্বন্ধুকে ত' ঘরের বেড়া ভাঙ্গিয়া ভিতরে লোক ঢুকিয়া ক্লিষ্ট ও বিরক্ত করিয়াছিল। বিশ্বাস-যোগ্য সাধু ব্যক্তিদের মুখে আরও অনেক অত্যাচারের কাহিনী শুনা যায়। * * * এই সব অসুবিধা ও বিঘ্ন হইতে আমাকে তোমায় রক্ষা করিতে হইবে।

''যাহাদের জীবন গড়িয়া তুলিতে আমি বুকের রক্ত ঢালিয়াছিলাম, প্রত্যেকেই আজ তাহারা ব্যক্তিগত বুদ্ধির তাড়নায় জীবনের প্রকৃত আদর্শকে ভুলিয়া ভিন্ন পথ ধরিয়া ভ্রান্ত পথিকের মত দিক্‌বিদিকে মৃগতৃষ্ণিকার পশ্চাদ্ধাবন করিতেছে। * * * এই জন্য অতি অপ্রত্যাশিতভাবে তোমার উপরে এই গুরুভার পড়িতে যাইতেছে।

''এই কাজে নামিয়া তোমাকে অনেক অপ্রত্যাশিত অবস্থায় পতিত হইতে হইবে। এমন সব ঘটনা ঘটিতে পারে, যাহা তুমি কল্পনাই করিতে পারিতেছ না। হয়ত অপ্রিয়, ভয়ঙ্কর ও মিথ্যা নিন্দার লক্ষ্যস্থল তোমাকে হইতে হইবে। তাতে তোমাকে টলিলে চলিবে না। তোমার উদ্দেশ্য যখন শুদ্ধ এবং ব্রত যখন নিষ্কলুষ, তখন সমগ্র জগতের বিরুদ্ধতার সমক্ষে তোমাকে কাঞ্চন-জঙ্ঘারই



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

মত অটল এবং সমুন্নতশির হইয়া দৃঢ়পদে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইবে।

"কিন্তু এখানকার পারিপার্শ্বিক অবস্থাও তোমার বিবেচনার বাহিরে থাকা সঙ্গত নহে। সাম্প্রদায়িকতার বিষ-বাষ্পে যেন ব্রহ্মাণ্ডের শান্তি বিনষ্ট হইতে চলিয়াছে। * * * কিন্তু একদিন যাহাদের জীবন-গঠনের জন্য আমি প্রাণান্ত পরিশ্রম করিয়াছিলাম, এক একটা রাজনৈতিক দলের নেতারূপে দাঁড়াইয়া প্রতিদানে সেই সকল যুবক-কর্ম্মী যে ক্লেশাবহ, অপমানজনক ও উদ্বেগকর পরিস্থিতি আনিয়া আমাকে উপঢৌকন দিয়াছে, তাহাও তোমার কর্ত্তব্যকে কম গুরুতর করিয়া তোলে নাই। ধর্ম্মান্ধ সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের চেয়ে বর্ত্তমান ত্রিপুরার যুবক-কর্ম্মীরা কম অবিবেচক বা কম অসহিষ্ণু নহে। * * * আমি চাহি যে, পরমাত্মার আশীর্ব্বাদ তোমাকে সকল অবস্থাতে যোগ্যতার সহিত চলিবার শক্তি প্রদান করুক। আমি চাহি যে, সহস্র বিঘ্নের মধ্যেও তুমি একথাই প্রমাণিত করিতে সমর্থ হও যে, একটী ভক্তিমতী-কন্যা ভক্তিহীন শত শত পুত্রের অপেক্ষা বহুগুণে অধিকতর শক্তিশালী। তোমার তেজস্বিতা, তোমার নির্ভীকতা, তোমার অটুট পবিত্রতা তাহা করিতে সমর্থ হউক। তোমার অন্তরের আকাঙ্ক্ষা যখন আবরণ-রিক্ত হইয়া আমার নিকটে প্রকাশ পাইয়াছে, তখন আর তোমাকে নিঃসঙ্কোচে প্রেরণা যোগাইতে আমার কুণ্ঠা নাই। অন্তরের মাঝে তুমি প্রতিনিয়ত সাহসিকতার বহ্নি-শিখা জ্বালাইতে থাক। সাহসের শক্তিতে আজ অপরিমেয় বিশ্বাস স্থাপন কর। সাহসের শক্তিতে সামান্যা





মানবী একাকিনী দুর্য্যোগময়ী নিশীথিনীর অন্ধকারব্যূহ ভেদ করিয়া চলিয়া যায়। সাহসের শক্তিতে নগণ্যা মানবী উত্তাল-তরঙ্গ-ভঙ্গময় ক্ষুব্ধ-সমুদ্রের প্রলয়-নর্ত্তন অগ্রাহ্য করিয়া পরপারে উত্তীর্ণ হয়। সাহসের শক্তি তাহাকে দিয়া বজ্র-বিদ্যুৎ তুচ্ছ করায়, মত্ত-মাতঙ্গ চরণতলে বিদলিত করায়। তুমি তোমার অন্তর্নিহিত আত্ম-ত্যাগের শক্তিতে বিশ্বাস কর। প্রতিটী মুহূর্ত্তে তুমি ধ্যান করিতে থাক, তোমার জীবন পরমাত্মার কাজে উৎসর্গীকৃত হইবার জন্য। প্রত্যয় রাখ, তোমার জন্মই হইয়াছে মহদাদর্শের চরণে আত্মবিসর্জ্জনের জন্য।

"যদিও আমি সমগ্র মানবজাতিরই কল্যাণ কামনা করিয়াছি এবং সম্পূর্ণরূপে সম্প্রদায়-বুদ্ধি করিয়া চলিয়াছি, যদিও আমি সকলের প্রতি সমান প্রীতির অনুশীলন করিয়াছি এবং সম্যগ্‌রূপে পরানিষ্টবুদ্ধি বর্জ্জন করিতে চেষ্টা করিয়াছি, তথাপি আমার সম্বন্ধে লোককে ভুল বুঝাইয়া জীবনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চালাইবার লোক এ অঞ্চলে আছে। যদিও আমি কোনও প্রকার রাজনৈতিক কর্ম্ম-তালিকা বা কর্ম্মপন্থার সহিত নিজেকে কখনও বাঁধি নাই এবং রাজনীতিক্ষেত্রে কোনও পন্থীকেই আনুকূল্য বা প্রতিকূলতা দেই নাই, তথাপি আমার চিন্তা, চেষ্টা এবং বাক্যকে মিথ্যার সাহায্যে ফেনায়িত করিয়া আমার নির্ব্বিরোধ জীবনাদর্শকে বিঘ্নিত ও লাঞ্ছিত করিয়া আত্মপ্রসাদ অর্জ্জন করিবার মত যুবক এ জেলায় আছে * * * সেই সব কথা আমি তোমাকে পুনরায় স্মরণ করাইয়া দিতে চাহি। আসি নাই আমি আমার এ জীবন একটীমাত্র সম্প্রদায়ের গণ্ডীবদ্ধ আদর্শের প্রচারে ব্যয় করিয়া



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

যাইতে, তথাপি চাহিয়া দেখ, জগতে এমন কোন্ আদর্শবাদী ভাবুকের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল, যাঁহাকে কঠোর নির্য্যাতন না সহিতে হইয়াছিল? এমন কি যাঁহারা এই সকল যুগপরিবর্ত্তক জগদ্গুরুর পতাকা বহিয়া চলিয়াছিলেন, তাঁহাদেরই বা নিষ্কৃতি কোথায় ছিল? জগতে যাঁহাদের কাজ যত গুরুত্বপূর্ণ, দুঃখ, যন্ত্রণা, কষ্ট, তাঁহাদের তত অধিক। মনুষ্যত্বের সাধককে দুঃখ কখনই ত্যাগ করে নাই। তোমাকেও মা সকল উৎপীড়ন ও নির্য্যাতনের জন্য প্রস্তুত হইয়াই পা বাড়াইতে হইবে, দুঃখের কণ্টক-মাল্য মণিহার বলিয়া কণ্ঠে ধারণ করিতে হইবে।"

## ভগবৎ-সাধনা ও মানসিক শুদ্ধতা

চট্টগ্রাম-নিবাসী জনৈক যুবক ভক্তকে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"চিত্ত যাহার পবিত্র, তার সংস্পর্শে আসিলে অপরের মন সহজেই পবিত্রতার ভাবে আবিষ্ট হইয়া যায়। তুমি যখন নীচভাব-প্ররোচিত, তখন তোমার সংস্পর্শ অপরকে নীচতাই দিবে। তুমি যখন উচ্চ-ভাবানুপ্রাণিত, তখন তোমার সংস্পর্শ অপরকে উচ্চ-চিন্তার তরঙ্গ-তাড়নে আলোড়িত করিবেই। এই জন্যই আমি বর্ত্তমান ভারতের প্রত্যেক যুবকের পক্ষে ভগবৎ-সাধনার আবশ্যকতাকে এত বড় করিয়া দেখি। কারণ, ভগবৎ-সাধনাই বর্ত্তমানের যুবককে অনায়াসলব্ধ চারিত্রিক সম্পদ ও স্বতঃসঞ্জাত মানসিক শুদ্ধতা প্রদান করিয়া জীবনের প্রত্যেক কর্ম্মক্ষেত্রের পক্ষে উপযুক্ত সৈনিক করিয়া গড়িয়া তুলিবে।"





রহিমপুর,
১১ই মাঘ, ১৩৩৮

## মনশ্চাঞ্চল্য প্রশমনে নামের সাধনা

অদ্য শ্রীশ্রীবাবামণি কলিকাতা-প্রবাসী একটী যুবক ভক্তকে লিখিলেন,—

"ইন্দ্রিয়-লালসাতুর চঞ্চল মন ভগবানের নামের শক্তিতে বশীভূত হয়। নামের নিবিষ্ট সেবার মধ্য দিয়া মনের রুচিসমূহ প্রশমিত হয় এবং ক্ষীণস্রোতা সুরুচিসমূহ প্রবলতর বেগ ও প্রবর্দ্ধিততর আকার প্রাপ্ত হয়। অতএব সর্ব্বতোভাবে নিজের চিত্তকে নামের আশ্রয়ে নিয়া ফেলিয়া দাও। একটী মুহূর্ত্তও বৃথা যাইতে দিও না। অনুক্ষণ পরমাত্মার পরম অভয়-নাম স্মরণ করিতে থাক। অভ্যাসের বলে সকল অসাধ্য সাধিত হয়, তোমারও চপল চিত্ত নামের সঙ্গ করিতে করিতে আপনি স্থির ও স্নিগ্ধ হইবে।

"মন কামেন্দ্রিয়সমূহে গিয়া বসিতে পারিলেই যত চাঞ্চল্যকর ও উদ্বেগজনক চিন্তা প্রবল হইতে আরম্ভ করে। এই জন্যই প্রয়োজন কামেন্দ্রিয়সমূহে পবিত্রতার ধ্যান করা। পবিত্রতার ধ্যান করা আর পবিত্রতার আধার কোনও প্রিয় বস্তুর ধ্যান করা প্রায় সমান কথা। লিঙ্গমূলে তোমার অভীষ্ট মূর্ত্তির ধ্যান করিও এবং মনে মনে বারংবার নিজের উপরে এই শাসন প্রচার করিতে থাকিও যে,—'এই ইন্দ্রিয় পরমাত্মার নিবাস-ভূমি, নীচ, ঘৃণ্য, হীন ও অবৈধ সুখ-লালসার পরিতৃপ্তির জন্য ইহা নহে।' এইরূপ প্রতিদিন প্রতিক্ষণ চিন্তা করিতে করিতে আপনি কাম প্রশমিত হইবে।



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

"তোমার জীবন যে পরমাত্মার পরম-মঙ্গলময় মহানামের কৃপাশ্রিত, এই বিশ্বাস হারাইও না, বাবা। এ নামে যে বিশ্বাস করিয়াছে, তাহার জীবন কিছুতেই ব্যর্থতায় ভাসিয়া যাইতে পারে না, পারে না, পারে না। সাধন কর,—একাগ্রচিত্তে, একাগ্রমনে; সম্পূর্ণ নির্ভর সহকারে সাধন কর। নামের মহাসমুদ্র মন্থন করিয়া মৃতসঞ্জীবনী সুধা আহরণ করিয়া লও।"

## দাম্পত্য জীবনে পবিত্রতা-প্রতিষ্ঠা

নাগপুর কালুমনা-ষ্টেশনে-প্রবাসী জনৈক নব-বিবাহিত ভক্তকে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"নববিবাহিতা পত্নীতে মহাশক্তিকে সাক্ষাৎ সন্দর্শন করিতে চেষ্টা করিও। ইহার মধ্য দিয়াই পবিত্রতাময় দাম্পত্য-জীবন প্রতিষ্ঠিত হইবে।"

## ভারতের আদর্শ ত্যাগ ও সংযম

মাদ্রাজের ভেলোর-প্রবাসী জনৈক যুবককে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"ইন্দ্রিয়ের পরিচালনা হইতে নিজেকে দূরে সরাইয়া রাখাটাকে একটা নিতান্ত হাস্যকর মূঢ়তা বলিয়া যাঁহারা প্রচার করিতেছেন, তাঁহারাই যে তোমার জীবনের আদর্শ হইবেন, একথা কে বলিল ? পাশ্চাত্যের সর্ব্বনাশা লোভ আর অপূরণীয় রিপু-চরিতার্থতার আকাঙ্ক্ষাই যদি সভ্যতা হইয়া থাকে, তবে ভারতবর্ষ যেন কোটি কল্পকাল অসভ্য হইয়াই থাকে,—আমি এই প্রার্থনা করি। নিজ নিজ জীবনের ইন্দ্রিয়-তাড়নাকে ভদ্র পোষাকে বাজারে বাহির করিয়া যাঁহারা সাহিত্য সৃষ্টি করিতেছেন এবং





তাঁহাদের সৃষ্ট উপদংশরোগীগুলিকেই সৌন্দর্য্যের আদর্শ বলিয়া প্রচার করতঃ তাহাদের বিশ্বজনীন মূল্য দাবী করিতেছেন, তাঁহারা দেশ, জাতি ও জগতের জন্য যে কল্যাণ-রাহিত্যই সৃষ্টি করিতেছেন, এই কথা কি ভাবিয়া দেখিবার এবং দেখিয়া বুঝিবার সময় এখনও আসে নাই? বিকারগ্রস্ত রোগীর ন্যায় মৃত্যুকালেও যাহারা শুধু ভোগের বস্তুই অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছে, সেই আত্মদেবত্ববোধ-বর্জ্জিত মদ-মত্ত পাশ্চাত্য কখনও ভারতের আদর্শ হইতে পারে না। ভারতকে নিজের আদর্শের জন্য এই ভারতের মৃত্তিকাই খনন করিতে হইবে এবং পুরাতত্ত্বের গহন-গুহার অভ্যন্তর হইতে তার প্রাণের দেবতাকে বাহির করিতে হইবে। আজ তোমরা রামায়ণ পড় না, মহাভারত পড় না, এই গুলিকে গাল-গল্প বলিয়া উড়াইয়া দাও, আর যদি পড়, তবে ইন্দ্রের গুরুপত্নীগমন, আর দুর্য্যোধনের গুরুচুরিকেই প্রধান কথা বলিয়া গণনা কর, তাই আজ কামুকতার পূজারীদের লেখনী-প্রসূত কদর্য্য চরিত্রগুলি তোমাদিগকে অত অভিভূত করে। বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষ ঘোষণা করিয়াছিল যে, ত্যাগ ও সংযমই তাহার আদর্শ। মধ্য যুগে ভারতকে যতই ক্লোরোফর্ম্ম করা হউক না কেন, চিরকাল কখনো তাহার চৈতন্য-বিলোপ ঘটাইয়া রাখা সম্ভব হইবে না।"

রহিমপুর,
১২ই মাঘ, ১৩৩৮

## ক্ষিপ্রকারিতা ভগবৎ-সাধনের ফল

গ্রামের সবচেয়ে সুদক্ষ ইষ্টক-নির্ম্মাতার সহিত প্রতিযোগিতায় আজ শ্রীশ্রীবাবামণি ইট কাটিতে আরম্ভ করিলেন। সুদক্ষ ইষ্টক-



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

নির্ম্মাতা ৪৮ খানা ইট শেষ করিতে করিতে শ্রীশ্রীবাবামণির ১০৬ খানা ইট তৈরী হইয়া গেল। সকলেই অবাক্ হইলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—অবাক্ হবার কিছু নেই। ভগবৎ-সাধন আমাকে এই ক্ষিপ্রকারিতা দিয়েছে। ভগবান্‌কে ডেকে লোকে অলস হয়, ভগবান্‌কে ডেকে আমি কর্ম্মঠ হয়েছি। তোরাও ভগবানকে ডাক্, তোরাও কর্ম্মঠ হবি। প্রতি কর্ম্মের সাথে ভগবানকে জড়িয়ে রাখ্। হরিদ্রা ছাড়া যেমন কোনো তরকারী রান্না হয় না, ভগবানকে ছাড়াও যেন তেমন তোদের কোন কার্য্য না হয়।

## নামে বিশ্বাস

তৎপরে শ্রীশ্রীবাবামণি নিজ বাল্য-জীবনের কথা বলিতে লাগিলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তোরা হয়ত বল্‌বি Chance (দৈবাৎ ঘটনা), কিন্তু আমি তা মনে করি নাই। এমন সব ঘটনা আমার বাল্যকালে ঘটেছে, যা থেকে আমার বিশ্বাস হয়েছে যে, ভগবানের নামের শক্তি অপরিসীম। আমার হাতে চাপা লেগে একবার একটা পিঁপড়ে ম'রে গেল, মনে বড় দুঃখ হ'ল। প্রাণপণে ভগবানের নামজপ কত্তে লাগলুম, কিছুক্ষণ পরে দেখ্‌লাম, পিঁপড়েটার প্রাণ এসেছে, সে আস্তে আস্তে নিজের গন্তব্য স্থানে গমন কচ্ছে। দেখে ভগবানের নামে যা বিশ্বাস এল, বল্‌বার নয়। তোরা হয়ত বল্‌বি, পিঁপড়েটা আদবে মরে নি, অজ্ঞান হয়েছিল এবং সময় যেতে ক্রমশঃ জ্ঞান তার ফিরে এসেছিল। কিন্তু আমি তা মনে করিনি, বিশ্বাসও করি



নি। নামের শক্তি যে অপরিসীম, সেই বিশ্বাসই হয়েছিল এবং সেই বিশ্বাসই আমার রয়েছে। বাবার কথা শুনে ফুটবল খেলা দিলাম ছেড়ে কিন্ত খেলা দেখ্‌বার বাতিক ছাড়্‌তে পার্‌লাম না। ভিন্ন ভিন্ন দলে খেলা হ'ত, যে দল হার্‌তে থাক্‌ত, সেই দলের প্রতি আমার গভীর সহানুভূতি হ'ত, আমি মনে মনে তাদের পক্ষাবলম্বন কত্তাম। শুধু পক্ষাবলম্বন নয়, তাদের জয় কামনা ক'রে নামজপ শুরু কত্তাম। দেখেছি, পরিণামে তারাই জয়ী হ'ল। এভাবে অসংখ্যক্ষেত্রে যখন দেখ্‌তে লাগ্‌লাম যে, নাম-জপ কর্ল্লে জয় হয়, তখন থেকে একদিনের জন্যও আমি নামের শক্তিতে অবিশ্বাস কত্তে পারি নি। তোরা বিশ্বাস কর, নামের শক্তি অপরিসীম। বিশ্বাস কর, নাম অপরাজেয়।

রহিমপুর,
১৩ই মাঘ, ১৩৩৮

## নিঃশব্দ কর্ম্মোৎসাহ

অদ্য প্রাতঃকাল হইতে শ্রীশ্রীবাবামণি মৌনী হইয়াছেন।

গত রাত্রিতে প্রবল বৃষ্টি হওয়ার দরুণ জমি শুকাইবার আগ পর্য্যন্ত ইট তৈরী করা সম্ভব নহে। সুতরাং শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর চক্রবর্ত্তীর প্রদত্ত ঝামা আনিয়া সকলে ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিলেন। গ্রামের যুবকেরা, ডাঃ সুকুমার ঘোষ, শ্রীযুক্ত সূর্য্য রায়, শ্রীযুক্ত ইন্দু ভূষণ রায়, শ্রীযুক্ত জগৎচন্দ্র রায় প্রভৃতি মিলিয়া হাতুড়ী দিয়া ঝামা ভাঙ্গিতেছেন। অনভ্যস্ত কাজ, সুতরাং সকলের হাতেই দুই একটা আঘাত লাগিয়াছে।

সকলেই এই কার্য্যে সমান অনভ্যস্ত। কিন্তু চারি ঘণ্টা অবিশ্রান্ত



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

ঝামা ভাঙ্গার পর দেখা গেল যে, শ্রীশ্রীবাবামণিই সকলের চেয়ে বেশী কাজ করিয়াছেন।

একজন জিজ্ঞাসা করিলেন যে, ইহা কিরূপে সম্ভব হইল। শ্রীশ্রীবাবামণি এক টুকরো কাগজে সংক্ষেপে লিখিয়া দিলেন, —"সাধনের ফলে।"

বেলা সাড়ে বারোটার সময়ে শ্রীশ্রীবাবামণির দুই হাত কাটিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। সুতরাং শ্রীশ্রীবাবামণি আর বিকেলে ইটের কাজে হাত দিতে পারিলেন না। পঞ্চানন ২১৫, জীবন ২০৪ এবং প্রেমানন্দ ১০০ খানা ইট কাটিলেন। নবীপুর ও রহিমপুরের যুবকেরা মিলিয়া মোট ৯৬৬ খানা ইট তৈরী শেষ করিলেন। সকলেই এমন একটা উদ্যম নিয়া কাজ করিতেছেন যে, সকল কাদা ফুরাইয়া যাওয়ায় জীবন ও পঞ্চানন তাড়াহুড়া করিয়া কিছু কাদা তৈয়ার করিয়া ফেলিল এবং দেখিতে না দেখিতে শ্রীমান্ দেবেন্দ্র পোদ্দার ৪৬ খানা ইট কাটিয়া সেই কাদাটুকু নিঃশেষ করিয়া দিল।

আজিকার কাজের একটা বিশেষত্ব এই যে, সবাই মিলিয়া প্রবল প্রতিযোগিতায় কাজ করিতেছেন, কিন্তু কাহারও মুখে টুঁ শব্দটীও নাই।

শ্রীশ্রীবাবামণি কাগজে লিখিয়া জানাইলেন,—"আজ তোদের কর্ম্মও হ'ল, যোগও হ'ল। কারণ, নিঃশব্দ কর্ম্মোৎসাহই কর্ম্মযোগের বাহ্য লক্ষণ।"

## নারীর সতীত্ব-রক্ষা

রাত্রি আট ঘটিকার সময়ে নৈশ আহার সমাপন করিয়া শ্রীশ্রীবাবামণি বসিয়া বসিয়া বিশ্রাম করিতেছেন, এমন সময়ে





শ্রীশ্রীবাবামণির হাতে একখানা চিঠি পড়িল, যাহার মর্ম্ম এই যে,—একটী রমণী কালমিনা নামক গ্রাম হইতে অপহৃতা হইয়া ইচ্ছার বিরুদ্ধে রহিমপুরেরই কোনও দুর্বৃত্তের গৃহে অবরুদ্ধা রহিয়াছে, স্বামীজী যেন অবিলম্বে তাহাকে উদ্ধার করিয়া তাহার ধর্ম্ম ও সম্মান রক্ষা করেন; বিলম্বে হয়ত তাহার ধর্ম্মনাশ ঘটিবে।

এতদবস্থায় শ্রীশ্রীবাবামণি মৌনব্রত ভঙ্গ করা সঙ্গত মনে করিলেন এবং একজন অনুচর প্রেরণ করিয়া গ্রামের বিশ্বাসী যুবকদিগকে গোপনে আহ্বান করাইলেন। দুই একজন সাহসী গ্রাম-জ্যেষ্ঠকেও সংবাদ দেওয়া হইল। একটা পরামর্শ-সভা বসিল। গ্রামের জ্যেষ্ঠ-ব্যক্তি শ্রীযুক্ত বিপিন চন্দ্র রায়ের সাহস ও দৃঢ়তা দর্শনে সকলেই চমকিত হইল।

বিকালে যখন ইট কাটা হইতেছিল, তখন কোনও অজ্ঞাত ব্যক্তি বহ্নিমান ইটের পাঁজার নিকটে পত্রখানা রাখিয়া গিয়াছে। পত্রখানাতে একটা অস্পষ্ট নির্দ্দেশ দেওয়া ছিল যে, কাহার বাড়ীতে রমণীটী অবরুদ্ধা আছে। কিন্তু সেই নির্দ্দেশ হইতে গ্রামের দুই প্রান্তে অবস্থিত দুইটী গৃহস্থের বাড়ীর উপরে সন্দেহ পড়িবার কথা।

শ্রীযুক্ত সূর্য্যবাবু থানায় দৌড়িলেন, কিন্তু থানাদার সাহেব নির্দ্দিষ্ট কোনও অভিযোগ না পাওয়া পর্য্যন্ত এই বিষয়ে কোনও প্রকার হস্তক্ষেপ বা সাহায্য করিতে অস্বীকৃত হইলেন।

এইরূপও সন্দেহ করা হইল যে, ব্যাপারটা সম্পূর্ণ অমূলক। একটা নিরর্থক উত্তেজনা সৃষ্টি করিয়া হিন্দুদের দ্বারা রাত্রিযোগে



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

দুইজন মুসলমানের বাড়ীতে একটা হল্লা সৃষ্টি করাইয়া তাহার সুযোগ গ্রহণ করিয়া দেশব্যাপী লুট-তরাজ চালাইবার ইহা এক সুকৌশলী ষড়যন্ত্র বলিয়া কেহ কেহ মনে করিলেন। কেহ কেহ মনে করিলেন যে, নারী-হিতৈষী শ্রীশ্রীবাবামণি নিশ্চয়ই এই সংবাদ শ্রবণে রাত্রেই ঘরের বাহির হইয়া পড়িবেন এবং তখন কোনও দুর্ব্বৃত্ত ব্যক্তি তাঁহার জীবন নাশ করিবে।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—উভয় অনুমানই সত্য হ'তে পারে, কিন্তু এরূপ একটা সংবাদ পাবার পরে চুপ্ ক'রে ঘরে ব'সে থাকা যায় না।

দেখিতে না দেখিতে প্রহরি-সঙ্ঘ গঠিত হইয়া গেল এবং গ্রামের চতুর্দ্দিকে যতদিক্ দিয়া মানুষের চলিবার পথ বা মাঠ আছে, সব আগ্‌লাইয়া রাত্রি-জাগরণ করিয়া গ্রামের যুবকেরা সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। উদ্দেশ্য,—রাত্রিকালে এই গ্রাম হইতে কেহ কোন পথেই একটী স্ত্রীলোক লইয়া পলায়ন করিতে না পারে। পরদিন দিনমানে গ্রাম খুঁজিয়া স্ত্রীলোকটীকে বাহির করা শক্ত হইবে না।

এক এক জনের নেতৃত্বে এক একটী প্রহরিদল এক এক স্থানে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীবাবামণি নিজে একটী দল লইয়া রহিলেন।

গ্রামের যুবকেরা আজ আজ্ঞানুবর্ত্তিতা, সাহস ও ধৈর্য্যের যে পরিচয় দিলেন, তাহার তুলনা হয় না। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে নিশা-জাগরণ বৃথাই হইল। যেহেতু, কোনও রমণীর কোনও সন্ধান





পাওয়া গেল না। পরদিবস পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধানে জানা গিয়াছিল যে, প্রাপ্ত পত্রখানা সম্পূর্ণরূপেই মিথ্যা সংবাদ বহন করিয়াছিল।

রহিমপুর,
১৪ই মাঘ, ১৩৩৮

## মৌন-সম্মিলনী

সূর্য্যোদয় অবধি শ্রীশ্রীবাবামণি পুনরায় মৌনী হইলেন। জীবন ৩৩৬, প্রেমানন্দ ৩৬১, পঞ্চানন ৫৭০ খানা ইষ্টক তৈরী করিলেন। গ্রামবাসী যুবকদের সহযোগিতায় আজ মোট ১৮৭৩ খানা ইষ্টক নির্ম্মিত হইল।

সায়ংকালে বহস্পতি-সম্মিলনীর অধিবেশন হইল। শ্রীশ্রীবাবামণি মৌনী বলিয়া আজিকার উপাসনাদির কাজ নিঃশব্দে হইল।

সম্মিলিত উপাসকেরা শ্রীশ্রীবাবামণির চরণ-ধূলি লইয়া প্রস্থান করিবার সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীশ্রীবাবামণি গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন হইলেন। আজ শ্রীশ্রীবাবামণি সারাদিন এত শ্রম করিয়াছেন যে, উপাসনা শেষ হওয়া পর্য্যন্ত তিনি শরীরটাকে নিদ্রাহীন রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, কঠোর ইচ্ছা-শক্তির প্রভাবে মাত্র।

রহিমপুর,
১৫ই মাঘ, ১৩৩৮

## আশীর্ব্বাদ করি বারংবার

শেষরাত্রে উঠিয়া শ্রীশ্রীবাবামণি পত্র লিখিতে বসিলেন। দ্বারভাঙ্গার একটী যুবককে লিখিলেন,—



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

"কল্যাণীয়েষু ঃ—

"চাহি সেই প্রেমময়
প্রাণময় সুন্দর হৃদয়,
কোনো দুঃখে, কোনো বিঘ্নে
যাহা কভু বিচলিত নয়,
যে পরাণে বাজে শুধু
পরার্থের মোহন-রাগিণী,
যে অন্তরে জাগে সদা
ব্যথিতের সুকরুণ ধ্বনি,
পরেরে আপন করি'
নিজবক্ষে ঠাঁই দিতে চায়,
হে পুত্র, জানিও নিত্য,
সেই স্বর্গ পায় এ ধরায়।

"স্বর্গলোভে কত জন
কত কিছু করে আচরণ,
কেহ থাকে উর্দ্ধবাহু
চতুর্দ্দিকে জ্বালে হুতাশন,
কেহ শিরে জটাভার
বহে, কেহ কঠিন শৃঙ্খল
চরণে কটিতে বাঁধে,
কিন্তু জেনো সকলি নিষ্ফল,





পর-দুঃখে নিজ প্রাণে
দুঃখ যদি না হয় জাগ্রত,
সকল তপস্যা তার
ব্যর্থতায় হয় পরাহত।

"নিজ-সুখে অনাসক্ত,
পর-দুঃখে বিব্রত যে জন,
তারি স্থির চিত্ত মাঝে
পরমাত্মা করেন রমণ,
তারি জীবনের কর্ম্মে
ভাগবতী লীলার প্রকাশ,
পবিত্র পরশে তার
বসুন্ধরা পূর্ণ করে আশ,
তেমন আনন্দ-মধু-
সুরসাল জীবন তোমার,
লব্ধ হোক্, পুত্র মোর,
আশীর্ব্বাদ করি বারংবার। ইতি—

শুভাশীঃ—
—স্বরূপানন্দ।"

## সঙ্গের প্রভাব

অদ্যও শ্রীশ্রীবাবামণির মৌন চলিয়াছে। মৌনাবস্থাতেই শ্রীশ্রীবাবামণি ইষ্টক-নির্ম্মাণের কাজে শ্রম করিলেন। সকলে





Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

মিলিয়া আজ ১৪২০ খানা ইষ্টক প্রস্তুত করিলেন। শ্রীশ্রীবাবামণি নিজে মৌনী হইয়া কাজ করিতেছেন। ইহার ফল গতকল্য তত প্রবলভাবে উপলব্ধ হয় নাই। অদ্য কিন্তু দেখা গেল, অধিকাংশ যুবক কর্ম্মী কাজ করিবার সময়ে আশ্চর্য্যরূপ বাক্-সংযম করিতেছেন।

## ব্রহ্মচর্য্য শক্তির আকর

এগার ঘণ্টা কঠোর পরিশ্রমের পরে ক্লান্ত শরীরে শ্রীশ্রীবাবামণি লাহেরিয়াসরাই হাই-স্কুলের প্রথম শ্রেণীর জনৈক ছাত্রকে নিম্নলিখিত পত্রখানা লিখিলেন ঃ—

''কল্যাণীয়েষু ঃ—

''প্রশান্ত নির্ভর নিয়া
ঈশ্বরের মঙ্গল-ইচ্ছায়,
নির্ভয়ে দুর্গম-পথে
অগ্রসর হ'য়ে যারা যায়,
ডর-ভয় কিছু নাই
এ জগতে তাহারাই
ত্রিদিব-বাঞ্ছিত ধন
মৃতসঞ্জীবনী সুধা পায়,
আকণ্ঠ করিয়া পান
দান করে তৃষিত ধরায়।

''দুর্ব্বলের তরে নাই
জগতের কোনও মঙ্গল,





ভিক্ষাসার শক্তিহীন
একমাত্র ক্রন্দন সম্বল,
পরমুখ পানে চায়
করে শুধু হায় হায়,
দুয়ারে দুয়ারে তার
ঘটে শত লাঞ্ছনা কেবল,
দুঃখে আর অপমানে
তার নেত্রে সদা বহে জল।

''সত্য যদি জানিয়াছ,
'হতে হবে যথার্থ মানুষ,'
লক্ষ্য যদি চিনিয়াছ—
বিশ্বাত্মার পূর্ণ পরিতোষ,
জানিও আপন হাত
একমাত্র জগন্নাথ,
কর পূজা বাহুবলে,
এ বাহুর সানন্দ-সন্তোষ
সমূলে করিবে ধ্বংস
কু-গ্রহের রুক্ষ রুদ্র রোষ।

''কিন্তু তুমি জানো কি গো,
ভয়-ত্রস্ত শঙ্কিত পরাণ
মৃত্যুহীন সাহসের
কোথা হ'তে পাইবে সন্ধান?



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

দুর্ব্বলের বাহু ক্ষীণ,
শ্রমকুণ্ঠ, —শক্তিহীন,
কোন্ ইন্দ্রজালে হবে
সমুদ্যত কর্ম্মে সুমহান্ ?
অসাধ্য সাধিবে কার
মহাবলে হ'য়ে বলীয়ান্ ?

"ব্রহ্মচর্য্য এই বল,
ব্রহ্মচর্য্য শক্তির আকর,
ইন্দ্রিয় সংযত হ'লে,
পদানত বিশ্ব-চরাচর
সংযমের যাদু-মন্ত্রে
ক্ষুদ্র এই দেহ-যন্ত্রে
বিরাট ব্রহ্মাণ্ড-পতি
রচি' লন লীলার আসর
সাহস তখনি জাগে
ত্রিলোক-বিপ্লাবী ভয়ঙ্কর।

"হে পুত্র! জানিয়া লও
অসংযম বিদূরিতে হবে,
বীর্য্যবান্ হও যদি,
পুত্র বলি' মানি তোরে তবে।



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd



সিংহের শাবক হ'য়ে
শৃগালের মত র'য়ে
নিজেরে গৌরবী ব'লে
প্রচার ক'রো না কলরবে,
কোনও মহিমা নাই
দুর্ব্বলের ঘৃণ্য পরাভবে। ইতি—

শুভাশীঃ—
—স্বরূপানন্দ"

## শেষ রাত্রে অধ্যয়ন

শেষ রাত্রে উঠিয়া শ্রীশ্রীবাবামণি একজন ব্রহ্মচারীকে জাগাইয়া দিলেন এবং রহিমপুর ও নবীপুর গ্রামের সকল যুবককে জাগাইবার জন্য উক্ত ব্রহ্মচারী প্রস্থান করিলেন। স্কুল আছে বলিয়া যুবকেরা ইট তৈরীর কাজে যোগ দিবার অবসর কম পান। এই কারণে শ্রীশ্রীবাবামণি উভয় গ্রামের যুবকদিগকে শেষ রাত্রে উঠিয়া অধ্যয়ন করিতে অভ্যস্ত করাইয়াছেন। আজ প্রায় একমাস ধরিয়া এই নিয়ম চলিয়াছে। গ্রামের যুবকদিগকে জাগাইয়া দিয়া আসিয়া উক্ত ব্রহ্মচারী আশ্রমের অপর ব্রহ্মচারীদিগকে পড়াইতে বসান।

## চালাকী নহে চরিত্র-বল

শ্রীশ্রীবাবামণি ইতিমধ্যে পত্র লিখিতে বসিলেন। ত্রিপুরা-শ্রীঘরের একটী যুবককে লিখিলেন,—

"জুয়াচুরী আর প্রবঞ্চনা দ্বারা কোনও মহৎ কার্য্য সম্পাদিত হইতে পারিবে বলিয়া বিশ্বাস করিও না। ছল-চাতুরী আর চলাকীর ভিতর দিয়া ত্যাগশুদ্ধ সুমঙ্গল জীবনের আবির্ভাব অতি অসম্ভব ব্যাপার। সুবিধাবাদী সুযোগপন্থীদের সংসর্গে পড়িয়া এই বিরাট সত্যকে বিস্মৃত হইও না। যে মশলায় দালান গাঁথিবে, সেই মশলার মধ্যেই যদি ভেজাল থাকে, তবে ছাদ টিকিবে কিসের জোরে? পরপ্রবঞ্চনা আর আত্মবঞ্চনা উভয়ই বঞ্চনা এবং উভয়ই কল্যাণঘাতিনী। চালাকীর উপরে নির্ভর না করিয়া চরিত্রবলের উপরে নির্ভর কর। প্রাত্যহিক প্রত্যেকটী প্রয়াসের ভিতরে প্রাণের প্রাচুর্য্য, ধ্যানের স্পষ্টতা, আকাঙ্ক্ষার সততা আর চরিত্রের সরলতাকে প্রতিষ্ঠিত কর।"

## জীবন ও তপস্যা

ত্রিপুরা-নবীনগরের একটী যুবককে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"জীবনকে তপঃসাধনের উপযুক্ত কর, তপস্যাকে জীবন-গঠনের অনুকূল কর। তপস্যাহীন জীবন যেমন বৃক্ষহীন প্রান্তরতুল্য এবং পথিকের পক্ষে আশ্রয়-সম্ভাবনা-বর্জ্জিত, নিরর্থক, তপস্যা তেমন কণ্টকসমাকুল কনপথের ন্যায় প্রতিপদে পথিকের গতিবেগের হ্রাসজনক এবং অলাভজনক অভিনিবেশাকর্ষক। জীবন বলিতে বুঝিও, নিজের এবং জগতের পক্ষে মঙ্গলকর অস্তিত্ব; তপস্যা বলিতে বুঝিও, লাভজনক বস্তু বা অবস্থাকে পাইবার জন্য প্রীতিজনক বস্তু, অবস্থা বা অভ্যাস ত্যাগ।"





অদ্যও শ্রীশ্রীবাবামণি মৌনী রহিয়াছেন। সমগ্র দিন ইষ্টক-নির্ম্মাণের কঠোর শ্রম চলিল।

রহিমপুর,
১৭ই মাঘ, ১৩৩৮

অদ্যও শ্রীশ্রীবাবামণি মৌনী রহিয়াছেন। পাঁচ ছয় মাইল দূরবর্ত্তী কোনও গ্রাম হইতে অল্পবয়স্ক একটী বালক আশ্রমে আসিয়াছে, ভবিষ্যতে এই বালক কয়েক বৎসর আশ্রমে বাস করিয়া শ্রীশ্রীবাবামণির প্রচুর সেবা করিয়াছে। শ্রীশ্রীবাবামণি তাহার নাম রাখিয়াছেন ধ্যানরত্ন। ইট কাটায় হাত দিয়া প্রথম দিনই ধ্যানরত্ন ৩০০ ইষ্টক নির্ম্মাণ করিয়া নিজ কর্ম্মঠতায় সকলকে প্রীত করিল। অবিশ্রাম কাজ চলিয়াছে কিন্তু মুখে কথাটী মাত্র নাই, দেখিয়া শ্রীশ্রীবাবামণি মনে মনে খুব প্রীত হইলেন।

জীবন ৪১৫ খানা ইট কাটিল। গ্রামের যুবকদের মধ্যে যোগেন্দ্র সাহা ২৯০, রমেশ সাহা ১৬৬, যতীন্দ্র সাহা ১৪৬ খানা ইট কাটিলেন। নবীপুরের একটী আট বছর বয়সের বালক ৩২ খানা ইষ্টক নির্ম্মাণ করিল। অদ্যকার তৈরী করা ইটের সংখ্যা হইল ২৩৪৫ খানা।

## অভিক্ষা ও কষ্টসহিষ্ণুতা

ভাণী সেবাশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী সরকার আসিয়াছেন। তাহার কোনও প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি এক টুকরা কাগজে লিখিলেন,—

"অভিক্ষা শুধু তোমাকেই কষ্টসহিষ্ণু করিবে না, তোমার



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

স্পর্শে যত লোক আসিবে, সবাইকে করিবে। এই জন্য অভিক্ষা নবযুগের নূতন মন্ত্র।''

রহিমপুর,
১৮ই মাঘ, ১৩৩৮

## ব্রহ্মচর্য্য মহাযোগ

শেষ রাত্রে উঠিয়া শ্রীশ্রীবাবামণি লাহেরিয়া-সরাই (দ্বারভাঙ্গা) দ্বিতীয় শ্রেণীর জনৈক ছাত্রকে লিখিলেন,—

''কল্যাণবরেষু ঃ—

মিথ্যা যবে চতুর্দ্দিকে করে আক্রমণ,
সত্যের নিকটে তার নিষ্ফল গর্জ্জন।

অপবাদ, নিন্দা যবে ধরিবে বেড়িয়া,
আদর্শ নিষ্ঠার বলে স্থির হবে হিয়া।

কিন্তু সত্য প্রস্ফুটিত অন্তরে তাহার,
রুদ্ধ যার চিত্তবলে ইন্দ্রিয়ের দ্বার।

নিষ্ঠা তার মধ্যে রহে নিত্য অচঞ্চল,
প্রাণান্তে যে লভিয়াছে সংযমের বল।

ইন্দ্রিয় সংযম বিনা মহান্ প্রয়াস,
উদ্বাহু বামনে যথা চন্দ্রমার আশ।

হে পুত্র, সমগ্র শক্তি করিয়া প্রয়োগ,
অভ্যাস করহ ব্রহ্মচর্য্য-মহাযোগ।

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ।''





## নামের সেবা ও প্রতিভার উন্মেষণ

দ্বারভাঙ্গার একটী যুবককে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

''সহস্র বাধার মধ্যেও নিরন্তর ভগবানের পরম পবিত্র নাম মনে মনে স্মরণ রাখিবে। ইহারই ফলে নিত্য নব প্রতিভার উন্মেষণ নিজের ভিতরে অনুভব করিতে থাকিবে। ভগবানের নাম প্রতিভার অফুরন্ত উৎস। অনেক নাস্তিকও প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু তোমার সেইদিকে দৃষ্টি দিবার প্রয়োজন নাই। তুমি বিশ্বাস করিও, তোমার প্রতিভা নামের সেবার মধ্য দিয়াই পূর্ণাঙ্গ হইবে এবং সর্ব্বতোমুখতা ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দরতা পাইবে।''

রহিমপুর,
২৬শে মাঘ, ১৩৩৮

ডাঃ সুকুমার ঘোষের ও শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র চন্দ্র সাহা বি, এল এর নেতৃত্ব রহিমপুর ও নবীপুরের যুবকেরা আজ পর্য্যন্ত দ্বিতীয় কিস্তিতে পনের হাজার ইট তৈরীর কাজ সমাধা করিলেন। শ্রীশ্রীবাবামণি আজ সাড়ে বারো দিন মৌনব্রত পালনের পরে কথা কহিলেন।

## কাজের হিসাব নাও

ইটের কাজ সমাধা হইলে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এক পক্ষকাল তোমরা অসম্ভব শ্রম করেছ। এখন সবাই ঘরে গিয়ে আজ শোবার সময়ে মনে মনে হিসেব নাও যে, পনের দিনের ইট কাটা তোমাদিগকে কোন্ সম্পদ দান কর্ল্ল। কর্ম্মশীলতা, না বাচালতা, সঙ্ঘবদ্ধতা, না উচ্ছৃঙ্খলতা, নিয়মানুবর্ত্তিতা, না আত্মপ্রাধান্য। হিসাব নাও, এই যে তোমরা ইট কাটলে, তাতে



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

বাস্তবিক লাভ কি হ'ল? হয়ত ইটগুলি দিয়ে দালান হবে, কিন্তু তাতে আর কত লাভ হ'ল? পয়সা দিয়ে কুলি খাটিয়ে ত' এ কাজ আরো সহজ হত! এজন্য শেষ রাত্রে উঠে পড়া সেরে প্রাতে সাড়ে আটটায় আশ্রমে আসার কোনও দরকার ছিল না, রৌদ্রে দগ্ধ হবার দরকার ছিল না। কে জানে হয়ত এই ইটগুলি দিয়ে দালান হবে না, হয়ত দালান অর্দ্ধ-সমাপ্ত হ'য়ে পড়ে থাক্‌বে, হয়ত বাকী ইটগুলি বাজে লোকে নিয়ে কাজ চালাবে, তখন তোমাদের শ্রমের সাফল্য কোথায় থাক্‌বে? হিসেব ক'রে দেখো, এতদিন তোমরা ইটই কেটেছ, না চরিত্রবল সংগ্রহ করেছ, ধ্যানপরতা শিক্ষা করেছ, উচ্চাদর্শে অনুরাগ অভ্যাস করেছ। যদি এসব জিনিষ সংগ্রহ ক'রে থাক, তবে জেনো সবগুলি ইট প্রবল জলঝড় হ'য়ে যদি গলেও যায়, তবু তোমাদের কোনো ক্ষতি হ'বে না।

## অনিত্যের ভিতর দিয়া নিত্যকে অনুসন্ধান কর

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—যত বড় মহাপুরুষই তুমি হও, এমন ছোট ছোট অনেক কাজই তোমাকে কত্তে হবে, বাইরে থেকে দেখ্‌তে যে কাজ তুচ্ছ, নগণ্য এবং অনিত্য। কিন্তু অনিত্য কাজ ক'রেও নিত্যাভিনিবেশের শক্তিতে তুমি নিত্য-মঙ্গলই লাভ করবে। মাটি, কাদা, জল, ইট, কাঠ, ঘর, দুয়ার, দালান, ক্ষেত, সবই ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু তবু এদের নিয়ে খাটতে হয়, অনিত্য দেহকে পর্য্যন্ত কত পরিচর্য্যা কত্তে হয়। কারণ, পরিচর্য্যা তুমি অনিত্যকে কত্তে পার, কিন্তু পরিচর্য্যার প্রকৃত





লক্ষ্য সেই নিত্য বস্তু, যার ক্ষয় নেই, যার বিকার নেই যার ধ্বংস নেই, যার পরিবর্ত্তন নেই। অনিত্যের ভিতর দিয়েও অনুক্ষণ নিত্যকেই অনুসন্ধান কত্তে থাক। তাহ'লে অনিত্য জগৎ ধ্বংস হ'য়ে গেলেও তোমার শ্রম কখনো ব্যর্থ হ'তে পার্ব্বে না।

রহিমপুর,
২৭শে মাঘ, ১৩৩৮

## সত্যের জয়

ইটের জন্য কাদা-তৈয়ারী কাজটা খুবই শ্রমসাধ্য। সুতরাং এই কাজটা করিবার জন্য গোড়া হইতেই মজুর তল্লাস করা হইতেছে। কিন্তু আশ্রমের কাজে কোনও মুসলমানকে যোগ দিতে দেওয়া হইতেছে না বলিয়া কথাবার্ত্তা পাকাপাকি করিয়া শেষ পর্য্যন্ত কেহই আসিয়া কাজে লাগিতেছে না। এ দেশে শ্রমজীবী-লোক বলিতে গেলে প্রায় সবাই মুসলমান-ধর্ম্মাবলম্বী। অনেক স্পষ্ট বলিতেছে যে, মৌলভীদের নিষেধ অমান্য করিয়া তাহারা কাজ করিবে না।

কালাগাজী নামক একজন মুসলমান শ্রমজীবী রোজই আসিয়া ইট তৈরীর সময়ে কিছুকাল বসিয়া বসিয়া কে কি করিতেছে, দেখেন। শ্রীশ্রীবাবামণির সঙ্গ পাইতে পাইতে তাঁহার মন হইতে ক্রমশঃ সাম্প্রদায়িকতার মেঘ দূরে সরিয়া যাইতেছিল। বিগত অপরাহ্নে শ্রীশ্রীবাবামণি তের দিন পরে প্রথম কথা কহিতেছেন, সুতরাং কি বলেন শুনিবার জন্য অনেকেই উদগ্রীব ছিলেন। এ অঞ্চলে হিন্দু-শ্রমজীবী বলিতে গেলে নাই-ই। সুতরাং মুসলমান-শ্রমজীবীর সাহায্য ব্যতীতই প্রথম কিস্তিতে পাঁচ হাজার এবং



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

দ্বিতীয় কিস্তিতে পনের হাজার, মোট বিশ হাজার ইট নির্ব্বিঘ্নে তৈয়ারী হইয়া যাওয়ার পরে এই সামান্য স্বাবলম্বনকে সূত্র করিয়া নিশ্চয়ই সাম্প্রদায়িক ভাবদুষ্ট একটা উচ্ছ্বাসপূর্ণ বিদ্বেষমূলক বক্তৃতা শ্রীশ্রীবাবামণির মুখ দিয়া বাহির হইয়া যাইবে মনে করিয়া দুই চারিজন লোক আশা করিয়া রহিয়াছিলেন। কালই যে শ্রীশ্রীবাবামণির মৌন শেষ হইবে, ইহা সকলেই জানিতেন, কারণ শ্রীশ্রীবাবামণি বলিয়াছিলেন যে, পনের হাজার ইট তৈরী শেষ হইলেই কথা বলিবেন। অনেকেই প্রত্যহ খোঁজ রাখিতেছিলেন যে, কবে কত ইট তৈরী হইল।

কিন্তু যখন গতকল্যকার উপদেশকালে একটী সাম্প্রদায়িক কথাও শ্রীশ্রীবাবামণির মুখ হইতে বহির্গত হইল না, বরঞ্চ শ্রীশ্রীবাবামণি সকল ধর্ম্মের মহিমা-প্রকাশক সুমধুর প্রেমবাণী প্রচার করিলেন, তখন অনেকে আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, কালাগাজী মুগ্ধ হইলেন।

অতএব সকল দ্বিধা-দ্বন্দ বিসর্জ্জন দিয়া দৈনিক চারি আনা পারিশ্রমিকে কালাগাজী আশ্রমের কাজে লাগিয়াছেন।

হজ-প্রত্যাগত একজন প্রৌঢ় মুসলমান কালাগাজীকে একান্তে ডাকিয়া নিয়া বলিলেন যে, আশ্রমে কাজ করিলে গোণাহ্ হয়!

কালাগাজী উত্তরে বলিলেন,—সব মুসলমানই ধার্ম্মিক হয় না। দু' একজন চুরিও করে, দু' একজন ডাকাতিও করে। আশ্রমে কাজ করিয়া রুটীর যোগাড় করিলে যদি গোণাহ্ হয়, তবে সেই গোণাহ্ আমি গ্রহণ করিতে রাজী আছি।

জনান্তিক হইতে আসিয়াই কালাগাজী ঘটনাটা ব্যক্ত করিলেন।





একটী অল্পবয়স্ক হিন্দু বালক বলিল,—এই দেখ, শেষ পর্য্যন্ত হিন্দুদেরই জয় হইবে।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—না, হিন্দুরও জয় হবে না, মুসলমানেরও জয় হবে না। জয় হবে সত্যের। তোমরা সত্যের উপাসক হও, সত্যাশ্রয়ী হও।

## ঈশ্বর-সাধনায় একনিষ্ঠার স্থান

শুষ্ক অবস্থার বহু ইট থাক্-সাজান রহিয়াছে। আগুন লাগাইবার জন্য পাঁজা সাজান আরম্ভ হইল। পরীক্ষামূলক ক্ষুদ্র পাঁজাটীতে আগুন ধরাইবার প্রণালী সন্তোষজনক ও সাফল্যপূর্ণ হইয়াছে। সুতরাং এইবার পনের হাজার ইটের পাঁজাটী নির্ভয়েই পূর্ব্ব-প্রণালী অনুযায়ী সজ্জিত হইতেছে।

এই সময় নবীপুরের জনৈক ভট্টাচার্য্য-মহাশয় কি একটা পূজা সারিয়া যজমান-বাড়ী হইতে আসিতেছিলেন কিংবা কোনও একটা পূজা করাইতে যজমান বাড়ী যাইতেছিলেন। তিনিও আসিয়া ইটের পাঁজার কাজে লাগিয়া গেলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি কথায় কথায় বলিতে লাগিলেন,—পুরোহিতের কর্ত্তব্য কি জানেন? যজমানের মনকে এক ইষ্টের প্রতি অনুরক্ত করা। শত শত ইষ্ট আর শত শত উপাস্যের প্রবর্ত্তন এবং প্রশ্রয় দিয়ে আপনারা যজমানদের ক্ষতি কচ্ছেন। তাদের সমগ্র মনকে টেনে একটী জায়গায় আনুন, ঘরে ঘরে শত দেবতার অর্চ্চনা না ক'রে একজনকে নিয়ে প্রেম-সাগরে ডুব দিতে শিক্ষা দিন। সাকার উপাসনায় দোষ হয় নি, দোষ ঘটেছে ঐ শত দেবতার



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

পূজায়। একটা পাঠা কয়জন দেবতার নিকটে বলি হবে? একটা নৈবেদ্য কয়জন দেবতার নিকট নিবেদন হবে? একটা নারী কয়টা স্বামীর সেবা কর্ব্বে? একটা মানুষ কয়টা দেবতার পায়ে জীবনের পূর্ণ উৎসর্গ ঢাল্‌বে? ঈশ্বর-সাধনায় একনিষ্ঠার চেয়ে বেশী প্রয়োজনীয় জিনিষ আর কিছুই হ'তে পারে না।

## বহুনিষ্ঠার ভালমন্দ

ইট সাজাইতে সাজাইতে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিতে লাগিলেন,—অবশ্য বহুনিষ্ঠারও একটা সমর্থনের দিক্ আছে। আজ বিষ্ণুপূজা, কাল রুদ্রপূজা, পরশ্ব দেবীপূজা, তারপর দিন লক্ষ্মীপূজা, তার পরে কার্ত্তিক পূজা, তারপর সরস্বতী পূজা, এই রকম একটার পর একটা পূজা যজমানের পূজাবুদ্ধিকে ক্রমশঃ বর্দ্ধিত করে, এটা এঁর ভালো দিক্। যেমন আজ ঢেঁড়স গাছে জল, কাল ঝিঙ্গালতায় জল, পরশ্ব লাউ-লতায় জল, তারপর দিন কুমড়া-লতায় জল, পরদিন লঙ্কাগাছে জল, এই ভাবে এক এক দিন এক এক গাছে জল দিলে জল দেবার অভ্যাস বেশ প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে যায়। কিন্তু একই গাছে যদি রোজ জল না পড়ে, তা হ'লে আস্তে আস্তে অনেক গাছ ম'রে যায়,—রোজই যদি একজনের পূজা না হয়, তবে তার প্রতি অনুরাগ ক'মে যায়। এইটী হ'ল, খারাপ দিক্।

## কল্পতরুর মূলে জল দাও

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এজন্য কি করা উচিত জানেন? ঢেঁড়স, ঝিঙ্গা, লাউ, কুমড়ার গোড়ায় জল না ঢেলে, ঢালা





উচিত একেবারে কল্পতরুর মূলে,—যে তরুতে ফল হ'লে একাধারে সব ফলই জন্মাবে। কালী, কৃষ্ণ, শিব, গণেশ, ব'লে ভিন্ন ভিন্ন নামে তাঁর অর্চ্চনা না ক'রে, করা উচিত এমন নামে, যে নামের ভিতরে তাঁর সব নাম বিদ্যমান।

## দরিদ্রের বিপ্লব ও তার প্রতিকার

অপরাহ্নের কাজ অদ্য বেশী রৌদ্র থাকিতেই আরম্ভ হইল। প্রৌঢ় হইলেও ভক্তশ্রেষ্ঠ গিরীশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী শ্রীশ্রীবাবামণির সঙ্গে সানন্দে উভয় বেলায়ই শ্রম করিয়া যাইতেছেন। কথায় কথায় শ্রীশ্রীবাবামণি বলিতে লাগিলেন,—দরিদ্র লোকেরা যে দেশ ও সমাজের মধ্যে বিপ্লব উপস্থিত করে, তার কারণ, অবস্থাপন্ন লোকেরা এদের দুঃখ দূর কর্ব্বার জন্য কিছুই করে না, অথবা দুঃখ দূর করার জন্য যে চেষ্টা অদরিদ্রেরা করে, তার পশ্চাতে নিঃস্বার্থ ভাব থাকে না। আর এক কারণ এই যে, ধনীরা দরিদ্রের জন্য সত্য সত্যই কোনও স্বার্থত্যাগ কর্লেও দরিদ্র লোকেরা তা বুঝতে পারে না, ফলে তাদের অন্তরে ভিত্তিহীন শত শত অভিযোগের সঞ্চয় হ'তে থাকে। সুতরাং যদি এইরূপ বিপ্লব থেকে দেশ ও সমাজকে রক্ষা কত্তে হয়, তা হ'লে যারা দরিদ্র নয়, তাদের ভিতরে একদিকে যেমন স্বার্থত্যাগ, নিষ্কামতা ও অকপটতার প্রতিষ্ঠা কত্তে হবে, তেমন আবার, যারা দারিদ্র্য-পীড়িত, তাদের ভিতরে, অনলসতা আর গুণগ্রাহিতার উন্মেষ ঘটাতে হবে। এই দুইটী কাজ যদি যুগপৎ করা যায়, তবে দেশ বা সমাজকে আসন্ন বিপ্লব থেকে রক্ষা করা সম্ভব হ'তে পারে।



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

## ত্যাগই জাতীয় আদর্শ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ভোগকে যদি জাতীয় আদর্শরূপে গ্রহণ করা হয়, তা হ'লে কোন সমস্যারই সমাধান করা সম্ভব হবে না। স্বার্থ নিয়েই মানুষ কাড়াকাড়ি করে, ত্যাগ নিয়ে পরস্পরের মাথা-ফাটাফাটি হয় না। সমাজের প্রত্যেক স্তরে সর্ব্বজন হিতার্থে সর্ব্বস্ব-ত্যাগের আদর্শকে ছড়িয়ে দিতে হবে, লোক-কল্যাণার্থে আত্ম-দানের দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষাকে অনুপ্রবিষ্ট ক'রে দিতে হবে। সত্যি সত্যি কত্তে চাইলে, এ কাজ কঠিন নয়। মাত্র পাঁচটী মানুষ এক আদর্শে জীবন উৎসর্গ কত্তে প্রস্তুত হ'লে জগতে অসাধ্য-সাধন কত্তে পারে।

রহিমপুর,
২৯শে মাঘ, ১৩৩৮

আজ তিন দিন ধরিয়া শ্রীশ্রীবাবামণির বুকে একটা অসহনীয় ব্যথা হইয়াছে, যাহার জন্য তিনি সম্পূর্ণরূপে শারীরিক শ্রম বর্জ্জন করিয়াছেন। সরস্বতী পূজা উপলক্ষে গ্রামের যুবকেরাও কার্য্যে বিরতি দিয়াছে। এদিকে মাঝে মাঝে বৃষ্টি হইয়া ইটের পাঁজার গুরুতর ক্ষতি করিতেছে। অথচ পাঁজা সাজান শেষ হয় নাই বলিয়া আগুন ধরানও যাইতেছে না। পাঁজাতে তোলা হয় নাই, এমন অনেক ইট থাক্-সাজান অবস্থায় গত রাত্রের বৃষ্টিতে দারুণ ভাবে ভিজিয়াছে।

## আসক্তিই দুঃখের জননী

আকুবপুরের শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্র কুমার চক্রবর্ত্তী, উপেন্দ্র চন্দ্র দে, হরিদাস দেব প্রমুখ যুবক ভক্তেরা গতরাত্রেই রহিমপুর





আসিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই কঠোর পরিশ্রম সহকারে থাক্ হইতে আলাদা করিয়া ভিজা ইট শুকাইবার জন্য রৌদ্রে দিতে লাগিলেন।

একজন আক্ষেপ করিয়া কহিতে লাগিলেন,—এত ইট যদি এভাবে বৃষ্টিতে নষ্ট হয়, তবে আর আফশোষের অবধি নাই।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আফ্‌শোষ কিরে? গড়লেই তা ভাঙ্গে। জাত জিনিষেরই মৃত্যু হয়। কালে বা অকালে, সার্থক বা নিরর্থক, সে বিচারও তোর নিষ্প্রয়োজন। শ্রম করার তোর দরকার, শ্রম করে যা। শ্রমজাত বস্তুতে আসক্তি রাখবি কেন? আসক্তিই দুঃখের জননী, অনাসক্তিই সুখের প্রসূতি। সাফল্যেও তোদের সুখ নেই, অসাফল্যেও তোদের দুঃখ নেই।

## অনাসক্ত কর্ম্মযোগ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কেন বাবা ভুলে যাবি, তোদের ধর্ম্মের প্রধান শিক্ষা অনাসক্তি। ভগবানে তোদের প্রেম ব'লেই নশ্বর বস্তুতে তোরা অনাসক্ত। পরমতত্ত্বে তোদের জ্ঞান ব'লেই অসার বস্তুতে তোরা উদাসীন। তোরা অনাসক্ত কর্ম্মযোগী। মানে, কর্ম্মের ফলে তোদের অনাসক্তি, কিন্তু কর্ম্মই হচ্ছে তোদের অনুক্ষণ পরমাত্মার সঙ্গে যুক্ত হবার উপায়। আফশোষ আর দুঃখ তোদের জন্য নয়।

## ধর্ম্ম সঙ্ঘ ও অরাজনৈতিকতা

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্র কুমার চক্রবর্ত্তী প্রকাশ করিলেন যে, শ্রীশ্রীবাবামণির শিষ্যরূপে নিজেকে পরিচিত করিয়া ঐ



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

অঞ্চলে কোনও কোনও ব্যক্তি নাকি শ্রীশ্রীবাবামণির নামের দোহাই দিয়া একটা রাজনৈতিক দলের পরিপুষ্টি সাধনে চেষ্টা করিতেছে।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—যে যা নয়, তার নামে সেই দোহাই দিয়ে দলপুষ্টির চেষ্টা হচ্ছে এক নম্বরের বোকামী। আমার মত কি জানিস্? রাজনীতি আমার কর্ম্মের ক্ষেত্র নয়। প্যালেষ্টাইন থেকে রোমে গিয়ে খ্রীষ্টধর্ম্ম রাজনীতি প্রচার করেনি, ভারত থেকে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম চীনে গিয়ে নিজেকে রাজনৈতিক স্রোতে ভাসিয়ে দেয় নি,—এই দুই ধর্ম্মের পরবর্ত্তী বিরাট অভ্যুদয়ের প্রধান কারণই এই। ব্যক্তিগতভাবে রাজনীতি যে চর্চ্চা করার করুক, ধর্ম্ম-সঙ্ঘকে নিয়ে রাজনীতির রথচক্রে বেঁধে দেওয়ার চেষ্টা একপ্রকারের বুদ্ধিবৈকল্য মাত্র।

রহিমপুর,
৩০শে মাঘ, ১৩৩৮

## মৌন-রহস্য

অদ্য শেষ রাত্রে উঠিয়া শ্রীশ্রীবাবামণি চট্টগ্রাম-বাস্তব্য তাঁহার জনৈক ভক্তকে পত্র লিখিলেন,—

"অনেক ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে যে, মৌনব্রত লোক-প্রসিদ্ধি অর্জ্জন করিবার একটা সহজ উপায়। কারণ, অজ্ঞাত বস্তুর প্রতিই লোকের বিস্ময় ও কৌতূহল সহজে আকৃষ্ট করিয়া থাকে। যিনি কথা কহেন না, না জানি তাঁর মুখের কথা কেমন, না জানি তাঁর মনের ধ্যান কোন্ দিকে,—এইসব কৌতূহলে আক্রান্ত হইয়া জন-মণ্ডলী তাঁহার সম্মুখে পশ্চাতে আসিয়া





ভিড় করিয়া দাঁড়ায়। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে, বাক্শক্তির অভাবই পরোক্ষভাবে মৌনব্রতের কারণ, প্রচুর বাগ্-বিভূতির অধীশ্বর হইয়াও বাক্যের শক্তির অপেক্ষা মৌনের শক্তির দ্বারা জগতের অধিকতর সেবা করিবার যোগ্যতা বর্দ্ধনের জন্য মৌন অবলম্বিত হয় নাই। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে, সংসারের তিক্ত সমালোচনা ও দুঃখপ্রদ সংসর্গের হাত এড়াইবার জন্যই মৌনব্রত গৃহীত হইয়াছে, ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর কোনও লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য নাই। মৌনব্রতাবলম্বন সম্বন্ধে আমার মনের ধারণাগুলি এই সকল হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। যদিও বক্তৃত্ব-শক্তির বিশেষ কোনও পরিচয় এখনও পর্যন্ত আমার কণ্ঠে তেমনভাবে পরিস্ফুট হয় নাই, আমি পল্লীগ্রামেই দুই চারি স্থানে বাগ্‌জাল বিস্তার করিয়াছি, বিদ্বজ্জন-পরিশোভিত সহরের বাখ্যান-মঞ্চে দাঁড়াই নাই, তথাপি স্বীকার করিতেই হইবে যে, বাগ্মিতা অতি সুমহতী শক্তি; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, মৌনের শক্তি ততোধিক। কারণ, মৌন শুধু কথারই সংযম নয়, মনেরও বিশ্রাম, মৌন শুধু ভাষারই সঙ্কোচ নয়, কামনা-বাসনা-লালসা-চয়েরও সঙ্কোচ। বিশ্রান্ত ও বাসনা-জয়ী মন অসাধ্য সাধন করে। জগতের জন্য অফুরন্ত ভালবাসার ফলস্বরূপে উদ্ভূত যে মৌন, তাহারই আমি সমর্থন-কারী। অধর-যুগল যখন পরস্পরের সহিত পরস্পর সন্নদ্ধ, তখন তোমার অন্তরাত্মার সাথে তোমার দেহ-মন-প্রাণের অধীশ্বর, তোমার সর্ব্বেন্দ্রিয়ের পূর্ণ-পরিতৃপ্তিদাতা, নিখিল-প্রেমস্বরূপ নিত্যানন্দ-বিগ্রহের সহিত তোমার যে মৌনে হয় সাক্ষাৎকার, তাহারই আমি সমর্থন-কারী। কত অত্যদ্ভুত দিগ্বিজয় সেই শুভ অবসরে তোমার হইয়া



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

যাইবে দেহের উপর, মনের উপর, জগতের উপর, কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের ভবিষ্যৎ ভাগ্যলিপিকার উপর, যখন তোমার মৌন তোমাকে পরমাত্মার প্রেম-মধুর স্নেহালিঙ্গনের মাঝে নিঃশেষে ডুবাইয়া জগৎ ভুলাইবে, বিষয়-লালসার মৃত্যু ঘটাইবে। মৌনের ভিতর দিয়া আমি জগৎকে আর জগৎপতিকে গভীরতর ভাবে ভালবাসিতে চাই। মৌনের ভিতর দিয়া আমি জগৎকে সত্য-শিব-সুন্দরের দিকে অগ্রসর হইবার অভ্রান্ত প্রেরণা যোগাইয়া যাইতে চাই। বাক্য দিয়া নহে, আত্মা দিয়া আমি কোটি জীবাত্মার জাগরণ-সম্পাদন করিতে চাহি।''

প্রাতঃকাল হইতে আরম্ভ করিয়া অদ্য রাত্রি নয় ঘটিকা পর্য্যন্ত অভাবনীয় দ্রুততার সহিত ইষ্টকের কাজ চলিল। দ্বিপ্রহরে মাত্র এক ঘণ্টা সময় আহার ও বিশ্রামের জন্য গ্রহণ করা হইল।

**(ষষ্ঠ খণ্ড সমাপ্ত)**





## (১)

হে প্রভো, করহ মোরে তেজোবীর্য্য দান,
বাহুতে অমিত শক্তি, বুকে ব্রহ্মজ্ঞান॥

দেহে, মনে প্রাণে তুমি হও আপনার,
কোমল পরশে দূর কর অন্ধকার॥

পরদুঃখে কর মোরে চঞ্চল অধীর।
নিজ দুঃখে রাখ মোরে অবিচল স্থির॥

অসত্য অধর্ম্ম হ'তে মুক্ত রাখ মোরে।
মম চিত্ত বাঁধ তুমি তব প্রেম-ডোরে॥

কুবুদ্ধি কুমতি মম করহ দমন।
সর্ব্বজীবহিতে রত কর মোর মন॥

সৎসাহস দাও মোরে সম্পদে বিপদে।
বীরত্বে মণ্ডিত মোরে কর প্রতি পদে॥

নিজেরে জানিয়া প্রভো তোমারি কিঙ্কর,
কোটি বজ্রাঘাতে যেন নাহি পাই ডর॥

চরণারবিন্দে তব করি নমস্কার,
হে অমৃত, হে সুন্দর, আনন্দ আমার!

* মন্দির পুস্তক হইতে গৃহীত '১৭৭' নং গান।



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

(২)

যে আছ যেখানে নিখিল ভুবনে
নিকট অথবা দূর
এস হে সকলে; প্রাণ-ফুল-দলে
পূজা হবে শ্রীপ্রভুর॥

হবে উপাসনা শুভ উপচারে,
হৃদয়ের প্রীতি-ধন-সম্ভারে,
সবারে আনিয়া সকলেরে নিয়া
হব প্রেমে ভর-পূর॥

সকলের হৃদি স্নেহে ভ'রে দিব,
সকলের শত দুখ হ'রে নিব,
হরষ পরশে সরস দরশে
নাচিবে যে ব্যথাতুর॥

মুছিয়া যাইবে সকল অতীত,
ঘুচিয়া যাইবে অখিল অহিত,
প্রণব-মন্ত্রে প্রাণের যন্ত্রে
মূর্চ্ছনা সুমধুর,
জীবন জাগাবে;—উদ্ধার হবে
যত আছে সুরাসুর॥

* মন্দির পুস্তক হইতে গৃহীত '৬' নং গান।





(৩)

আমি, তেমন মানুষ চাই,
মান-অপমান, পতন-মৃত্যু
গ্রাহ্য যাহার নাই॥

বিভীষিকা দেখি' হয় না আর্ত্ত,
পায়ে দ'লে যায় সকল স্বার্থ,
দীন-দুঃখীরে বুকে চেপে ধরে,
পতিতেরে ডাকে ''ভাই''॥

কঠিন বুকের মাঝারে যাহার
করুণা-নির্ঝর ঝরে শতধার,
বাহিরে রুদ্র, ভিতরে শান্ত,
নির্ভীক সব ঠাঁই॥

তাদেরি লাগিয়া পিয়াসী নয়ন।
যৌবন-ছবি করিছে চয়ন,
একবার শুধু দেখিলে যাদেরে
পাগল হইয়া যাই॥

* মন্দির পুস্তক হইতে গৃহীত '৩৬০' নং গান।



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

## (৪)

একলা আমি মুক্ত হ'তে
চাই না প্রাণনাথ;
আমায় তুমি যুক্ত কর
বিশ্বজনার সাথ॥

সবাই যখন বদ্ধ কারায়,
মুক্তিতে মোর সাধ নাহি যায়;
সবার সাথে এক দশাতে
হোক্ এ জীবন-পাত॥

সবার শিকল ছিঁড়বে যেদিন,
আমার মুক্তি হোক্ না সে দিন,
সবাই যখন ব্যথায় অধীর,—
চাই বেদনার ঘাত॥

* মন্দির পুস্তক হইতে গৃহীত '১৩১' নং গান।





## (৫)

হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টীয়ান,
শিখ বা ইহুদী, মুসলমান,
আমার চক্ষে সব সমান
যত আছে নানা জাতি,
সবাই আমার আপনার জন
সবাই আমার জ্ঞাতি॥

জগতের মাঝে কেহ নাহি মোর পর,
সবায় হৃদয়ে আঁকড়ি' ধরিব
আসুক না যত ঝড়,
সবারে লইয়া গগনের তলে
বাঁধিব আমার ঘর,
সবার নয়নে দেখিব আমার
প্রভুর নয়ন-ভাতি॥

ভালবাসা দিয়া সবারে বাঁধিব
আমার বক্ষ-নীড়ে,
সকলের দুখে হব সমদুখী,
ভাসিব অশ্রুনীরে,



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

বিপদে আপদে বাহু যুগ বেড়ি'
রাখিব সবারে ঘিরে,
করিয়া লইব জীবন মরণে
সবারে মরম-সাথী॥

কাহারেও হেলা করিব না অনাদরে,
স্নেহের পরশ বুলাইয়া দিব
সকলের অন্তরে,
সবার লাগিয়া জ্বালাইব আমি
সোহাগের শত বাতি,
সবার কুশলে তপস্যা আমি
করিব সারাটি রাতি॥

* মঙ্গল মুরলী পুস্তক হইতে গৃহীত '২৫' নং গান।





**(৬)**

আমার যেদিন জন্ম হ'ল
সেদিন থেকেই জানি
সবার সেবার তরে আমার
ক্ষুদ্র জীবন-খানি॥

নইক আমি সম্প্রদায়ের,
গণ্ডীতে নই বাঁধা,
কণ্ঠ আমার নির্ব্বিচারে
সবার সুরে সাধা,
সবাইকে এই বক্ষে টেনে
জনম ধন্য মানি॥

আমার বুকেই বিশ্বজনের
সকল দুঃখ-গাথা
মর্ম্মে মর্ম্মে তন্ত্রে তন্ত্রে
প্রেম-সোহাগে গাঁথা;
সবার কান্না আমার ভাষায়
লভুক তাদের বাণী॥



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

সবার তরে জীবন দিব,
তাতেই জীবন লভি'
আমার মাঝে ফুটবে আমার
সত্যিকারের ছবি,

জীবন-দানের আনন্দেতে
বিশ্বভুবন উঠ্‌বে মেতে,
সবাই সবার আপন হবে,
বক্ষে টেনে আনি'
ভুলবে সকল দ্বন্দ্ব-বিভেদ
জগদ্‌ভরা প্রাণী॥

* মূর্চ্ছনা পুস্তক হইতে গৃহীত '৪৯' নং গান।





(৭)

জন্মদিনের গান,
গান সে ত' নয়, আত্মদানের
প্রতিশ্রুতি-দান॥
শ্বাস যতদিন বইবে নাসায়
বিশ্ববাসীর সেবার আশায়
প্রাণের বাতি জ্বলবে আমার
দীপ্ত অনির্ব্বাণ॥

জন্মদিনের আশীর্ব্বাণী
দাও আমারে এই,—
আপন আমার ভুবন খানি
পর কেহ মোর নেই!
ভালবাসায় থাক্‌ব আমি
অনিন্দ্য অম্লান॥

* মূর্চ্ছনা পুস্তক হইতে গৃহীত '৫০' নং গান।



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

## (৮)

আয় তোরা আয়,
আমার বক্ষে আয়।
এইখানে আমি লুকায়ে রেখেছি
জগতের যে যা চায়॥

আমার ভিতরে সকল মন্ত্র,
আমারে ধরিয়া সকল তন্ত্র,
সুরজাল-রচি' সকল যন্ত্র
আমারে নতি জানায়।
তাই না "প্রণব" এই নাম মোর
প্রচার হ'ল ধরায়॥

মহীরুহ যবে আকাশ জুড়িয়া
শাখা-পল্লব-মেলে
হাজার হাজার পাখীরা ঘুরিয়া
তার ফাঁকে ফাঁকে খেলে,
তেমনি আমাতে নিখিলের ভাষা
যুগ যুগ ধরি' করে যাওয়া আসা,





আমারি ত' কোলে লভিয়া জনম
আমাতে বিলয় পায়॥

যত মত আর যত পথ হোক
যে আছে যেখানে পথচারী লোক,
সবাই আসিয়া শীতল হইবে
আমার স্নিগ্ধ ছায়॥

* মন্দির পুস্তক হইতে গৃহীত '১৬' নং গান।



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

(৯)

## ভারতবর্ষ উঠিবে আবার

ভারতবর্ষ উঠিবে আবার
জাগিবে আবার নিশ্চিত,
ক্ষণিকের এই পতন-দৃশ্যে
চিত্ত আমার নয় ভীত।
জানি আমি পুনঃ ব্রহ্মচর্য্যে
লভিবে ভারত লুপ্ত মান,
লভিবে বজ্র-বীর্য্য শৌর্য্য,
কর্ম্ম-কীর্ত্তি-দীপ্ত প্রাণ।
বর্ত্তমানের দগ্ধ জঠরে
জন্ম লভিবে ভবিষ্যৎ,
মুক্তি যাহার বিশ্বতোমুখ,
শুদ্ধ, মহৎ, সু-বৃহৎ।

গভীর পঙ্কে আবক্ষ যার
ডুবিয়া সপ্ত শতাব্দী
ম্রিয়মাণ ছিল জীবন-চেতনা—
শুষ্ক, শীর্ণ প্রেমাব্ধি;
নিজের মাঝারে বিশ্ব-জগৎ,
বিশ্ব-জগতে আপনারে,
—চক্ষু থাকিতে অন্ধ,—তাই ত
দেখিয়াও দেখা গেলনা রে;





কেবল আত্ম-বঞ্চনা-নীতি
নিজেরে বাঁধিল শৃঙ্খলে;
দাস-ক্রীতদাস বংশানুক্রমে
বাড়িল কেবল দলে দলে।
তাহারি মাঝারে লুকাইয়াছিল
ঋষির সাধনা সুজাগ্রৎ,
আবার ভারতে নূতন রীতিতে
দেখাতে মুক্ত শুদ্ধ পথ।
বর্ষ দ্বিশত প্রতীচীর যত
বিলাস মদিরা করিয়া পান
হইল বিভল সংযম-বল,
মত্ত চপল হইল প্রাণ,
লালসা-তাড়না জীবন-সাধনা,
স্বার্থ হইল জপ ও তপ,—
যে যেখানে আছ, সবে শুধু বাঁচ
করিতে স্বার্থ-মহোৎসব।
কঙ্কাল-সার নিরন্ন আর
বিবস্ত্র নিঃসম্বলে
কর বঞ্চনা, শুধু প্রতারণা
ছলে বলে আর কৌশলে।
ইহাই বর্ত্তমানের চিত্র,
কিন্তু এ নহে শাশ্বত,
আবার ভারত লভিবে মূর্ত্তি
গৌরবময় অক্ষত।



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

ভারতবর্ষ উঠিবে আবার,
অখিল বিশ্বে দেখাতে পথ,—
নির্ভর করে ভারতের 'পরে
নিখিল-বিশ্ব-ভবিষ্যৎ।
রণ-বাহিনীর বাজে জিঞ্জির
বিশ্বের প্রাণে সৃজিয়া ত্রাস,
বিশ্বের যারা শত্রু, তাহারা
চাহিছে বিশ্ব করিতে গ্রাস।
দিকে দিকে শুধু মিথ্যার মধু
মুক্ত হস্তে করিয়া দান
হিংসা-ঈর্ষ্যা-ঘৃণা-বিদ্বেষ
তরঙ্গ তুলি' খেলিছে বান
কে পারে কাহারে কত-কাল ধ'রে
পদানত করি' রাখিতে আজ,
শুধু তারি তরে রেষারেষি ক'রে
জাতিতে জাতিতে যুদ্ধ-সাজ;—
এর মাঝখানে ভারতের প্রাণে
জাগিবে সত্য বজ্রবৎ,
বান্‌চাল করি' মিথ্যার তরী,
দেখাতে নিত্য সত্য পথ।
ভারতবর্ষ উঠিবে আবার,
ভয় নাই, ভয় নাই কোনো,
যে আছ যেখানে একান্ত প্রাণে
কাণ পেতে মোর কথা শোনো,—
সংযম-বলে হও বলীয়ান্,





সাধনার বলে হও মহীয়ান্,
নিজ নিজ হৃদি-ক্ষেত্রের মাঝে
ব্রহ্মনামের বীজ বোনো—
ক্ষুদ্র বটের বীজটীর মাঝে
মহা-মহীরুহ লুকাইয়া আছে;
সিঞ্চিবে বারি মহোৎসাহের,
ব্যর্থ হবে না একজনও।
বীর্য্যের বলে মহাকুতূহলে
আরোহণ করি' চিত্ত-রথ
করহ আপন ত্রিভুবন-জন
নেহারি' সবারে আত্মবৎ।
ভারতবর্ষ উঠিবে আবার,—
এ নহে মিথ্যা কল্পনা,
এ নহে রচিত অলীক কাহিনী,
বল্গা-বিহীন জল্পনা।
দিব্য নয়নে দেখেছি, ভারত
অতিক্রমিয়া মৃত্যু-পথ
ভৃঙ্গার ভরি' অমৃত বিতরি'
বিশ্বের হিতে নিত্য-সৎ।
বর্ত্তমানের দগ্ধ জঠরে
জন্ম লভিবে ভবিষ্যৎ,
মুক্তি যাহার বিশ্বতোমুখ,
শুদ্ধ মহৎ সু-বৃহৎ।

* অখণ্ড-সংহিতা দ্বাদশ খণ্ড হইতে গৃহীত 'ভারতবর্ষ উঠিবে আবার'।



Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

(১০)

খণ্ড আজিকে হোক্ অখণ্ড
অণু-পরমাণু মিলিত হোক্,
ব্যথিত পতিত দুঃখী-দীনেরা
ভুলুক বেদনা, ভুলুক শোক॥

ছোট বড় সব এক হ'য়ে যাক্,
প্রাণে প্রাণে হোক্ নব অনুরাগ,
জীবে জীবে হোক্ প্রেম-বন্ধন,
সৃষ্ট হোক্ আনন্দ-লোক॥

দূরে থাকা আর চলিবে না,
জগতের কাছে আছে দেনা;
জনমে জনমে প্রাণ-বলি দিয়া
ফুটুক নয়নে বিমলালোক॥

অপগত হোক্ আত্ম-কলহ,
স্বার্থ-প্রসূত দুঃখ-নিবহ;
শরণ্য হোক্ ত্যাগের মন্ত্র,
ত্যাগই অমৃত, নহেক ভোগ॥

---

* মন্দির পুস্তক হইতে গৃহীত '৩৫৮' নং গান।



# অখণ্ড-সংহিতা

## ষষ্ঠ খণ্ডের

## বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র





Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

ষষ্ঠ খণ্ড





Collected by Mukherjee T.K., Dhanbd

# অখণ্ড সংহিতা

"অখণ্ড-সংহিতা" বা অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের উপদেশ-বাণী ভারতের ধর্ম্ম-সাহিত্যে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে। জীবনের এমন কোনও জটিল প্রশ্ন নাই, যাহার মীমাংসা এই মহাগ্রন্থের কোথাও না কোথাও না পাইবেন। উপন্যাসের ন্যায় চিত্তাকর্ষক, পড়িতে আরম্ভ করিলে ছাড়িবার উপায় নাই। গোপন, নিগূঢ় অথচ একান্ত প্রয়োজন বিষয়ের শত শত সমস্যার সময়োচিত অপূর্ব্ব মীমাংসা রহিয়াছে। প্রত্যেক খণ্ডই এক একখানা পৃথক্ গ্রন্থ। আগের খণ্ডগুলি পড়ি নাই বলিয়া যে পরের খণ্ডগুলির অর্থ বুঝা যাইবে না বা লাভজনক হইবে না, তাহা নহে।

**প্রথম খণ্ড হইতে চতুর্ব্বিংশ খণ্ড**
**প্রতিখণ্ডের ধর্ম্মার্থ শুল্ক পঞ্চাশ টাকা।**

*     *     *     *

অযাচক আশ্রম
ডি ৪৬/১৯ বি, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, বারাণসী-১০

# অখণ্ড সংহিতা

# বা

ষষ্ঠ

শ্রী শ্রী স্বামী

খণ্ড

## স্বরূপানন্দ পরমহংস দেবের

## উপদেশ - বাণী